মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্

শল্যপর্ব্ব

২৯

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন

শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

কলিকাতা-৯

নিবেদন

করুণাময় পরমেশ্বরের করুণায় শান্তিপর্ব্ব প্রকাশিত হইল ; কিন্তু এই শান্তিপর্ব্ব যেমন অতি বৃহৎ, তেমন ইহার প্রকাশে আমার অশান্তিও অতি বৃহৎই হইয়াছে। কারণ, শান্তিপর্ব্ব ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিল, ইউরোপীয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তীব্রতাও ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; তাহার ফলে সকল দ্রব্যের মূল্য এবং লোকজনের বেতন প্রভৃতিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; সহসা বাজারে কাগজ একেবারে অপ্রাপ্য হইয়া গেল। তাহাতে বাধ্য হইয়াই পাঁচ বৎসর যাবৎ ছাপা বন্ধ রাখিতে হইল। তৎকালে অনেক গ্রাহক পরলোকগমন করিলেন, অনেকে বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গেলেন এবং বহু গ্রাহক অসহিষ্ণু হইয়া মহাভারতের খণ্ড লওয়া বন্ধ করিলেন। সম্ভবতঃ পাঠকমহোদয়গণের জানা আছে যে, আমি একক এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কোন ধনী লোকও আমার পিছনে নাই ; অথচ পূর্ব্বোক্ত কারণে গ্রাহকগণপ্রদত্ত অর্থেরও অভাব ঘটিল এবং মুদ্রণব্যয়ও পূর্ব্বাপেক্ষা পাঁচ ছয় গুণ বাড়িয়া গেল। এই সময়ে আমি বিষম বিপদে পড়িলাম, অথচ অবশিষ্ট কতিপয় গ্রাহকের নিকট সঙ্গত অভিযোগ এবং মৃদু তিরস্কারও শুনিতে থাকিলাম। তখন আশার উপর নির্ভর করিয়া অদম্য উত্তম সহকারে লেখা চালাইতে লাগিলাম এবং কাগজ পাইবার সম্ভব হইলে ব্রাহ্মণোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আবার ছাপাইতে আরম্ভ করিলাম ; কিন্তু মুদ্রণব্যয় প্রায় চতুর্গুণ হইতে লাগিল, তাহাতে প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকার স্থলে দেড় টাকা করা হইল। আশা করি গ্রাহকগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না।

মহাভারতের মধ্যে এই শান্তিপর্ব্ব যেমন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তেমনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্যময় এবং মানুষের প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সমস্ত নীতিই রহিয়াছে এবং অনভিমত দর্শনগুলির অভিমতও খণ্ডিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে এই বিষয় আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক যে, নাস্তিকদর্শন স্বয়ং বৃহস্পতির আবিষ্কৃত বলিয়া উহাকে বার্হস্পত্যদর্শনও বলা হয়। সুতরাং উহা অতি প্রাচীন। তারপর ত্রেতাযুগের সুপ্রসিদ্ধ রাজা দশরথের সহিত বৌদ্ধগণের আলাপ জাতকগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যের টীকা 'ভামতী' গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—"অনাদিসিদ্ধোঽয়ং সম্প্রদায়ঃ।" অতএব বৌদ্ধদর্শনও অত্যন্ত প্রাচীন ; বিশেষতঃ গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাংখ্য এবং পতঞ্জলির যোগদর্শন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে আবির্ভূত বলিয়া বেদব্যাস অপেক্ষা যে প্রাচীন, তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে হইবে। তবে, বেদব্যাসেরই শিষ্য জৈমিনি যে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন রচনা করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন না হইলেও বেদব্যাসের সমসাময়িক বলিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। অতএব বেদব্যাস এই মহাভারতের নানা স্থানে যে নাস্তিকমতের নিন্দা ও আদিপর্ব্বে প্রথম অধ্যায়ে "দৃষ্টস্তমদৃষ্টস্তক ক্ষপণকমদ্রাক্ষীৎ" বলিয়া ক্ষপণকাখ্য

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু পাণ্ডুপুত্রৈ রণাজিরে।
মম সৈন্যাবশিষ্টাস্তে কিমকুর্বত সঞ্জয়! ॥১॥
কৃতবর্ম্মা কৃপশ্চৈব দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
দুর্য্যোধনশ্চ মন্দাত্মা রাজা কিমকরোত্তদা ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ।

সংপ্রদ্রবৎসু দারেষু ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্।
বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে ভৃশোদ্বিগ্নাস্ত্রয়ো রথাঃ ॥৩॥
নিশম্য পাণ্ডুপুত্রাণাং তদা বিজয়িনাং স্বনম্।
বিদ্রুতং শিবিরং দৃষ্ট্বা সায়াহ্নে রাজগৃদ্ধিনঃ।
স্থানং নারোচয়ংস্তত্র ততস্তে হ্রদমভ্যয়ুঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

হতেম্বিতি। রণাজিরে সমরাঙ্গনে। সৈন্যে অবশিষ্টাঃ সৈন্যাবশিষ্টাঃ ॥১॥

কৃতেতি। মন্দাত্মা অল্পবুদ্ধিঃ, যথার্থাবধারণাক্ষমত্বাৎ ॥২॥

সমিতি। সংপ্রদ্রবৎসু হস্তিনাং প্রতি ধাবৎসু। বিদ্রুতে উপপ্লুতে। রথা রথিনঃ। স্বনমানন্দকোলাহলম্। রাজগৃদ্ধিনো দুর্য্যোধনপ্রাপ্ত্যভিলাষিণঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩—৪॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা রণস্থলে আমার সমস্ত সৈন্য নিহত করিলে, সৈন্যের অবশিষ্ট লোকেরা কি করিল? ॥১॥

কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, বলবান্ অশ্বত্থামা এবং অল্পবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধনই বা তখন কি করিলেন?' ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—'সায়াহ্নকালে মহাবল ক্ষত্রিয়গণের ভার্য্যারা শিবির হইতে হস্তিনানগরের দিকে বেগে প্রস্থান করিলে এবং শূন্য শিবিরগুলি উপপ্লুত অবস্থায় থাকিলে, রাজহিতৈষী সেই তিন রথী বিজয়ী পাণ্ডবগণের আনন্দ কোলাহল শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া এবং শিবিরগুলিকে উপপ্লুত দেখিয়া, সেস্থানে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না; পরে তাঁহারা দ্বৈপায়নহ্রদের দিকে গমন করিলেন ॥৩—৪॥

(১)…মামকাশ্চাবশিষ্টাস্তে…নি। (৩) প্রাদ্রবৎসু চ দারেষু··পি।

যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রণে।
হৃষ্টঃ পর্য্যচরদ্রাজন্! দুর্য্যোধনবধেপ্সয়া ॥৫॥
মার্গমাণাস্তু সংক্রুদ্ধাস্তব পুত্রং জয়ৈষিণঃ।
যত্নতোঽন্বেষমাণাস্তু নৈবাপশ্যন্ জনাধিপম্ ॥৬॥
স হি তীব্রেণ বেগেন গদাপাণিরপাক্রমৎ।
তং হ্রদং প্রাবিশচ্চাপি বিষ্টভ্যাপঃ স্বমায়য়া ॥৭॥
যদা তু পাণ্ডবাঃ সর্বে সুপরিশ্রান্তবাহনাঃ।
ততঃ স্বশিবিরং প্রাপ্য ব্যতিষ্ঠন্ত সসৈনিকাঃ ॥৮॥
ততঃ কৃপশ্চ দ্রৌণিশ্চ কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ।
সন্নিবিষ্টেষু পার্থেষু প্রয়াতাস্তং হ্রদং শনৈঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

যুধীতি। হৃষ্টো জয়লাভেনানন্দিতঃ ॥৫॥
মার্গেতি। মার্গমাণা অন্বিষ্যন্ত আসন্। জনাধিপং দুর্য্যোধনম্ ॥৬॥
স ইতি। বিষ্টভ্য সংস্তভ্য, অপো হ্রদজলম্ ॥৭॥
যদেতি। সুপরিশ্রান্তবাহনা দুর্য্যোধনান্বেষণায় সর্ব্বতো বিচরণাৎ ॥৮॥
তত ইতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা, সাত্বতঃ সাত্বতবংশীয়ঃ ॥৯॥

রাজা! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া, দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, হৃষ্টচিত্তে রণস্থলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫

সেই জয়াভিলাষী পাণ্ডবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্রকে অন্বেষণ করিলেন; কিন্তু যত্নপূর্ব্বক অন্বেষণ করিয়াও রাজা দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইলেন না ॥৬॥

কারণ, রাজা দুর্য্যোধন গদা হস্তে গুরুতর বেগে রণস্থল হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন এবং আপন কৌশলক্রমে হ্রদের জল স্তব্ধ করিয়া, সেই দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥৭॥

দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিতে থাকায় যখন পাণ্ডবগণের বাহনগুলি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা সৈন্যগণের সহিত আপন শিবিরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৮॥

পাণ্ডবেরা আপন শিবিরে সন্নিবিষ্ট হইলে, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা সেই দ্বৈপায়নহ্রদের নিকটে ধীরে ধীরে গমন করিলেন ॥৯॥

(৫)…পর্য্যপতদ্রাজন্!…নি। (৬) মার্গমাণাস্তু সংহৃষ্টাস্তব পুত্রাপ্রিয়ৈষিণঃ…পি। (৭) যদা দুর্য্যোধনো যুদ্ধং ত্যক্ত্বা পদ্ভ্যাং পরাক্রমৎ…নি। (৯)…সন্নিবিষ্টেষু সৈন্যেষু… হ্রদং রথৈঃ…পি।

তে তং হ্রদং সমাসাদ্য যত্র শেতে জনাধিপঃ।
অভ্যভাষন্ত দুর্দ্ধর্ষং রাজানং সুপ্তমম্ভসি ॥১০॥
রাজন্! উত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব সহাস্মাভির্যুধিষ্ঠিরম্।
জিত্বা বা পৃথিবীং ভুঙ্ক্ষ্ব হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি ॥১১॥
তেষামপি বলং সর্ব্বং হতং দুর্য্যোধন! ত্বয়া।
প্রতিবিদ্ধাশ্চ ভূয়িষ্ঠং যে শিষ্টাস্তত্র সৈনিকাঃ ॥১২॥
ন তে বেগং বিষহিতুং শক্তাস্তব বিশাংপতে!।
অস্মাভিরভিগুপ্তস্য তস্মাদুত্তিষ্ঠ ভারত! ॥১৩॥
দুর্য্যোধন উবাচ।
দিষ্ট্যা পশ্যা বো মুক্তানীদৃশাৎ পুরুষক্ষয়াৎ।
পাণ্ডুকৌরবসম্মর্দ্দাজ্জীবমানান্ নরর্ষভান্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। শেতে শয়িতবন্নিশ্চেষ্টস্তিষ্ঠতি, জনাধিপো দুর্য্যোধনঃ ॥১০॥
রাজন্নিতি। জিত্বা পাণ্ডবানিতি শেষঃ ॥১১॥
তেষামিতি। প্রতিবিদ্ধাঃ ক্ষতবিক্ষতীকৃতাঃ, ভূয়িষ্ঠং বহুলম্, শিষ্টা অবশিষ্টাঃ ॥১২॥
নেতি। বেগমাক্রমণস্য। অভিগুপ্তস্য সর্বতো রক্ষিতস্য ॥১৩॥
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। পুরুষাণাং ক্ষয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ ॥১৪॥

দুর্য্যোধন যাহাতে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি সেই হ্রদের নিকটে যাইয়া, জলস্থিত দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনকে বলিলেন—॥১০॥

'রাজা! আপনি জল হইতে উঠুন এবং আমাদের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করুন; তার পর হয়—জয়লাভ করিয়া রাজ্য ভোগ করুন, না হয়—নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করুন ॥১১॥

মহারাজ! আপনি তাহাদেরও প্রায় সমস্ত সৈন্যই সংহার করিয়াছেন এবং যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রহিয়াছে ॥১২॥

সুতরাং ভরতনন্দন নরনাথ! আমরা আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে থাকিলে, তাঁহারা আপনার আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আপনি উঠুন' ॥১৩॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'বীরগণ! আপনারা এইরূপ বীরক্ষয়জনক কুরু-পাণ্ডব-

(১০)···রাজন্! ন স্বপ্তুমর্হসি—পি। (১৩)···অস্মাভিরভিতপ্তাশ্চ · পি,···অস্মাভি-রভিগুপ্তাশ্চ···নি।

বিজেষ্যামো বয়ং সর্বে বিশ্রান্তা বিগতক্লমাঃ।
ভবন্তশ্চ পরিশ্রান্তা বয়ঞ্চ ভৃশবিক্ষতাঃ।
উদীর্ণঞ্চ বলং তেষাং তেন যুদ্ধং ন রোচয়ে ॥১৫॥
ন ত্বেতদদ্ভুতং বীরা! যদ্বো মহদিদং মনঃ।
অস্মাসু চ পরা ভক্তির্ন তু কালঃ পরাক্রমে ॥১৬॥
বিশ্রাম্যৈকাং নিশামদ্য ভবদ্ভিঃ সহিতো রণে।
প্রতিযোৎস্যাম্যহং শত্রূন্ শ্বো ন মেঽস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥১৭॥
সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্তোঽব্রবীদ্দ্রৌণী রাজানং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
উত্তিষ্ঠ রাজন্! ভদ্রং তে বিজেষ্যামো রণে পরান্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

বিজেষ্যাম ইতি। উদীর্ণং জয়লাভেনোৎসাহসম্পন্নম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥
নেতি। মহৎপ্রভোরুপচিকীর্ষাবশাদুদারম্ ॥১৬॥
বিশ্রাম্যেতি। শ্বঃ পরদিনে, "শ্বঃ পরশ্বঃ পরেঽহনি" ইত্যমরঃ ॥১৭॥
এবমিতি। তে তব ভদ্রং মঙ্গলমস্ত্বিতি শেষঃ ॥১৮॥

যুদ্ধ হইতে ভাগ্যবশতই জীবিতাবস্থায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং আমিও ভাগ্যবশতই আপনাদিগকে দেখিতে পাইলাম ॥১৪॥

আমরা সকলে বিশ্রাম ও ক্লান্তি দূর করিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিব; আপনারাও পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আমিও গুরুতর ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি এবং পাণ্ডবগণের সৈন্যেরাও উৎসাহে উদ্ধত হইয়াছে। অতএব আমি আজ আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না ॥১৫॥

বীরগণ! আপনাদের মন যে এইরূপ উদার এবং আমার উপরে পরম অনুরাগ—ইহা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু এটা পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় নয় ॥১৬॥

অতএব আজ একটী রাত্রি মাত্র বিশ্রাম করিয়া, কল্য আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিব, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই' ॥১৭॥

সঞ্জয় বলিলেন—'দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে, অশ্বত্থামা যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনকে বলিলেন—'রাজা! তুমি জল হইতে উঠ, তোমার মঙ্গল হউক, আমরা যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিব ॥১৮॥

(১৬)···অস্মাসু চ পরা শক্তিঃ···নি। (১৭)···শ্বো নয়েন্ত ন সংশয়ঃ—পি, শ্বো ন ত্যাজ্য শ্রমো মম···নি।

ইষ্টাপূর্ত্তেন দানেন সত্যেন চ জপেন চ।
শপে রাজন্! যথা হ্যদ্য নিহনিষ্যামি সোমকান্ ॥১৯॥
মাস্ম যজ্ঞকৃতাং প্রীতিং প্রাপ্নুয়াং সজ্জনোচিতাম্।
যদীমাং রজনীং ব্যুষ্টাং ন নিহন্মি পরান্ রণে ॥২০॥
নাহত্বা সর্ব্বপাঞ্চালান্ বিমোক্ষ্যে কবচং বিভো!।
ইতি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তন্মে শৃণু জনাধিপ! ॥২১॥
তেষু সম্ভাষমাণেষু ব্যাধাস্তং দেশমাযযুঃ।
মাংসভারপরিশ্রান্তাঃ পানীয়ার্থং যদৃচ্ছয়া ॥২২॥
তে হি নিত্যং মহারাজ! ভীমসেনস্য লুব্ধকাঃ।
মাংসভারানুপাজহ্রুর্ভক্ত্যা পরময়া বিভো! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইষ্টেতি। ইষ্টম্ অগ্নিহোত্রাদি চ, পূর্ত্তং কূপনির্ম্মাণাদি চ তেন। শপে শপথং করোমি ॥১৯॥

মাস্মেতি। ব্যুষ্টাং প্রভাতাং প্রাপ্যেতি শেষঃ ॥২০॥

নেতি। বিমোক্ষ্যে দেহাদ্‌ভ্রংশয়িষ্যামি ॥২১॥

তেম্বিতি। সম্ভাষমাণেষু পরস্পরমিত্থং ব্রুবৎসু। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

হতেম্বিতি। "হতেষু সর্ব্বসৈন্যেষু পাণ্ডুপুত্রৈ রণাজিরে" ইত্যারভ্য "শোকসংবিগ্নমনসশ্চিন্তাধ্যানপরাভব"মিত্যন্তঃ শল্যপর্ব্বশেষো গদাপর্ব্বাখ্যস্তস্য তাৎপর্য্যম্—সর্ব্বনাশেঽপি জীবিতং দুস্ত্যজম্, পরাভূতমপি শত্রুং শূরা ন ত্যজন্তীতি চ ॥১—১৯॥ যজ্ঞকৃতাং প্রীতিং

রাজা! অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি যজ্ঞ, কূপখননাদি কার্য্য, দান, সত্যব্যবহার ও মন্ত্র জপে আমার যে ধর্ম্ম হইয়াছে, তাহাদ্বারা আমি শপথ করিতেছি যে, অদ্যই সোমকগণকে সংহার করিব ॥১৯॥

আমি যদি এই রাত্রিপ্রভাতে শত্রুগণকে সংহার করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি যেন সজ্জনোচিতযজ্ঞজনিত প্রীতিলাভ না করি ॥২০॥

নরনাথ রাজা! আমি সমস্ত পাঞ্চালকে সংহার না করিয়া কবচ ত্যাগ করিব না, ইহা আমি সত্য বলিতেছি, তাহা তুমি শুনিয়া রাখ' ॥২১॥

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে থাকিলে, কতকগুলি ব্যাধ মাংসভারবহনে পরিশ্রান্ত হইয়া জলপান করিবার জন্য ঈশ্বরেচ্ছা ক্রমে সেইস্থানে আগমন করিল ॥২২॥

(২০)…নহি হন্মি পরান্ রণে…পি।

তে তত্রাধিষ্ঠিতাস্তেষাং সর্বং তদ্বচনং রহঃ।
দুর্য্যোধনবচশ্চৈব শুশ্রুবুঃ সঙ্গতা মিথঃ ॥২৪॥
তেঽপি সর্বে মহেষ্বাসা অযুদ্ধার্থিনি কৌরবে।
নির্বন্ধং পরমং চক্রুস্তদা বৈ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৫॥
তাংস্তথা সমুদীক্ষ্যাথ কৌরবাণাং মহারথান্।
অযুদ্ধমনসঞ্চৈব রাজানং স্থিতমম্ভসি ॥২৬॥
তেষাং শ্রুত্বা চ সংবাদং রাজ্ঞশ্চ সলিলে সতঃ।
ব্যাধা হ্যজানন্ রাজেন্দ্র! সলিলস্থং সুযোধনম্ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)
তে পূর্ব্বং পাণ্ডুপুত্রেণ পৃষ্টা হ্যাসন্ সুতং তব।
যদৃচ্ছোপগতাস্তত্র রাজানং পরিমার্গতা ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। লুব্ধকা ব্যাধাঃ। মাংসানাং ভারান্ সমূহান্। উপাজহ র্দদুঃ ॥২৩॥

ত ইতি। রহো নির্জনে। মিথঃ পরস্পরম্, সঙ্গতা মিলিতাঃ ॥২৪॥

ত ইতি। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাস্ত্রয়ঃ। কৌরবে দুর্য্যোধনে। নির্বন্ধমাগ্রহম্ ॥২৫॥

তানিতি। অযুদ্ধমনসং তদ্দিন এব যুদ্ধমকর্ত্তুমিচ্ছন্তম্। সতঃ স্থিতস্য ॥২৬—২৭॥

ত ইতি। পাণ্ডুপুত্রেণ যুধিষ্ঠিরেণ। সুতং দুর্য্যোধনম্। তত্র যুধিষ্ঠিরান্তিকে, রাজানং দুর্য্যোধনম্। পরিমার্গতা অন্বিষ্যতা ॥২৮॥

প্রভু মহারাজ! সেই ব্যাধেরা প্রত্যহ যাইয়া পরমভক্তিসহকারে ভীমসেনকে প্রচুর মাংস উপহার দিত ॥২৩॥

সেই ব্যাধেরা পরস্পর মিলিত হইয়া সেখানে থাকিয়া নির্জ্জনে কৃপাচার্য্য-প্রভৃতির ও দুর্য্যোধনের সমস্ত কথোপকথনই শুনিল ॥২৪॥

দুর্য্যোধন সেইদিন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না করিলে, কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর তিন জন সেইদিনই যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, গুরুতর আগ্রহ করিতেছিলেন ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! কৌরবপক্ষের সেই মহারথগণকে দেখিয়া এবং দুর্য্যোধন জলের ভিতরে রহিয়াছেন, কিন্তু সেদিন যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন না ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া, আর কৃপাচার্য্যপ্রভৃতির ও জলস্থিত দুর্য্যোধনের পরস্পর কথোপকথন শুনিয়া, সেই ব্যাধেরা বুঝিল যে, দুর্য্যোধন জলের ভিতরে রহিয়াছেন ॥২৬—২৭॥

(২৪) তে তত্র খিষ্ঠিতাঃ ··নি। (২৭)···ব্যাধ্যাভ্যজানন্···বঙ্গ বা নি। (২৮) তে ব্যাধাঃ পাণ্ডুপুত্রেণ···পি।

ততস্তে পাণ্ডুপুত্রস্য স্মৃত্বা তদ্ভাষিতং তদা।
অন্যোন্যমব্রুবন্ রাজন্! মৃগব্যাধাঃ শনৈরিদম্ ॥২৯॥
দুর্য্যোধনং খ্যাপয়ামো ধনং দাস্যতি পাণ্ডবঃ।
সুব্যক্তমিহ নঃ খ্যাতো হ্রদে দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥৩০॥
তস্মাদ্‌গচ্ছামহে সর্বে যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
আখ্যাতুং সলিলে সুপ্তং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥৩১॥
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজং তস্মৈ ভীমসেনায় ধীমতে।
শয়ানং সলিলে সর্বে কথয়ামো ধনুর্ভৃতে ॥৩২॥
স নো দাস্যতি সুপ্রীতো ধনানি বহুলান্যুত।
কিং নো মাংসেন শুষ্কেণ পরিক্লিষ্টেন শোষিণা ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পাণ্ডুপুত্রস্য যুধিষ্ঠিরস্য। মৃগান্ পশূন্ বিধ্যন্তীতি মৃগব্যাধাঃ ॥২৯॥
দুর্য্যোধনমিতি। খ্যাপয়ামো যুধিষ্ঠিরান্তিকে ক্রমঃ। সুব্যক্তং সুস্পষ্টমবগতম্ ॥৩০॥
তস্মাদিতি। সুপ্তং স্থিতম্, অমর্ষণং কোপনম্ ॥৩১॥
ধৃতেতি। ধৃতরাষ্ট্রস্য আত্মজং দুর্য্যোধনম্। শয়ানং তিষ্ঠন্তম্ ॥৩২॥
স ইতি। নঃ অস্মভ্যম্। শোষিণা দেহশোষণকারিণা ॥৩৩॥

সেই ব্যাধেরা পূর্ব্বে ঈশ্বরেচ্ছা ক্রমে যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়াছিল; তখন দুর্য্যোধনের অন্বেষণকারী যুধিষ্ঠির তাহাদের নিকট দুর্য্যোধনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥২৮॥

রাজা! তখন পশুহিংসাকারী সেই ব্যাধেরা যুধিষ্ঠিরের সেই কথা স্মরণপূর্ব্বক খুব ছোট ছোট করিয়া পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল—॥২৯॥

'আমরা যাইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্য্যোধনের সংবাদ বলিব, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে পারিতোষিক ধন দান করিবেন। আমরা ইহা সুস্পষ্টরূপে অবগত হইলাম যে, বিখ্যাত রাজা দুর্য্যোধন এই হ্রদের ভিতরে লুকায়িত রহিয়াছেন ॥৩০॥

অতএব যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির রহিয়াছেন, কোপনস্বভাব ও জলস্থিত দুর্য্যোধনের সংবাদ বলিবার জন্য চল আমরা সেইখানে যাই ॥৩১॥

এবং আমরা সকলে যাইয়া বুদ্ধিমান্ ও ধনুর্দ্ধর ভীমসেনের নিকটেও দুর্য্যোধনের সংবাদ বলিব ॥৩২॥

তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে প্রচুর ধন দান করিবেন; সুতরাং

এবমুক্ত্বা তু তে ব্যাধাঃ সংপ্রহৃষ্টা ধনার্থিনঃ ।
মাংসভারানুপাদায় প্রযযুঃ শিবিরং প্রতি ॥৩৪॥
পাণ্ডবাপি মহারাজ ! লব্ধলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ ।
অপশ্যমানাঃ সমরে দুর্য্যোধনমবস্থিতম্ ॥৩৫॥
নিকৃতেস্তস্য পাপস্য তে পারং গমনেপ্সবঃ ।
চারান্ সংপ্রেষয়ামাসুঃ সমন্তাত্তদ্রণাজিরে ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্)
আগম্য তু ততঃ সর্বে নষ্টং দুর্য্যোধনং নৃপম্ ।
ন্যবেদয়ন্ত সহিতা ধর্ম্মরাজস্য সৈনিকাঃ ॥৩৭॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চারাণাং ভরতর্ষভ ! ।
চিন্তামভ্যাগমত্তীব্রাং নিশশ্বাস চ পার্থিবঃ ॥৩৮॥
অথ স্থিতানাং দীনানাং পাণ্ডূনাং ভরতর্ষভ ! ।
তস্মাদ্দেশাদপাক্রম্য ত্বরিতা লুব্ধকা বিভো ! ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। উক্ত্বা পরস্পরং পর্য্যালোচ্য। শিবিরং যুধিষ্ঠিরস্য ॥৩৪॥

পাণ্ডবা ইতি। পাণ্ডবাপীতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। লব্ধলক্ষ্যাঃ সন্তঃ প্রহারিণ ইত্যর্থঃ। নিকৃতেঃ শাঠ্যকৃতাপকারস্য। পারং প্রতিশোধেন পরিশেষম্ ॥৩৫—৩৬॥

আগম্যেতি। নষ্টমদর্শনং গতম্। সৈনিকাশ্চারভূতাঃ ॥৩৭॥

তেষামিতি। নিশশ্বাস দুর্য্যোধনাপ্রাপ্ত্যা রাজ্যলাভে সবিঘ্নত্বাৎ ॥৩৮॥

দেহশোষণকারী, ক্লেশজনক ও শুষ্ক মাংস আহরণ করায় আর আমাদের প্রয়োজন কি ?' ॥৩৩॥

এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া সেই ব্যাধেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আনীত মাংসভার লইয়া প্রচুর ধনলাভের উদ্দেশে যুধিষ্ঠিরের শিবিরের দিকে গমন করিল ॥৩৪॥

মহারাজ ! ওদিকে লক্ষ্য পাইয়া প্রহারকারী পাণ্ডবেরাও রণস্থলে দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া তৎকৃত দুর্ব্যবহারের শেষ করিবার ইচ্ছা করিয়া, সেই রণস্থলের সর্ব্বত্র চর প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥৩৫—৩৬॥

তদনন্তর সেই চরগণ সম্মিলিত হইয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট জানাইল যে, 'আমরা রাজা দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইলাম না' ॥৩৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যুধিষ্ঠির তাহাদের সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন এবং নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ॥৩৮॥

---

(৩৬) নিকৃতিজ্ঞস্য পাপস্য তস্যাভিগমনেপ্সয়া···নি,···পারং গন্তুং জিগীষবঃ···পি।

আজগ্মুঃ শিবিরং হৃষ্টা দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনং নৃপম্।
বার্য্যমাণাঃ প্রবিষ্টাশ্চ ভীমসেনস্য পশ্যতঃ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)
তে তু পাণ্ডবমাসাদ্য ভীমসেনং মহাবলম্।
তস্মৈ তৎ সর্বমাচখ্যুর্যদ্‌বৃত্তং যচ্চ বৈ শ্রুতম্ ॥৪১॥
ততো বৃকোদরো রাজন্! দত্ত্বা তেষাং ধনং বহু।
ধর্ম্মরাজায় তৎ সর্ব্বমাচচক্ষে পরন্তপঃ ॥৪২॥
অসৌ দুর্য্যোধনো রাজন্! বিজ্ঞাতো মম লুব্ধকৈঃ।
সংস্তভ্য সলিলং শেতে যস্যার্থে পরিতপ্যসে ॥৪৩॥
তদ্বচো ভীমসেনস্য প্রিয়ং শ্রুত্বা বিশাংপতে!।
অজাতশত্রুঃ কৌন্তেয়ো হৃষ্টোঽভূৎ সহ সোদরৈঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। দীনানাং দুর্য্যোধনালাভেন বিষণ্ণনাম্; পাণ্ডূনাং পাণ্ডবানাম্। তস্মাদ্‌হ্রদ-তীরভূতাৎ। লুব্ধকা ব্যাধাঃ। বার্য্যমাণা দৌবারিকৈরিতি শেষঃ। প্রবিষ্টাশ্চ পশ্যতো ভীমসেনস্যেঙ্গিতেনেত্যর্থঃ ॥৩৯—৪০॥

ত ইতি। বৃত্তং হ্রদতীরে জাতং স্বগমনাদিকম্ ॥৪১॥

তত ইতি। তেষাং ব্যাধানাম্, ধনং পারিতোষিকরূপম্। পরন্তপো ভীমঃ ॥৪২॥

অসাবিতি। লুব্ধকৈর্ব্যাধৈঃ। সংস্তভ্য কুম্ভকপ্রকারেণান্তঃপ্রবেশে নিরুদ্ধ্য ॥৪৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! তাহার পর পাণ্ডবেরা বিষণ্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই ব্যাধেরা দুর্য্যোধনের সংবাদ জানিয়া, আনন্দিত হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, যুধিষ্ঠিরের শিবির দেখিয়া তাহার সম্মুখে আগমন করিল; তখন দৌবারিকেরা বারণ করিলেও ভীমসেনের ইঙ্গিতক্রমে তাহারা প্রবেশ করিল ॥৩৯—৪০॥

সেই ব্যাধেরা মহাবল ভীমসেনের নিকটে যাইয়া—দ্বৈপায়নহ্রদে যাহা ঘটিয়াছিল এবং তাহারা যাহা শুনিয়াছিল, সে সমস্তই বলিল ॥৪১॥

রাজা! তৎপরে শত্রুসন্তাপকারী ভীমসেন সেই ব্যাধগণকে প্রচুর পারিতোষিক ধন দান করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইয়া সে সমস্তই বলিলেন—॥৪২॥

'রাজা! আপনি যাহার জন্য পরিতাপ করিতেছেন, আমার ব্যাধেরা সেই দুর্য্যোধনের বিষয় জানিতে পারিয়াছে; দুর্য্যোধন এখন জলস্তম্ভন করিয়া অবস্থান করিতেছে' ॥৪৩॥

(৪০)···দৃষ্ট্বা তস্মিন্ দুর্য্যোধনম্···পি,···আজগ্মুঃ শিবিরং দৃষ্ট্বা হৃষ্টা···বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো।
(৪৩)···পরিতপ্যসে—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

ত্বঞ্চ শ্রুত্বা মহেষ্বাসং প্রবিষ্টং সলিলং হ্রদম্।
ক্ষিপ্রমেব ততোঽগচ্ছৎ পুরস্কৃত্য জনার্দ্দনম্ ॥৪৫॥
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্বিশাংপতে ।।
পাণ্ডবানাং প্রহৃষ্টানাং পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বশঃ ॥৪৬॥
সিংহনাদাংস্ততশ্চক্রুঃ ক্ষ্বেড়াশ্চ ভরতর্ষভ ।।
ত্বরিতাঃ ক্ষত্রিয়া রাজন্! জগ্মুর্দ্বৈপায়নং হ্রদম্ ॥৪৭॥
জ্ঞাতঃ পাপো ধার্ত্তরাষ্ট্রো দৃষ্টশ্চেত্যসকৃদ্রণে।
প্রাক্রোশন্ সোমকাস্তত্র হৃষ্টরূপাঃ সমন্ততঃ ॥৪৮॥
তেষামাশু প্রয়াতানাং রথানাং তত্র বেগিনাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো দিবস্পৃক্ পৃথিবীপতে! ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। অজাতশত্রুর্যুধিষ্ঠিরঃ। হৃষ্টোঽভূৎ দুর্য্যোধনপ্রাপ্তিসম্ভবাৎ ॥৪৪॥
তমিতি। মহেষ্বাসং মহাধনুর্দ্ধরম্। হ্রদং দ্বৈপায়নহ্রদস্থম্ ॥৪৫॥
তত ইতি। কিলকিলাশব্দঃ কোলাহলপ্রকারবিশেষঃ ॥৪৬॥
সিংহেতি। ক্ষ্বেড়া গর্জনানি। দ্বৈপায়নং নাম ॥৪৭॥
জ্ঞাত ইতি। জ্ঞাতো দৃষ্টশ্চ ব্যাধৈঃ। প্রাক্রোশন্ বক্তৃন্ উচ্চৈরাহ্বয়ন্ ॥৪৮॥
তেষামিতি। দিবস্পৃক্ বিশালত্বাদুচ্চগগনস্পর্শী ॥৪৯॥

নরনাথ! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ভীমসেনের সেই কথা শুনিয়া, অন্যান্য ভ্রাতার সহিত আনন্দিত হইলেন ॥৪৪॥

এবং সেই মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন হ্রদের জলে প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সত্বরই সেই দিকে গমন করিলেন ॥৪৫॥

নরনাথ! তাহার পর হৃষ্টচিত্ত সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের বিশাল কোলাহল প্রাদুর্ভূত হইল ॥৪৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ক্ষত্রিয়েরা সিংহনাদ ও গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং ত্বরান্বিত হইয়া দ্বৈপায়নহ্রদের দিকে গমন করিলেন ॥৪৭॥

'ব্যাধেরা পাপাত্মা দুর্য্যোধনের সংবাদও জানিয়াছে এবং তাহাকে দর্শন করিয়াছে' এই কথা বার বার বলিয়া সোমকেরা সকল দিকে বন্ধুগণকে আহ্বান করিতে লাগিল ॥৪৮॥

মহারাজ! তাঁহারা সত্বর গমন করিতে লাগিলে, তাঁহাদের বেগবান্ রথগুলির আকাশস্পর্শী তুমুল শব্দ হইতে থাকিল ॥৪৯॥

(৪৫)…প্রবিষ্টং সলিলং হ্রদে…পি। (৪৭)…রাজন্! উদক্রোশন্ পরস্পরম্—নি।

দুর্য্যোধনং পরীপ্সন্তস্তত্র তত্র যুধিষ্ঠিরম্।
অন্বয়ুস্ত্বরিতাস্তে বৈ রাজানং শ্রান্তবাহনাঃ ॥৫০॥
অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ॥৫১॥
উত্তমৌজা যুধামন্যুঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পাঞ্চালানাঞ্চ যে শিষ্টা দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত!।
হয়াশ্চ সর্বে নাগাশ্চ শতশশ্চ পদাতয়ঃ ॥৫২॥ (বিশেষকম্)
ততঃ প্রাপ্তো মহারাজ! ধর্ম্মরাজঃ প্রতাপবান্।
দ্বৈপায়নহ্রদং খ্যাতং যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ।
শীতামলজলং হৃদ্যং দ্বিতীয়মিব সাগরম্ ॥৫৩॥
মায়য়া সলিলং স্তভ্য যত্রাভূত্তে স্থিতঃ সুতঃ।
অত্যদ্ভুতেন বিধিনা দৈবযোগেন ভারত! ॥৫৪॥
সলিলান্তর্গতঃ শেতে দুর্দ্ধর্ষঃ কস্যচিৎ প্রভো!।
মানুষস্য মনুষ্যেন্দ্র! গদাহস্তো জনাধিপঃ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনমিতি। পরীপ্সন্তঃ প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ। অন্বয়ুরন্বগচ্ছন্। পাঞ্চাল্যঃ পাঞ্চালরাজপুত্রঃ। শিষ্টা অবশিষ্টাঃ, দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫০—৫২॥
তত ইতি। প্রাপ্তো গতঃ। অভবদতিষ্ঠৎ। হৃদ্যং প্রিয়ম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৩॥
মায়য়েতি। মায়য়া কুম্ভককৌশলেন, স্তভ্য অন্তঃপ্রবেশে নিরুদ্ধ্য ॥৫৪॥

ভরতনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, মহারথ সাত্যকি, হতাবশিষ্ট পাঞ্চালসৈন্য, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সমস্ত গজারোহী ও অশ্বারোহী, শত শত পদাতি এবং শ্রান্তবাহন অন্যান্য রাজারা দুর্য্যোধনকে ধরিবার জন্য সেই সেই স্থানে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিলেন ॥৫০—৫২॥

মহারাজ! তাহার পর দুর্য্যোধন যেস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, শীতল, নির্ম্মল ও প্রীতিজনক জলসম্পন্ন এবং দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় বিশাল, সেই দ্বৈপায়নহ্রদের তীরে যাইয়া প্রতাপশালী যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইলেন ॥৫৩॥

ভরতনন্দন! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মায়াবলে ও অদ্ভুত কৌশলে জলস্তম্ভন করিয়া দৈববশতঃ যে হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন ॥৫৪॥

(৫৪)···যত্রোক্তস্তে স্থিতঃ সুতঃ···পি।

তেতো দুর্য্যোধনো রাজা সলিলান্তর্গতো বসন্।
শুশ্রুবে তুমুলং শব্দং জলদোপমনিস্বনম্ ॥৫৬॥
যুধিষ্ঠিরস্তু রাজেন্দ্র! তং হ্রদং সহ সোদরৈঃ।
আজগাম মহারাজ! তব পুত্রবধায় বৈ ॥৫৭॥
মহতা শঙ্খনাদেন রথনেমিস্বনেন চ।
ঊর্দ্ধং ধুন্বন্ মহারেণুং কম্পয়ংশ্চাপি মেদিনীম্ ॥৫৮॥ (যুগ্মকম্)
যৌধিষ্ঠিরস্য সৈন্যস্য শ্রুত্বা শব্দং মহারথাঃ।
কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণী রাজানমিদমব্রুবন্ ॥৫৯॥
ইমে হ্যায়ান্তি সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ।
অপযাস্যামহে তাবদনুজানাতু নো ভবান্ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

সলিলেতি। কস্যচিৎ সর্বস্যৈব মানুষস্য দুর্দ্ধর্ষ ইত্যর্থঃ ॥৫৫॥

তত ইতি। জলদোপমনিস্বনং মেঘশব্দতুল্যম্ ॥৫৬॥

যুধীতি। সোদরৈর্ভ্রাতৃভিঃ নকুলসহদেবয়োরসোদরয়োরপি গ্রাহ্যত্বাৎ। রথানাং নেমিস্বনেন চক্রপ্রান্তশব্দেন। ধুন্বন্ সঞ্চালয়ন্ ॥৫৭—৫৮॥

যৌধীতি। দ্রৌণিরশ্বত্থামা, রাজানং দুর্য্যোধনম্ ॥৫৯॥

ইম ইতি। জিতমিতি ভাবে ক্তঃ। ততশ্চ জিতেন জয়েন কাশন্তে শোভন্ত ইতি তে ॥৬০॥

ভারতভাবদীপঃ

যজ্ঞাদিজস্য পুণ্যস্য ফলম্ ॥২০—৩৬॥ নষ্টমদৃশ্যত্বং গতং লীনমিত্যর্থঃ ॥৩৭—৫৯॥ অপযাস্যামহে ত্বদন্বেষণভিয়া ॥৬০—৬৬॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮॥

প্রভু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! গদাধারী ও যে কোন মানুষেরই দুর্দ্ধর্ষ রাজা দুর্য্যোধন তখন জলের ভিতরে অবস্থান করিতেছিলেন ॥৫৫॥

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন জলের ভিতরে থাকিয়া, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুলশব্দ শুনিতে পাইলেন ॥৫৬॥

মহারাজ রাজশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া, বিশাল শঙ্খনাদে ও রথচক্রের শব্দে ভূতল কম্পিত করিতে থাকিয়া এবং আকাশে ধূলিজাল উড়াইয়া আপনার পুত্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় আসিতেছিলেন ॥৫৭—৫৮॥

তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরসৈন্যের সেই কোলাহল শুনিয়া দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন—॥৫৯॥

---

(৫৬)…সলিলান্তর্গতোঽভবন্…পি।

দুর্য্যোধনস্তু তৎ শ্রুত্বা তেষাং তত্র তরস্বিনাম্।
তথেত্যুক্ত্বা হ্রদং তং বৈ মায়য়াস্তম্ভয়ৎ প্রভো! ॥৬১॥
তে ত্বনুজ্ঞাপ্য রাজানং ভৃশং শোকপরায়ণাঃ।
জগ্মুর্দূরং মহারাজ! কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥৬২॥
তে গত্বা দূরমধ্বানং ন্যগ্রোধং প্রেক্ষ্য মারিষ!।
ন্যবিশন্ত ভৃশং শ্রান্তাশ্চিন্তয়ন্তো নৃপং প্রতি ॥৬৩॥
বিষ্টভ্য সলিলং সুপ্তো ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
পাণ্ডবাশ্চাপি সংপ্রাপ্তাস্তং দেশং যুদ্ধমীপ্সবঃ ॥৬৪॥
কথং নু যুদ্ধং ভবিতা কথং রাজা ভবিষ্যতি।
কথং নু পাণ্ডবা রাজন্! প্রতিপৎস্যন্তি কৌরবম্ ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধন ইতি। তরস্বিনাং বলবতাম্। হ্রদং হ্রদজলম্ ॥৬১॥

ত ইতি। অনুজ্ঞাপ্য স্বস্বপ্রস্থানে অনুজ্ঞাং কারয়িত্বা। রাজানং দুর্য্যোধনম্ ॥৬২॥

ত ইতি। অধ্বানং পন্থানম্, ন্যগ্রোধং বটবৃক্ষম্ ॥৬৩॥

বিষ্টভ্যেতি। সুপ্তো নিদ্রিতবৎ নিশ্চেষ্টস্থিতঃ। সংপ্রাপ্তা আগতাঃ ॥৬৪॥

কথমিতি। কথং কীদৃশম্, রাজা দুর্য্যোধনঃ, কথং কিংপ্রকারো ভবিষ্যতি যুদ্ধে সতীত্যর্থঃ। প্রতিপৎস্যন্তি প্রাপ্স্যন্তি, কৌরবং দুর্য্যোধনম্ ॥৬৫॥

'মহারাজ! এই বিজয়শোভী পাণ্ডবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আগমন করিতেছে। অতএব আমরা এস্থান হইতে চলিয়া যাই, আপনি আমাদিগকে অনুমতি করুন' ॥৬০॥

রাজা! দুর্য্যোধন সেই বীরগণের সেই কথা শুনিয়া 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া মায়াবলে হ্রদের জল স্তম্ভিত করিলেন ॥৬১॥

মহারাজ! কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি সেই রথীরা দুর্য্যোধনের অনুমতি লইয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

মাননীয় রাজা! তাঁহারা দূরপথ অতিক্রম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া, একটা বটবৃক্ষ দেখিয়া, দুর্য্যোধনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যাইয়া তাহার তলে অবস্থান করিলেন ॥৬৩॥

মহাবল দুর্য্যোধন জলস্তম্ভন করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন এবং পাণ্ডবেরাও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥৬৪॥

---

(৬১)···হ্রদাম্ভো বৈ মায়য়াস্তম্ভয়ৎ প্রভো!—পি। (৬৩)···রণং প্রতি—পি।

ইত্যেবং চিন্তয়ানাস্ত রথেভ্যোঽশ্বান্ বিমুচ্য তে।
তত্রাসাঞ্চক্রিরে রাজন্! কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥৬৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশে দুর্য্যোধনান্বেষণে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:*:——

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তেষ্বপযাতেষু রথেষু ত্রিষু পাণ্ডবাঃ।
তং হ্রদং প্রত্যপদ্যন্ত যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ ॥১॥
আসাদ্য চ কুরুশ্রেষ্ঠ! তদা দ্বৈপায়নং হ্রদম্।
স্তম্ভিতং ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ দৃষ্ট্বা তং সলিলাশয়ম্।
বাসুদেবমিদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুনন্দনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। তত্র বটবৃক্ষতলে, আসাঞ্চক্রিরে উপবিবিশুঃ ॥৬৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

তত ইতি। প্রত্যপদ্যন্ত প্রাপ্নুবন্। অভবদতিষ্ঠৎ ॥১॥

রাজা! 'কিরূপ যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধেই বা দুর্য্যোধনের কিরূপ অবস্থা হইবে এবং পাণ্ডবেরাই বা কি প্রকারে দুর্য্যোধনকে পাইবেন' ॥৬৫॥

রাজা! 'এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, রথ হইতে অশ্বগুলিকে মুক্ত করিয়া, সেই কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি রথীরা পূর্ব্বোক্ত বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন' ॥৬৬॥

-০:*:০-

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিন রথী সেস্থান হইতে চলিয়া গেলে পর, যে দ্বৈপায়নহ্রদে দুর্য্যোধন অবস্থান করিতেছিলেন, পাণ্ডবেরা সেই হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন ॥১॥

(৬৬)···বিমুচ্য চ···তেঽত্রাসাঞ্চক্রিরে···পি। * '···ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ···' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি। (১) ততস্তেষুপযাতেষু রক্ষিষু···পি।

পশ্যেমাং ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ মায়ামপ্সু প্রযোজিতাম্।
বিষ্টভ্য সলিলং শেতে নাস্য মানুষতো ভয়ম্ ॥৩॥
দৈবীং মায়ামিমাং কৃত্বা সলিলান্তর্গতো হ্যয়ম্।
নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞো ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে ॥৪॥
যদ্যস্য সমরে সাহ্যং কুরুতে বজ্রভৃৎ স্বয়ম্।
তথাপ্যেনং হতং যুদ্ধে লোকা দ্রক্ষ্যন্তি মাধব! ॥৫॥

বাসুদেব উবাচ।

মায়াবিন ইমাং মায়াং মায়য়া জহি ভারত!।
মায়াবী মায়য়া বধ্যঃ সত্যমেতদ্‌যুধিষ্ঠির! ॥৬॥
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্ব্বহুভির্ম্মায়ামপ্সু প্রযোজ্য চ।
জহি ত্বং ভরতশ্রেষ্ঠ! মায়াত্মানং সুযোধনম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

আসাদ্যেতি। দ্বৈপায়নং নাম। সলিলাশয়ং জলাধারম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২॥
পশ্যেতি। মায়াং যোগকৌশলম্, অপ্সু জলেষু ॥৩॥
দৈবীমিতি। দৈবীং দেবতঃ প্রাপ্তাম্। নিকৃত্যা শাঠ্যেন, নিকৃতিপ্রজ্ঞঃ শাঠ্যবিৎ ॥৪॥
যদীতি। সাহ্যং সাহায্যম্, সাহ্যশব্দো মুনিষু সাহায্যার্থে রূঢ়ঃ ॥৫॥
মায়েতি। মায়য়া ঈদৃশেন প্রতিকৌশলেনৈব ॥৬॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়নহ্রদে উপস্থিত হইয়া এবং দুর্য্যোধন সেই জলাশয়টাকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া, কৃষ্ণের নিকট এই কথা বলিলেন—॥২॥

'কৃষ্ণ! দেখ, দুর্য্যোধন ইহার জলে কিরূপ মায়া প্রয়োগ করিয়াছেন; দুর্য্যোধন জলস্তম্ভন করিয়া ইহার ভিতরে রহিয়াছেন; সুতরাং উঁহার মানুষ হইতে কোন ভয় নাই ॥৩॥

দুর্য্যোধন দৈবী মায়া প্রয়োগ করিয়া জলের ভিতরে রহিয়াছেন; কিন্তু এই শঠ আমার সঙ্গে শঠতা করিয়াছে বলিয়া জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না ॥৪॥

কৃষ্ণ! যদি স্বয়ং ইন্দ্রও উঁহার সাহায্য করেন, তথাপি লোকেরা উঁহাকে যুদ্ধে নিহতই দেখিবে' ॥৫॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'ভরতনন্দন! আপনি মায়াদ্বারাই এই মায়াবীর মায়া নষ্ট করুন, মায়াদ্বারাই মায়াবীকে বধ করিতে হয়, ইহা সত্য ॥৬॥

(৪)…নিকৃতিপ্রাজ্ঞো ন…পি। (৫)…সমরে সহ্যং কুরুতে…পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা। (৭) ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্ব্বহুলৈঃ…জহীমম্…পি।

ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিন্দ্রেণ নিহতা দৈত্যদানবাঃ।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্বলির্বদ্ধো মহাত্মনা ॥৮॥
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব ক্রিয়য়ৈব নিসূদিতৌ।
বৃত্রশ্চ নিহতো রাজন্! ক্রিয়য়ৈব ন সংশয়ঃ ॥৯॥
তথা পুলস্ত্যতনয়ো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
রামেণ নিহতো রাজন্! সানুবন্ধঃ সহানুগঃ।
ক্রিয়য়া যোগমাস্থায় তথা ত্বমপি বিক্রম ॥১০॥
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতৌ পুরা রাজন্! পুরাতনৌ।
তারকশ্চ মহাদৈত্যো বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ক্রিয়েতি। ক্রিয়াভ্যুপায়ৈঃ কূটকৌশলরূপোপযোগৈঃ। মায়াং প্রতিকৌশলম্। এষা মায়েদানীং নির্ণেতুমশক্যৈব। কুম্ভকবিশেষ ইতি তু সম্ভাব্যোক্তম্ ॥৭॥

ক্রিয়েতি। বলির্নাম দৈত্যরাজঃ। মহাত্মনা বামনরূপিণা বিষ্ণুনা ॥৮॥

ক্রিয়েতি। নিসূদিতৌ নিহতৌ। নিহত ইন্দ্রেণ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

তথেতি। পুলস্ত্যস্য দেবর্ষেস্তনয়ো বংশধরঃ পৌত্র ইত্যর্থঃ। সানুবন্ধঃ আত্মীয়সহিতঃ। যোগমুপায়ম্। বিক্রম বিক্রমং প্রকাশয়। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনিও নানাবিধ কূটকৌশলদ্বারা এই জলে মায়া প্রয়োগ করিয়া মায়াবী দুর্য্যোধনকে বধ করুন ॥৭॥

ইন্দ্র কূটকৌশল আবিষ্কার করিয়া দৈত্য ও দানবগণকে বধ করিয়াছেন এবং মহাত্মা বামনরূপী নারায়ণ কূটকৌশলদ্বারাই বলিকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন ॥৮॥

রাজা! নারায়ণ কূটকৌশলদ্বারাই মহাসুর হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছেন এবং ইন্দ্রও কূটকৌশলেই বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৯॥

নরনাথ! রামচন্দ্রও কার্য্যকৌশল অবলম্বন করিয়া, আত্মীয় ও অনুচরবর্গের সহিত পুলস্ত্যবংশধর রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়াছিলেন; অতএব আপনিও সেই ভাবে বিক্রম প্রকাশ করুন ॥১০॥

রাজা! পূর্ব্বকালে কার্ত্তিক কূটকৌশলেই প্রাচীন তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও কূটকৌশলদ্বারাই বলবান্ বিপ্রচিত্তি দানবকে নিহত করিয়াছিলেন ॥১১॥

(৯) ক্রিয়াভ্যুপায় পূর্বং বৈ···নি।

বাতাপিরিল্বলশ্চৈব ত্রিশিরাশ্চ তথা বিভো!।
সুন্দোপসুন্দাবসুরৌ ক্রিয়য়ৈব নিসূদিতৌ ॥১২॥
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিন্দ্রেণ ত্রিদিবং ভুজ্যতে বিভো!।
ক্রিয়া বলবতী রাজন্! নান্যৎ কিঞ্চিদ্‌যুধিষ্ঠির! ॥১৩॥
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব রাক্ষসাঃ পার্থিবাস্তথা।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতাঃ ক্রিয়াং তস্মাৎ সমাচর ॥১৪॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন পাণ্ডবঃ সংশিতব্রতঃ।
জলস্থং তং মহারাজ! তব পুত্রং মহাবলম্।
অভ্যভাষত কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্নিব ভারত! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্রিয়েতি। নিহতৌ কার্ত্তিকদেবরাজাভ্যাম্ ॥১১॥
বাতাপিরিতি। নিসূদিতৌ অগস্ত্যাদিভিঃ ॥১২॥
ক্রিয়েতি। ত্রিদিবং স্বর্গরাজ্যম্। ক্রিয়া কার্য্যকৌশলম্ ॥১৩॥
দৈত্যা ইতি। ক্রিয়াং কূটকার্য্যকৌশলম্ ॥১৪॥
ইতীতি। সংশিতব্রতো ধর্ম্মে সুদৃঢ়নিয়মঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৫॥ জীবিতেপ্সুং দুর্য্যোধনং বিজ্ঞায় কদাচিদ্রাজ্যার্দ্ধং যুধিষ্ঠিরস্তস্মৈ দাস্যতীত্যাশঙ্ক্য ভগবাংস্তং বোধয়তি দুর্য্যোধনবধার্থী, মায়াবিন ইত্যাদিনা ॥৬॥ ক্রিয়াভ্যুপায়ৈঃ শক্রক্রিয়ানুরূপৈঃ প্রতীকারৈর্ধর্ম্মৈরধর্ম্মৈর্বেত্যর্থঃ। এতে তু ছলকারিণ-

বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা, সুন্দ এবং উপসুন্দও কূটকৌশলেই নিহত হইয়াছিল ॥১২॥

রাজা! ইন্দ্র কূটকৌশলের বলেই স্বর্গ ভোগ করিতেছেন; অতএব কার্য্যকৌশলই স্বার্থসিদ্ধির প্রধান উপায়, অন্য কিছুই প্রধান উপায় নহে ॥১৩॥

দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও রাজারা কূটকৌশলেই নিহত হইয়াছেন। অতএব আপনিও কূটকৌশলই অবলম্বন করুন' ॥১৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—'ভরতনন্দন মহারাজ! কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মে সুদৃঢ়নিয়মশালী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির হাস্য করিতে করিতেই যেন আপনার পুত্র জলস্থিত মহাবল দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন—॥১৫॥

---

(১২)···ত্রিশিরাশ্চ কবন্ধকঃ···পি। (১৪)···ক্রিয়াস্তস্মাৎ সমাচর—পি।

সুযোধন ! কিমর্থোঽয়মারম্ভোঽপ্সু কৃতস্ত্বয়া ।
সর্বং ক্ষত্রং ঘাতয়িত্বা স্বকুলঞ্চ বিশাংপতে ! ॥১৬॥
জলাশয়ং প্রবিষ্টোঽদ্য বাঞ্ছন্ জীবিতমাত্মনঃ ।
উত্তিষ্ঠ রাজন্ ! যুধ্যস্ব সহাস্মাভিঃ সুযোধন ! ॥১৭॥
স তে দর্পো নরশ্রেষ্ঠ ! স চ মানঃ ক তে গতঃ ।
যস্ত্বং সংস্তভ্য সলিলং ভীতো রাজন্ ! ব্যবস্থিতঃ ॥১৮॥
সর্বে ত্বাং শূর ইত্যেবং জনাঃ জল্পন্তি সংসদি ।
ব্যর্থং তদ্ভবতো মন্যে শৌর্য্যং সলিলশায়িনঃ ॥১৯॥
উত্তিষ্ঠ রাজন্ ! যুধ্যস্ব ক্ষত্রিয়োঽসি কুলোদ্ভবঃ ।
কৌরবেয়ো বিশেষেণ কুলে জন্ম চ সংস্মর ॥২০॥
স কথং কৌরবে বংশে প্রশংসন্ জন্ম চাত্মনঃ ।
যুদ্ধাদ্ভীতস্ততস্তোয়ং প্রবিশ্য প্রতিতিষ্ঠসি ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সুযোধনেতি। আরম্ভঃ অবস্থানম্, অপ্সু জলে ॥১৬॥
জলেতি। জীবিতং জীবনরক্ষণম্ ॥১৭॥
স ইতি। স দর্পঃ, যেন যুদ্ধমারব্ধম্। স মানঃ, যেন সূচ্যগ্রভূমিরপি ন দত্তা ॥১৮॥
সর্ব ইতি। সলিলশায়িনো লুক্কায়িতভাবেন জলান্তরস্থিতস্য ॥১৯॥
উত্তিষ্ঠেতি। এষুৎকর্ষকারণেষু সৎসু কাপুরুষোচিতমাত্মগোপনমযুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥২০॥

'রাজা দুর্য্যোধন ! তুমি নিজের বংশ ও সমস্ত ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করাইয়া, কি জন্য জলের ভিতরে অবস্থান করিতেছ ॥১৬॥

রাজা দুর্য্যোধন ! তুমি নিজের জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াই জলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছ। কিন্তু তুমি উঠ, আমাদের সহিত যুদ্ধ কর ॥১৭॥

নরশ্রেষ্ঠ রাজা ! তোমার সেই দর্প এবং মান কোথায় গেল ; যে তুমি এখন ভীত হইয়া জলস্তম্ভন করিয়া অবস্থান করিতেছ ॥১৮॥

লোকসভায় সমস্ত লোকই তোমাকে বীর বলিয়া থাকে ; কিন্তু এখন তুমি জলের ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছ বলিয়া, সে সকল কথা ব্যর্থ হইল, ইহা আমি মনে করি ॥১৯॥

রাজা ! উঠ, যুদ্ধ কর ; তুমি ক্ষত্রিয় এবং সৎকুলে জন্মিয়াছ, বিশেষতঃ কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; অতএব নিজের সৎকুলে উৎপত্তি স্মরণ কর ॥২০॥

(১৮) যস্ত্বং বিষ্টভ্য সলিলম্...পি। (২১)...যুদ্ধাত্রস্ততরস্তোয়ম্...নি।

অযুদ্ধমব্যবস্থানং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং রণে রাজন্! পলায়নম্ ॥২২॥
কথং পারমগত্বা হি যুদ্ধে ত্বং বৈ জিজীবিষুঃ।
ইমান্ নিপাতিতান্ দৃষ্ট্বা পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄংস্তথা ॥২৩॥
সম্বন্ধিনো বয়স্যাংশ্চ মাতুলান্ বান্ধবাংস্তথা।
ঘাতয়িত্বা কথং তাত! হ্রদে তিষ্ঠসি সাম্প্রতম্ ॥২৪॥
শূরমানী ন শূরস্ত্বং মৃষা বদসি ভারত!।
শূরোঽহমিতি দুর্বুদ্ধে! সর্বলোকস্য শৃণ্বতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। ঈদৃশমাত্মগোপনন্তু নীচকুলজাতস্যৈব সম্ভবতীত্যাশয়ঃ ॥২১॥

অযুদ্ধমিতি। অযুদ্ধং যুদ্ধাকরণম্, অব্যবস্থানং যুদ্ধস্থানে অনবস্থিতিঃ। অনার্য্যজুষ্টমসজ্জনসেবিতম্, অস্বর্গ্যম্ অস্বর্গজনকং ক্ষত্রিয়স্য ॥২২॥

কথমিতি। পারং শেষম্। জিজীবিষুর্জীবিতুমিচ্ছুঃ ॥২৩॥

সম্বন্ধিন ইতি। সম্বন্ধিনঃ শ্যালকাদীন্। বান্ধবান্ ভ্রাত্রাদীন্ ॥২৪॥

শূরেতি। শূরমাত্মানং মন্যত ইতি শূরমানী। মৃষা মিথ্যা ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্ছলৈরেব হন্তব্যা ইতি ভাবঃ ॥৭—১৯॥ বিক্রম বিক্রমং কুরুষ ॥১০—২১॥ অযুদ্ধং যুদ্ধবর্জনম্, অব্যবস্থানং বিশেষেণাবস্থানম, রাজ্যে বা স্বর্গে বা স্থিতির্ব্যবস্থানং তদভাবশ্চৈতৎ

সেই তুমি কুরুবংশে আপনজন্মের প্রশংসা করিয়া যুদ্ধ হইতে ভীত হইলে কেন? এবং সেই জন্যই জলে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছ কেন? ॥২১॥

রাজা! যুদ্ধ না করা কিংবা যুদ্ধস্থানে না থাকা ইহা ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম নহে। সজ্জনেরা যুদ্ধে পলায়ন করেন না এবং সে পলায়ন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বর্গজনকও নহে ॥২২॥

দুর্য্যোধন! তুমি এই সকল পুত্র, ভ্রাতা এবং পিতৃগণকে নিপাতিত দেখিয়াও যুদ্ধের শেষ না করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন? ॥২৩॥

বৎস! তুমি সম্বন্ধী, বয়স্য ও বান্ধবগণকে বিনাশ করাইয়া এখন হ্রদের ভিতরে লুক্কায়িত রহিয়াছ কেন? ॥২৪॥

দুর্বুদ্ধি ভরতনন্দন! তুমি নিজেকে বীর বলিয়া মনে কর, অথ চ বীর নহ এবং তুমি সমস্ত লোকের সমক্ষে 'আমি বীর' এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া থাক ॥২৫॥

(২২) অযুদ্ধেন ব্যবস্থানম্—নি। (২৩) ইমান্ নিপতিতান্ বঙ্গ বা নি সো।

নহি শূরাঃ পলায়ন্তে শত্রূন্ দৃষ্ট্বা কথঞ্চন।
ব্রূহি বা ত্বং যয়া ধৃত্যা শূর! ত্যজসি সঙ্গরম্ ॥২৬॥
স ত্বমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব বিনীয় ভয়মাত্মনঃ।
ঘাতয়িত্বা সর্বসৈন্যং ভ্রাতৄংশ্চৈব সুযোধন! ॥২৭॥
নেদানীং জীবিতে বুদ্ধিঃ কার্য্যা ধর্ম্মচিকীর্ষয়া।
ক্ষত্রধর্ম্মমপাশ্রিত্য ত্বদ্বিধেন সুযোধন! ॥২৮॥
যত্তু কর্ণমুপাশ্রিত্য শকুনিঞ্চাপি সৌবলম্।
অমর্ত্ত্য ইব সম্মোহাত্ত্বমাত্মানং ন বুদ্ধবান্ ॥২৯॥
তৎ পাপং সুমহৎ কৃত্বা প্রতিযুধ্যস্ব ভারত!।
কথং হি ত্বদ্বিধো মোহাৎ রোচয়েত পলায়নম্ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

নহীতি। ধৃত্যা বুদ্ধ্যা। সঙ্গরং যুদ্ধম্ ॥২৬॥

স ইতি। বিনীয় বিহায়। ঘাতয়িত্বা অস্মদাদিভিরিতি শেষঃ ॥২৭॥

নেতি। ধর্ম্মস্য ভাবিনো যাগাদিজন্যস্য পুণ্যস্য চিকীর্ষয়া করণেচ্ছয়া ॥২৮॥

যদিতি। অমর্ত্ত্যঃ অমানুষঃ নিকৃষ্টজন ইত্যর্থঃ। ত্বদ্বিধো বীর ইত্যাশয়ঃ, রোচয়েত অভিলষেৎ ॥২৯—৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্বয়ং ক্ষত্রিয়স্য ন ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥২২—২৫॥ ব্রূহীতি। হে শূরেতি সাধিক্ষেপসম্বোধনম্, যয়া বৃত্ত্যা নিমিত্তভূতয়া বানপ্রস্থত্বেন বা ন্যস্তশস্ত্রত্বেন বা ক্লীবত্বেন বা ত্বং সঙ্গরং ত্যজসি তাং বৃত্তিং ব্রূহি, ন ত্বং বানপ্রস্থোঽসি রাজ্যার্থিত্বাৎ, নাপি ন্যস্তশস্ত্রো গদাধারিত্বাৎ, পরিশেষাৎ

কারণ, বীরেরা শত্রুগণকে দেখিয়া কখনই পলায়ন করেন না। অথবা তুমিই বল দেখি—যে বুদ্ধিতে তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, (ইহা কি বীরের বুদ্ধি!) ॥২৬॥

দুর্য্যোধন! তুমি জল হইতে গাত্রোত্থান কর এবং ভয় পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। নিজের সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করাইয়া (এখন আত্মগোপন করা উচিত নহে) ॥২৭॥

দুর্য্যোধন! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে ধর্ম্ম করিবার ইচ্ছায় জীবনের মমতা করা তোমার মত লোকের উচিত নহে ॥২৮॥

ভরতনন্দন! তুমি যে কর্ণ ও শকুনিকে অবলম্বন করিয়া নীচলোকের ন্যায় মোহবশতঃ নিজেকে চিনিতে পার নাই; সেই হেতু গুরুতর পাপ করিয়া বসিয়াছ,

(২৬)···যয়া বৃত্ত্যা···পি বঙ্গ বা নি। (২৯)···দুঃশাসনঞ্চ মোহাত্ত্বমাত্মানং নাববুদ্ধবান্—নি। (৩০)···রোচয়েৎ প্রপলায়নম্—পি।

ক তে তৎ পৌরুষং যাতং ক চ মানঃ সুযোধন!।
ক চ বিক্রান্ততা যাতা ক চ বিস্ফূর্জিতং মহৎ ॥৩১॥
ক তে কৃতাস্ত্রতা যাতা কিঞ্চ শেষে জলাশয়ে।
স ত্বমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব ক্ষত্রধর্ম্মেণ ভারত! ॥৩২॥
অস্মাংস্ত্বং বা পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্।
অথবা নিহতোঽস্মাভির্ভূমৌ স্বপ্স্যসি ভারত! ॥৩৩॥
এষ তে পরমো ধর্ম্মঃ সৃষ্টো ধাত্রা মহাত্মনা।
তং কুরুষ যথাতথ্যং রাজা ভব মহারথ! ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ! ধর্ম্মপুত্রেণ ধীমতা।
সলিলস্থস্তব সুত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

কেতি। বিক্রান্ততা বিক্রমঃ। বিস্ফূর্জিতং তেজঃ ॥৩১॥
কেতি। কৃতাস্ত্রতা অস্ত্রশিক্ষানৈপুণ্যম্। শেষে স্বপিসি ॥৩২॥
অস্মানিতি। প্রশাধি শাসনাস্পদী কুরু ॥৩৩॥
এষ ইতি। রাজা ভব অস্মান্ বিজিত্য ইতি শেষঃ ॥৩৪॥
এবমিতি। ধীমতা প্রশস্তবুদ্ধিশালিনা, কৃষ্ণোক্তকূটকৌশলানবলম্বনাৎ ॥৩৫॥

এখন প্রতিযুদ্ধ কর। তোমার মত লোক মোহবশতঃ কি করিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা করিতে পারে ॥২৯—৩০॥

দুর্য্যোধন! তোমার সেই পুরুষকার, সেই অভিমান, সেই বিক্রম এবং সেই তেজ এখন কোথায় গেল? ॥৩১॥

ভরতনন্দন! আর তোমার সেই অস্ত্রনৈপুণ্য কোথায় গেল? কেনই বা জলাশয়ের ভিতরে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। তুমি উঠ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর ॥৩২॥

ভরতনন্দন! তুমি হয়—আমাদিগকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী শাসন কর, না হয়—আমাদের হাতে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন কর ॥৩৩॥

মহারথ! মহাত্মা বিধাতা ইহাই তোমার প্রধান ধর্ম্মরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তুমি যথাযথভাবে তাহাই কর এবং আমাদিগকে জয় করিয়া রাজা হও' ॥৩৪॥

(৩৪)···পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ—নি।

দুর্য্যোধন উবাচ।

নৈতচ্চিত্রং মহারাজ! যদ্ভীঃ প্রাণিনমাবিশেৎ।
ন চ প্রাণভয়াদ্ভীতো ব্যপযাতোঽস্মি ভারত! ॥৩৬॥
অরথশ্চানিষঙ্গী চ নিহতঃ পার্ষ্ণিসারথিঃ।
একশ্চাপ্যগণঃ সংখ্যে প্রত্যাশ্বাসমরোচয়ম্ ॥৩৭॥
ন প্রাণহেতোর্ন ভয়ান্ন বিষাদাদ্বিশাংপতে!।
ইদমম্ভঃ প্রবিষ্টোঽস্মি শ্রমাত্ত্বিদমনুষ্ঠিতম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ভীর্ভয়ম্। ব্যপযাতো রণস্থলাদপসৃতঃ ॥৩৬॥

অরথ ইতি। অনিষঙ্গী তূণরহিতঃ। পার্ষ্ণিসারথিঃ পৃষ্ঠসারথিঃ। অগণঃ সহায়গণশূন্যঃ। প্রত্যাশ্বাসং মনসঃ, অরোচয়ং কর্ত্তুমৈচ্ছম্ ॥৩৭॥

নেতি। প্রাণহেতোঃ প্রাণরক্ষার্থম্। বিষাদাৎ সহায়শূন্যতানিবন্ধনাৎ ॥৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্লীবোঽস্মীতি মাভাষস্ব যুদ্ধং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥২৬॥ বিনীয় ত্যক্ত্বা ॥২৭—৩০॥ পৌরুষং যত্নঃ, বিক্রান্ততা শৌর্য্যম্, বিস্ফূর্জ্জিতং গর্জ্জনম্ ॥৩১—৩৫॥ নৈতদিতি। প্রাণেন রক্ষিতব্যেন হেতুনা ভীর্ভয়ং মাং মনুষ্যমাবিশেদিতি ব্রুবন্নৈতচ্চিত্রমপি তু প্রাণিনাং স্বাভাবিকোঽয়ং ধর্ম্মঃ পরন্তু ময্যেতন্নাস্তীত্যাহ—ন চেতি ॥৩৬—৩৭॥ প্রাণহেতোর্জ্জীবিতার্থিত্বাৎ, ভয়াৎ বন্ধনাদিত্রাসাৎ, বিষাদাৎ শোকাভিভূতত্বাৎ ॥৩৮—৭১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ! বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জলে থাকিয়াই এই উত্তর করিলেন—॥৩৫॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'মহারাজ! প্রাণিগণের যে ভয় উপস্থিত হয়, তাহা বিচিত্র নহে; কিন্তু ভরতনন্দন! আমি সে প্রাণের ভয়েও রণস্থল হইতে অপসৃত হই নাই ॥৩৬॥

আমার রথ নাই, তূণ নাই, পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হইয়াছে এবং কোন সহায়ও নাই। সেই জন্যই আমি মনটাকে একটু আশ্বস্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি ॥৩৭॥

নরনাথ! আমি ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য কিংবা বিষাদবশতঃ এই জলের ভিতরে প্রবেশ করি নাই; কিন্তু গুরুতর পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়াই ইহা করিয়াছি ॥৩৮॥

(৩৬) নৈতচ্ছক্যং মহারাজ!...পি। (৩৭) সরথাশ্চানুষঙ্গাশ্চ নিহতাঃ পার্ষ্ণিসারথী। একশ্চাপ্যগতঃ সংখ্যে প্রত্যাভ্যাসমরোচয়ম্ ॥ পি।

ত্বঞ্চাশ্বসিহি কৌন্তেয় ! যে চাপ্যনুগতাস্তব।
অহমুত্থায় বঃ সর্বান্ প্রতিযোৎস্যামি সংযুগে ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আশ্বস্তা এব সর্বে স্ম চিরং ত্বাং মৃগয়ামহে।
তদিদানীং সমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্বেহ সুযোধন ! ॥৪০॥
হত্বা বা সমরে পার্থান্ স্ফীতং রাজ্যমবাপ্নুহি।
নিহতো বা রণেঽস্মাভির্বীরলোকমবাপ্স্যসি ॥৪১॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

যদর্থং রাজ্যমিচ্ছামি কুরূণাং কুরুনন্দন !।
ত ইমে নিহতাঃ সর্বে ভ্রাতরো মে জনেশ্বর ! ॥৪২॥
ক্ষীণরত্নাঞ্চ পৃথিবীং হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্।
নাভ্যুৎসহাম্যহং ভোক্তুং বিধবামিব যোষিতম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

ত্বমিতি। যে চাপ্যনুগতাস্তব তে চাপ্যশ্বসন্ত্বিতি শেষঃ ॥৩৯॥
আশ্বস্তা ইতি। মৃগয়ামহে অন্বিষ্যামঃ ॥৪০॥
হত্বেতি। পার্থান্ পাণ্ডবানস্মান্, স্ফীতং বিশালম্ ॥৪১॥
যদিতি। কুরূণাং রাজ্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥৪২॥
ক্ষীণেতি। হতাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠা যস্যাস্তাম্ ॥৪৩॥

নন্দন ! আপনি আশ্বস্ত হউন এবং যাহারা আপনার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহারাও আশ্বস্ত হউক ; আমি উঠিয়া আপনাদের সকলের সহিতই যুদ্ধ করিব' ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'দুর্য্যোধন ! আমরা সকলেই আশ্বস্ত আছি ; কিন্তু দীর্ঘকাল তোমার অন্বেষণ করিয়াছি ; অতএব তুমি জল হইতে গাত্রোত্থান কর এবং এখনই যুদ্ধ কর ॥৪০॥

হয়, যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া বিশাল রাজ্য লাভ কর ; না হয়—যুদ্ধে আমাদের হাতে নিহত হইয়া বীরলোকে গমন করিবে' ॥৪১॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'কুরুনন্দন নরনাথ ! আমি যাঁহাদের জন্য কুরুরাজ্য লাভ করিবার ইচ্ছা করিব ; আমার এই সেই ভ্রাতারা সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৪২॥

সমস্ত ধন-রত্ন নষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠেরাও নিহত হইয়াছেন ; এ

অদ্যাপি ত্বহমাশংসে ত্বাং বিজেতুং যুধিষ্ঠির ! ।
ভঙ্‌ক্ত্বা পাঞ্চালপাণ্ডূনামুৎসাহং ভরতর্ষভ ! ॥৪৪॥
ন ত্বিদানীমহং মন্যে কার্য্যং যুদ্ধেন কর্হিচিৎ ।
দ্রোণে কর্ণে চ সংশান্তে নিহতে চ পিতামহে ॥৪৫॥
অস্ত্বিদানীমিয়ং রাজন্ ! কেবলা পৃথিবী তব ।
অসহায়ো হি কো রাজা রাজ্যমিচ্ছেৎ প্রশাসিতুম্ ॥৪৬॥
সুহৃদস্তাদৃশান্ হত্বা পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄনপি ।
ভবদ্ভিশ্চ হৃতে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ ॥৪৭॥
অহং বনং গমিষ্যামি হ্যজিনৈঃ প্রতিবাসিতঃ ।
রতির্হি নাস্তি মে রাজ্যে হতপক্ষস্য ভারত ! ॥৪৮॥
হতবান্ধবভূয়িষ্ঠা হতাশ্বা হতকুঞ্জরা ।
এষা তে পৃথিবী রাজন্ ! ভুঙ্ক্ষ্বৈনাং বিগতজ্বরঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

অদ্যেতি । আশংসে আশাং করোমি । ভঙ্‌ক্ত্বা বিনাশ্য ॥৪৪॥
নেতি । কার্য্যং প্রয়োজনম্ । সংশান্তে উপরতে ॥৪৫॥
অস্ত্বিতি । কেবলা ধন-রত্ন-বীরাদিশূন্যা ॥৪৬॥
সুহৃদ ইতি । অতো যুদ্ধে মৃত্যুরেব মে শ্রেয়ানিতি ভাবঃ ॥৪৭॥
যত্তস্মান্ জেষ্যসীত্যাহ অহমিতি । অজিনৈর্মৃগচর্ম্মভিঃ, প্রতিবাসিত আচ্ছাদিতদেহঃ ॥৪৮॥

অবস্থায় আমি বিধবা নারীর ন্যায় এ পৃথিবী আর ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না ॥৪৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি এখনও অপর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের উৎসাহ ভগ্ন করিয়া, যুদ্ধে আপনাকে জয় করিবার আশা করি ॥৪৪॥

কিন্তু দ্রোণ ও কর্ণ নিহত হওয়ায় এবং ভীষ্ম শরশয্যায় শয়িত থাকায় আমি এখন বা কখনও আর যুদ্ধের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না ॥৪৫॥

রাজা ! এখন কেবল এই পৃথিবীটাই আপনার হউক । সহায়শূন্য কোন্ রাজা রাজ্য শাসন করিবার ইচ্ছা করেন ? ॥৪৬॥

আপনারা—তাদৃশ সুহৃদ্, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে বধ করিয়া, রাজ্য হরণ করিলে পর, আমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি জীবন ধারণ করে ? ॥৪৭॥

ভরতনন্দন ! আমার পক্ষের সমস্ত লোকই নিহত হইয়াছে । সুতরাং আমার আর রাজ্যে রুচি নাই । অতএব আমি মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া বনেই যাইব ॥৪৮॥

বনমেব গমিষ্যামি বসানো মৃগচর্ম্মণী।
ন হি মে নির্জ্জনস্যাস্তি জীবিতেঽদ্য স্পৃহা বিভো! ॥৫০॥
গচ্ছ ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজেন্দ্র! পৃথিবীং নিহতেশ্বরাম্।
হতযোধাং নষ্টরত্নাং ক্ষীণবপ্রাং যথাসুখম্ ॥৫১॥

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্য্যোধনং তব সুতং সলিলস্থং মহাযশাঃ।
শ্রুত্বা তু করুণং বাক্যমভাষত যুধিষ্ঠিরঃ ॥৫২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আর্ত্তপ্রলাপান্মা তাত! সলিলস্থঃ প্রভাষিথাঃ।
নৈতন্মনসি মে রাজন্! বাশিতং শকুনেরিব ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

হতেতি। হতা বান্ধবা ভূয়িষ্ঠা বহুলা যস্যাং সা। বিগতজ্বরো নষ্টসন্তাপঃ ॥৪৯॥

বনমিতি। বসানঃ পরিদধানঃ। নির্জ্জনস্য পরিজনশূন্যস্য ॥৫০॥

গচ্ছেতি। নিহতা ঈশ্বরা রাজানো যস্যাস্তাম্। ক্ষীণবপ্রাং ক্ষীণক্ষেত্রাম্। অহং তে রাজ্যং দদামি, ত্বং মাং মুঞ্চেত্যাশয়ঃ ॥৫১॥

দুর্য্যোধনমিতি। করুণং সশোকম্ ॥৫২॥

আর্ত্তেতি। শকুনের্মাংসগৃধ্নোঃ পক্ষিণঃ, বাশিতং রুতমিব, রাজ্যগৃধ্নোস্তব এতদ্রাজ্যদানং মে মনসি ন রুচিতমিতি শেষঃ ॥৫৩॥

রাজা! বহুতর বন্ধু নিহত হইয়াছে এবং হস্তী ও অশ্বগণ বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আপনার পৃথিবী এখন এক প্রকার শূন্যই হইয়া গিয়াছে, এই অবস্থায় আপনি সন্তাপশূন্য হইয়া ইহা ভোগ করিতে থাকুন ॥৪৯॥

রাজা! আমি দুইখানি মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া বনেই গমন করিব। কারণ, আমি এখন পরিজনশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এখন আর আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই ॥৫০॥

রাজশ্রেষ্ঠ! এই পৃথিবীর রাজারা নিহত হইয়াছেন; যোদ্ধারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, রত্ন সকল বিনষ্ট হইয়াছে এবং শস্যক্ষেত্রগুলিও ক্ষয় পাইয়াছে। এখন আপনি যান, যাইয়া যথাসুখে এহেন পৃথিবী ভোগ করিতে থাকুন' ॥৫১॥

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ! মহাযশা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্র জলস্থিত দুর্য্যোধনের করুণ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥৫২॥

(৫১)…শীর্ণক্ষত্রাং যথাসুখম্—নি। (৫৩)…প্রভাষথাঃ…নি।

যদি বাপি সমর্থঃ স্যাস্ত্বং দানায় সুযোধন ! ।
নাহমিচ্ছেয়মবনিং ত্বয়া দত্তাং প্রশাসিতুম্ ॥৫৪॥
অধর্ম্মেণ ন গৃহ্লীয়াং ত্বয়া দত্তাং মহীমিমাম্ ।
নহি ধর্ম্মঃ স্মৃতো রাজন্ ! ক্ষত্রিয়স্য প্রতিগ্রহঃ ॥৫৫॥
ত্বয়া দত্তাং ন চেচ্ছেয়ং পৃথিবীমখিলামহম্ ।
ত্বান্তু যুদ্ধে বিনির্জিত্য ভোক্তাস্মি বসুধামিমাম্ ॥৫৬॥
অনীশ্বরশ্চ পৃথিবীং কথং ত্বং দাতুমিচ্ছসি ।
ত্বয়েয়ং পৃথিবী রাজন্ ! কিন্ন দত্তা তদৈব হি ।
ধর্ম্মতো যাচমানানাং শমার্থঞ্চ কুলস্য নঃ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি। দানায় রাজ্যস্য, ইদানীমপি তবৈব রাজত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫৪॥
কুতো নেচ্ছসীত্যাহ অধর্ম্মেণেতি। স্মৃতঃ স্মৃতিশাস্ত্রেণোক্তঃ ॥৫৫॥
ত্বয়েতি। ভোক্তাস্মি বীরনিয়মাদিত্যাশয়ঃ ॥৫৬॥
কিঞ্চ ত্বং দাতুমপি নার্হসীত্যাহ অনীশ্বর ইতি। অনীশ্বরঃ পৃথিব্যা অস্বামী সন্, পরাজয়েন ত্বৎস্বত্বধ্বংসাদিত্যাশয়ঃ। শমার্থং শান্ত্যর্থম্, কুলস্য ক্ষত্রিয়সমূহস্য। ষট্পাদঃ ॥৫৭॥

ষ্ঠির বলিলেন—'বৎস ! তুমি জলে থাকিয়া এরূপ আর্ত্তপ্রলাপ করিও না। কারণ, মাংসলোভী পক্ষীর আর্ত্তরবের ন্যায় তোমার এই রাজ্যদানপ্রলাপ আমার মনে লাগিতেছে না ॥৫৩॥

দুর্য্যোধন ! তুমি যদিও রাজ্য দান করিতে সমর্থ হও ; তথাপি আমি তোমার প্রদত্ত রাজ্য শাসন করিতে ইচ্ছা করি না ॥৫৪॥

রাজা ! আমি অধর্ম্ম অনুসারে তোমার দত্ত এই রাজ্য গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিগ্রহ করা ধর্ম্ম বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হয় নাই ॥৫৫॥

তোমার প্রদত্ত সমগ্র পৃথিবীও আমি ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না ; কিন্তু তোমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া আমি এই পৃথিবী ভোগ করিব ॥৫৬॥

দুর্য্যোধন ! তুমি ত এখন রাজ্যের অধীশ্বর নও, তবে কি করিয়া উহা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ। সে যাহা হউক, আমি জিজ্ঞাসা করি—পৃথিবীর বীরগণের মঙ্গলের জন্য আমরা যখন ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিতেছিলাম, তখন তুমি উহা আমাদিগকে দাও নাই কেন ? ॥৫৭॥

(৫৫) স্বধর্ম্মেণৈব…পি

বার্ষ্ণেয়ং প্রথমং রাজন্! প্রত্যাখ্যায় মহাবলম্।
কিমিদানীং দদাসি ত্বং কো হি তে চিত্তবিভ্রমঃ ॥৫৮॥
অভিযুক্তস্তু কো রাজা দাতুমিচ্ছেদ্ধি মেদিনীম্।
ন ত্বমদ্য মহীং দাতুমীশঃ কৌরবনন্দন! ॥৫৯॥
আচ্ছেত্তুং বা বলাদ্রাজন্! স কথং দাতুমিচ্ছসি।
মাং তু নির্জ্জিত্য সংগ্রামে পালয়েমাং বসুন্ধরাম্ ॥৬০॥
সূচ্যগ্রেণাপি যদ্ভূমিরপিধীয়েত ভারত!।
তন্মাত্রমপি চেন্মহ্যং ন দদাতি পুরা ভবান্ ॥৬১॥
স কথং পৃথিবীমেতাং প্রদদাসি বিশাংপতে!।
সূচ্যগ্রং নাত্যজঃ পূর্ব্বং স কথং ত্যজসি ক্ষিতিম্ ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কথং ন দত্তেতি স্মৃতিমুদ্ঘাটয়তি বার্ষ্ণেয়মিতি। বার্ষ্ণেয়ং বৃষ্ণিবংশীয়ং কৃষ্ণম্ ॥৫৮॥

অভীতি। অভিযুক্তঃ পরৈরাক্রান্তঃ। ঈশঃ সমর্থো ন অস্বামীত্বাৎ ॥৫৯॥

আচ্ছেত্তুমিতি। আচ্ছেত্তুম্ আকৃষ্য রাজ্যং নেতুং য ঐচ্ছদিতি শেষঃ ॥৬০॥

সূচীতি। যৎ যা, ধীয়েত ধার্য্যেত। দদাতি দাতুমিচ্ছতি। সূচ্যগ্রং সূচ্যগ্রপরিমিতাং ভূমিম্। ক্ষিতিং সমগ্রাম্ ॥৬১—৬২॥

রাজা! তুমি প্রথমে সন্ধিপ্রার্থী মহাবল কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, এখন সেই রাজ্য দিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন? তোমার এ চিত্তবিভ্রম অদ্ভুতই বটে ॥৫৮॥

কৌরবনন্দন! কোন্ রাজা আক্রান্ত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা করেন? বিশেষতঃ তুমি এখন এই রাজ্য দান করিতে সমর্থও নহ ॥৫৯॥

রাজা! অথবা তুমি বলপূর্ব্বকই আমাদের নিকট হইতে রাজ্য লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলে, এখন সেই তুমি রাজ্য দান করিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন? তুমি আমাকে যুদ্ধে জয় করিয়া এই পৃথিবী পালন কর ॥৬০॥

ভরতনন্দন! একটী সূচীর অগ্রে যতটুকু ভূমি ধরে, পূর্ব্বে তাহাও তুমি আমাকে দিতে যদি ইচ্ছা করিয়া না থাক; তবে এখন সেই তুমি সমগ্র পৃথিবী দান করিবার ইচ্ছা করিতেছ কেন? নরনাথ! যে তুমি পূর্ব্বে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা কর নাই। সেই তুমিই এখন সমগ্র পৃথিবী ছাড়িয়া দিতেছ কেন? ॥৬১—৬২॥

(৬১)···যদ্ভূমরপি ভিদ্যেত···নি।

এবমৈশ্বর্য্যমাসাদ্য প্রশাস্য পৃথিবীমিমাম্।
কো হি মূঢ়ো ব্যবস্যেত শত্রোর্দাতুং বসুন্ধরাম্ ॥৬৩॥
ত্বন্তু কেবলমৌর্খ্যেণ বিমূঢ়ো নাববুধ্যসে।
পৃথিবীং দাতুকামোঽপি জীবিতে ন বিমোক্ষ্যসে ॥৬৪॥
অস্মান্ বা ত্বং পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্।
অথবা নিহতোঽস্মাভির্ব্রজ লোকাননুত্তমান্ ॥৬৫॥
আবয়োর্জীবতো রাজন্! ময়ি চ ত্বয়ি চ ধ্রুবম্।
সংশয়ঃ সর্বভূতানাং বিজয়ে নো ভবিষ্যতি ॥৬৬॥
জীবিতং তব দুষ্প্রজ্ঞ! ময়ি সংপ্রতি বর্ত্ততে।
জীবয়েয়ং ত্বহং কামং ন তু ত্বং জীবিতুং ক্ষমঃ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। ঐশ্বর্য্যং সম্পদম্। ব্যবস্যেত উদ্‌যুঞ্জ্যাৎ ॥৬৩॥

ত্বমিতি। জীবিতে জীবনে সতি, বিমোক্ষ্যসে অস্মত্তো বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥৬৪॥

অস্মানিতি। লোকান্ স্বর্গান্; ন বিদ্যতে উত্তমো যেভ্যস্তান্ অনুত্তমান্ ॥৬৫॥

আবয়োরিতি। নঃ অস্মাকম্, অতোঽবশ্যমেব একতরস্য যুদ্ধে মর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৬৬॥

জীবিতমিতি। হে দুষ্প্রজ্ঞ! দুর্বুদ্ধে! সংপ্রতি তব জীবিতং জীবনং ময়ি মম হস্তে বর্ত্ততে। অতএবাহং কামং যথেষ্টং মদিচ্ছানুসারেণৈব জীবয়েয়ং ত্বাং জীবয়িতুং সমর্থো ভবেয়ম্। কিন্তু ত্বং জীবিতুং ন ক্ষমো ন যোগ্যঃ, প্রচুরাপরাধাৎ ॥৬৭॥

এইরূপ সম্পদ পাইয়া এবং পৃথিবী শাসন করিয়া, কোন্ মূঢ়লোক সেই পৃথিবাই শত্রুকে দান করিবার উদ্‌যোগ করে ॥৬৩॥

তুমি একমাত্র মূখতাবশতই মোহপ্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতেই বুঝিতেছ না যে, রাজ্য দান করিবার ইচ্ছা করিয়াও আমার হাত হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না ॥৬৪॥

হয়, তুমি আমাদিগকে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর। না হয়, আমাদের হাতে নিহত হইয়া উত্তম স্বর্গ লাভ কর ॥৬৫॥

রাজা! তুমি ও আমি—আমরা দুইজনেই জীবিত থাকিলে, আমাদের জয়-লাভসম্বন্ধে সকল লোকেরই সন্দেহ হইবে ॥৬৬॥

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন! বর্ত্তমান সময় তোমার জীবন আমার হাতে রহিয়াছে। সুতরাং আমি ইচ্ছানুসারে তোমাকে বাঁচাইতে পারি; কিন্তু তুমি বাঁচিবার যোগ্য নহ ॥৬৭॥

---

(৬৪)…জীবন্ ত্বং নৈব মোক্ষ্যসে—নি। (৬৬)…বিজয়ে নৌ ভবিষ্যতি—নি।

দহনে হি কৃতো যত্নস্ত্বয়াস্মাসু বিশেষতঃ।
আশীবিষৈর্বিষৈশ্চাপি জলে চাপি প্রবেশনৈঃ ॥৬৮॥
ত্বয়া বিনিকৃতা রাজন্! রাজ্যস্য হরণেন চ।
অপ্রিয়াণাঞ্চ বচনৈর্দ্রৌপদ্যাঃ কর্ষণেন চ ॥৬৯॥
এতস্মাৎ কারণাৎ পাপ! জীবিতং তে ন বিদ্যতে।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব তত্তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥৭০॥
এবন্তু বিবিধা বাচো জয়যুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি স্ম তে বীরাস্তত্র তত্র জনাধিপ! ॥৭১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশে দুর্য্যোধনভৎ'সনে উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথ কে তেঽপরাধা ইত্যাহ দহন ইতি। এতে বৃত্তান্তাঃ পূর্বমনুসন্ধেয়াঃ ॥৬৮॥
ত্বয়েতি। বিনিকৃতা অপকৃতা বয়ম্। অপ্রিয়াণাং বিষয়াণাম্ ॥৬৯॥
এতস্মাদিতি। ন বিদ্যতে স্থাতুং নার্হতি। তদ্‌যুদ্ধমরণমেব ॥৭০॥
এবমিতি। কীর্ত্তয়ন্তি বদন্তি, বীরাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৭১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি হ্রদপ্রবেশে উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

কারণ, তুমি জতুগৃহে দাহ, সর্পদংশন, বিষপ্রদান এবং জলে নিক্ষেপদ্বারা আমাদিগকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে ॥৬৮॥

রাজা! তুমি রাজ্য হরণ, নানাবিধ অপ্রিয় উক্তি এবং দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নদ্বারা আমাদের যথেষ্ট অপকার করিয়াছ ॥৬৯॥

পাপিষ্ঠ! এই সকল কারণে তোমার জীবিত থাকা উচিত নহে। উঠ উঠ, যুদ্ধ কর; সেই যুদ্ধে মৃত্যুই তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে' ॥৭০॥

নরনাথ! সেই বিজয়ী বীর পাণ্ডবেরা বার বার সেই সেই বিষয়ে এইরূপ নানাবিধ বাক্য বলিলেন' ॥৭১॥

———০:*:০-

(৬৭)···ত্বয়ি দুষ্প্রাপং ময়ি যৎ পরিবর্ত্ততে। জীবয়েয়মহং···বঙ্গ বা নি। * '···একত্রিংশ-ত্তমোঽধ্যায়ঃ···' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:-০-:——

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

এবং সন্তর্জ্জ্যমানস্তু মম পুত্রো মহীপতিঃ।
প্রকৃত্যা মন্যুমান্ বীরঃ কথমাসীৎ পরন্তপঃ ॥১॥
নহি সন্তর্জনা তেন শ্রুতপূর্বা কথঞ্চন।
রাজভাবেন মান্যশ্চ সর্বলোকস্য সোঽভবৎ ॥২॥
যস্যাতপত্রচ্ছায়াপি স্বল্পা ভানোস্তথা প্রভা।
খেদায়ৈবাভিমানিত্বাৎ সহেৎ সৈবং কথং গিরঃ ॥৩॥
ইয়ঞ্চ পৃথিবী সর্বা সম্লেচ্ছাটবিকা ভৃশম্।
প্রসাদাদ্ধ্রিয়তে যস্য প্রত্যক্ষং তব সঞ্জয়! ॥৪॥
স তথা তর্জ্জ্যমানস্তু পাণ্ডুপুত্রৈর্বিশেষতঃ।
বিহীনশ্চ স্বকৈর্ভৃত্যৈর্নির্জনে চাবৃতো ভৃশম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব, মন্যুমান্ ক্রোধী, কথং কীদৃশঃ ॥১॥

নহীতি। সন্তর্জনা সম্যগ্‌ভর্ৎসনাবাক্যম ॥২॥

যস্যেতি। ভানোঃ সূর্য্যস্য, প্রভা আতপঃ। খেদায় কষ্টায় জাতেতি শেষঃ ॥৩॥

ইয়মিতি। ম্লেচ্ছৈরটবিভির্বনৈশ্চ সহেতি সা। ধ্রিয়তে অবতিষ্ঠতে। স্বকৈঃ স্বকীয়ৈঃ, ভৃত্যৈঃ সহায়ৈঃ, আবৃতো লুক্কায়িতঃ ॥৪—৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! কোপনস্বভাব, বীর ও শত্রুসন্তাপকারী আমার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া কি প্রকার ছিলেন? ॥১॥

দুর্য্যোধন ত পূর্ব্বে কখনও ভর্ৎসনা শোনেন নাই; প্রত্যুত তিনি রাজভাবে সকল লোকেরই মাননীয় ছিলেন ॥২॥

ছত্রের ছায়া এবং সূর্য্যের অল্প কিরণও যাঁহার কষ্ট জন্মাইত, অভিমানী বলিয়া তিনি এইরূপ ভর্ৎসনা বাক্য কি করিয়া সহ্য করিতে পারেন? ॥৩॥

হায়! সঞ্জয়! ইহা ত তোমার প্রত্যক্ষ ছিল যে, সমস্ত ম্লেচ্ছ ও বনপ্রভৃতির

* ইদন্তু দাক্ষিণাত্যপুস্তকে বাপুদেবশাস্ত্রিপুস্তকে চ ইতঃ পরং বহুদূরে লিখিতম্। বঙ্গবাসিপুস্তকে তু ইতঃ পূর্বং লিখিতম্। (১)···কথমাসীদ্বিশাংপতিঃ···পি। (৩)···স্বল্পা ভানোস্তথা প্রভা···বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

স শ্রুত্বা কটুকা বাচো জয়যুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ।
কিমব্রবীৎ পাণ্ডবেয়াংস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ! ॥৬॥

সঞ্জয় উবাচ।

তর্জ্জ্যমানস্তথা রাজন্ ! উদকস্থস্তবাত্মজঃ।
যুধিষ্ঠিরেণ রাজেন্দ্র ! ভ্রাতৃভিঃ সহিতেন হ ॥৭॥
শ্রুত্বা স কটুকা বাচো বিষমস্থো জনাধিপঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য সলিলস্থঃ পুনঃ পুনঃ ॥৮॥
সলিলান্তর্গতো রাজা ধুন্বন্ হস্তৌ পুনঃ পুনঃ।
মনশ্চকার যুদ্ধায় রাজানঞ্চাপ্যভাষত ॥৯॥ (বিশেষকম্)

দুর্য্যোধন উবাচ।

যূয়ং সসুহৃদঃ পার্থাঃ সর্ব্বে সরথবাহনাঃ।
অহমেকঃ পরিদ্যূনো বিরথো হতবাহনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। জয়যুক্তাঃ জয়প্রণোদিতাঃ। আচক্ষ্ব ব্রূহি ॥৬॥

তর্জ্জ্যেতি। তর্জ্জ্যমানো ভর্ৎস্যমানঃ। বিষমস্থো বিপন্নঃ। ধুন্বন্ সঞ্চালয়ন্। রাজানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৭—৯॥

যূয়মিতি। সসুহৃদঃ সসহায়াঃ, পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ। পরিদ্যূনঃ শোকসন্তপ্তঃ ॥১০॥

সহিত এই সমগ্র পৃথিবীটাই যাঁহার অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিত, ভৃত্য ও সহায়বিহীন সেই দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক বিশেষভাবে সেইরূপে ভর্ৎসিত হইতে থাকিয়াও নির্জ্জনে লুক্কায়িতই রহিলেন ? ॥৪—৫॥

সঞ্জয় ! তিনি জয়প্রযুক্ত পাণ্ডবগণের সেইরূপ কটু বাক্য সকল বার বার শুনিয়া, পাণ্ডবগণকে কি বলিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট বল' ॥৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজশ্রেষ্ঠ রাজা ! ভ্রাতৃগণসমন্বিত যুধিষ্ঠির আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে সেইরূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলে, সঙ্কটাপন্ন দুর্য্যোধন সেই সকল কটুবাক্য শুনিয়া, জলের ভিতরে থাকিয়াই বার বার দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং জলের ভিতরে দাঁড়াইয়াই হস্তযুগল সঞ্চালন করিয়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন' ॥৭—৯॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'রাজা ! আপনারা সকলেই সহায়সম্পন্ন এবং রথ ও

(৬)…বিষমস্থো জনাধিপঃ। দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য…পি।

আত্তশস্ত্রৈ রথোপেতৈর্বহুভিঃ পরিবারিতঃ।
কথমেকঃ পদাতিঃ সন্নশস্ত্রো যোদ্ধুমুৎসহে ॥১১॥
একৈকশশ্চ মাং যূয়ং যোধয়ধ্বং যুধিষ্ঠির!।
ন হ্যেকো বহুভির্বীরৈর্ন্যায্যো যোধয়িতুং যুধি ॥১২॥
বিশেষতো বিকবচঃ শ্রান্তশ্চাপৎসমাশ্রিতঃ।
ভৃশং বিক্ষতগাত্রশ্চ শ্রান্তবাহনসৈনিকাঃ ॥১৩॥
ন মে ত্বত্তো ভয়ং রাজন্! ন চ পার্থাদ্‌বৃকোদরাৎ।
ফাল্গুনাদ্বাস্তুদেবাদ্বা পাঞ্চালেভ্যোঽথবা পুনঃ ॥১৪॥
যমাভ্যাং যুযুধানাদ্বা যে চান্যে তব সৈনিকাঃ।
একঃ সর্বানহং ক্রুদ্ধো বারয়িষ্যে যুধি স্থিতঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

আত্তেতি। আত্তশস্ত্রৈর্গৃহীতাস্ত্রৈঃ। পদাতিঃ পাদচারী ॥১১॥
একৈকশ ইতি। আত্মপরিমাণজ্ঞানেনোক্তিরিয়ম্ ॥১২॥
বিশেষত ইতি। শ্রান্তা বাহনানি সৈনিকাঃ কৃপাদয়শ্চ অবশিষ্টা যস্য সঃ ॥১৩॥
নেতি। ফাল্গুনাদর্জ্জুনাৎ। যমাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাম্ ॥১৪—১৫॥

বাহনসমন্বিত; আর আমি একাকী ও শোকসন্তপ্ত এবং আমার রথ নাই, বাহনগুলিও নিহত হইয়াছে ॥১০॥

অস্ত্রধারী ও রথারোহী বহুতর বীর পরিবেষ্টন করিলে, আমি একাকী, নিরস্ত্র ও পাদচারী হইয়া কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব ॥১১॥

মহারাজ! আপনারা এক একজন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুন। কারণ, রণস্থলে একজনের সহিত বহু লোকের যুদ্ধ করা উচিত নহে ॥১২॥

বিশেষতঃ আমি কবচশূন্য, রথবিহীন, পরিশ্রান্ত, বিপন্ন এবং অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষতদেহ; তার পর আমার যে কয়টী যোদ্ধা ও বাহন অবশিষ্ট আছে, তাহারাও পরিশ্রান্ত ॥১৩॥

রাজা! আপনি, ভীম, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, পাঞ্চালগণ, নকুল, সহদেব, সাত্যকি এবং আপনার যে সকল সৈন্য আছে, ইহাদের কাহা হইতেই আমার ভয় নাই। আমি একাকী ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে থাকিয়া সকলকেই বারণ করিব ॥১৪—১৫॥

(১১) আত্তশস্ত্রৈরধিগতৈঃ…পি। (১২) একৈকেন তু মাং যূয়ং…পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ। (১৩) শ্রান্তশ্চাপঃ সমাশ্রিতঃ…পি।

ধর্ম্মমূলা সতাং কীর্ত্তির্মনুষ্যাণাং জনাধিপ!।
ধর্ম্মঞ্চৈবেহ কীর্ত্তিঞ্চ পালয়ন্ প্রব্রবীম্যহম্ ॥১৬॥
অহমুত্থায় বঃ সর্বান্ প্রতিযোৎস্যামি সংযুগে।
অনুগত্যাগতান্ সর্ব্বানৃতূন্ সংবৎসরো যথা ॥১৭॥
অদ্য বঃ সরথান্ সাশ্বানশস্ত্রো বিরথোঽপি সন্।
নক্ষত্রাণীব সর্বাণি সবিতা রাত্রিসংক্ষয়ে।
তেজসা নাশয়িষ্যামি স্থিরীভবত পাণ্ডবাঃ ॥১৮॥
অদ্যানৃণ্যং গমিষ্যামি ক্ষত্রিয়াণাং যশস্বিনাম্।
বাহ্লীকদ্রোণভীষ্মাণাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥১৯॥
জয়দ্রথস্য শূরস্য ভগদত্তস্য চোভয়োঃ।
মদ্ররাজস্য শল্যস্য ভূরিশ্রবস এব চ ॥২০॥
পুত্রাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ! শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
মিত্রাণাং সুহৃদাঞ্চৈব বান্ধবানাং তথৈব চ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেতি। প্রব্রবীমি "একৈকশঃ" ইত্যাদি প্রাগুক্তরূপমিতি শেষঃ ॥১৬॥
অহমিতি। অত্র ঋতুভিঃ সহ সংবৎসরস্য যোধনং তেষাং গ্রহণমেব ॥১৭॥
অদ্যেতি। রাত্রিসংক্ষয়ে প্রভাতকালে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥
অদ্যেতি। আনৃণ্যং শত্রুবিনাশেন ঋণপরিশোধনম্ ॥১৯॥

তবে রাজা! এই জগতে মানুষের কীর্ত্তির মূল—ধর্ম্ম; আমি সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্যই এই সকল কথা বলিতেছি ॥১৬॥

পাণ্ডুনন্দন! বৎসর যেমন আগত আগত ঋতুকে গ্রহণ করে, সেইরূপ আমিও জল হইতে উঠিয়া, রণস্থলে আপনাদের আগত আগত এক একজনকে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিব ॥১৭॥

পাণ্ডবগণ! রাত্রিপ্রভাতে সূর্য্য যেমন আপন তেজে সমস্ত নক্ষত্রকে বিনষ্ট করেন; সেইরূপ আমি আজ নিরস্ত্র এবং রথশূন্য হইয়াও আপন তেজে রথ ও অশ্বের সহিত আপনাদের সকলকেই বিনষ্ট করিব। আপনারা স্থির হউন ॥১৮॥

আজ আমি—যশস্বী ক্ষত্রিয়গণ এবং বাহ্লীক, দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা কর্ণের সম্বন্ধে অনৃণী হইব ॥১৯॥

(১৭)…অভ্যাশং গতান্ সর্ব্বান্ নিহনিষ্যামি ভারত!—নি।

আনৃণ্যমদ্য গচ্ছামি হত্বা ত্বাং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিররাম জনাধিপঃ ॥২২॥ (বিশেষকম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিষ্ট্যা ত্বমপি জানীষে ক্ষত্রধর্ম্মং সুযোধন!।
দিষ্ট্যা তে বর্ত্ততে বুদ্ধির্যুদ্ধায়ৈব মহাভুজ! ॥২৩॥
দিষ্ট্যা শূরোঽসি কৌরব্য! দিষ্ট্যা জানাসি সঙ্গরম্।
যস্ত্বমেকো হি নঃ সর্ব্বান্ সংযুগে যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥২৪॥
এক একেন সঙ্গম্য যত্তে সম্মতমায়ুধম্।
তত্ত্বমাদায় যুধ্যস্ব প্রেক্ষকাস্তে বয়ং স্থিতাঃ ॥২৫॥
অয়মিষ্টঞ্চ তে কামং বীর! ভূয়ো দদাম্যহম্।
হত্বৈকং ভব নো রাজা হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

জয়দ্রথস্যেতি। শূরস্য বীরস্য। সৌবলস্য সুবলপুত্রস্য। জনাধিপো দুর্য্যোধনঃ ॥২০—২২॥
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। যুদ্ধায়ৈব ন পুনর্বনগমনাদাবিত্যর্থঃ ॥২৩॥
দিষ্ট্যেতি। সঙ্গরং যুদ্ধম্। সংযুগে রণস্থলে ॥২৪॥
এক ইতি। সঙ্গম্য মিলিত্বা। প্রেক্ষকাস্তদ্যুদ্ধদর্শকাঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—২॥ যস্যেতি। আতপত্রেণ দুর্য্যোধনঃ সূর্য্যাদ্রক্ষিত ইত্যেষ প্রবাদোঽপি যস্য সহতে ন ইতি ভাবঃ ॥৩—৯॥ পরিদ্যূনঃ পরিশ্রান্তঃ ॥১০—২৫॥ হত্বৈকম্ অস্মাকং পঞ্চানাং

ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ আমি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাকে বধ করিয়া, বীর জয়দ্রথ, ভগদত্ত, মদ্ররাজ শল্য, ভূরিশ্রবা, পুত্রগণ, সুবলনন্দন শকুনি, মিত্রগণ, সুহৃদ্গণ ও বান্ধবগণের সম্বন্ধে অনৃণী হইব' এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন বিরত হইলেন ॥২০—২২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'মহাবাহু দুর্য্যোধন! ভাগ্যবশতঃ তুমিও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বুঝিয়াছ এবং ভাগ্যবশতঃ তোমার বুদ্ধি যুদ্ধবিষয়েই চলিয়াছে ॥২৩॥

কৌরবনন্দন! ভাগ্যবশতঃ তুমি বীরই বট এবং ভাগ্যবশতঃ তুমি যুদ্ধ শিখিয়াছ; যে তুমি একাকী রণস্থলে আমাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছ ॥২৪॥

যে অস্ত্র তোমার অভিমত তাহা লইয়া, একক তুমি একজনের সহিতই মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর; আমরা সকলেই দর্শকভাবে থাকিব ॥২৫॥

(২৪)·· শূরোঽসি গান্ধারে!···নি।

দুর্য্যোধন উবাচ।

একশ্চেদ্‌যোদ্ধুমাক্রন্দে শূরোঽদ্য মম দীয়তাম্।
আয়ুধানামিয়ঞ্চাপি ধৃতাত্মসম্মতে গদা ॥২৭॥
হন্তৈকং ভবতামেকঃ শক্যং মাং যোঽভিমন্যতে।
পদাতির্গদয়া সংখ্যে স যুধ্যতু ময়া সহ ॥২৮॥
বৃত্তানি রথযুদ্ধানি বিচিত্রাণি পদে পদে।
ইদমেকং গদাযুদ্ধং ভবত্বদ্যাদ্ভুতং মহৎ ॥২৯॥
অন্নানামপি পর্য্যায়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তি মানবাঃ।
যুদ্ধানামপি পর্য্যায়ো ভবত্বনুমতে তব ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

অয়মিতি। কামং পর্য্যাপ্তম্, নঃ অস্মাকম্। প্রৌঢ়োক্তিরিয়ম্ ॥২৬॥
এক ইতি আক্রন্দে মহারণে। আত্মসম্মতে নিজমতানুসারেণৈবেত্যর্থঃ ॥২৭॥
হন্তেতি। শক্যং যোদ্ধুমিতি শেষঃ। পদাতিঃ পাদচারী সন্ ॥২৮॥
বৃত্তানীতি। বৃত্তানি পূর্ব্বং ভূতানি। পদে পদে স্থানে স্থানে ॥২৯॥
অন্নানামিতি। পর্য্যায়ং বহূনাং সমবায়ে একৈকক্রমম্। পর্য্যায়স্তদ্বৎ ক্রমঃ ॥৩০॥

বীর! আমি পুনরায় তোমাকে এই একটী যথেষ্ট বিষয় দিতেছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে বধ করিয়া রাজা হও; অথবা নিহত হইয়া স্বর্গলাভ কর' ॥২৬॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'মহারাজ! আপনি যদি এই মহাযুদ্ধে একজনকেই সম্মত করিয়া থাকেন, তবে একজন বীরকেই দিন; কিন্তু আমি নিজের মত অনুসারেই অস্ত্রের মধ্যে এই গদা ধারণ করিয়াছি ॥২৭॥

আপনাদের মধ্যে যে একজন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, সে ব্যক্তি পাদচারী হইয়া গদাদ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক ॥২৮॥

পূর্ব্বে স্থানে স্থানে বহুতর বিচিত্র রথযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ এই এক অত্যন্ত অদ্ভুত গদাযুদ্ধ হউক ॥২৯॥

বহুলোক একত্র ভোজন করিতে বসিলে, মানুষ এক একজনকেই অন্ন পরিবেশন করিয়া থাকে; অতএব আপনার অনুমতিক্রমে আমার সহিত এক এক জনেরই যুদ্ধ হউক ॥৩০॥

(২৭): ধৃতা ত্বৎসম্মতে…পি,…বরোঽস্ত…মতা মে সততং গদা—নি। (২৮) ভ্রাতৄণাং ভবতামেকঃ…নি।

গদয়া ত্বাং মহাবাহো! বিজেষ্যামি সহানুজম্।
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব যে চান্যে তব সৈনিকাঃ।
নহি মে সম্ভ্রমো জাতু শক্রাদপি যুধিষ্ঠির! ॥৩১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারে! মাং যোধয় সুযোধন!।
এক একেন সঙ্গম্য সংযুগে গদয়া বলী ॥৩২॥
পুরুষো ভব গান্ধারে! যুধ্যস্ব সুসমাহিতঃ।
অদ্য তে জীবিতং নাস্তি যদীন্দ্রোঽপি তবাশ্রয়ঃ ॥৩৩॥

সঞ্জয় উবাচ।

এতৎ স নরশার্দ্দূলো নামৃষ্যত তবাত্মজঃ।
সলিলান্তর্গতঃ শ্বভ্রে মহানাগ ইব শ্বসন্ ॥৩৪॥
তথাসৌ বাক্প্রতোদেন তুদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
বচো ন মমৃষে রাজন্! উত্তমাশ্বঃ কশামিব ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

গদয়েতি। সম্ভ্রমো ভয়বিচলিতভাবঃ, জাতু কদাচিৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

উত্তিষ্ঠেতি। গান্ধার্য্যা অপত্যমিতি গান্ধারিঃ "বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়তে" ইতি ইণ্‌প্রত্যয়ে সম্বোধনে রূপম্। সঙ্গম্য মিলিত্বা, সংযুগে রণস্থলে ॥৩২॥

পুরুষ ইতি। সুসমাহিতঃ অতীবসাবধানঃ সন্। নাস্তি ন স্থাস্যতি ॥৩৩॥

এতদিতি। নামৃষ্যত নাসহত। শ্বভ্রে গর্ত্তে ॥৩৪॥

তথেতি। বাক্প্রতোদেন বাক্যাঙ্কুশেন, তুদ্যমানো ব্যথ্যমানঃ। মমৃষে সেহে ॥৩৫॥

মহাবাহু কুন্তীনন্দন! আমি গদাদ্বারা ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাকে, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে এবং আপনার যে সকল সৈন্য আছে, তাহাদিগকে জয় করিব। কখন ইন্দ্র হইতেও আমার ভয়চাঞ্চল্য হয় না' ॥৩১॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'গান্ধারীনন্দন দুর্য্যোধন! তুমি উঠ উঠ, বলবান্ এক তুমি এক আমার সহিত মিলিত হইয়া গদাদ্বারা যুদ্ধ কর ॥৩২॥

গান্ধারীনন্দন! পুরুষ হও এবং সাবধানে যুদ্ধ কর। আজ যদি ইন্দ্রও তোমার সহায় হন, তথাপি তোমার জীবন থাকিবে না' ॥৩৩॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! আপনার পুত্র জলস্থিত নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন গর্ত্তস্থিত মহাসর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য সহ্য করিলেন না ॥৩৪॥

রাজা! উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সহ্য করে না; সেইরূপ দুর্য্যোধন

সংক্ষোভ্য সলিলং বেগাদ্‌গদামাদায় বীর্য্যবান্।
অদ্রিসারময়ীং গুর্বীং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণাম্।
অন্তর্জলাৎ সমুত্তস্থৌ নাগেন্দ্র ইব নিশ্বসন্ ॥৩৬॥
স ভিত্ত্বা স্তম্ভিতং তোয়ং স্কন্ধে কৃত্বায়সীং গদাম্।
উদতিষ্ঠত পুত্রস্তে প্রতপন্ রশ্মিবানিব ॥৩৭॥
ততঃ শৈক্যায়সীং গুর্ব্বীং জাতরূপপরিষ্কৃতাম্।
গদাং পরামৃষদ্ধীমান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ ॥৩৮॥
গদাহস্তন্তু তং দৃষ্ট্বা সশৃঙ্গমিব পর্বতম্।
প্রজানামিব সংক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্ ॥৩৯॥
স গদী ভারতো ভাতি প্রতপন্ ভাস্করো যথা।
তমুত্তীর্ণং মহাবাহুং গদাহস্তমরিন্দমম্।
মেনিরে সর্বভূতানি দণ্ডপাণিমিবান্তকম্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

সংক্ষোভ্যেতি। সংক্ষোভ্য সঞ্চাল্য। অদ্রিসারময়ীং লৌহময়ীম্। ষট্‌পাদঃ ॥৩৬॥
স ইতি। আয়সীং লৌহময়ীম্। রশ্মিবান্ সূর্য্যঃ। মোপধত্বাদ্বত্বঃ ॥৩৭॥
তত ইতি। শৈক্যায়সীং লৌহসারময়ীম্। জাতরূপপরিষ্কৃতাং স্বর্ণালঙ্কৃতাম্ ॥৩৮॥
গদেতি। প্রজানাং জনানামুপরি। পাণ্ডবা বিস্মিতবন্ত ইতি শেষঃ ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠিরের বাক্য-অঙ্কুশে সেইভাবে বার বার আহত হইতে থাকিয়া আর তাঁহার বাক্য সহ্য করিলেন না ॥৩৫॥

ক্রমে বলবান্ দুর্য্যোধন বেগে হ্রদের জল সঞ্চালিত করিয়া, লৌহময়ী ও স্বর্ণকেয়ূরভূষিতা বিশাল গদা লইয়া মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া জলের ভিতর হইতে উঠিলেন ॥৩৬॥

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্তম্ভিত জল ভেদ করিয়া, লৌহময়ী গদা স্কন্ধে লইয়া, সূর্য্যের ন্যায় তেজে সন্তপ্ত করিতে থাকিয়া জল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥৩৭॥

তদনন্তর মহাবল ও বুদ্ধিমান্ দুর্য্যোধন হস্তদ্বারা লৌহময়ী ও স্বর্ণালঙ্কৃত বিশাল গদা আমর্শন করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

পাণ্ডবেরা শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় এবং লোকের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শূলধারী মহাদেবের তুল্য গদাধারী দুর্য্যোধনকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৩৯॥

---

(৩৭)···প্রাদ্রবদ্রশ্মিবানিব—পি। (৪০) সগদো ভারতো ভাতি·· পি নি।

বজ্রহস্তং যথা শক্রং শূলহস্তং যথা হরম্‌।
দদৃশুঃ সর্ব্বপাঞ্চালাঃ পুত্রং তব জনাধিপম্‌ ॥৪১॥
তমুত্তীর্ণস্তু সংপ্রেক্ষ্য সমহৃষ্যন্ত সর্ব্বশঃ।
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ তেঽন্যোন্যস্য তলান্‌ দদুঃ ॥৪২॥
অবহাসস্তু তং মত্বা পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
উদ্বৃত্য নয়নং ক্রুদ্ধো দিধক্ষুরিব পাণ্ডবান্‌ ॥৪৩॥
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ।
প্রত্যুবাচ ততস্তান্‌ বৈ পাণ্ডবান্‌ সহকেশবান্‌ ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্‌)

দুর্য্যোধন উবাচ।

অস্যাবহাসস্য ফলং প্রতিভোক্ষ্যথ পাণ্ডবাঃ।
গমিষ্যথ হতাঃ সদ্য সপাঞ্চালা যমক্ষয়ম্‌ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। গদী গদাবান্‌, ভারতো ভরতবংশ্যো দুর্য্যোধনঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪০॥

বজ্রেতি। দুর্দ্ধর্ষতাবিষয়ে সাদৃশ্যং জ্ঞেয়ম্‌ ॥৪১॥

তমিতি। তলান্‌ করতালিসমূহম্‌ ॥৪২॥

অবেতি। দিধক্ষুর্দগ্ধুমিচ্ছুঃ। ত্রিশিখাং ত্রিধা বিভক্তাম্‌। সন্দষ্টো দন্তদংশনাস্পদীকৃতো দশনচ্ছদঃ অধরো যেন সঃ ॥৪৩—৪৪॥

অস্যেতি। যমস্য ক্ষয়ং ভবনম্‌, "নিলয়াপচয়ৌ ক্ষয়ৌ" ইত্যমরঃ ॥৪৫॥

গদাধারী দুর্য্যোধন তখন সন্তাপকারী সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। মহাবাহু ও শত্রুদমনকারী দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে উঠিতে দেখিয়া, তাঁহাকে দণ্ডধারী যমের ন্যায় সকলে মনে করিতে থাকিল ॥৪০॥

রাজা! তখন পাঞ্চালেরা সকলেই বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় এবং শূলধারী মহাদেবের তুল্য রাজা দুর্য্যোধনকে দর্শন করিতে লাগিল ॥৪১॥

ক্রমে পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা সকলেই দুর্য্যোধনকে উত্থিত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পরস্পর করতালি দিতে লাগিলেন ॥৪২॥

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই করতালি দেওয়াকে উপহাস মনে করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া নয়নযুগল উত্তোলনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে যেন দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতে থাকিয়া, ত্রিখণ্ড ভ্রুকুটী করিয়া এবং অধরদংশন দেখাইয়া, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে বলিলেন ॥৪৩—৪৪॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'পাণ্ডবগণ! তোমরা অচিরকাল মধ্যেই এই উপহাসের

---

(৪১)···পুত্রং তব জনাধিপ।···পি নি। (৪৩)···উদ্বৃত্য নয়নে ক্রুদ্ধো···পি বঙ্গ বা নি।

সঞ্জয় উবাচ।

উত্থিতশ্চ জলাত্তস্মাৎ পুত্ৰো দুর্য্যোধনস্তব।
অতিষ্ঠত গদাপাণী রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ ॥৪৬॥
তস্য শোণিতদিগ্ধস্য সলিলেন সমুক্ষিতম্।
শরীরং স্ম তদা ভাতি স্রবন্নিব মহীধরঃ ॥৪৭॥
তমুদ্যতগদং বীরং মেনিরে তত্র পাণ্ডবাঃ।
বৈবস্বতমিব ক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্ ॥৪৮॥
স মেঘনিনদো হর্ষান্নর্দ্দন্নিব চ গোবৃষঃ।
আজুহাব ততঃ পার্থান্ গদয়া যুধি বীর্য্যবান্ ॥৪৯॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

একৈকেন চ মাং যূয়মাসীদত যুধিষ্ঠির!।
ন হ্যেকো বহুভির্ন্যায্যো বীরো যোধয়িতুং যুধি ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

উত্থিত ইতি। রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ, তদানীমপি তন্নির্গমাদিতি ভাবঃ ॥৪৬॥
তস্যেতি। শোণিতেন দিগ্ধো লিপ্তস্তস্য। স্রবন্ গৈরিকং ধাতুং নিঃসারয়ন্ ॥৪৭॥
তমিতি। উদ্যতা উত্তোলিতা গদা যেন তম্। বৈবস্বতং যমম্ ॥৪৮॥
স ইতি। মেঘস্যেব নিনদো গম্ভীরশব্দো যস্য সঃ। গোবৃষঃ প্রধানবৃষঃ ॥৪৯॥
একৈকেনেতি। একৈকেন একৈকক্রমেণ। আসীদত যোদ্ধ‚মাগচ্ছত ॥৫০॥

ফল ভোগ করিবে এবং তোমরা পাঞ্চালগণের সহিত সদ্যই নিহত হইয়া যমালয়ে যাইবে' ॥৪৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রক্তাক্তদেহে সেই হ্রদের জল হইতে উঠিয়া গদা ধারণ করিয়া অবস্থান করিলেন ॥৪৬॥

তৎকালে রক্তাক্তদেহ দুর্য্যোধনের দেহটী রক্ত নিঃসারণ করিতে থাকিয়া গৈরিক-ধাতুস্রাবী পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৭॥

দুর্য্যোধন গদা উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইলে, তখন পাণ্ডবেরা তাঁহাকে দণ্ডধারী যম এবং শূলধারী শিবের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥

ক্রমে বলবান্ দুর্য্যোধন মহাবৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া গদা দেখাইয়া আনন্দ-সহকারে মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন' ॥৪৯॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'যুধিষ্ঠির! তোমরা এক একজন করিয়া আমার সহিত

(৪৮)…কিঙ্করোদ্যতপাণিনা—পি,…কিঙ্করোদ্যতপাণিনম্—বঙ্গ বর্দ্ধ।

ন্যস্তবর্ম্মা বিশেষেণ শ্রান্তশ্চাপ্সু পরিপ্লুতঃ।
ভৃশং বিক্ষতগাত্রশ্চ হতবাহনসৈনিকঃ ॥৫১॥
সর্বোপকরণৈর্হীনং বর্ম্মশস্ত্রবিবর্জ্জিতম্।
একাকিনং যুধ্যমানং পশ্যন্তু দিবি দেবতাঃ ॥৫২॥
অবশ্যমেব যোদ্ধব্যং সর্বৈরেব ময়া সহ।
যুক্তং ন যুক্তমিত্যেতদ্বেৎসি ত্বঞ্চৈব সর্বদা ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মা ভূদিয়ং তব প্রজ্ঞা কথমেকং সুযোধন!।
যদাভিমন্যুং বহবো জঘ্নুর্যুধি মহারথাঃ ॥৫৪॥
ক্ষত্রধর্ম্মং ভৃশং ক্রূরং নিরপেক্ষং সুনির্ঘৃণম্।
অন্যথা তু কথং হন্যুরভিমন্যুং তথাগতম্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

ন্যস্তেতি। ন্যস্তবর্ম্মা হীনকবচঃ। অপ্সু জলে ॥৫১॥
সর্বেতি। সর্বোপকরণৈ রথাদিভিঃ। দিবি গগনে স্থিতাঃ ॥৫২॥
অবশ্যমিতি। যুক্তং ন যুক্তঞ্চ, সর্ব্বৈঃ সহৈকস্য যোধনম্ ॥৫৩॥
মেতি। ইয়মীদৃশী, প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ ॥৫৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মধ্যে একমপি হত্বা ত্বং রাজ্যং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥২৬—৫৪॥ ক্ষত্রধর্ম্মম্ অস্তীতি শেষঃ "ধর্ম্মোঽস্ত্রী পুণ্যে আচারে" ইতি মেদিনী ॥৫৫—৭০॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০॥

যুদ্ধ করিতে আগমন কর। কারণ, রণস্থলে একজন বীরের সহিত বহুতর বীরের যুদ্ধ করা উচিত নহে ॥৫০॥

বিশেষতঃ, আমি বর্ম্মবিহীন, পরিশ্রান্ত, জলে পরিপ্লুত এবং অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত-দেহ; তার পর আমার সমস্ত বাহন ও সমস্ত সৈন্য নিহত হইয়াছে ॥৫১॥

যুদ্ধের সমস্ত উপকরণবিহীন, বর্ম্মশূন্য, নিরস্ত্র ও একাকী হইয়াও আমি যুদ্ধ করিতেছি, ইহা দেবতারা আকাশে থাকিয়া দর্শন করুন ॥৫২॥

যুধিষ্ঠির! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের সহিতই যুদ্ধ করিব; কিন্তু বহু-ব্যক্তির সহিত একজনের যুদ্ধ করা সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা তুমি জান' ॥৫৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'দুর্য্যোধন! যখন বহু মহারথ মিলিত হইয়া, যুদ্ধে একমাত্র অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে; তখন তোমার এ প্রকার বুদ্ধি হয় নাই কেন? ॥৫৪॥

(৫৩)···সর্ব্বৈরেভির্ময়া সহ···পি।

সর্ব্বে ভবন্তো ধর্ম্মজ্ঞাঃ সর্বে শূরাস্তনুত্যজঃ।
ন্যায়েন যুধ্যতাং প্রোক্তা শক্রলোকগতিঃ পরা ॥৫৬॥
যদ্যেকস্তু ন হন্তব্যো বহুভির্ধর্ম্ম এষ বঃ।
তদাভিমন্যুং বহবো নিজঘ্নুস্ত্বন্মতে কথম্ ॥৫৭॥
সর্ব্বো বিমৃষতে জন্তুঃ কৃচ্ছ্রস্থো ধর্ম্মদর্শনম্।
পদস্থঃ পিহিতং দ্বারং পরলোকস্য পশ্যতি ॥৫৮॥
আমুঞ্চ কবচং বীর! মূর্দ্ধজান্ যময়স্ব চ।
যচ্চান্যদপি তে নাস্তি তদপ্যাদৎস্ব ভারত! ॥৫৯॥
ইমমেকঞ্চ তে কামং বীর! ভূয়ো দদাম্যহম্।
পঞ্চানাং পাণ্ডবেয়ানাং যেন যুদ্ধমিহেচ্ছসি ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষত্রেতি। ক্রূরং কঠিনম্। সুনির্ঘৃণমতীবনির্দ্দয়ম্। তথাগতং বিপন্নম্ ॥৫৫॥
সর্ব্ব ইতি। তনুত্যজো যুদ্ধে দেহত্যাগোদ্যতাঃ। যুধ্যতাং যুধ্যমানানাম্ ॥৫৬॥
যদীতি। ত্বন্মতে তব মতানুসারেণেত্যর্থঃ ॥৫৭॥
সর্ব ইতি। বিমৃষতে অন্বিষ্যতি। পদস্থঃ সম্পন্নঃ, পিহিতমাবৃতম্ ॥৫৮॥
আমুঞ্চেতি। আমুঞ্চ পরিধেহি, মূর্দ্ধজান্ কেশান্, যময়স্ব বধান। অন্যদ্রথাদিকম্। আদৎস্ব গৃহাণ। এতৎ সর্ব্বমপি তবাহং দদামীতি ভাবঃ ॥৫৯॥
ইমমিতি। কামং যথেচ্ছম্। যেন সার্দ্ধমিতি শেষঃ ॥৬০॥

ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অত্যন্ত কঠিন ও অত্যন্ত নির্দ্দয় এবং কোন সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে না। না হইলে, মহারথেরা সেইরূপ বিপন্ন অভিমন্যুকে কেন বধ করিবেন? ॥৫৫॥

তখন তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ, বীর এবং যুদ্ধে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত ছিলে। আর ন্যায় অনুসারে যুদ্ধকারী বীরগণের ইন্দ্রলোকে উত্তম গতিও ত ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥৫৬॥

কিন্তু একজনকে বহুব্যক্তির বধ করা উচিত নহে; এইরূপই যদি তোমাদের ধর্ম্ম, তবে তোমার মত অনুসারে বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া এক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন কেন? ॥৫৭॥

সমস্ত মানুষই বিপন্ন অবস্থায় ধর্ম্মের অনুসন্ধান করে; আর সম্পৎকালে তাহারাই পরলোকের দ্বারকে আবৃত দেখে ॥৫৮॥

ভরতনন্দন! তুমি কবচ ধারণ কর, কেশ বন্ধন কর এবং তোমার অন্য যে যে যুদ্ধের উপকরণ নাই, তাহাও গ্রহণ কর (আমি তোমাকে সমস্তই দিতেছি) ॥৫৯॥

(৫৭) অথেকস্তু···ধর্ম্ম এব তু···পি। (৬০) পাঞ্চালপাণ্ডবেয়ানাং···পি।

তং হত্বা ভব রাজা বৈ হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি ।
ঋতে চ জীবিতাদ্বীর ! যুদ্ধে কিং কর্ম্ম তে প্রিয়ম্ ॥৬১॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ততস্তব সুতো রাজন্ ! বর্ম্ম জগ্রাহ কাঞ্চনম্ ।
বিচিত্রঞ্চ শিরস্ত্রাণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥৬২॥
সোঽববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ শুভকাঞ্চনবর্ম্মভৃৎ ।
ররাজ রাজন্ ! পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাড়িব ॥৬৩॥
সন্নদ্ধঃ স গদী রাজন্ ! সজ্জঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি ।
অব্রবীৎ পাণ্ডবান্ সর্বান্ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব ॥৬৪॥
ভ্রাতৄণাং ভবতামেকো যুধ্যতাং গদয়া ময়া ।
সহদেবেন বা যোৎস্যে ভীমেন নকুলেন বা ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । ঋতে বিনা, জীবিতাৎ জীবনাৎ, তব জীবনরক্ষণং বিনেত্যর্থঃ ॥৬১॥
তত ইতি । কাঞ্চনস্যেদমিতি কাঞ্চনম্ । জাম্বূনদপরিষ্কৃতং স্বর্ণভূষিতম্ ॥৬২॥
স ইতি । অববদ্ধং শিরসি ধৃতং শিরস্ত্রাণং যেন সঃ । কাঞ্চনঃ স্বর্ণময়ঃ ॥৬৩॥
সন্নদ্ধ ইতি । সন্নদ্ধো ধৃতবর্ম্মাদিঃ, গদী গদাবান্ ॥৬৪॥
ভ্রাতৄণামিতি । ময়া সহ । পরার্দ্ধেঽপি সহেতি শেষঃ ॥৬৫॥

বীর ! তুমি পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে যাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কর, তোমার সেই ইচ্ছা অনুসারে এই আমি আবার তাঁহাকেও দিতেছি ॥৬০॥

বীর ! তুমি তাঁহাকে বধ করিয়া রাজা হও ; কিংবা তাঁহার হাতে নিহত হইয়া স্বর্গ লাভ কর । (মোট কথা—) তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন্ প্রিয়-কার্য্য করিব তাহাও বল' ॥৬১॥

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা ! তাহার পর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন স্বর্ণময় বর্ম্ম এবং স্বর্ণভূষিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিলেন ॥৬২॥

রাজা ! তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মস্তকে শিরস্ত্রাণ বন্ধন এবং দেহে স্বর্ণময় বর্ম্ম ধারণ করিয়া, স্বর্ণময় পর্ব্বতরাজ সুমেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬৩॥

মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া হস্তে গদা লইয়া, যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া, রণস্থলে দাঁড়াইয়া পাণ্ডবগণকে বলিলেন—॥৬৪॥

(৬১) তং হত্বা বৈ ভবান্ রাজা !···বঙ্গ বর্দ্ধ নি । (৬৩) সোঽয়ং বদ্ধশিরস্ত্রাণঃ···পিং । (৬৪) সন্নদ্ধঃ সগদো রাজন্ !···পি নি ।

অথবা ফাল্গুনেনাদ্য ত্বয়া বা ভরতর্ষভ !।
যোৎস্যেঽহং সঙ্গরং প্রাপ্য বিজেষ্যে চ রণাজিরে ॥৬৬॥
অহমদ্য গমিষ্যামি বৈরস্যান্তং সুদুর্গমম্।
গদয়া পুরুষব্যাঘ্র ! হেমপট্টনিবদ্ধয়া ॥৬৭॥
গদাযুদ্ধে ন মে কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তীতি চিন্তয়ে।
গদয়া বো হনিষ্যামি সর্বানেব সমাগতান্ ॥৬৮॥
ন মে সমর্থাঃ সর্বে বৈ যোদ্ধুং ন্যায়েন কেচন।
ন যুক্তমাত্মনা বক্তুমেবং গর্বোদ্ধতং বচঃ।
অথবা সফলং হ্যেতৎ করিষ্যে ভবতাং পুরঃ ॥৬৯॥
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সত্যং বা মিথ্যা বৈতদ্ভবিষ্যতি।
গৃহ্নাতু চ গদাং যো বৈ যোৎস্যতেঽদ্য ময়া সহ ॥৭০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরদুর্য্যোধনসংবাদে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথবেতি। ফাল্গুনেন অর্জ্জুনেন সহ। সঙ্গরং যুদ্ধম্ ॥৬৬॥
অহমিতি। বৈরস্যান্তং গমিষ্যামি, যুষ্মাকং হননেন আত্মবিনাশেন বেতি ভাবঃ ॥৬৭॥
গদেতি। বো যুষ্মান্ ॥৬৮॥
নেতি। আত্মনা স্বয়ম্। পুনঃ সম্মুখ এব। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৯॥

'মহারাজ ! আপনাদের ভ্রাতাদের মধ্যে যে কোন একজন আমার সহিত গদাযুদ্ধ করুন। আমি কি সহদেব, ভীম অথবা নকুলের সহিত যুদ্ধ করিব ? ॥৬৫॥
ভরতশ্রেষ্ঠ ! অর্জ্জুন বা আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। (স্থূল কথা—) আজ আমি রণস্থলে জয়লাভই করিব ॥৬৬॥
পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আজ আমি স্বর্ণপট্টবেষ্টিত এই গদাদ্বারা আপনাদের সহিত শত্রুতার অবসান করিব ॥৬৭॥
আমি মনে করি—গদাযুদ্ধে আমার তুল্য কেহই নাই। সুতরাং আমি এই গদাদ্বারা রণস্থলে সমাগত আপনাদের সকলকেই বিনাশ করিব ॥৬৮॥
রাজা ! 'আপনারা সকলে কিংবা অন্যান্য যে কোন ব্যক্তি আমার সহিত গদাযুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না' নিজে এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য বলা সঙ্গত নহে বটে ; তবে আমার এই বাক্য আপনাদের সম্মুখেই আমি সফল করিব ॥৬৯॥

(৬৯)···যোদ্ধুং ন্যায্যে কদাচন·· এবংস্তব কৃতং বচঃ···পি। * ···'দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ···' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:-০-:—

সঞ্জয় উবাচ।

এবং দুর্য্যোধনে রাজন্! গর্জমানে মুহুর্মুহুঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য সংক্রুদ্ধো বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥১॥
যদি নাম হ্যয়ং যুদ্ধে বরয়েত্ত্বাং যুধিষ্ঠির!।
অর্জ্জুনং নকুলঞ্চৈব সহদেবমথাপি বা ॥২॥
কিমিদং সাহসং রাজন্! ত্বয়া ব্যাহৃতমীদৃশম্।
একমেব নিহত্যাজৌ ভব রাজা কুরুষ্বিতি ॥৩॥
এতেন হি কৃতা যোগ্যা বর্ষাণীহ ত্রয়োদশ।
আয়সে পুরুষে রাজন্! ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অস্মিন্নিতি। এতন্মম বাক্যম্। যো যোৎস্যতে স গদাং গৃহ্লাতু ॥৭০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

এবমিতি। যুধিষ্ঠিরস্য সম্বন্ধে ॥১॥
যদীতি। অয়ং দুর্য্যোধনঃ, জনাস্তিকবদুক্তিরিয়ম্ ॥২॥
কিমিতি। সাহসং সাহসসম্বদ্ধম্, ব্যাহৃতমুক্তম্। কুরুষু কুরুদেশে ॥৩॥

এই মুহূর্ত্তেই আমার এই বাক্য সত্য বা মিথ্যা হইবে; অতএব যিনি আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তিনি গদা গ্রহণ করুন' ॥৭০॥

-০:*:০—

সঞ্জয় বলিলেন—'রাজা! দুর্য্যোধন এইরূপ মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতে লাগিলে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিলেন—॥১॥

'ধর্ম্মরাজ! দুর্য্যোধন যদি এই গদাযুদ্ধে আপনাকে, অর্জ্জুনকে, নকুলকে কিংবা সহদেবকে বরণ করে, (তাহা হইলে কি উপায় হইবে) ॥২॥

রাজা! আপনি এইরূপ সাহসের বিষয় কেন বলিলেন যে, 'আমাদের মধ্যে একজনকে বধ করিয়াই তুমি কুরুরাজ্যের রাজা হও' ॥৩॥

---

(৩)···ত্বয়া ব্যাখ্যাতমীদৃশম্···পি। (৪)···কৃতো যত্নো···পি।

কথং নাম ভবেৎ কার্য্যমস্মাভির্ভরতর্ষভ ! ।
সাহসং কৃতবাংস্ত্বস্তু হ্যনুক্রোশান্নৃপোত্তম ! ॥৫॥
নান্যমস্যানুপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে।
ঋতে বৃকোদরাৎ পার্থাৎ স চ নাতিকৃতশ্রমঃ ॥৬॥
তদিদং দ্যূতমারব্ধং পুনরেব যথা পুরা।
বিষমং শকুনেশ্চৈব তব চৈব বিশাংপতে ! ॥৭॥
বলী ভীমঃ সমর্থশ্চ কৃতী রাজা সুযোধনঃ।
বলবান্ বা কৃতী বেতি কৃতী রাজন্ ! বিশিষ্যতে ॥৮॥
সোঽয়ং রাজন্ ! ত্বয়া শত্রুঃ সমে পথি নিবেশিতঃ।
ন্যস্তশ্চাত্মা সুবিষমে কৃচ্ছ্রমাপাদিতা বয়ম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এতেনেতি। যোগ্যা প্রহারাভ্যাসঃ, "যোগ্যঃ প্রবীণে"ত্যাদ্যুপক্রম্য "স্যাভ্যাসার্ক-যোষিতোঃ" ইতি মেদিনী। আয়সে লৌহময়ে ॥৪॥

কথমিতি। কার্য্যং রাজ্যাধিকাররূপং কর্ম্ম। অনুক্রোশাদ্দয়াতঃ ॥৫॥

নেতি। ঋতে বিনা। নাতিকৃতশ্রমো গদাযুদ্ধশিক্ষায়াম্ ॥৬॥

তদিতি। দ্যূতং দ্যূতবৎ সাহসিকং কর্ম্ম। বিষমং বিপজ্জনকম্ ॥৭॥

বলীতি। বলী দুর্য্যোধনাপেক্ষয়াধিকবলঃ, সমর্থো দীর্ঘকালং যুদ্ধকরণে শক্তিমান্, কৃতী গদাযুদ্ধে ভীমাপেক্ষয়া অধিকনিপুণঃ। বিশিষ্যতে অতিরিচ্যতে ॥৮॥

রাজা ! এই দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, এই ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ একটা লৌহময় পুরুষের উপরে গদাপ্রহারের অভ্যাস করিয়াছে ॥৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজপ্রধান ! আমরা কি করিয়া এখন কার্য্য সম্পাদন করিব। আপনি দুর্য্যোধনের প্রতি দয়াবশতঃ সাহসের কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন ॥৫॥

আজ পৃথানন্দন ভীমসেনব্যতীত যুদ্ধে দুর্য্যোধনের প্রতিযোদ্ধা অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না ; অথ চ ভীমসেন গদাযুদ্ধশিক্ষায় অধিক পরিশ্রম করেন নাই ॥৬॥

নরনাথ ! আপনি পূর্ব্বে যেমন শকুনির সহিত বিষম দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ বিষম কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ॥৭॥

রাজা ! ভীমসেন দুর্য্যোধন অপেক্ষা অধিক বলশালী এবং কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিতেও সমর্থ ; কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন ভীম অপেক্ষা গদাযুদ্ধশিক্ষা-বিষয়ে অধিক নিপুণ। তাহা হইলেও বলবান্ ও শিক্ষানিপুণ এই উভয়ের মধ্যে শিক্ষানিপুণই শ্রেষ্ঠ ॥৮॥

---

(৬) নান্যমস্মান্নু পশ্যামি···পি, নান্যমস্যানুপশ্যামি—নি। (৮)··বলবৎকৃতিনোর্মধ্যে···পি।

কো নু সর্ব্বান্ বিনির্জ্জিত্য শত্রূনেকেন বৈরিণা।
কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তেন চ তথা হারয়েদ্রাজ্যমাগতম্ ॥১০॥
নহি পশ্যামি তং লোকে যোঽদ্য দুর্য্যোধনং রণে।
গদাহস্তং বিজেতুং বৈ শক্তঃ স্যাদমরোঽপি হি ॥১১॥
ন ত্বং ভীমো ন নকুলঃ সহদেবোঽথ ফাল্গুনঃ।
জেতুং ন্যায়েন শক্তো বৈ কৃতী রাজা সুযোধনঃ ॥১২॥
স কথং বদসে শত্রুং যুধ্যস্ব গদয়েতি হি।
একঞ্চ নো নিহত্যাজৌ ভব রাজেতি ভারত! ॥১৩॥
বৃকোদরং সমাসাদ্য সংশয়ো বিজয়ে হি নঃ।
ন্যায়তো যুধ্যমানানাং কৃতী হ্যেষ মহাবলঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তৎফলমাহ স ইতি। সমে সুবিধাকরে। সুবিষমে অতিবিপদি, আপাদিতাঃ প্রাপিতাঃ। বলবদপেক্ষয়া শিক্ষানিপুণস্যাধিকতয়া দুর্য্যোধনেন ভীমস্য পরাজয়সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৯॥
উক্তাশঙ্কয়া নিন্দতি ক ইতি। কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তেন বিপন্নেন। আগতং হস্তপ্রাপ্তম্ ॥১০॥
অথ যদি ভীম এব দুর্য্যোধনং জয়েদিত্যাহ নহীতি। অমরো মৃত্যুশূন্যো দেবোঽপি ॥১১॥
অতএবাহ নেতি। ফাল্গুনোঽর্জ্জুনঃ। কৃতিত্বাদেবেত্যাশয়ঃ ॥১২॥
যুধিষ্ঠিরোক্তিমনূদ্যৈব তমুপালভতে স ইতি। নঃ অস্মাকং মধ্যে ॥১৩॥
সঙ্কলিতমাহ বৃকোদরমিতি। এষ দুর্য্যোধনঃ ॥১৪॥

অতএব রাজা! আপনি শত্রুকে সুবিধার দিকে রাখিয়াছেন এবং নিজেকে বিপদে ফেলিয়াছেন; আর আমাদিগকেও কষ্টে নিপাতিত করিয়াছেন ॥৯॥

কোন্ ব্যক্তি সমস্ত শত্রু জয় করিয়া, বিপদাপন্ন একজন শত্রুদ্বারা প্রায় হস্তগত রাজ্যকে হারায়? ॥১০॥

দেবতা হইলেও আমি জগতে তেমন লোক দেখি না, যে লোক আজ গদাধারী দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হয় ॥১১॥

আপনি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল কিংবা সহদেব ন্যায়যুদ্ধে শিক্ষানিপুণ দুর্য্যোধনকে জয় করিতে সমর্থ নহেন ॥১২॥

অতএব ভরতনন্দন! সেই আপনি কি করিয়া শত্রুকে বলিলেন যে, 'তুমি গদাদ্বারা যুদ্ধ কর এবং আমাদের মধ্যে একজনকে জয় করিয়াই রাজা হও' ॥১৩॥

(১০)·· শত্রূনেকেন বৈ রণে···পি। (১২) ফাল্গুনো বা ভবান্ যাথ মাদ্রীপুত্রাবথাপি বা। ·ন সমর্থানহং মন্যে গদাহস্তস্য সংযুগে ॥ ·নি।··

নূনং ন রাজ্যভাগেষা পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাশ্চ সন্ততিঃ।
অত্যন্তবনবাসায় সৃষ্টা ভৈক্ষায় বা পুনঃ ॥১৫॥

ভীমসেন উবাচ।

মধুসূদন! মা কার্ষীর্বিষাদং যদুনন্দন!।
অদ্য পারং গমিষ্যামি বৈরস্য ভৃশদুর্গমম্ ॥১৬॥
অহং সুযোধনং সংখ্যে হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
বিজয়ো বৈ ধ্রুবং কৃষ্ণ! ধর্ম্মরাজস্য দৃশ্যতে ॥১৭॥
অধ্যর্দ্ধেন গুণেনেয়ং গদা গুরুতরী মম।
ন তথা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য মা কার্ষীর্মাধব! ব্যথাম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অতিদুঃখাদাহ নূনমিতি। সৃষ্টা বিধাত্রা। ভৈক্ষায় চিরং ভিক্ষাকরণায় ॥১৫॥
মধ্বিতি। বিষাদাকরণে হেতুমাহ অদ্যেতি। পারম্ অবসানম্ ॥১৬॥
কুতঃ পারং গমিষ্যসীত্যাহ অহমিতি। সংখ্যে যুদ্ধে ॥১৭॥
জয়ে যুক্তিমাহ অধীতি। অধিকমর্দ্ধং যস্য তেন, গুরুতরী ভারবতী ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৩॥ যোগ্যা অভ্যাসঃ। "যোগ্যঃ প্রবীণে"ত্যাদ্যুপক্রম্য "স্ত্র্যভ্যাসার্ক-যোষিতোঃ" ইতি মেদিনী ॥৪—৬॥ শকুনেশ্চ তব চ যথা পুরা তথৈবেদমিতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ ॥৭—১৪॥ ইতি কথং বদসে ইত্যনুকর্ষণীয়ম্ ॥১৫—৫৬॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১॥

ভীমসেনকে লইয়া আমরা যদি ন্যায় অনুসারে যুদ্ধ করি, তাহা হইলেও আমাদের জয়লাভে নিশ্চয়ই সন্দেহ আছে। কারণ, দুর্য্যোধন একে যুদ্ধশিক্ষায় নিপুণ, তাহাতে আবার মহাবলশালী ॥১৪॥

হায়! বিধাতা নিশ্চয়ই কুন্তী ও পাণ্ডুর সন্তানগুলিকে রাজ্যলাভের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল বনবাসের জন্য কিংবা চিরকাল ভিক্ষা করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন' ॥১৫॥

ভীমসেন বলিলেন—'যদুনন্দন কৃষ্ণ! তুমি বিষণ্ণ হইও না। কারণ, আজ আমি অতি দুর্গম বৈরসাগরের পারে যাইব ॥১৬॥

কৃষ্ণ! আমি যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বধ করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই ধর্ম্মরাজের জয়লাভ দেখা যাইতেছে ॥১৭॥

(১৫) অয়ং শ্লোকঃ পি নাস্তি। 'একং ব্যাম্বাপ্নিহত্য ত্বং ভব রাজেতি বৈ পুনঃ' ইত্যর্দ্ধমধিকং—বঙ্গ বর্দ্ধ।

অনয়া গদয়া চাহং সংযুগে যোদ্ধুমুৎসহে।
ভবন্তঃ প্রেক্ষকাঃ সর্বে মম সন্তু জনার্দ্দন ! ॥১৯॥
সামরানপি লোকাংস্ত্রীন্ নানাশস্ত্রধরান্ যুধি।
যোধয়েয়ং রণে কৃষ্ণ ! কিমুতাদ্য সুযোধনম্ ॥২০॥

সঞ্জয় উবাচ।

তথা সম্ভাষমাণন্তু বাসুদেবো বৃকোদরম্।
হৃষ্টঃ সংপূজয়ামাস বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥২১॥
ত্বামাশ্রিত্য মহাবাহো ! ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
নিহতারিঃ স্বকাং দীপ্তাং শ্রিয়ং প্রাপ্তা ন সংশয়ঃ ॥২২॥
ত্বয়া বিনিহতাঃ সর্ব্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রসুতা রণে।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নাগাশ্চ বিনিপাতিতাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অনয়েতি। উৎসহে ইচ্ছামি। প্রেক্ষকাঃ কেবলং দ্রষ্টারঃ ॥১৯॥

সামরানিতি। অমরৈর্দেবৈঃ সহেতি তান্। যোধয়েয়ং যোদ্ধুং শক্নুয়াম্ ॥২০॥

তথেতি। সম্ভাষমাণং ব্রুবন্তম্। সংপূজয়ামাস প্রশশংস ॥২১॥

ত্রিভিঃ প্রশংসামাহ ত্বামিতি। নিহতা অরয়ো যেন সঃ, স্বকাং স্বকীয়াম্, দীপ্তামুজ্জ্বলাম্। প্রাপ্তা প্রাপ্স্যতি, খণ্ডন্তাত্ত্বাবিভক্তিঃ ॥২২॥

আমার এই গদা দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা দেড়গুণ ভারী; অতএব কৃষ্ণ ! তুমি মনোবেদনা অনুভব করিও না ॥১৮॥

জনার্দ্দন ! আমি এই গদাদ্বারা রণস্থলে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করি। তোমরা সকলেই কেবল দর্শক থাক ॥১৯॥

কৃষ্ণ ! দেবগণের সহিত নানাশস্ত্রধারী ত্রিভুবনবাসীদের সহিতও আমি যুদ্ধ করিতে পারি। তাহাতে এক দুর্য্যোধনের কথা আর কি বলিব' ॥২০॥

সঞ্জয় বলিলেন—'ভীমসেন সেইরূপ বলিতে লাগিলে, কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া ভীমসেনের প্রশংসা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন—॥২১॥

'মহাবাহু ! আপনাকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মরাজ শত্রুসংহারপূর্ব্বক স্বকীয় উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২২॥

আপনি যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র, রাজগণ ও রাজপুত্রগণকে নিহত করিয়াছেন এবং হস্তিগণকেও নিপাতিত করিয়াছেন ॥২৩॥

---

(১৯) অহমেতং হি গদয়া…পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (২২)…স্বিকাং দীপ্তাং… প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ—পি বঙ্গ… প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ—নি।

কলিঙ্গা মাগধাঃ প্রাচ্যা গান্ধারাঃ কুরবস্তথা।
ত্বামাসাদ্য মহাযুদ্ধে নিহতাঃ পাণ্ডুনন্দন ! ॥২৪॥
হত্বা দুর্য্যোধনঞ্চাপি প্রয়চ্ছোর্ব্বীং সসাগরাম্।
ধর্ম্মরাজায় কৌন্তেয় ! যথা বিষ্ণুঃ শচীপতেঃ ॥২৫॥
ত্বাঞ্চ প্রাপ্য রণে পাপো ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিনঙ্ক্ষ্যতি।
ত্বমস্য সক্‌থিনী ভঙ্‌ক্ত্বা প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যসি ॥২৬॥
যত্নেন তু সদা পার্থ ! যোদ্ধব্যো ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
কৃতী চ বলবাংশ্চৈব যুদ্ধশৌণ্ডশ্চ নিত্যদা ॥২৭॥
ততস্তু সাত্যকী রাজন্ ! পূজয়ামাস পাণ্ডবম্।
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ধর্ম্মরাজপুরোগমাঃ।
তদ্বচো ভীমসেনস্য সর্ব এবাভ্যপূজয়ন্ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

ত্বয়েতি। নাগা গজাঃ ॥২৩॥
কলিঙ্গা ইতি। আসাদ্য প্রাপ্য, নিহতাস্ত্বয়ৈবেতি শেষঃ ॥২৪॥
হত্বেতি। প্রয়চ্ছ প্রদেহি। যথা বিষ্ণুঃ স্বর্গং প্রায়চ্ছৎ ॥২৫॥
ত্বামিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ। সক্‌থিনী উরুদ্বয়ম্ ॥২৬॥
যত্নেনেতি। কৃতী গদাযুদ্ধশিক্ষানিপুণঃ, যুদ্ধে শৌণ্ডো মত্তঃ ॥২৭॥
তত ইতি। পূজয়ামাস প্রশশংস, পাণ্ডবং ভীমম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

'পাণ্ডুনন্দন! কলিঙ্গ, মগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কুরুদেশবাসী যোদ্ধারা মহাযুদ্ধে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিহত হইয়াছে ॥২৪॥

কুন্তীনন্দন! পূর্ব্বকালে বিষ্ণু যেমন শক্রসংহার করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দান করিয়াছিলেন; তেমনি আপনিও দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, ধর্ম্মরাজকে সসাগরা পৃথিবী দান করুন ॥২৫॥

পাপাত্মা দুর্য্যোধন যুদ্ধে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনষ্ট হইবে এবং আপনিও উহার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন ॥২৬॥

পৃথানন্দন! আপনি বিশেষ যত্নসহকারে দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিবেন। কারণ, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে নিপুণ ও বলবান্ এবং যুদ্ধে সর্ব্বদাই মত্ত' ॥২৭॥

রাজা! তদনন্তর সাত্যকি ভীমসেনের প্রশংসা করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি

(২৭) যত্নেন হ ত্বয়া পাপো যোদ্ধব্যঃ···নি। (২৮)···বিবিধাভিশ্চ তং বাগ্‌ভির্ভীমসেনং জনেশ্বর।॥ ইত্যর্দ্ধমধিকং নি।

তেতো ভীমবলো ভীমো যুধিষ্ঠিরমথাব্রবীৎ।
সৃঞ্জয়ৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥২৯॥
অহমেতেন সঙ্গম্য সংযুগে যোদ্ধুমুৎসহে।
নহি শক্তো রণে জেতুং 'মামেষ পুরুষাধমঃ ॥৩০॥
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিহিতং হৃদয়ে ভৃশম্।
সুযোধনে ধার্ত্তরাষ্ট্রে খাণ্ডবেঽগ্নিমিবার্জ্জুনঃ ॥৩১॥
শল্যমদ্যোদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব! হৃচ্ছয়ম্।
নিহত্য গদয়া পাপমদ্য রাজন্! সুখী ভব ॥৩২॥
অদ্য কীর্ত্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যে তবানঘ!।
প্রাণান্ শ্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ মোক্ষ্যতেঽদ্য সুযোধনঃ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ভীমং ভয়ানকং বলং শক্তির্যস্য সঃ ॥২৯॥
অহমিতি। এতেন দুর্য্যোধনে, সঙ্গম্য মিলিত্বা, সংযুগে রণস্থলে ॥৩০॥
অদ্যেতি। নিহিতং চিরং স্থাপিতম্। খাণ্ডবে বনে ॥৩১॥
শল্যমিতি। শল্যং দুঃখশঙ্কুম্, হৃদি শেতে তিষ্ঠতীতি তৎ ॥৩২॥
অদ্যেতি। প্রতিমোক্ষ্য অর্পয়িষ্যামি। শ্রিয়ং সম্পদম্ ॥৩৩॥

পাণ্ডবেরা ও পাঞ্চালপ্রভৃতি যোদ্ধারা সকলেই ভীমসেনের সেই বাক্যের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন ॥২৮॥

তৎকালে যুধিষ্ঠির সৃঞ্জয়গণমধ্যে সন্তাপকারী সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহার দিকে চাহিয়া ভীষণ শক্তিশালী ভীমসেন বলিলেন—॥২৯॥

'আমি রণস্থলে এই দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করি; কিন্তু এই পুরুষাধম যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥৩০॥

পূর্ব্বে অর্জ্জুন যেমন খাণ্ডববনে অগ্নি সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমিও আজ তেমন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধনের উপরে হৃদয়ে গুরুতরভাবে চিরনিহিত ক্রোধ সমর্পণ করিব ॥৩১॥

পাণ্ডুনন্দন রাজা! আমি আজ গদাদ্বারা পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, আপনার হৃদয়স্থিত দুঃখশেল উদ্ধার করিব; আপনি সুখী হউন ॥৩২॥

নিষ্পাপ রাজা! আজ আমি আপনার কণ্ঠে কীর্ত্তিময়ী মালা পরাইয়া দিব এবং আজ দুর্য্যোধন প্রাণ, সম্পদ্ ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে ॥৩৩॥

---

(৩২)···নিহতে গদয়া পাপে··· নি।

রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽস্য শ্রুত্বা পুত্রং ময়া হতম্।
স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম্ম যত্তচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্ ॥৩৪॥
ইত্যুক্ত্বা ভরতশ্রেষ্ঠো গদামুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
উদতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বৃত্রমিবাহ্বয়ন্ ॥৩৫॥
তদাহ্বানমমৃষ্যন্ বৈ তব পুত্রোঽতিবীর্য্যবান্।
প্রত্যুপস্থিত এবাশু মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥৩৬॥
গদাহস্তং তব সুতং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্।
দদৃশুঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্ ॥৩৭॥
তমেকাকিনমাসাদ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্।
বিযূথমিব মাতঙ্গং সমহৃষ্যন্ত পাণ্ডবাঃ ॥৩৮॥
ন সম্ভ্রমো ন চ ভয়ং ন চ গ্লানির্ন চ ব্যথা।
আসীদ্দুর্য্যোধনস্যাপি স্থিতঃ সিংহ ইবাহবে ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

রাজেতি। অশুভং কর্ম্ম প্রাক্তনমস্মন্নির্বাসনাদিকম্ ॥৩৪॥
ইতীতি। উদ্যম্য উত্তোল্য। শক্র ইন্দ্রঃ, বৃত্রং নামাসুরম্ ॥৩৫॥
তদিতি। অমৃষ্যন্ অসহমানঃ। মত্তো দ্বিপ ইতি শেষঃ ॥৩৬॥
গদেতি। শৃঙ্গিণং শৃঙ্গবন্তম্, উত্তোলিতগদস্য সাদৃশ্যার্থমিদম্ ॥৩৭॥
তমিতি। বিযূথম্ অপরহস্তিগণরহিতম্ ॥৩৮॥
নেতি। সম্ভ্রমো বিচলিতভাবঃ। অপিশব্দেন ভীমস্য চেতি গম্যতে ॥৩৯॥

আমি পুত্র দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছি ইহা শুনিয়া, আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বুদ্ধিপ্রযুক্ত সেই সকল নিজের অন্যায় কার্য্য স্মরণ করিবেন' ॥৩৪॥

এই কথা বলিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ ও বলবান্ ভীমসেন—ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া গদা উত্তোলনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন ॥৩৫॥

মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবল দুর্যোধন সেই আহ্বান সহ্য করিতে না পারিয়া—মত্তহস্তী যেমন অপর মত্তহস্তীর দিকে গমন করে, সেইরূপ ভীমের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

তখন পাণ্ডবেরা সকলে গদাধারী ও যুদ্ধার্থ উপস্থিত দুর্য্যোধনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় দর্শন করিতে থাকিলেন ॥৩৭॥

তৎকালে পাণ্ডবেরা যূথবিহীন হস্তীর ন্যায় একাকী মহাবল দুর্য্যোধনকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥৩৮॥

তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।
ভীমসেনস্তদা রাজন্! দুর্য্যোধনমথাব্রবীৎ ॥৪০॥
রাজ্ঞাপি ধৃতরাষ্ট্রেণ ত্বয়া চাস্মাসু যৎ কৃতম্।
স্মর তদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম যদ্বৃত্তং বারণাবতে ॥৪১॥
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা।
দ্যূতে যদ্বিজিতো রাজা শকুনের্বুদ্ধিনিশ্চয়াৎ ॥৪২॥
যানি চান্যানি দুষ্টাত্মন্! পাপানি কৃতবানসি।
অনাগঃসু চ পার্থেষু তস্য পশ্য মহৎ ফলম্ ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)
ত্বৎকৃতে নিহতঃ শেতে শরতল্পে মহাযশাঃ।
গাঙ্গেয়ো ভরতশ্রেষ্ঠঃ সর্বেষাং নঃ পিতামহঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। উদ্যতা উত্তোলিতা গদা যেন তম্ ॥৪০॥

রাজ্ঞেতি। বৃত্তং জাতম্, জতুগৃহদহনমিত্যাশয়ঃ ॥৪১॥

দ্রৌপদীতি। শকুনের্বুদ্ধৌ নিশ্চয়ঃ প্রামাণ্যাবধারণং তস্মাৎ। পাপানি পাপজনকান্যাচরণানি। অনাগঃসু নিরপরাধেষু ॥৪২—৪৩॥

ত্বদিতি। ত্বৎকৃতে ত্বন্নিমিত্তম্, নিহত আহতঃ, শরতল্পে শরশয্যায়াম্ ॥৪৪॥

সেই সময়ে কেবল ভীমসেনের নহে—দুর্য্যোধনেরও ব্যস্ততা, ভয়, গ্লানি, কিংবা মনোবেদনা হয় নাই। দুর্য্যোধন তখন সিংহের ন্যায় রণস্থলে দাঁড়াইলেন ॥৩৯॥

রাজা! তাহার পর ভীমসেন শৃঙ্গযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় উত্তোলিত গদাধারী দুর্য্যোধনকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—॥৪০॥

‘দুরাত্মা! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং তুই আমাদের উপরে যে সকল দুর্ব্যবহার করিয়াছিলি এবং বারণাবতনগরে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত এখন স্মরণ কর্ ॥৪১॥

দুরাত্মা! তুই সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীর যে কষ্ট দিয়াছিলি এবং শকুনির বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে জয় করিয়াছিলি, আর নিরপরাধ পাণ্ডবগণের উপরে অন্যান্য যে সকল দুর্ব্যবহার করিয়াছিলি; আজ সেই সকল কার্য্যের গুরুতর ফল দর্শন কর্ ॥৪২—৪৩॥

মহাযশা, ভরতশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের সকলের পিতামহ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তোর্ জন্যই আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৪৪॥

(৪১)···যদ্ভূতং বারণাবতে—নি। (৪২) দ্রৌপদী চ পরামৃষ্টা·· দ্যূতে চ বঞ্চিতো রাজা শকুনের্বুদ্ধিলাঘবাৎ—নি।

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ হতঃ শল্যঃ প্রতাপবান্।
বৈরস্য চাদিকর্ত্তাসৌ শকুনির্নিহতো যুধি ॥৪৫॥
ভ্রাতরস্তে হতাঃ শূরাঃ পুত্রাশ্চ সহসৈনিকাঃ।
রাজানশ্চ হতাঃ শূরাঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥৪৬॥
এতে চান্যে চ নিহতা বহবঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
প্রাতিকামী তথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশকৃদ্ধতঃ ॥৪৭॥
অবশিষ্টস্ত্বমেবৈকঃ কুলঘ্নোঽধমপূরুষঃ।
ত্বামপ্যদ্য হনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৮॥
অদ্য তেঽহং রণে দর্পং সর্ব্বং নাশয়িতা নৃপ।।
রাজ্যাশাং বিপুলাং চাপি পাণ্ডবেষু চ দুষ্কৃতম্ ॥৪৯॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

কিং কত্থিতেন বহুনা যুধ্যস্বাদ্য ময়া সহ।
অদ্য তেঽহং বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং বৃকোদর! ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

হত ইতি। আদিকর্ত্তা প্রধানঃ প্রযোজকঃ ॥৪৫॥
ভ্রাতর ইতি। অনিবর্ত্তিনঃ অপলায়িনঃ ॥৪৬॥
এত ইতি। প্রাতিকামী নামানুচরঃ। ক্লেশকৃৎ মনোদুঃখজনকঃ ॥৪৭॥
অবেতি। কুলঘ্নো বংশনাশকারী ॥৪৮॥
অদ্যেতি। দুষ্কৃতং দুর্ব্যবহারঞ্চ প্রতিশোধয়িষ্যামীতি শেষঃ ॥৪৯॥

এবং তোর্ জন্যই দ্রোণ, কর্ণ, প্রতাপশালী শল্য এবং শত্রুতার প্রধান প্রযোজক শকুনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥৪৫॥

তোর্ বীর ভ্রাতারা, পুত্রেরা এবং যুদ্ধে অপলায়ী বীর রাজারা সৈন্যগণের সহিত তোর্ জন্যই নিহত হইয়াছেন ॥৪৬॥

এই সকল এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সকল ও দ্রৌপদীর ক্লেশকারী প্রাতিকামী নিহত হইয়াছেন ॥৪৭॥

বংশনাশক ও নরাধম একমাত্র তুই এখন অবশিষ্ট রহিয়াছিস্। আজ এই গদাদ্বারা তোকেও বধ করিব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৪৮॥

নরপাল! আমি আজ তোর্ সমস্ত দর্প ও রাজ্যের বিপুল আশা বিনষ্ট করিব এবং পাণ্ডবগণের উপরে যে সকল দুর্ব্যবহার করিয়াছিস্, তাহারও প্রতিশোধ দিব' ॥৪৯॥

---

(৪৯)···রাজ্যার্থং বৈ পুরা রাজন্! পাণ্ডবেয়েষু যৎ কৃতম্—পি।

কিং ন পশ্যসি মাং পাপ ! গদাযুদ্ধে ব্যবস্থিতম্ ।
হিমবচ্ছিখরাকারাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥৫১॥
গদিনং কোঽদ্য মাং পাপ ! জেতুমুৎসহতে রিপুঃ ।
ন্যায়তো যুধ্যমানশ্চ দেবেষ্বপি পুরন্দরঃ ॥৫২॥
মা বৃথা গর্জ্জ কৌন্তেয় ! শারদাভ্রমিবাজলম্ ।
দর্শয়স্ব বলং যুদ্ধে যাবত্তত্তেঽদ্য বিদ্যতে ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। কথিতেন আত্মশ্লাঘাকরণেন। বিনেষ্যামি নাশয়িষ্যামি ॥৫০॥
কিমিতি। হিমবচ্ছিখরাকারাং হিমালয়শৃঙ্গতুল্যাং দৃঢ়াং দীর্ঘাঞ্চেত্যর্থঃ ॥৫১॥
গদিনমিতি। গদিনং গদাধারিণম্। উৎসহতে শক্নোতি ॥৫২॥
মেতি। শারদাভ্রং শরৎকালীনো মেঘঃ, অজলং যথা স্যাত্তথা ॥৫৩॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'ভীম ! বহুতর আত্মশ্লাঘা করার প্রয়োজন কি ? এখন আমার সহিত যুদ্ধ কর্; আমি আজ তোর যুদ্ধের উৎকট আকাঙ্ক্ষা দূর করিব ॥৫০॥

পাপাত্মা ! দেখিতেছিস্ না কি—আমি হিমালয়পর্ব্বতের শৃঙ্গতুল্য বিশাল গদা ধারণ করিয়া গদাযুদ্ধে অবস্থান করিতেছি ॥৫১॥

পাপাত্মা ! আজ কোন্ শত্রু ন্যায়-অনুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ? দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রও না ॥৫২॥

কুন্তীনন্দন ! শরৎকালের মেঘ যেমন বিনা জলে গর্জ্জন করে, তুইও তেমন বৃথা গর্জ্জন করিস্ না। তোর যতখানি বল থাকে, তাহা আজ যুদ্ধে দেখা' ॥৫৩॥

---

(৫২) ইতঃ পরং শ্লোকচতুষ্টয়মধিকং বঙ্গ বর্দ্ধ। তদ্‌যথা—
যদেতৎ কথিতং পূর্ব্বং মদীয়ং দুর্বিচেষ্টিতম্। সর্ব্বং তন্ন চ মে কিঞ্চিচ্ছকিতং কর্ত্তুমেব হি ॥১॥
অরণ্যে চাপি বসতিং দাস্যঞ্চ পরবেশ্মসু। তথা রূপবিপর্য্যাসং কারিতাঃ স্থ ময়া বলাৎ ॥২॥
হতাশ্চ বান্ধবাস্তভ্যং ক্ষয়স্তল্যোঽয়মাবয়োঃ।
পতনং সম্প্রতি তু মে যদি নাম ভবেদ্‌যুধি।
তদতিশ্লাঘ্যমেব স্যাৎ কালো বা তত্র কারণম্ ॥৩॥
অদ্যাপি নহি মে জেতা ধর্ম্মেণাস্তি রণাজিরে।
ছদ্মনা বা বিজেষ্যধ্বমকীর্ত্তিঃ স্যাত্ততি ধ্রুবম্।
অধর্ম্ম্যা চাযশস্যা চ পশ্চাত্তপ্স্যথ বৈ ধ্রুবম্ ॥৪॥
(৫৩) যাবত্তবেতি—পি,…যাবন্নাহন্ নিহন্মি তে—নি।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা পাণ্ডবাঃ সহসৃঞ্জয়াঃ।
সর্বে সংপূজয়ামাসুস্তদ্বচো বিজিগীষবঃ ॥৫৪॥
তং মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দেন মানবাঃ।
ভূয়ঃ সংহর্ষয়ামাসূ রাজন্! দুর্য্যোধনং নৃপম্ ॥৫৫॥
বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়া হেষন্তি চাসকৃৎ।
শস্ত্রাণি সংপ্রদীপ্যন্তে পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ভীমদুর্য্যোধনবাক্যে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। সংপূজয়ামাসুঃ প্রশশংসুঃ। বিজিগীষবো বিজেতুমিচ্ছবঃ ॥৫৪॥
তমিতি। তলশব্দেন করতলধ্বনিনা। মানবা উদাসীনাঃ ॥৫৫॥
বৃংহন্তীতি। বৃংহিতং রবং কুর্ব্বন্তি স্ম। হেষন্তি হেষাং রবং কুর্ব্বন্তি স্ম চ। সংপ্রদীপ্যন্তে উত্তোলনেনোজ্জ্বলন্তি স্ম ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

জয়াভিলাষী সমস্ত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় দুর্য্যোধনের সেই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন ॥৫৪॥

রাজা! অন্যান্য মানবেরা করতালি দিয়া মত্তহস্তীর ন্যায় রাজা দুর্য্যোধনকে আরও আনন্দিত করিল ॥৫৫॥

'তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবপক্ষের হস্তিগণ বৃংহিতধ্বনি করিল, অশ্বগণ হেষারব করিয়া উঠিল এবং উত্তোলিত অস্ত্রগুলি চক্‌চক্ করিতে লাগিল' ॥৫৬॥

——:*:——

* '...ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ...' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ যুদ্ধে মহারাজ! সুসংবৃত্তে সুদারুণে।
উপবিষ্টেষু সর্বেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥১॥
ততস্তালধ্বজো রামস্তয়োর্যুদ্ধ উপস্থিতে।
শ্রুত্বা তচ্ছিষ্যয়ো রাজন্! আজগাম হলায়ুধঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ।
উপগম্যোপসংগৃহ্য বিধিবৎ প্রত্যপূজয়ন্ ॥৩॥
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদিদং বচনমব্রুবন্।
শিষ্যয়োঃ কৌশলং যুদ্ধে পশ্য রামেতি পার্থিব! ॥৪॥
অব্রবীচ্চ তদা রামো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং সপাণ্ডবম্।
দুর্য্যোধনঞ্চ কৌরব্যং গদাপাণিমবস্থিতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। সুসংবৃত্তে অবশ্যং সম্ভবতি। তালস্তালবৃক্ষং কৃতো ধ্বজো যস্য সঃ ॥১—২॥
তমিতি। উপসংগৃহ্য চরণৌ, প্রত্যপূজয়ন্ প্রণামেন ॥৩॥
পূজয়িত্বেতি। শিষ্যয়োর্ভীমসেনদুর্য্যোধনয়োঃ, কৌশলং নৈপুণ্যম্ ॥৪॥
অব্রবীদিতি। কৌরব্যমিতি বিশেষণং দুর্য্যোধনান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থম্ ॥৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! অতিদারুণ সেই যুদ্ধ অবশ্য সম্ভবপর হইলে এবং মহাত্মা পাণ্ডবেরা সকলে উপবেশন করিলে, তালধ্বজ ও হলায়ুধ বলরাম নিজের শিষ্য ভীম ও দুর্য্যোধনের যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে শুনিয়া সেস্থানে আগমন করিলেন ॥১—২॥

তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবেরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া যথাবিধানে নমস্কার করিলেন ॥৩॥

রাজা! তাঁহারা সেইভাবে বলরামের সম্মান করিয়া বলিলেন—'রাম! আপনি আপনার শিষ্য দুইজনের গদাযুদ্ধনৈপুণ্য দর্শন করুন' ॥৪॥

তখন পাণ্ডবগণের সহিত কৃষ্ণকে এবং গদাধারী কুরুবংশীয় দুর্য্যোধনকে অবস্থিত দেখিয়া বলরাম বলিলেন—॥৫॥

চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ।
শিষ্যয়োর্বৈ গদাযুদ্ধং দ্রষ্টুকামোঽস্মি মাধব! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

চত্বারিংশদিতি। হে মাধব! অদ্য, চত্বারিংশদহানি দিনানি দ্বে চ অহনী দিনে ইতি মিলিত্বা দ্বিচত্বারিংশদহানি নিঃসৃতস্য দ্বারকাতস্তীর্থযাত্রায়াং নির্গতস্য মে মম অতিক্রামন্তীতি শেষঃ তত্র দ্বিচত্বারিংশদ্দিনসংখ্যাপূরণপ্রদর্শনার্থং দ্বারকাতো যাত্রাকালীনং নক্ষত্রং কুরুক্ষেত্রোপস্থিতিকালীনং নক্ষত্রঞ্চ নিবেদয়তি পুষ্যেণেতি। পুষ্যেণ পুষ্যানক্ষত্রেণ বিশিষ্টে দিবসে সম্প্রয়াতঃ দ্বারকাতঃ কৃতযাত্রোঽস্মি, পুনঃ শ্রবণে একং শ্রবণানক্ষত্রং গতম্, দ্বিতীয়শ্রবণানক্ষত্রযুক্তদিনে ইহাগতঃ। শিষ্যয়োর্ভীমসেনদুর্য্যোধনয়োরিদানীং গদাযুদ্ধং দ্রষ্টুকামোঽস্মি। "পুনরপ্রথমে ভেদে" ইত্যমরোক্তেঃ পুনঃশব্দেনৈতৎ সূচিতম্। পুষ্যাবধিশ্রবণাপর্য্যন্তানি পঞ্চদশ নক্ষত্রাণি, পুনর্ধনিষ্ঠাবধিশ্রবণাপর্য্যন্তানি সপ্তবিংশতির্নক্ষত্রাণীতি মিলিত্বা দ্বিচত্বারিংশন্নক্ষত্রাণি ভবন্তীতি দ্বিচত্বারিংশদ্দিনেষু তৎসম্ভবাৎ ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। ভীষ্মপর্ব্বণি সপ্তদশাধ্যায়ে "মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত" ইত্যাদি দ্বিতীয়শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে বিস্তরেণাস্য সর্বথা সুসামঞ্জস্যং প্রদর্শিতমনুসন্ধেয়ম্। নীলকণ্ঠব্যাখ্যানন্তু তত্রোক্তভারতসাবিত্রীবচনবিরোধাদিনা হেয়ম্ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নিতি ॥১—৫॥ চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ। পুষ্যেণ সম্প্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগত ইতি। নন্বু শ্রবণেঽত্র যুদ্ধসমাপ্তির্দৃশ্যতে তদনুপাতেন যুদ্ধারম্ভো মৃগশীর্ষে ভবিতুং যুজ্যতে, "অষ্টাদশাহানি যুদ্ধমভূ"দিতি বচনাৎ, এবঞ্চ যুদ্ধারম্ভং প্রকৃত্য ভীষ্মপর্ব্বণি সঞ্জয়বাক্যম্—"মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্দিনং সম্প্রপদ্যতে"তি মঘায়াং যুদ্ধারম্ভপ্রদর্শকং বিরুধ্যতে। তথাত্বে রেবত্যাং যুদ্ধসমাপ্ত্যাপত্তেরিত্যুপক্রমোপসংহারয়োর্বিরোধো দুঃসমাধেয় ইতি চেৎ, সত্যম্ উপসংহারস্য নির্ণীতার্থকত্বাত্তদনুরোধেনোপক্রমস্য নেয়ত্বান্মঘাবিষযগ ইত্যস্যায়মর্থঃ— অত্র মঘাশব্দেন তৎসহচরাঃ পিতরো লক্ষ্যন্তে, "মঘানক্ষত্রং পিতরো দেবতে" ইতি শ্রুতেরিতি মঘায়াং পিতৃসম্বন্ধিত্বাবধারণাৎ। তেন যুদ্ধে মৃতানামুত্তমদেহপ্রদানার্থং চন্দ্রস্তদা পিতৃলোকে সন্নিহিতোঽভূদিতি স্বর্গিণাং দিব্যদেহলাভশ্চন্দ্রাধীন ইতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্। যুদ্ধারম্ভস্তু মৃগশীর্ষে ইতি ভীষ্মপর্ব্বণি নিপুণতরমুপপাদিতং তন্ন বিস্মর্ত্তব্যম্ ॥৬—১৯॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২॥

'কৃষ্ণ! দ্বারকা হইতে নির্গত হওয়ার পর আজ আমার বিয়াল্লিশ দিন অতীত হইতেছে। আমি পুষ্যানক্ষত্রে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম, (মধ্যে এক শ্রবণানক্ষত্র গিয়াছে,) দ্বিতীয় শ্রবণানক্ষত্রে এখানে আসিয়াছি। এখন আমার শিষ্য ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছা করিতেছি' ॥৬॥

---

(৬)···চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বেৎসি মে···পি।

ততস্তদা গদাহস্তৌ দুর্য্যোধনবৃকোদরৌ।
যুদ্ধভূমিগতৌ বীরাবুভাবেব বিরেজতুঃ ॥৭॥
কৃষ্ণৌ চাপি মহেষ্বাসাবভিবাদ্য হলায়ুধম্।
সস্বজাতে পরিপ্রীতং প্রীয়মাণৌ যশস্বিনৌ ॥৮॥
মাদ্রীপুত্রৌ তথা শূরৌ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ।
অভিবাদ্য স্থিতা রাজন্! রৌহিণেয়ং মহাবলম্ ॥৯॥
ভীমসেনোঽথ বলবান্ পুত্রস্তব জনাধিপ!।
তথৈব চোদ্যতগদৌ পূজয়ামাসতুর্বলম্ ॥১০॥
স্বাগতেন চ তং তত্র প্রতিপূজ্য পুনঃ পুনঃ।
পশ্য যুদ্ধং মহাবাহো! ইতি তে রামমব্রুবন্।
এবমূচুর্মহাত্মানং রৌহিণেয়ং নরাধিপাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। বিরেজতুর্বীরশোভয়া শুশুভাতে ॥৭॥
কৃষ্ণাবিতি। কৃষ্ণৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ, মহেষ্বাসৌ মহাধনুর্দ্ধরৌ, সস্বজাতে আলিলিঙ্গতুঃ ॥৮॥
মাদ্রীতি। রৌহিণেয়ং রোহিণ্যাঃ পুত্রং বলদেবম্ ॥৯॥
ভীমেতি। পূজয়ামাসতুঃ দূরাৎ প্রণামেনেতি শেষঃ, বলং বলভদ্রম্ ॥১০॥
স্বাগতেনেতি। নরাধিপাঃ পাণ্ডবপক্ষীয়া রাজানঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

তাহার পর বীর ভীমসেন ও দুর্য্যোধন গদা ধারণ করিয়া যুদ্ধস্থানে যাইয়া বীরশোভায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭॥

মহাধনুর্দ্ধর ও যশস্বী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সন্তুষ্ট হইয়া সন্তুষ্টচিত্ত বলরামকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৮॥

রাজা! নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহাবল রামকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন ॥৯॥

নরনাথ! বলবান্ ভীমসেন এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দূর হইতে গদা উত্তোলনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলরামের সম্মান করিলেন ॥১০॥

রাজারা বার বার স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া, সম্মান দেখাইয়া, মহাবল রামকে বলিলেন—'মহাবাহু! আপনি ইঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করুন' ॥১১॥

(৭) ইতঃ পরম্—ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা পরিষ্বজ্য হলায়ুধম্। স্বাগতং কুশলঞ্চাস্মৈ পর্য্যপৃচ্ছদ্‌যথাতথম্॥ ইত্যধিকশ্লোকঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো। (৮)…পরিপ্রীতৌ…বঙ্গ বর্দ্ধ বা নি। (১১)…প্রতিপূজ্য নরাধিপাঃ…বঙ্গ বর্দ্ধ। রৌহিণেয়ং মহারথাঃ—বর্দ্ধ।

পরিষ্বজ্য তদা রামঃ পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়ানপি।
অপৃচ্ছৎ কুশলং সর্ব্বান্ পার্থিবাংশ্চামিতৌজসঃ।
তথৈব তে সমাসাদ্য পপ্রচ্ছুস্তমনাময়ম্ ॥১২॥
প্রত্যভ্যর্চ্চ্য হলী সর্ব্বান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ মহাত্মনঃ।
কৃত্বা কুশলসংযুক্তাং সংবিদঞ্চ যথাবয়ঃ ॥১৩॥
জনার্দ্দনং সাত্যকিঞ্চ প্রেম্ণা স পরিষস্বজে।
মূর্দ্ধ্নি চৈতাবুপাঘ্রায় কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
তৌ চৈনং বিধিবদ্রাজন্! পূজয়ামাসতুর্গুরুম্।
ব্রহ্মাণমিব দেবেশমিন্দ্রোপেন্দ্রৌ মুদা যুতৌ ॥১৫॥
ততোঽব্রবীদ্ধর্ম্মসুতো রৌহিণেয়মরিন্দমম্।
ইদং ভ্রাত্রোর্মহাযুদ্ধং পশ্য রামেতি ভারত! ॥১৬॥
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূর্বজঃ।
ন্যবিশৎ পরমপ্রীতঃ পূজ্যমানো মহারথৈঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পরীতি। তং রামম্, অনাময়মারোগ্যম্। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

প্রতীতি। হলী রামঃ। সংবিদং প্রশ্নম্। পরিষস্বজে আলিলিঙ্গ ॥১৩—১৪॥

তাবিতি। গুরুং জ্যেষ্ঠভ্রাতরং বলদেবম্। উপেন্দ্রো বামনাত্মকো বিষ্ণুঃ ॥১৫॥

তত ইতি। রৌহিণেয়ং বলদেবম্। ভ্রাত্রোর্ভীমসেনদুর্য্যোধনয়োঃ, ভীমো রামস্য পিতৃষ্বসৃপুত্রত্বাৎ ভ্রাতা, দুর্য্যোধনোঽপি তৎপর্য্যায়ত্বাৎ ভ্রাতৈবেতি ভাবঃ ॥১৬॥

তখন বলরাম পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে আলিঙ্গন করিয়া, উক্ত সকলের এবং অমিততেজা রাজগণের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন; আবার সেইরূপই তাঁহারাও নিকটবর্ত্তী হইয়া বলরামের অনাময়প্রশ্ন করিলেন ॥১২॥

পরে বলরাম মহাত্মা ক্ষত্রিয় সকলকে সম্মান দেখাইয়া, বয়স অনুসারে মঙ্গল-প্রশ্ন করিয়া, কৃষ্ণ ও সাত্যকিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৩—১৪॥

রাজা! ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেমন দেবাধিপতি ব্রহ্মাকে পূজা করেন, তেমন হৃষ্টচিত্ত কৃষ্ণ ও সাত্যকি (বিশেষভাবে অভিবাদন করিয়া) বলরামের পূজা করিলেন ॥১৫॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর যুধিষ্ঠির শত্রুদমনকারী বলরামকে বলিলেন—'রাম! ভ্রাতাদের এই মহাযুদ্ধ দর্শন কর' ॥১৬॥

(১২)···পাণ্ডবান্ সহ সৃঞ্জয়ান্—নি। পপ্রচ্ছুস্তদনাময়ম্···পি। (১৩)···কৃত্বা কুশলসংপ্রশ্নং—নি। (১৫)···মুদান্বিতৌ—নি।

স বভৌ রাজমধ্যস্থো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ।
দিবীব নক্ষত্রগণৈঃ পরিকীর্ণো নিশাকরঃ ॥১৮॥
ততস্তয়োঃ সন্নিপাতস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
আসীদন্তকরো রাজন্! বৈরস্য তব পুত্রয়োঃ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবাগমনে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:——

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

-:-০-:

জনমেজয় উবাচ।

পূর্ব্বমেব যদা রামস্তস্মিন্ যুদ্ধ উপস্থিতে।
আমন্ত্র্য কেশবং যাতো বৃষ্ণিভিঃ সহিতঃ প্রভুঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। কেশবস্য পূর্ব্বজো জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেবঃ। ন্যবিশদুপাবিশৎ ॥১৭॥

স ইতি। সিতপ্রভঃ শুভ্রকান্তিঃ। পরিকীর্ণঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥১৮॥

তত ইতি। সন্নিপাতো যুদ্ধসঙ্ঘর্ষঃ। পুত্রয়োর্ভীমদুর্য্যোধনয়োঃ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

পরে মহাবাহু বলরাম তাঁহাদের মধ্যে উপবেশন করিলেন এবং মহারথেরা তাঁহার সম্মান করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তৎকালে নীলবসনধারী ও শুভ্রকান্তি বলরাম রাজাদের মধ্যে থাকিয়া আকাশে নক্ষত্রপরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিলেন ॥১৮॥

রাজা! তাহার পর আপনার পুত্রদ্বয়ের (ভীম ও দুর্য্যোধনের) শত্রুতার অবসানকারী তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল' ॥১৯॥

————০:*:০————

(১৮)…পরিবীতো নিশাকরঃ · নি। (২০) বৈরস্যান্তং বিধিৎসয়োঃ · নি। * চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ…' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি

সাহায্যং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য ন চ কর্ত্তাস্মি কেশব।।
ন চৈব পাণ্ডুপুত্রাণাং গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥২॥
এবমুক্ত্বা তদা রামো যাতঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
তস্য চাগমনং ভূয়ো ব্রহ্মন্! শংসিতুমর্হসি ॥৩॥ (বিশেষকম্)
আখ্যাহি মে বিস্তরশঃ কথং রাম উপস্থিতঃ।
কথঞ্চ দৃষ্টবান্ যুদ্ধং কুশলো হ্যসি মে মতঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উপপ্লব্যনিবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
প্রেষিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য সমীপং মধুসূদনঃ।
শমং প্রতি মহাবাহো! হিতার্থং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এতাবতা সঞ্জয়ধৃতরাষ্ট্রসংবাদেন গদাযুদ্ধং প্রস্তুত্য প্রসঙ্গাজ্জনমেজয়বৈশম্পায়নসংবাদেন বলদেবতীর্থযাত্রাং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে জনমেজয় উবাচ। পূর্ব্বমিতি। আমন্ত্র্য বিজ্ঞাপ্য, যাতস্তীর্থপর্য্যটনায় প্রস্থিতঃ, প্রভুর্বলপ্রভাবশালী। কিমামন্ত্র্যেত্যাহ সাহায্যমিতি। যথাগতং যথেচ্ছম্। শত্রূণাং নিবর্হণঃ দময়িতা ॥১—৩॥

আখ্যাহীতি। কুশলো বৃত্তান্তকথননিপুণঃ ॥৪॥

উপেতি। উপপ্লব্যে বিরাটনগরবিশেষে নিবিষ্টেষু স্থিতেষু। প্রেষিতঃ পাণ্ডবৈঃ। শমং প্রতি সন্ধিবিষয়ে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি! 'কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনেরও সাহায্য করিব না এবং যুধিষ্ঠিরেরও সাহায্য করিব না, কিন্তু আমি আপন ইচ্ছানুসারে দেশ ভ্রমণ করিব' কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণকে উক্তরূপ জানাইয়া, প্রভাবশালী ও শত্রুদমনকারী বলরাম বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া যখন দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন আবার তিনি কেন কুরুক্ষেত্রে আসিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥১—৩॥

মহর্ষি! আমার মতে—আপনি বৃত্তান্ত বলিতে বড়ই নিপুণ; অতএব বিস্তরক্রমে বলুন—বলরাম কুরুক্ষেত্রে কেন আসিলেন এবং কি ভাবেই বা যুদ্ধদর্শন করিলেন' ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাবাহু জনমেজয়! মহাত্মা পাণ্ডবেরা উপপ্লব্যনগরে থাকিতে তাঁহারা সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্ত সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে হস্তিনানগরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥৫॥

(৪)…কুশলো হ্যসি সম্মতঃ…পি। (৫) উপপ্লব্যে নিবিষ্টেষু…পি, উপপ্লাব্যে নিবিষ্টেষু…নি।

স গত্বা হাস্তিনপুরং ধৃতরাষ্ট্রং সমেত্য চ।
উক্তবান্ বচনং তথ্যং হিতঞ্চৈব বিশেষতঃ।
ন চ তৎ কৃতবান্ রাজা যথাখ্যাতং হি তৎ পুরা ॥৬॥
অনবাপ্য শমং তত্র কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ।
আগচ্ছত মহাবাহুরুপপ্লব্যং জনাধিপ ! ॥৭॥
ততঃ প্রত্যাগতঃ কৃষ্ণো ধার্ত্তরাষ্ট্রবিসর্জ্জিতঃ।
অক্রিয়াবান্ নরব্যাঘ্র ! পাণ্ডবানিদমব্রবীৎ ॥৮॥
ন কুর্বন্তি বচো মহ্যং কুরবঃ কালচোদিতাঃ।
নির্গচ্ছধ্বং পাণ্ডবেয়াঃ ! পুষ্যেণ সহিতা ময়া ॥৯॥
ততো বিভজ্যমানেষু বলেষু বলিনাং বরঃ।
প্রোবাচ ভ্রাতরং কৃষ্ণং রৌহিণেয়ো মহামনাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তথ্যং সত্যম্। আখ্যাতং কৃষ্ণেন, পুরা পূর্বম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥
অনবাপ্যেতি। শমং সন্ধিস্বীকারেণ শান্তিস্বীকারম্ ॥৭॥
তত ইতি। অক্রিয়াবান্ দুর্য্যোধনেন সন্ধ্যনঙ্গীকারাৎ অকৃতকার্য্যঃ ॥৮॥
নেতি। মহ্যং মম, কালেন চোদিতা মরণায় প্রেরিতাঃ ॥৯॥
তত ইতি। বিভজ্যমানেষু উভয়পক্ষে দানায় বিভক্তিক্রিয়মাণেষু, বলেষু সৈন্যেষু ॥১০॥

কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিশেষভাবে হিতজনক ও সত্য বাক্য সকল বলিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহা করিলেন না ॥৬॥

রাজা! মহাবাহু ও পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সেস্থানে সন্ধির অঙ্গীকার না পাইয়া, পুনরায় উপপ্লব্যনগরে ফিরিয়া আসিলেন ॥৭॥

নরশ্রেষ্ঠ! তাহার পর দুর্য্যোধন বিদায় করিলে, কৃষ্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিলেন—॥৮॥

'পাণ্ডবগণ! কৌরবেরা কালপ্রেরিত হইয়া আমার বাক্য অনুসারে সন্ধি করিতে স্বীকার করিল না, অতএব আপনারা আমার সহিত মিলিত হইয়া এই পুষ্যানক্ষত্রেই যুদ্ধার্থ নির্গত হউন' ॥৯॥

তদনন্তর কৃষ্ণ সৈন্য বিভাগ করিতে লাগিলে, বলিশ্রেষ্ঠ ও প্রশস্তচিত্ত বলরাম ভ্রাতা কৃষ্ণকে বলিলেন—॥১০॥

(৬)···হি তে পুরা···পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৮)···অক্রিয়ায়াং···বর্দ্ধ নি।

তেষামপি মহাবাহো! সাহায্যং মধুসূদন!।
ক্রিয়তামিতি তৎ কৃষ্ণো নাস্য চক্রে বচস্তদা ॥১১॥
ততো মন্যুপরীতাত্মা জগাম যদুনন্দনঃ।
তীর্থযাত্রাং হলধরঃ সরস্বত্যাং মহাযশাঃ ॥১২॥
মৈত্রনক্ষত্রযোগেন সহিতঃ সর্ব্বযাদবৈঃ।
আশ্রয়ামাস ভোজস্তু দুর্য্যোধনমরিন্দমম্।
যুযুধানেন সহিতো বাসুদেবস্তু পাণ্ডবান্ ॥১৩॥
রৌহিণেয়ে গতে শূরে পুষ্যেণ মধুসূদনঃ।
পাণ্ডবেয়ান্ পুরস্কৃত্য যযাবভিমুখঃ কুরূন্ ॥১৪॥
গচ্ছন্নেব পথিস্থস্তু রামঃ প্রেষ্যানুবাচ হ।
সম্ভারাংস্তীর্থযাত্রায়াঃ সর্ব্বোপকরণানি চ।
আনয়ধ্বং দ্বারকায়ামগ্নান্ বৈ যাজকাংস্তথা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। তেষাং পাণ্ডবানাম্। অস্য রৌহিণেয়স্য ॥১১॥

তত ইতি। মন্যুনা কৃষ্ণকর্ত্তৃকস্বমতপরিত্যাগাৎ দৈন্যেন পরীতাত্মা ব্যাপ্তচিত্তঃ ॥১২॥

মৈত্রেতি। মৈত্রনক্ষত্রমনুরাধা তদ্‌যোগেন। ভোজঃ কৃতবর্ম্মা। যুযুধানেন সাত্যকিনা। অত্রেদমবধেয়ম্—আদৌ বলদেবঃ পুষ্যানক্ষত্রে তীর্থপর্য্যটনায় দ্বারকাতো গতঃ; তদনন্তরং তদ্দশমদিনে অনুরাধানক্ষত্রে কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনপক্ষং কৃষ্ণঃ সাত্যকিশ্চ পাণ্ডবপক্ষমাশ্রয়িতুং দ্বারকাতো জগ্মুরিতি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৩॥

রৌহিণেয় ইতি। রৌহিণেয়ঃ রামঃ। পুরস্কৃত্য উদ্দিশ্য। সাত্যকিরপি ॥১৪॥

গচ্ছন্নিতি। প্রেষ্যান্ ভৃত্যান্। সম্ভারাং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাণি। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

'মহাবাহু মধুসূদন! পাণ্ডবদেরও সাহায্য কর'। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার সে কথা রক্ষা করিলেন না ॥১১॥

তাহার পর পুষ্যানক্ষত্রে যশস্বী যদুনন্দন বলরাম (কৃষ্ণ নিজ মত পরিত্যাগ করায়) দুঃখিত হইয়া, তীর্থপর্য্যটনের জন্য সরস্বতীনদীতে গমন করিলেন ॥১২॥

তৎপরে অনুরাধানক্ষত্রে কৃতবর্ম্মা বহুতর যাদবসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদমনকারী দুর্য্যোধনের পক্ষে যাইবার জন্য প্রস্থান করিলেন; আর কৃষ্ণ ও সাত্যকি পাণ্ডবগণের পক্ষে চলিলেন ॥১৩॥

বীর বলরাম পুষ্যানক্ষত্রে প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ ও সাত্যকি পাণ্ডবপক্ষ লক্ষ্য করিয়া কুরুদেশের প্রতি অনুরাধানক্ষত্রে দ্বারকা হইতে নির্গত হইলেন ॥১৪॥

(১৩) মৈত্রনক্ষত্রযোগেষু···ভোজস্তু পি,···দুর্য্যোধনমরিন্দমঃ···নি

সুবর্ণং রজতঞ্চৈব ধেনুর্বাসাংসি বাজিনঃ।
কুঞ্জরাংশ্চ রথাংশ্চৈব খরোষ্ট্রবাহনানি চ ॥১৬॥
ক্ষিপ্রমানীয়তাং সর্ব্বং তীর্থহেতোঃ পরিচ্ছদম্।
প্রতিস্রোতঃ সরস্বত্যা গচ্ছধ্বং শীঘ্রগামিনঃ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
ঋত্বিজশ্চানয়ধ্বং বৈ শতশশ্চ দ্বিজর্ষভান্।
এবং সন্দিশ্য তু প্রেষ্যান্ বলদেবো মহাবলঃ ॥১৮॥
তীর্থযাত্রাং যযৌ রাজন্! কুরূণাং বৈশসে তদা।
সরস্বতীং প্রতিস্রোতঃ সমুদ্রাদভিজগ্মিবান্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ তথান্যৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ।
রথৈর্গজৈস্তথাশ্বৈশ্চ প্রেষ্যৈশ্চ ভরতর্ষভ!।
গোখরোষ্ট্রপ্রযুক্তৈশ্চ যানৈশ্চ বহুভির্বৃতঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সুবর্ণমিতি। খরা গর্দ্দভা উষ্ট্রাশ্চ বাহনানীতি খরোষ্ট্রবাহনানি। পরিচ্ছদং বসনাদিকম্। প্রতিস্রোতগমনাদেশস্ত অবস্থিতিস্থানানুসন্ধানার্থঃ ॥১৬—১৭॥

ঋত্বিজ ইতি। ঋত্বিজঃ পুরোহিতান্। বিশসন্তি হিংসন্তীতি বিশসা যোদ্ধারস্তেষামিদমিতি বৈশসং যুদ্ধং তস্মিন্ কুরুপাণ্ডবযুদ্ধপ্রাক্কাল ইত্যর্থঃ ॥১৮—১৯॥

ঋত্বিগ্‌ভিরিতি। প্রেষ্যৈর্দাসৈঃ। অভিজগ্মিবানিত্যনুবৃত্তিঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

বলরাম নির্গত হইয়া পথে ভৃত্যগণকে বলিলেন—'তীর্থযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, সমস্ত উপকরণ, অগ্নি ও পুরোহিতগণকে দ্বারকায় আনয়ন কর ॥১৫॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, ধেনু, বস্ত্র, অশ্ব, হস্তী, রথ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র—এই সমস্ত বস্তু এবং তীর্থে পরিধানোপযোগী বস্ত্র সত্বর আনয়ন কর, দ্রুতগামী লোকেরা সরস্বতীনদীর স্রোতে প্রতিকূলে গমন কর' ॥১৬—১৭॥

'পুরোহিত এবং শত শত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে আনয়ন কর' এইরূপে ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়া মহাবল বলরাম কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তীর্থপর্য্যটনের জন্য গমন করিলেন এবং রাজা! তিনি সমুদ্র হইতে সরস্বতীনদীর স্রোতের প্রতিকূল দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৮—১৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে তিনি—পুরোহিত, বন্ধু, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, রথ, হস্তী, অশ্ব, দাস এবং গরু, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রচালিতযানে পরিবেষ্টিত ছিলেন ॥২০॥

(১৯)···সমস্তাদভিজগ্মিবান্···পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা।

শ্রান্তানাং ক্লান্তবপুষাং শিশূনাং বিপুলায়ুষাম্।
দেশে দেশে তু দেয়ানি দানানি বিবিধানি চ।
অর্চ্চায়ৈ চার্থিনাং রাজন্! ক্লৃপ্তানি বহুশস্তথা ॥২১॥
যো যো যত্র দ্বিজো ভোজ্যং ভোক্তুং কাময়তে তদা।
তস্য তস্য তু তত্রৈবমুপাজহ্রুস্তদা নৃপ! ॥২২॥
তত্র স্থিতা নরা রাজন্! রৌহিণেয়স্য শাসনাৎ।
ভক্ষ্যপেয়স্য কুর্ব্বন্তি রাশীংস্তত্র সমন্ততঃ ॥২৩॥
বাসাংসি চ মহার্হাণি পর্য্যঙ্কাস্তরণানি চ।
পূজার্থং তত্র ক্লৃপ্তানি বিপ্রাণাং সুখমিচ্ছতাম্ ॥২৪॥
যত্র যঃ স্বপতে বিপ্রো যো বা জাগর্ত্তি ভারত!।
তত্র তত্রৈব সর্ব্বস্য ক্লৃপ্তং সর্বমপশ্যত ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রান্তানামিতি। বিপুলায়ুষাম্ অধিকবয়সাং বৃদ্ধানামিত্যর্থঃ। অর্চ্চায়ৈ অর্চ্চ এব সন্তোষায়, ক্লৃপ্তানি রামসহচরৈঃ সম্পাদিতানি। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২১॥

য ইতি। ভোজ্যং খাদ্যম্। উপাজহ্রুঃ রামসহচরাঃ দদুঃ ॥২২॥

তত্রেতি। রৌহিণেয়স্য রামস্য, শাসনাদাদেশাৎ ॥২৩॥

বাসাংসীতি। মহার্হাণি মহামূল্যানি। পূজার্থং সন্তোষার্থম্, ক্লৃপ্তানি সম্পাদিতানি ॥২৪॥

যত্রেতি। যত্র যাদৃশ্যাং শয্যায়াম্, স্বপতে স্বপিতি। অপশ্যত রামঃ ॥২৫॥

রাজা! তখন বলরামের সহচরেরা দেশে দেশে শ্রান্ত, ক্লান্ত, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রার্থিগণের সন্তোষ বিধানের জন্য বহুতর নানাবিধ দ্রব্য দান করিতে থাকিল ॥২১॥

রাজা! সেই সময়ে যে যে দেশে যে যে ব্রাহ্মণ যে যে খাদ্য চাহিতে লাগিলেন, বলরামের সহচরেরা সেই সেই দেশে সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই খাদ্যই দিতে লাগিল ॥২২॥

রাজা! তত্রত্য লোকেরা বলরামের আদেশে সর্ব্বত্রই রাশি রাশি খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সম্পন্ন করিত ॥২৩॥

সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণগণের সন্তোষের জন্য মহামূল্য বস্ত্র সকল পর্য্যঙ্কের উপরে আস্তৃত করিয়া দিত ॥২৪॥

ভরতনন্দন! যে ব্রাহ্মণ যেরূপ শয্যায় শয়ন করিতেন এবং যে ব্রাহ্মণ

---

(২১)…অর্চ্চা বৈ চার্থিনাং রাজন্!…ক্লৃপ্তান্ রববরৈস্তথা—পি। (২২)…উপচক্রুস্তদা নৃপ!—পি।

যথাসুখং জনঃ সর্বো যাতি তিষ্ঠতি বৈ তদা।
যাতুকামস্য যানানি পানানি তৃষিতস্য চ ॥২৬॥
বুভুক্ষিতস্য চান্নানি স্বাদূনি ভরতর্ষভ!।
উপাজহ্রুর্নরাস্তত্র বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥২৭॥
স পন্থাঃ প্রবভৌ রাজন্! সর্বস্যৈব সুখাবহঃ।
স্বর্গোপমস্তদা বীর! নরাণাং তত্র গচ্ছতাম্ ॥২৮॥
নিত্যপ্রমুদিতোপেতঃ স্বাদুভক্ষ্যো জলান্বিতঃ।
বিপণ্যাপণপণ্যানাং নানাজনশতৈর্বৃতঃ।
নানাদ্রুমলতোপেতো নানারত্নবিভূষিতঃ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যথেতি। যাতুকামস্য সহচরভাবেন। পানানি পেয়দ্রব্যাণি ॥২৬॥

বুভুক্ষিতস্যেতি। বুভুক্ষা ভোজনেচ্ছা অস্য সঞ্জাতেতি বুভুক্ষিতস্তস্য ॥২৭॥

স ইতি। স্বর্গোপমঃ স্বর্গীয়পথতুল্যঃ। নিত্যং প্রমুদিতেন আনন্দেনোপেতঃ, স্বাদূনি ভক্ষ্যাণি যস্য সঃ। বিপণয়ো বিক্রেয়দ্রব্যাণাং শ্রেণয়শ্চ আপণাঃ ক্রয়বিক্রয়গৃহাণি চ পণ্যানি বিকীর্ণানি বিক্রেয়দ্রব্যাণি চ তেষাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮—২৯॥

জাগিয়া থাকিতেন, তাঁহাদের সকলেরই সমস্ত স্থানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত দেখা যাইত ॥২৫॥

তৎকালে সমস্ত লোকই যথাসুখে গমন করিত এবং স্থানে স্থানে অবস্থান করিত; গমনার্থী লোকদিগের যান-বাহন এবং তৃষিত লোকদিগের পানীয় দ্রব্য সম্পাদিত হইত ॥২৬॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন বলরামের ভৃত্যেরা ভোজনার্থী লোকদিগের সুস্বাদু অন্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন করিয়া দিত ॥২৭॥

রাজা! বলরামের সেই তীর্থযাত্রার পথ সকল সমস্ত লোকেরই সুখজনক হইত। কারণ, বীর! গমনকারী সহচরগণের মনে সেই পথগুলি স্বর্গীয়পথের তুল্য বলিয়া ধারণা হইত; সর্ব্বদা আনন্দের প্রবাহ চলিতে থাকিত, সুস্বাদু খাদ্য সকল পাওয়া যাইত; নির্ম্মল জল মিলিত, বিক্রেয় দ্রব্যের শ্রেণী, ক্রয়-বিক্রয়ের গৃহ ও বিক্ষিপ্ত বিক্রেয় দ্রব্যের নানাবিধ লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিত; নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা দেখা যাইত এবং কোথাও কোথাও নানাবিধ রত্ন দৃষ্টিগোচর হইত ॥২৮—২৯॥

(২৫) যত্র যঃ স্বদতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ভারত!। তত্র তত্রৈব তস্যৈব সর্বং ক্লৃপ্তমদৃশ্যত ॥—পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (২৯)···শুভান্বিতঃ···পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ততো মহাত্মা নিয়মে স্থিতাত্মা পুণ্যেষু তীর্থেষু বসূনি রাজন্ !।
দদৌ দ্বিজেভ্যঃ ক্রতুদক্ষিণাশ্চ যদুপ্রবীরো হলভৃৎ প্রতীতঃ ॥৩০॥
দোগ্ধ্রীশ্চ ধেনূশ্চ সহস্রশো বৈ সুবাসসঃ কাঞ্চনবদ্ধশৃঙ্গীঃ।
হয়াংশ্চ নানাবিধদেশজাতান্ যানানি দাসাংশ্চ শুভান্ দ্বিজেভ্যঃ ॥৩১॥
(যুগ্মকম্)

রত্নানি মুক্তামণিবিদ্রুমঞ্চাপ্যগ্র্যং সুবর্ণং রজতং সুশুদ্ধম্।
অয়স্ময়ং তাম্রময়ঞ্চ ভাণ্ডং দদৌ দ্বিজাতিপ্রবরেষু রামঃ ॥৩২॥
এবং স বিত্তং প্রদদৌ মহাত্মা সরস্বতীতীর্থবরেষু ভূরি।
যযৌ ক্রমেণাপ্রতিমপ্রভাবস্ততঃ কুরুক্ষেত্রমুদারবৃত্তিঃ ॥৩৩॥

জনমেজয় উবাচ।

সারস্বতানাং তীর্থানাং গুণোৎপত্তিং বদস্ব মে।
ফলঞ্চ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ ! কর্ম্মনির্ব্বৃত্তিমেব চ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। নিয়মে জপোপবাসাদৌ। বসূনি ধনানি। ক্রতূনাং যজ্ঞানাং দক্ষিণাঃ প্রতীতঃ সন্তুষ্টচিত্তঃ। দোগ্ধ্রীঃ বহুক্ষীরাঃ, সুবাসসঃ সুন্দরবস্ত্রৈরাবৃতদেহাঃ, কাঞ্চনেন সুবর্ণেন বদ্ধানি বেষ্টিতানি শৃঙ্গাণি যাসাং তাঃ। দ্বিজেভ্যো দদাবিতি সম্বন্ধঃ ॥৩০—৩১॥

রত্নানীতি। অগ্র্যমুত্তমম্, সুশুদ্ধং সর্বথা ধাত্বন্তরৈরমিশ্রিতম্। অয়স্ময়ং লৌহময়ম্, ভাণ্ডং ভাজনম্ ॥৩২॥

এবমিতি। বিত্তং ধনম্। উদারবৃত্তিঃ প্রশস্তব্যবহারঃ ॥৩৩॥

সারস্বতানামিতি। দ্বিপদাং মনুষ্যাণাং শ্রেষ্ঠঃ। সরস্বত্যা ইমানীতি সারস্বতানি তেষাম্,

---

রাজা ! তাহার পর মহাত্মা, নিয়মাবলম্বী, যদুবংশমধ্যে প্রধান বীর ও সন্তুষ্টচিত্ত বলরাম পবিত্র তীর্থসমূহে ব্রাহ্মণদিগকে ধন, যজ্ঞের দক্ষিণা এবং বহু দুগ্ধবতী, সুন্দর বস্ত্রাবৃত ও স্বর্ণশৃঙ্গি সহস্র সহস্র ধেনু, নানাদেশোৎপন্ন অশ্ব, যান ও শুভলক্ষণসম্পন্ন দাস দান করিতে থাকিলেন ॥৩০—৩১॥

ক্রমে বলরাম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন, মুক্তা, মণি, প্রবাল, উত্তম সুবর্ণ, বিশুদ্ধ রৌপ্য এবং লৌহময় ও তাম্রময় ভাণ্ড সকল দান করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

অতুলনীয়প্রভাবশালী, প্রশস্তচরিত্র ও মহাত্মা বলরাম এইভাবে সরস্বতীনদীর বিভিন্ন তীর্থে প্রচুর ধন দান করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩৩॥

---

(৩০)···নিয়তো মনস্বিনাং···নি। (৩২)···শৃঙ্গীঃ সুবর্ণং রজতং সুশুদ্ধম্···পি,···শৃঙ্গী-সুবর্ণং রজতং সুশৃঙ্গম্···বর্দ্ধ।

যথাক্রমেণ ভগবন্ ! তীর্থানামনুপূর্বশঃ ।
ব্রূহি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ ! পরং কৌতূহলং হি মে ॥৩৫॥
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তীর্থানাং বিস্তরং রাজন্ ! গুণোৎপত্তিঞ্চ সর্বশঃ ।
ময়োচ্যমানং বৈ পুণ্যং শৃণু রাজেন্দ্র ! কৃৎস্নশঃ ॥৩৬॥
পূর্বং মহারাজ ! যদুপ্রবীর ঋত্বিক্‌সুহৃদ্বিপ্রগণৈশ্চ সার্দ্ধম্ ।
পুণ্যং প্রভাসং সমুপাজগাম যত্রোড়ুরাড্‌যক্ষ্মণা ক্লিশ্যমানঃ ॥৩৭॥
বিমুক্তশাপঃ পুনরাপ্য তেজঃ সর্বং জগদ্ভাসয়তে নরেন্দ্র ! ।
এবন্তু তীর্থপ্রবরং পৃথিব্যাং প্রভাসনাত্তস্য ততঃ প্রভাসঃ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তীর্থানাং পুণ্যস্থানানাম্। গুণস্য উৎকর্ষস্য উৎপত্তিম্। তদ্বিহিতকর্ম্মণঃ ফলঞ্চ, কর্ম্ম তত্র তত্র বিহিতং কার্য্যং নির্ব্বৃত্তিং তেষাং পুণ্যতানিষ্পত্তিঞ্চ মে বদস্ব ॥৩৪॥

যথেতি। যথাক্রমেণ বলদেবস্য প্রাপ্তিক্রমেণ, অনুপূর্ব্বশঃ আনুপূর্ব্বীম্ ॥৩৫॥

তীর্থানামিতি। গুণস্য উৎকর্ষস্য উৎপত্তিম্ ॥৩৬॥

পূর্ব্বমিতি। যদুপ্রবীরো রামঃ। প্রভাসং নাম তীর্থম্। উড়ুরাট্ নক্ষত্রেশশ্চন্দ্রঃ, যক্ষ্মণা যক্ষ্মরোগেণ, ক্লিশ্যমান আসীদিতি শেষঃ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

পূর্ব্বমিতি ॥১—৭॥ অক্রিয়ায়াং সন্ধিকার্য্যানিষ্পত্তৌ ॥৮—১২॥ মৈত্রনক্ষত্রযোগে অনুরাধায়াম্, ভোজঃ কৃতবর্ম্মা ॥১৩॥ পুষ্যেণ হি পাণ্ডবেভ্যঃ প্রয়াণমনুরাধাতস্তীর্থযাত্রার্থমিতি বিবেকঃ ॥১৪—২৮॥ বিপণিঃ পণ্যবীথিকা, আপণা হট্টাঃ, পণ্যানি বিক্রেয়দ্রব্যাণি ॥২৯—৩৩॥ গুণান্ রমণীয়ত্বাদীন্, উৎপত্তিং সম্ভবম্, কর্ম্মনির্ব্বৃত্তিং তীর্থযাত্রাবিধিসিদ্ধিম্ ॥৩৪॥ যথাক্রমেণ

জনমেজয় বলিলেন—'মনুষ্যশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ! সরস্বতীনদীর তীর্থগুলির উৎপত্তি, গুণ, বিহিতকার্য্য ও সেই সকল কার্য্যের ফল আপনি আমার নিকট বলুন ॥৩৪॥

বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! যথাক্রমে সেই সকল তীর্থের নাম বলুন ; তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে' ॥৩৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! আমি সরস্বতীর তীর্থগুলির উৎপত্তি, গুণ ও তাহার ফল বিস্তরক্রমে বলিতেছি ; রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনি তাহা শ্রবণ করুন ॥৩৬॥

মহারাজ ! পূর্ব্বকালে যেস্থানে চন্দ্র যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন ; যদুপ্রবীর বলরাম পুরোহিত, সুহৃদ্ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে সেই পবিত্র প্রভাসতীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

(৩৫)···ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ !···পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৩৬)···ময়োচ্যমানং বৈ শৃণ্বন্ বৈ পুণ্যম্···পি। (৩৮) ইতঃ পরং '···পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ···' নি।

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবান্ সোমো যক্ষ্মণা সমগৃহ্যত।
কথঞ্চ তীর্থপ্রবরে তস্মিংশ্চন্দ্রো ন্যমজ্জত ॥৩৯॥
কথমাপ্লুত্য তস্মিংস্তু পুনরাপ্যায়িতঃ শশী।
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামুনে! ॥৪০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দক্ষস্য তনয়া যাস্তাঃ প্রাদুরাসন্ বিশাংপতে!।
স সপ্তবিংশতিং কন্যা দক্ষঃ সোমায় বৈ দদৌ ॥৪১॥
নক্ষত্রযোগনিরতাঃ সংখ্যানার্থঞ্চ তাভবন্।
পত্ন্যো বৈ তস্য রাজেন্দ্র! সোমস্য শুভকর্ম্মণঃ ॥৪২॥
তাস্তু সর্বা বিশালাক্ষ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
অত্যরিচ্যত তাসাস্তু রোহিণী রূপসম্পদা ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

নম্ন তস্য প্রভাসেতি নাম কুত ইত্যাহ বিমুক্তেতি। ভাসয়তে উড়ুরাট্ ॥৩৮॥
কিমিতি। যক্ষ্মণা রোগেণ। ন্যমজ্জত স্নাতবান্ ॥৩৯॥
কথমিতি। আপ্লুত্য অবগাহ্য। আপ্যায়িতো বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ ॥৪০॥
দক্ষস্যেতি। তাসাং মধ্যে সপ্তবিংশতিম্ ॥৪১॥
নক্ষত্রেতি। নক্ষত্রযোগে দিনেষু নক্ষত্রসম্বন্ধে নিরতা ব্যাপৃতাঃ, সংখ্যানার্থং দিনসংখ্যা-নিরূপণার্থম্। তাভবন্নিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥৪২॥

নরশ্রেষ্ঠ! চন্দ্র দক্ষপ্রজাপতির শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনরায় নিজের তেজ লাভ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। চন্দ্র জগৎ প্রভাসিত করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই তীর্থশ্রেষ্ঠের নাম হইয়াছে—'প্রভাস' ॥৩৮॥

জনমেজয় বলিলেন—'ভগবান্ চন্দ্রদেব যক্ষ্মরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন কেন? এবং কিপ্রকারেই বা তিনি সেই তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রভাসে অবগাহন করিয়াছিলেন? ॥৩৯॥

মহর্ষি! চন্দ্র সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া পুনরায় কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন? বিস্তরক্রমে এই সকল বিষয় আমার নিকট বলুন' ॥৪০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ! দক্ষপ্রজাপতির সেই যে অনেকগুলি কন্যা জন্মিয়াছিল; তাহার মধ্যে সাতাইশটী কন্যা তিনি চন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! শুভকার্য্যকারী চন্দ্রের সেই পত্নীগুলি দিনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করণের জন্য প্রতিদিন নক্ষত্রের যোগসম্পাদনে ব্যাপৃত হইয়াছিল ॥৪২॥

ততস্তস্যাং স ভগবান্ প্রীতিঞ্চক্রে নিশাকরঃ।
সাস্য হৃদ্যা বভূবাথ তস্মাত্তাং বুভুজে সদা ॥৪৪॥
পুরা হি সোমো রাজেন্দ্র! রোহিণ্যামবসচ্চিরম্।
ততস্তাঃ কুপিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাখ্যা মহাত্মনঃ ॥৪৫॥
তা গত্বা পিতরং প্রাহুঃ প্রজাপতিমতন্দ্রিতাঃ।
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা ॥৪৬॥
তা বয়ং সহিতাঃ সর্বাস্ত্বৎসকাশে প্রজেশ্বর!।
বৎস্যামো নিয়তাহারাস্তপশ্চরণতৎপরাঃ ॥৪৭॥
শ্রুত্বা তাসাস্তু বচনং দক্ষঃ সোমমথাব্রবীৎ।
সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাসু মা ত্বাধর্ম্মো মহান্ স্পৃশেৎ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

তা ইতি। বিশালাক্ষ্য আয়তনয়নাঃ। অত্যরিচ্যত প্রধানাসীৎ ॥৪৩॥

তত ইতি। প্রীতিং প্রেম। হৃদ্যা প্রিয়তমা ॥৪৪॥

দক্ষশাপকারণমাহ শ্লোকজাতেন পুরেতি। নক্ষত্রাখ্যা দক্ষকন্যাঃ ॥৪৫॥

তা ইতি। প্রজাপতিং দক্ষম্, অতন্দ্রিতাঃ সাবধানাঃ সত্যঃ ॥৪৬॥

তা ইতি। ভর্ত্তৃত্যক্তানাং ভর্ত্তৃগৃহে স্থিত্যপেক্ষয়া পিতৃগৃহে তপশ্চরণমেব শ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥৪৭॥

শ্রুত্বেতি। সমং তুল্যম্, ত্বা ত্বাম্, অধর্ম্মো বৈষম্যকরণনিবন্ধনং পাপম্ ॥৪৮॥

সেই কন্যারা সকলেই বিশালনয়না ও জগতে রূপে অতুলনীয়া ছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে রোহিণী রূপে সর্ব্বপ্রধানা ছিলেন ॥৪৩॥

সেই কারণে ভগবান্ চন্দ্র রোহিণীকেই অধিক ভাল বাসিতেন এবং রোহিণীই তাঁহার প্রিয়তমা ছিলেন। সুতরাং চন্দ্র সর্ব্বদা রোহিণীকেই ভোগ করিতেন ॥৪৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে চন্দ্রদেব রোহিণীর সহিতই সর্বদা বাস করিতেন। তাহাতে নক্ষত্রনাম্নী অপর দক্ষকন্যারা মহাত্মা চন্দ্রের উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৪৫॥

তখন তাঁহারা পিতা দক্ষপ্রজাপতির নিকট যাইয়া অবহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—'চন্দ্রদেব আমাদের সহিত বাস করেন না, কিন্তু সর্ব্বদা রোহিণীর সঙ্গেই অবস্থান করেন' ॥৪৬॥

অতএব প্রজাপতি! আমরা সকলে মিলিত হইয়া আপনার নিকটে থাকিয়া নিয়তাহার ও তপশ্চরণতৎপর হইয়া বাস করিব' ॥৪৭॥

তাঁহাদের কথা শুনিয়া দক্ষ চন্দ্রদেবকে বলিলেন—'বৎস! তুমি সমস্ত ভার্য্যার সঙ্গেই সমান ব্যবহার কর; গুরুতর অধর্ম্ম যেন তোমাকে স্পর্শ করে না' ॥৪৮॥

তাশ্চ সর্ব্বাত্রবীদ্দক্ষো গচ্ছধ্বং শশিনোঽন্তিকম্।
সমং বৎস্যতি সর্ব্বাসু চন্দ্রমা মম শাসনাৎ ॥৪৯॥
বিসৃষ্টাস্তাস্তথা জগ্মুঃ শীতাংশুভবনং তদা।
তথাপি সোমো ভগবান্ পুনরেব মহীপতে!।
রোহিণ্যা সার্দ্ধমবসৎ প্রীয়মাণো মুহুর্মুহুঃ ॥৫০॥
ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্ব্বা ভূয়ঃ পিতরমব্রুবন্।
তব শুশ্রূষণে যুক্তা বৎস্যামো হি তবাশ্রমে।
সোমো বসতি নাস্মাসু নাকরোদ্বচনং তব ॥৫১॥
তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ সোমমথাব্রবীৎ।
সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাসু মা ত্বাং শপ্স্যে বিরোচন! ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তা ইতি। বৎস্যতি অবস্থাস্যতে। শাসনাদাদেশাৎ ॥৪৯॥

বিসৃষ্টা ইতি। প্রীতির্হি সহবাসে প্রবলো হেতুরিতি ভাবঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫০॥

তত ইতি। যুক্তা নিরতাঃ। অস্মাসু ন বসতি অস্মৎসম্ভোগং ন কুরুত ইত্যর্থঃ। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫১॥

তাসামিতি। সমং তুল্যম্। শপ্স্যে অভিশপ্তং করিষ্যে, হে বিরোচন! চন্দ্র! ॥৫২॥

এবং দক্ষ সেই কন্যাগণকেও বলিলেন—'তোমরা চন্দ্রের ভবনে গমন কর; চন্দ্র আমার আদেশ অনুসারে তোমাদের সকলের সহিতই সমান ব্যবহার করিবেন' ॥৪৯॥

দক্ষ বিদায় দিলে, তখন সেই কন্যারা চন্দ্রের ভবনে গমন করিলেন। রাজা! তথাপি ভগবান্ চন্দ্রদেব প্রীতিলাভ করিতে থাকিয়া, পুনরায় রোহিণীর সহিতই সর্ব্বদা বাস করিতে থাকিলেন ॥৫০॥

তদনন্তর সেই দক্ষকন্যারা মিলিত হইয়া যাইয়া পুনরায় পিতাকে বলিলেন—'চন্দ্র আপনার আদেশ পালন করিতেছেন না এবং তিনি আমাদের সহিত বাসও করেন না; অতএব আমরা আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া আপনার গৃহেই বাস করিব' ॥৫১॥

তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া দক্ষ পুনরায় চন্দ্রকে বলিলেন—'চন্দ্র! তুমি সমস্ত ভার্য্যার সহিতই সমান ব্যবহার কর। আমি যেন তোমাকে অভিসম্পাত না করি' ॥৫২॥

(৫০)...রোহিণীং নিবসত্যেব...বঙ্গ বর্দ্ধ।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং দক্ষস্য ভগবান্ শশী।
রোহিণ্যা সার্দ্ধমবসত্ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥৫৩॥
গত্বা চ পিতরং প্রাহুঃ প্রণম্য শিরসা তদা।
সোমো বসতি নাস্মাসু তস্মান্নঃ শরণং ভব ॥৫৪॥
রোহিণ্যামেব ভগবন্। সদা বসতি চন্দ্রমাঃ।
ন তদ্বচো গণয়তি নাস্মাসু স্নেহমিচ্ছতি।
তস্মান্নস্ত্রাহি সর্ব্বা বৈ যথা নঃ সোম আবিশেৎ ॥৫৫॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো যক্ষ্মাণং পৃথিবীপতে।।
সসর্জ্জ রোষাৎ সোমায় স চোড়ুপতিমাবিশৎ ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

অনাদৃত্যেতি। তা রোহিণীতরদক্ষকন্যাঃ, কুপিতা অভবন্নিতি শেষঃ ॥৫৩॥
গত্বেতি। পিতরং দক্ষম্, প্রাহুস্তা ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫৪॥
রোহিণ্যামিতি। নঃ অস্মাকং গৃহ ইতি শেষঃ। আবিশেৎ প্রবিশেৎ। ষট্পাদঃ ॥৫৫॥
তদিতি। ভগবান্ দক্ষঃ। সসর্জ্জ শাপেন প্রেষয়ামাস। উড়ুপতিং চন্দ্রম্ ॥৫৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তীর্থক্রমাপেক্ষয়া, অনুপূর্ব্বশঃ গুণোৎপত্ত্যাদিক্রমাপেক্ষয়া ॥৩৫—৩৭॥ প্রভাসঃ প্রভাসত্বম্ ॥৩৮—৪৭॥ স্বা স্বাম্, অধর্ম্মঃ মা স্পৃশেৎ ॥৪৮—৫১॥ বিরোচন! হে বিশেষেণ রোচমান!।

চন্দ্র দক্ষের সেই কথাও অগ্রাহ্য করিয়া, রোহিণীর সহিতই বাস করিতে লাগিলেন; তাহাতে অপর দক্ষকন্যারা পুনরায় কুপিত হইলেন ॥৫৩॥

তখন সেই দক্ষকন্যারা পুনরায় পিতার নিকট যাইয়া মস্তকদ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—'চন্দ্র আমাদের সহিত বাস করে না। অতএব আপনিই আমাদের রক্ষক হউন ॥৫৪॥

ভগবন্ পিতৃদেব! চন্দ্র সর্ব্বদাই রোহিণীর সহিত বাস করেন। তিনি আপনার বাক্য গ্রাহ্য করেন না; কিংবা আমাদের উপরেও স্নেহ করিবার ইচ্ছা করেন না। অতএব আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন এবং যাহাতে চন্দ্র আমাদের ঘরে প্রবেশ করেন, তাহা করুন' ॥৫৫॥

রাজা! ভগবান্ দক্ষপ্রজাপতি সেই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অভিসম্পাত করিয়া যক্ষ্মাকে প্রেরণ করিলেন। তখন যক্ষ্মা যাইয়া চন্দ্রের দেহে প্রবেশ করিল ॥৫৬॥

স যক্ষ্মণাভিভূতাত্মা ক্ষীয়তাহরহঃ শশী।
যত্নঞ্চাপ্যকরোদ্রাজন্! মোক্ষার্থং তস্য যক্ষ্মণঃ ॥৫৭॥
ইষ্টেষ্টিভির্মহারাজ! বিবিধাভির্নিশাকরঃ।
ন চামুচ্যত শাপাদ্বৈ ক্ষয়ঞ্চৈবাভ্যগচ্ছত ॥৫৮॥
ক্ষীয়মাণে ততঃ সোমে ওষধ্যো ন প্রজজ্ঞিরে।
নিরাস্বাদরসাঃ সর্বা হতবীর্য্যাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥৫৯॥
ওষধীনাং ক্ষয়ে জাতে প্রাণিনামপি সংক্ষয়ঃ।
কৃশাশ্চাসন্ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ ক্ষীয়মাণে নিশাকরে ॥৬০॥
ততো দেবাঃ সমাগম্য সোমমূচুর্মহীপতে!।
কিমিদং ভবতো রূপমীদৃশং ন প্রকাশতে।
কারণং ব্রূহি নঃ সর্ব্বং যেনেদং তে মহদ্ভয়ম্ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। অভিভূতাত্মা আক্রান্তদেহঃ। যক্ষ্মণ আক্রমণাৎ ॥৫৭॥
ইষ্টেতি। ইষ্ট্বা যাগং কৃত্বা, ইষ্টিভির্যাগৈঃ। শাপাৎ দক্ষশাপপ্রযুক্তযক্ষ্মণঃ ॥৫৮॥
ক্ষীয়েতি। ওষধ্যো ধান্যাদয়ঃ। হতবীর্য্যাশ্চাভবন্নিতি শেষঃ ॥৫৯॥
ওষধীনামিতি। সংক্ষয় আসীৎ। প্রজাঃ প্রাণিনঃ ॥৬০॥
তত ইতি। ঈদৃশং ক্ষীণম্। নঃ অস্মান্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬১॥

রাজা! যক্ষ্মা আসিয়া চন্দ্রের দেহ আক্রমণ করিলে, চন্দ্র দিন দিন ক্ষয় পাইতে লাগিলেন এবং সেই যক্ষ্মার আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টাও করিতে থাকিলেন ॥৫৭॥

মহারাজ! চন্দ্র নানাবিধ যজ্ঞ করিয়াও দক্ষশাপপ্রযুক্ত যক্ষ্মার আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইলেন না; প্রত্যুত ক্ষয়ই পাইতে লাগিলেন ॥৫৮॥

সেইভাবে চন্দ্র ক্ষয় পাইতে লাগিলে, ধান্যাদি শস্য আর পূর্ব্বের মত জন্মিতে লাগিল না এবং সেগুলির আস্বাদ ও রস পূর্ব্বের ন্যায় আর থাকিল না, ওষধীগুলিও বীর্য্যবিহীন হইয়া পড়িল ॥৫৯॥

শস্যের ক্ষয় হইতে লাগিলে, প্রাণিগণেরও ক্ষয় হইতে লাগিল; সুতরাং চন্দ্র ক্ষয় পাইতে থাকিলে, সমস্ত প্রাণীই কৃশ হইতে থাকিল ॥৬০॥

রাজা! তাহার পর দেবতারা আসিয়া চন্দ্রকে বলিলেন—'আপনার আকৃতিটা এরূপ হইয়া গেল কেন? ইহা পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রকাশই বা পায় না কেন?

(৫৭)…যত্নঞ্চাভ্যকরোৎ…পি। (৬১)…ঈদৃশং সংপ্রকাশতে—নি।

শ্রুত্বা চ বচনং তত্তো বিধাস্যামস্ততোঽভয়ম্ ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ সর্বাংস্তান্ শশলক্ষণঃ ।
শাপস্য কারণঞ্চৈব যক্ষ্মাণঞ্চ তথাত্মনঃ ॥৬২॥
দেবাস্তথা বচঃ শ্রুত্বা গত্বা দক্ষমথাব্রুবন্ ।
প্রসীদ ভগবন্ ! সোমে শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্ততাম্ ॥৬৩॥
অসৌ হি চন্দ্রমাঃ ক্ষীণঃ কিঞ্চিচ্ছেষো হি লক্ষ্যতে ।
ক্ষয়াচ্চৈবাস্য দেবেশ ! প্রজাশ্চাপি গতাঃ ক্ষয়ম্ ।
বীরুদোষধয়শ্চাপি বীজানি বিবিধানি চ ॥৬৪॥
তেষাং ক্ষয়ে ক্ষয়োঽস্মাকং বিনাস্মাভির্জগচ্চ কিম্ ।
ইতি জ্ঞাত্বা লোকগুরো ! প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি । ভয়স্যাভাবোঽভয়ং তৎ । শশলক্ষণঃ শশী । অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৬২॥

দেবা ইতি । বিনিবর্ত্ততাং তব প্রসাদাদেবেতি ভাবঃ ॥৬৩॥

শাপানিবর্ত্তনে জগতোঽপি ক্ষতিমাহ অসাবিতি । প্রজাঃ প্রাণিনঃ । বীরুধো লতাশ্চ ওষধয়ঃ শস্যাদয়শ্চ তাঃ, বীজানি চ ক্ষয়ং গতানীতি শেষঃ । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৪॥

তেষামিতি । তেষাং প্রজাদীনাম্, ক্ষয়ে অস্মাকমপি ক্ষয়ো ভবেৎ ॥৬৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্বাং মা শপ্স্যে তব রোচনাং যথাহং শাপেন ন হরামি তথা যতস্বেত্যর্থঃ ॥৫২—৬১॥ শাপস্য লক্ষণং কারণম্ ॥৬২—৮৩॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

যাহাতে আপনার এই গুরুতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই কারণ আপনি আমাদের নিকট বলুন ॥৬১॥

আপনার কথা শুনিয়া আমরা আপনার ভয়ের প্রতীকার করিব’। দেবতারা এইরূপ বলিলে, চন্দ্র নিজের শাপের কারণ এবং যক্ষ্মরোগের বিষয় দেবতাদের সকলের নিকট বলিলেন ॥৬২॥

দেবতারা চন্দ্রের সেইরূপ বাক্য শুনিয়া, দক্ষের নিকট গিয়া বলিলেন—‘ভগবন্! আপনি চন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং এই শাপ নিবৃত্ত হউক ॥৬৩॥

দেবাধীশ্বর! ঐ চন্দ্র ক্ষীণ হইয়াছেন; উঁহার শরীর অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। উঁহার ক্ষয়ে প্রাণীরাও ক্ষয় পাইয়াছে এবং লতা, ওষধি ও নানাবিধ বীজও ক্ষীণ হইয়াছে ॥৬৪॥

(৬২)…বিধাস্যামস্ততো বয়ম্—পি নি,…তৈরেবোক্তঃ প্রত্যুবাচ তান্ পুরা শশলক্ষণঃ—পি।

এবমুক্তস্ততো দেবান্ প্রাহ বাক্যং প্রজাপতিঃ।
নৈতচ্ছক্যং মম বচো ব্যাবর্ত্তয়িতুমন্যথা ॥৬৬॥
হেতুনা তু মহাভাগা! নিবর্ত্তিষ্যতি কেনচিৎ।
সমং বর্ত্ততু সর্বাসু শশী ভার্য্যাসু নিত্যশঃ ॥৬৭॥
সরস্বত্যা বরে তীর্থে উন্মজ্জন্ শশলক্ষণঃ।
পুনর্বর্দ্ধিষ্যতে দেবাঃ! তদ্বৈ সত্যং বচো মম ॥৬৮॥
মাসার্দ্ধঞ্চ ক্ষয়ং সোমো নিত্যমেব গমিষ্যতি।
মাসার্দ্ধন্তু সদা বৃদ্ধিং সত্যমেতদ্বচো মম ॥৬৯॥
সমুদ্রং পশ্চিমং গত্বা সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমম্।
আরাধয়তু দেবেশং ততঃ কান্তিমবাপ্স্যতি ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। প্রজাপতির্দক্ষঃ। ব্যাবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুম্ ॥৬৬॥
হেতুনেতি। সমং সমানম্, বর্ত্ততু বর্ত্ততাম্ অবতিষ্ঠতামিত্যর্থঃ ॥৬৭॥
সরস্বত্যা ইতি। সরস্বত্যা বরে প্রধানে, তীর্থে প্রভাসে। শশলক্ষণশ্চন্দ্রঃ ॥৬৮॥
মাসেতি। মাসার্দ্ধং কৃষ্ণপক্ষং যাবৎ। মাসার্দ্ধং শুক্লপক্ষম্ ॥৬৯॥
সমুদ্রমিতি। দেবেশং নারায়ণম্। অবাপ্স্যতি চন্দ্রঃ ॥৭০॥

লোকগুরু! সেইগুলির ক্ষয়ে আমাদের ক্ষয় হইতেছে। আমরা না থাকিলে জগৎটা কিরূপ হইয়া যাইবে; ইহা বুঝিয়া আপনি চন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহ করুন' ॥৬৫॥

দেবতারা এইরূপ বলিলে, দক্ষপ্রজাপতি দেবগণকে বলিলেন—'আমার বাক্য অন্য প্রকারে ফিরান যাইবে না ॥৬৬॥

মহাভাগগণ! আমার শাপবাক্য কোন এক কারণে নিবৃত্তি পাইতে পারে; প্রথমে চন্দ্র সর্ব্বদা সকল ভার্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার করুন ॥৬৭॥

দেবগণ! তাহার পর চন্দ্র সরস্বতীনদীর প্রধান তীর্থ প্রভাসে অবগাহন করিয়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইবেন; তাহা আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি ॥৬৮॥

চন্দ্র মাসার্দ্ধকাল (কৃষ্ণপক্ষে) প্রত্যহই ক্ষয় পাইতে থাকিবেন; আর মাসার্দ্ধকাল (শুক্লপক্ষে) নিত্যই বৃদ্ধি পাইবেন। আমার এই কথা সত্য হইবে ॥৬৯॥

চন্দ্র পশ্চিম সমুদ্রে যাইয়া, সরস্বতীনদীর ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়া, নারায়ণের আরাধনা করুন; তাহা হইলেই আপন কান্তি লাভ করিবেন' ॥৭০॥

(৬৬)···ব্যাবর্ত্তয়িতুমঞ্জসা—নি। (৭০)···ততঃ কান্তিমপাপ্স্যতি—বর্দ্ধ।

সরস্বতীং ততঃ সোমঃ স জগামর্ষিশাসনাৎ।
প্রভাসং প্রথমং তীর্থং সরস্বত্যা জগাম হ ॥৭১॥
অমাবস্যাং মহাতেজাস্তত্রোন্মজ্জন্ মহাদ্যুতিঃ।
লোকান্ প্রভাসয়ামাস শীতাংশুত্বমবাপ চ ॥৭২॥
দেবাস্তু সর্বে রাজেন্দ্র! প্রভাসং প্রাপ্য পুষ্কলম্।
সোমেন সহিতা ভূত্বা দক্ষস্য প্রমুখেঽভবন্ ॥৭৩॥
ততঃ প্রজাপতিঃ সর্বা বিসসর্জাথ দেবতাঃ।
সোমে চ ভগবান্ প্রীতো ভূয়ো বচনমব্রবীৎ ॥৭৪॥
মাবমংস্থাঃ স্ত্রিয়ঃ পুত্র! মা চ বিপ্রান্ কদাচন।
গচ্ছ যুক্তঃ সদা ভূত্বা কুরু বৈ শাসনং মম ॥৭৫॥

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীমিতি। ঋষিশাসনাৎ দক্ষাদেশাৎ। প্রথমম্ অব্ধিসঙ্গমস্থানীয়ম্ ॥৭১॥
অমেতি। প্রভাসয়ামাস প্রকাশয়ামাস। শীতাংশুত্বং শীতলকিরণত্বম্ ॥৭২॥
দেবা ইতি। পুষ্কলং প্রচুরফলজনকম্। অভবন্ উপস্থিতা ইতি শেষঃ ॥৭৩॥
তত ইতি। প্রজাপতির্দক্ষঃ। প্রীতঃ স্বাদেশপালনাৎ ॥৭৪॥
মেতি। যুক্তঃ সাবধানঃ। শাসনমাদেশম্ ॥৭৫॥

তাহার পর চন্দ্র, দক্ষপ্রজাপতির আদেশ অনুসারে সরস্বতীনদীতে গমন করিলেন; ক্রমে সরস্বতীনদীর প্রথম তীর্থ প্রভাসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৭১॥

তীক্ষ্ণতেজা ও বিশালদীপ্তি চন্দ্র সেই প্রভাসতীর্থে অমাবস্যা তিথিতে অবগাহন করিয়া, সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং শীতল কিরণ লাভ করিলেন ॥৭২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে দেবতারা প্রচুর ফলজনক প্রভাসতীর্থে গমন করিয়া, চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া, দক্ষের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৭৩॥

তদনন্তর ভগবান্ দক্ষপ্রজাপতি দেবতাগণকে বিদায় দিলেন; চন্দ্রের উপরে সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥৭৪॥

'বৎস! তুমি আর কখনও ভার্য্যাগণের প্রতি অবজ্ঞা করিও না; কিংবা ব্রাহ্মণগণের উপরেও অবহেলা জানাইও না। যাও, সর্ব্বদা মনোযোগী হইয়া আমার আদেশ পালন কর' ॥৭৫॥

(৭২)...তত্রামজ্জন্ মহাদ্যুতিঃ...নি। (৭৩)...প্রসাদং প্রাপ্য পুষ্কলম্...নি।

স বিসৃষ্টো মহারাজ! জগামাথ স্বমালয়ম্।
প্রজাশ্চ মুদিতা ভূত্বা পুনস্তস্থুর্যথা পুরা ॥৭৬॥
এবং তে সর্বমাখ্যাতং যথা শপ্তো নিশাকরঃ।
প্রভাসঞ্চ যথা তীর্থং তীর্থানাং প্রবরং হ্যভূৎ ॥৭৭॥
অমাবাস্যাং মহারাজ! নিত্যশঃ শশলক্ষণঃ।
স্নাত্বা হ্যাপ্যায়তে শ্রীমান্ প্রভাসে তীর্থ উত্তমে ॥৭৮॥
অতশ্চৈনং প্রজানন্তি প্রভাসমিতি ভূমিপ!।
প্রভাং হি পরমাং লেভে তস্মিন্নুন্মজ্জ্য চন্দ্রমাঃ ॥৭৯॥
ততস্তু চমসোদ্ভেদমচ্যুতস্ত্বগমদ্বলী।
চমসোদ্ভেদ ইত্যেবং যং জনাঃ কথয়ন্ত্যুত ॥৮০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বিসৃষ্টো দক্ষেণ। প্রজাঃ প্রাণিনঃ, মুদিতাঃ পুনঃ পুষ্টিলাভাৎ ॥৭৬॥
বৈশম্পায়নঃ প্রস্তুতমুপসংহরতি এবমিতি। শপ্তো দক্ষেণ ॥৭৭॥
অমেতি। শশলক্ষণশ্চন্দ্রঃ। আপ্যায়তে বর্দ্ধতে ॥৭৮॥
অত ইতি। প্রজানন্তি লোকা ইতি শেষঃ। উন্মজ্জ্য অবগাহ্য ॥৭৯॥
তত ইতি। অচ্যুতস্তীর্থনিয়মাদভ্রষ্টঃ। বলী বলবান্ রামঃ ॥৮০॥

মহারাজ! তাহার পর দক্ষপ্রজাপতি বিদায় করিলে, চন্দ্র আপন ভবনে গমন করিলেন এবং প্রাণীরাও পূর্ব্ব পুষ্টি লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়া, পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥৭৬॥

রাজা! দক্ষপ্রজাপতি যে কারণে চন্দ্রের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে প্রভাসতীর্থ সমস্ত তীর্থের মধ্যে প্রধান হইয়াছিল; এই আমি আপনার নিকট সেই সমস্ত বলিলাম ॥৭৭॥

মহারাজ! চন্দ্র তদবধি প্রত্যেক অমাবস্যাতে তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রভাসে স্নান করিয়া, বৃদ্ধি ও কান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥৭৮॥

রাজা! এই কারণে জগতের লোক সেই তীর্থকে 'প্রভাস' বলিয়া জানে। যেহেতু চন্দ্র সেই তীর্থে স্নান করিয়া, উত্তম কান্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥৭৯॥

তদনন্তর তীর্থনিয়মসম্পন্ন ও বলবান্ রাম চমসোদ্ভেদতীর্থে গমন করিলেন। লোকে যাহাকে 'চমসোদ্ভেদ' এইরূপই বলিয়া থাকে ॥৮০॥

(৭৬)···নিত্যশঃ শশলক্ষণঃ। 'স্নাত্বা শাপাদ্বিমুক্তশ্চ জগামাথ স্বমালয়ম্···' ইত্যর্দ্ধমধিকং পি,·· মুদিতা ভূত্বা ঈজিরে·· নি। (৭৭)···তীর্থানাং প্রবরং মহৎ···পি নি।

তত্র দত্ত্বা চ দানানি বিশিষ্টানি হলায়ুধঃ।
উষিত্বা রজনীমেকাং স্নাত্বা চ বিধিবত্তদা ॥৮১॥
উদপানমথাগচ্ছৎ ত্বরাবান্ কেশবাগ্রজঃ।
আদ্যং স্বস্ত্যয়নঞ্চৈব যত্রাবাপ্য মহৎ ফলম্ ॥৮২॥ (যুগ্মকম্)
স্নিগ্ধত্বাদোষধীনাঞ্চ ভূমেশ্চ জনমেজয়!।
জানন্তি সিদ্ধা রাজেন্দ্র! নষ্টামপি সরস্বতীম্ ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্মান্নদীগতঞ্চাপি হ্যুদপানং যশস্বিনঃ।
ত্রিতস্য চ মহারাজ! জগামাথ হলায়ুধঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। দত্ত্বা কৃত্বা। উদপানং নাম তীর্থম্। আদ্যং প্রধানম্, স্বস্তি মঙ্গলম্ অয়তে প্রাপ্নোতি যস্মিন্নিতি তৎ। অবাপ্য উপস্থায়, মহৎ ফলং লভত ইতি শেষঃ ॥৮১—৮২॥

স্নিগ্ধত্বাদিতি। স্নিগ্ধত্বাৎ অন্তঃসলিলসেকেন চিক্কণত্বাৎ আর্দ্রত্বাচ্চ, ওষধীনাং লতাদীনাম্। নষ্টাং ভূম্যন্তর্গতত্বাৎ অদৃশ্যাম্ ॥৮৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম সেই চমসোদ্ভেদতীর্থে বিশেষ বিশেষ দান, একরাত্রি বাস ও যথাবিধানে স্নান করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, অত্যন্ত মঙ্গলজনক উদপানতীর্থে গমন করিলেন; যে তীর্থে উপস্থিত হইয়াই মানুষ মহাপুণ্য লাভ করে ॥৮১—৮২॥

রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! সিদ্ধপুরুষেরা যেখানে তরুলতাপ্রভৃতির স্নিগ্ধতা এবং ভূমির আর্দ্রতা দেখিয়া অন্তঃসলিলা সরস্বতীকেও জানিতে পারেন ॥৮৩॥

——:০*০:——

(৮২)···তত্রাবাপ্য মহাবলঃ—নি। (৮৩)···নিগূঢ়াং তাং···নি। * '···পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ···' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো। '··ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ···' নি।

তত্র দত্ত্বা বহু দ্রব্যং পূজয়িত্বা তথা দ্বিজান্।
উপস্পৃশ্য চ তত্রৈব প্রহৃষ্টো মুষলায়ুধঃ ॥২॥
তত্র ধর্ম্মপরো হ্যাসীত্ত্রিতঃ স সুমহাতপাঃ।
কূপে চ বসতা তেন সোমঃ পীতো মহাত্মনা ॥৩॥
তত্র চৈনং সমুৎসৃজ্য ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্।
ততস্তৌ বৈ শশাপাথ ত্রিতো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥৪॥

জনমেজয় উবাচ।

উদপানং কথং ব্রহ্মন্! কথঞ্চ সুমহাতপাঃ।
পতিতঃ কিঞ্চ স ত্যক্তো ভ্রাতৃভ্যাং দ্বিজসত্তমঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি। নদীগতং সরস্বতীনদীস্থিতম্, উদপানং নাম তীর্থম্। পূর্ব্বমুদপানং ভূমিস্থম্, নষ্টামপীতি পূর্বোক্তেঃ, ইদন্তু জলগতং নদীগতমিত্যভিধানাৎ। ত্রিতস্য তদাখ্যস্য মুনেঃ ॥১॥

তত্রেতি। পূজয়িত্বা বহু দ্রব্যদানেনৈব। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, প্রহৃষ্টোঽভূৎ ॥২॥

তত্রেতি। কূপে কূপমধ্যে, সোমঃ সোমরসঃ, পীতো যজ্ঞে ॥৩॥

তত্রেতি। ভ্রাতরৌ একতদ্বিতনামকৌ। শশাপ স্বপরিত্যাগাৎ ॥৪॥

উদেতি। উদপানং নাম কথমভবৎ। পতিতঃ কূপে, কিং কথম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ! তাহার পর বলরাম ভূমিস্থিত সেই উদপান-তীর্থ হইতে যশস্বী ত্রিতমুনির নদীস্থিত উদপানতীর্থে গমন করিলেন ॥১॥

বলরাম সেই উদপানতীর্থে স্নান করিয়া বহুতর দ্রব্য দানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের প্রীতি জন্মাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন ॥২॥

পূর্ব্বকালে সেই উদপানতীর্থে ধার্ম্মিক ও মহাতপা ত্রিতমুনি অবস্থান করিতেন; সেই মহাত্মা কূপমধ্যে থাকিয়া যজ্ঞে সোমরস পান করিয়াছিলেন ॥৩॥

সেই ত্রিতমুনির ভ্রাতারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া, ত্রিতমুনি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি! সেই তীর্থের 'উদপান' নাম হইয়াছিল কেন? মহাতপা ত্রিতমুনিই বা কূপে পতিত হইয়াছিলেন কেন? এবং কি জন্যই বা তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল? ॥৫॥

(৫) কথমুৎসৃজ্য তৌ যাতৌ স চ তৌ শপ্তবান্ কথম্...ইত্যর্দ্ধমধিকং পি।

কূপে কথঞ্চ হিত্বৈনং ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্।
কথঞ্চ যাজয়ামাস পপৌ সোমঞ্চ বৈ কথম্।
এতদাচক্ষ্ব মে ব্রহ্মন্! শ্রোতব্যং যদি মন্যসে ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসন্ পূর্ব্বযুগে রাজন্! মুনয়ো ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চাদিত্যসন্নিভাঃ ॥৭॥
সর্ব্বে প্রজাপতিসমাঃ প্রজাবন্তস্তথৈব চ।
ব্রহ্মলোকজিতাঃ সর্বে তপসা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৮॥
তেষাস্তু তপসা প্রীতো নিয়মেন দমেন চ।
অভবদ্গৌতমো নিত্যং পিতা ধর্ম্মরতঃ সদা ॥৯॥
স তু দীর্ঘেণ কালেন তেষাং প্রীতিমবাপ্য চ।
জগাম ভগবান্ স্থানমনুরূপমিবাত্মনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কূপ ইতি। হিত্বা পরিত্যজ্য। যাজয়ামাসেতি স্বার্থ ইন্ আর্ষঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৬॥

আসন্নিতি। একস্য সাত্ত্বিকস্য ভাব ইতি একতা সাস্যাস্তীতি একতঃ, দ্বয়োঃ স্বাত্ত্বিকরাজসিকয়োর্ভাব ইতি দ্বিতা সাস্যাস্তীতি দ্বিতঃ; ত্রয়াণাং স্বাত্ত্বিকরাজসিকতামসিকানাং ভাব ইতি ত্রিতা সাস্যাস্তীতি ত্রিতঃ, সর্বত্র আর্ষআদিত্বাদৎ ॥৭॥

সর্ব ইতি। প্রজাবন্তঃ সন্তানবন্তঃ। ব্রহ্মবাদিনো বেদবক্তারঃ ॥৮॥

তেষামিতি। নিয়মেন ব্রতেন, দমেন ইন্দ্রিয়দমনেন ॥৯॥

স ইতি। স গৌতমঃ। তেষাং পুত্রাণাম্। স্থানং স্বর্গম্ ॥১০॥

মহর্ষি! ত্রিতের ভ্রাতারা ত্রিতকে কূপে ফেলাইয়া গৃহে গমন করিয়াছিলেন কেন? ত্রিতমুনিই বা কূপে থাকিয়া কি প্রকারে যজ্ঞ ও সোমরস পান করিয়াছিলেন? এই সমস্ত বৃত্তান্ত যদি আমার শ্রোতব্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট বলুন' ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! সত্যযুগে সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী ও মুনী একত, দ্বিত ও ত্রিতনামে তিন ভ্রাতা ছিলেন ॥৭॥

তাঁহারা সকলেই বেদবক্তা, ব্রহ্মার ন্যায় বহু সন্তানশালী এবং তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মলোকবিজয়ী ছিলেন ॥৮॥

সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহাদের পিতা গৌতম তাঁহাদের তপস্যা, ব্রত ও ইন্দ্রিয়দমনে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন ॥৯॥

(১০)···স্বর্গমনুরূপমিবাত্মনঃ—পি।

রাজানস্তস্য যে হ্যাসন্ যাজ্যা রাজন্! মহাত্মনঃ।
তে সর্বে স্বর্গতে তস্মিংস্তস্য পুত্রানপূজয়ন্ ॥১১॥
তেষাস্তু কর্ম্মণা রাজন্! তথা চাধ্যয়নেন চ।
ত্রিতঃ স শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ যথৈবাস্য পিতা তথা ॥১২॥
তথা সর্বে মহাভাগা মুনয়ঃ পুণ্যলক্ষণাঃ।
অপূজয়ন্মহাভাগং যথাস্য পিতরং পুরা ॥১৩॥
কদাচিদ্ধি ততো রাজন্! ভ্রাতরাবেকতদ্বিতৌ।
যজ্ঞার্থং চক্রতুশ্চিন্তাং তথা বিত্তার্থমেব চ ॥১৪॥
তয়োর্বুদ্ধিঃ সমভবৎ ত্রিতং গৃহ্য পরন্তপ!।
যাজ্যান্ সর্ব্বানুপাদায় প্রতিগৃহ্য পশূংস্ততঃ ॥১৫॥
সোমং পাস্যামহে হৃষ্টাঃ প্রাপ্য যজ্ঞং মহাফলম্।
চক্রুশ্চৈব তথা রাজন্! ভ্রাতরস্ত্রয় এব চ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

রাজান ইতি। তস্য গৌতমস্য। অপূজয়ন্ যাজকত্বাঙ্গীকারেণ ॥১১॥
তেষামিতি। তেষাং ভ্রাতৃণাম্, কর্ম্মণা যাজনেন, অধ্যয়নেন বেদানাম্ ॥১২॥
তথেতি। মহাভাগং ত্রিতম্। পিতরং গৌতমম্ ॥১৩॥
কদাচিদিতি। বিত্তার্থং যজ্ঞসম্পাদনোপযোগিধনসংগ্রহার্থম্ ॥১৪॥
তয়োরিতি। গৃহ্য গৃহীত্বা। উপাদায় প্রাপ্য। সোমং সোমরসম্ ॥১৫—১৬॥

সেই মাহাত্ম্যশালী মহর্ষি গৌতম পুত্রগণের ব্যবহারে ও স্বভাবে সন্তুষ্ট থাকিয়া, দীর্ঘকাল পরে নিজের অনুরূপ স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥১০॥

রাজা! তৎকালে যে সকল রাজা গৌতমের যাজ্য ছিলেন, গৌতম স্বর্গে গমন করিলে, সেই রাজারা গৌতমের পুত্রগণকেই যাজকরূপে বরণ করিয়া সম্মান করিলেন ॥১১॥

রাজা! ত্রিত কর্ম্ম ও বেদাধ্যয়নের গুণে পিতার তুল্য হইয়া তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন ॥১২॥

এবং ধার্ম্মিক ও মহাত্মা অন্যান্য মুনিরা গৌতমের তুল্যই ত্রিতের সম্মান করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

রাজা! কোন সময়ে একত ও দ্বিত এই দুই ভ্রাতা যজ্ঞ এবং তৎসম্পাদনের উপযুক্ত ধন সংগ্রহের জন্য চিন্তা করিলেন ॥১৪॥

শত্রুসন্তাপকারী রাজা! ক্রমে একত ও দ্বিতের এইরূপ পরামর্শ স্থির হইল যে, 'আমরা ত্রিতকে লইয়া সমস্ত যজমানের নিকটে যাইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে

তথা তু তে পরিক্রম্য যাজ্যান্ সর্বান্ পশূন্ প্রতি।
যাজয়িত্বা ততো যাজ্যান্ লব্ধ্বা তু সুবহূন্ পশূন্ ॥১৭॥
যাজ্যেন কর্ম্মণা তেন প্রতিগৃহ্য বিধানতঃ।
প্রাচীং দিশং মহাত্মান আজগ্মুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
ত্রিতস্তেষাং মহারাজ! পুরস্তাদ্‌যাতি হৃষ্টবৎ।
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব পৃষ্ঠতঃ কালয়ন্ পশূন্ ॥১৯॥
তয়োশ্চিন্তা সমভবদেকতস্য দ্বিতস্য চ।
কথং নু স্যুরিমা গাব আবাভ্যাং হি বিনা ত্রিতম্ ॥২০॥
তাবন্যোন্যং সমাভাষ্য একতশ্চ দ্বিতশ্চ হ।
যদূচতুর্মিথঃ পাপৌ তন্নিবোধ জনেশ্বর! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। পশূন্ প্রতি পশুগ্রহণায়। প্রতিগৃহ্য ধনানি ॥১৭—১৮॥
ত্রিত ইতি। পৃষ্ঠতো যাতি স্ম, কালয়ন্ সঞ্চালয়ন্ ॥১৯॥
তয়োরিতি। গাবঃ পশবঃ, আবাভ্যাম্ আবয়োঃ ॥২০॥
তাবিতি। সমাভাষ্য আলপ্য। মিথঃ পরস্পরম্, নিবোধ শৃণু ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মাদিতি ॥১—৫॥ যাজয়ামাস স্বার্থে ণিচ্, যাগং কৃতবান্ ॥৬—১৬॥ পশূন্ প্রতি পশ্বর্থং দক্ষিণার্থা গা প্রাপ্তুমিত্যর্থঃ ॥১৭—৫১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪॥

পশু গ্রহণ করিয়া, আমরা মহাফলজনক যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া সোমরস পান করিব'। পরে সেই তিন ভ্রাতা সেইরূপই করিলেন ॥১৫—১৬॥

তাহার পর সেই মহর্ষিরা পশু গ্রহণ করিবার জন্য যজমানগণের নিকটে যাইয়া, তাঁহাদের যাজন করিয়া বহুতর পশু প্রাপ্ত হইয়া, সেই যাজনকর্ম্মদ্বারা যথাবিধানে ধন প্রতিগ্রহ করিয়া, পূর্ব্বদিকে আগমন করিলেন ॥১৭—১৮॥

মহারাজ! তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে ত্রিত যেন আনন্দিত হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন; আর একত ও দ্বিত পশুগুলিকে চালাইতে থাকিয়া পিছনে পিছনে যাইতে থাকিলেন ॥১৯॥

ক্রমে একত ও দ্বিতের এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইল যে, 'ত্রিতব্যতীত কেবল আমাদের দুইজনের এই পশুগুলি কি করিয়া হইতে পারে' ॥২০॥

(২০)···সমভবদ্দৃষ্ট্বা পশুগণং মহৎ···পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

ত্রিতো যজ্ঞেষু কুশলস্ত্রিতো বেদেষু নিষ্ঠিতঃ।
অন্যাস্ত বহুলা গাস্ত ত্রিতঃ সমুপলপ্স্যতে ॥২২॥
তদাবাং সহিতৌ ভূত্বা গাঃ প্রকাল্য ব্রজাবহে।
ত্রিতোঽপি গচ্ছতাং কামমাবাভ্যাং বৈ বিনাকৃতঃ ॥২৩॥
তেষামাগচ্ছতাং রাত্রৌ পথি স্থানে বৃকোঽভবৎ।
তত্র কূপোঽবিদূরেঽভূৎ সরস্বত্যাস্তটে মহান্ ॥২৪॥
অথ ত্রিতো বৃকং দৃষ্ট্বা পথি তিষ্ঠন্তমগ্রতঃ।
তদ্ভয়াদপসর্পন্ বৈ তস্মিন্ কূপে পপাত হ।
অগাধে সুমহাঘোরে সর্বভূতভয়ঙ্করে ॥২৫॥
ত্রিতস্ততো মহারাজ! কূপস্থো মুনিসত্তমঃ।
আর্ত্তনাদং ততশ্চক্রে তৌ তু শুশ্রুবতুর্মুনী ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ত্রিত ইতি। নিষ্ঠিতঃ পরায়ণঃ। সমুপলপ্স্যতে কালান্তরেঽপি ॥২২॥
তদিতি। প্রকাল্য চালয়িত্বা। বিনাকৃতো বিরহিতঃ ॥২৩॥
তেষামিতি। স্থানে দেশবিশেষে, বৃকো ব্যাঘ্রবিশেষঃ। অভবদতিষ্ঠৎ ॥২৪॥
অথেতি। অপসর্পন্ বৃকং পশ্যন্ পশ্চাদপসরন্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
ত্রিত ইতি। আর্ত্তনাদং পীড়াব্যঞ্জকশব্দম্। তৌ একতদ্বিতৌ ॥২৬॥

নরনাথ! পরে পাপবুদ্ধি একত ও দ্বিত পরস্পর আলোচনা করিয়া, পরস্পর যাহা বলিলেন, আপনি তাহা শ্রবণ করুন—॥২১॥

'ত্রিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদপাঠপরায়ণ, অতএব ত্রিত আরও বহুতর পশু লাভ করিবে ॥২২॥

অতএব আমরা মিলিত হইয়া, পশুগুলিকে চালাইতে থাকিয়া, গৃহে গমন করি এবং ত্রিতও আমাদিগকে ছাড়িয়া ইচ্ছা অনুসারে গমন করুক' ॥২৩॥

এইভাবে তাঁহারা রাত্রিকালে গৃহে আসিতেছিলেন; এমন সময়ে পথের কোন স্থানে একটা বাঘ বসিয়াছিল এবং অনতিদূরে সরস্বতীনদীর তীরে একটা বিশাল কূপ ছিল ॥২৪॥

তাহার পর ত্রিত সম্মুখে পথে একটা বাঘকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার ভয়ে সেই দিকে চাহিয়া পিছনে সরিতে সরিতে যাইয়া, সেই সর্বপ্রাণীর ভয়জনক অগাধকূপমধ্যে পতিত হইলেন ॥২৫॥

(২২)···তথা বেদেষু নিষ্ঠিতঃ। ততস্ত্রিতো বহুতরং গাবঃ···নি, অন্যাস্ত বহুলা গাবঃ বঙ্গ বর্দ্ধ। (২৪)···পথিস্থানাং বৃকোঽভবৎ···পি বা নি।

তং জ্ঞাত্বা পতিতং কূপে ভ্রাতরাবেকতদ্বিতৌ।
বৃকত্রাসাচ্চ লোভাচ্চ সমুৎসৃজ্য প্রজগ্মতুঃ ॥২৭॥
ভ্রাতৃভ্যাং পশুলুব্ধাভ্যামুৎসৃষ্টঃ স মহাতপাঃ।
উদপানে তদা রাজন্! নির্জ্জনে পশুসংবৃতে ॥২৮॥
ত্রিত আত্মানমালক্ষ্য কূপে বীরুত্তৃণাবৃতে।
নিমগ্নং ভরতশ্রেষ্ঠ! নরকে দুষ্কৃতী যথা ॥২৯॥
স বুদ্ধ্যাগণয়ৎ প্রাজ্ঞো মৃত্যোর্ভীতো হ্যসোমপঃ।
সোমঃ কথং নু পাতব্য ইহস্থেন ময়া ভবেৎ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)
স এবমভিনিশ্চিত্য তস্মিন্ কূপে মহাতপাঃ।
দদর্শ বীরুধং তত্র লম্বমানাং যদৃচ্ছয়া ॥৩১॥
পাংশুগ্রস্তে ততঃ কূপে বিচিন্ত্য সলিলং মুনিঃ।
অগ্নীন্ সঙ্কল্পয়ামাস হোতৄনাত্মানমেব চ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। লোভাৎ সর্ব্বপশুপ্রাপ্ত্যাশায়াঃ, সমুৎসৃজ্য ত্রিতং বিহায় ॥২৭॥

ভ্রাতৃভ্যামিতি। উৎসৃষ্টস্ত্যক্তঃ। উদকং পীয়তে অস্মিন্নিতি উদপানং কূপস্তস্মিন্ ॥২৮॥

ত্রিত ইতি। বীরুদ্ভির্লতাভিস্তৃণৈশ্চ আবৃতে। অসোমপঃ পূর্ব্বং তাদৃশযজ্ঞাকরণাদপীতসোমরসঃ। ইহস্থেন কূপস্থিতেন ॥২৯—৩০॥

স ইতি। এবং ময়া যজ্ঞঃ কর্ত্তব্য ইথম্। বীরুধং লতাম্, যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া ॥৩১॥

মহারাজ! তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিত কূপমধ্যে থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং একত ও দ্বিতমুনি তাহা শুনিতে পাইলেন ॥২৬॥

ওদিকে একত ও দ্বিত দুই ভ্রাতা ত্রিতকে কূপমধ্যে পতিত জানিয়া, ব্যাঘ্রের ভয়ে ও পশুর লোভে ত্রিতকে পরিত্যাগ করিয়াই চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

রাজা! তখন ত্রিত নির্জ্জনে ও হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ স্থানে কূপমধ্যে ভ্রাতৃগণ-পরিত্যক্ত অবস্থাতেই রহিলেন ॥২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! পাপী লোক যেমন আপনাকে নরকপতিত অবস্থায় দর্শন করে, তেমন প্রাজ্ঞ ও অসোমপায়ী ত্রিত আপনাকে তৃণলতাবৃত কূপমধ্যে পতিত দর্শন করিয়া, মরণের ভয়ে ভীত হইয়া, মনে মনে ভাবিলেন, 'আমি এখানে থাকিয়া কি করিয়া সোমরস পান করিব' ॥২৯—৩০॥

অতিমহাতপা ত্রিত মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, দেখিতে পাইলেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সেই কূপমধ্যে একটা লতা ঝুলিয়া রহিয়াছে ॥৩১॥

(৩২)···হোত্রে চাত্মানমেব চ—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

ততস্তাং বীরুধং সোমং সঙ্কল্প্য সুমহাতপাঃ।
ঋচো যজুংষি সামানি মনসাচিন্তয়ন্মুনিঃ ॥৩৩॥
গ্রাবাণঃ শর্করাঃ কৃত্বা প্রচক্রেঽভিষবং নৃপ!।
আজ্যঞ্চ সলিলং চক্রে ভাগাংশ্চ ত্রিদিবৌকসাম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)
সোমস্যাভিষবং কৃত্বা চকার তুমুলং ধ্বনিম্।
স চাবিশদ্দিবং রাজন্! স্বরশ্চৈব ত্রিতস্য বৈ।
সমবাপ চ তং যজ্ঞং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৩৫॥
বর্ত্তমানে তথা যজ্ঞে ত্রিতস্য সুমহাত্মনঃ।
আবিগ্নং ত্রিদিবং সর্ব্বং কারণঞ্চ ন বুধ্যতে।
ততঃ সুতুমুলং শব্দং শুশ্রাবাথ বৃহস্পতিঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

পাংস্বিতি। পাংশুগ্রস্তে বালুপূর্ণে। হোতৄন্ হোত্রাদীন্ ঋত্বিজঃ ॥৩২॥

তত ইতি। ঋচো মন্ত্রান্। গ্রাবাণঃ ক্ষুদ্রপাষাণান্। অভিষবং যজ্ঞম্ ॥৩৩—৩৪॥

সোমস্যেতি। অভিষবমগ্নাবর্পণম্। দিবং স্বর্গম্। সমবাপ সম্যক্ সম্পাদয়ামাস, মহাতপস্ত্বয়া সত্যসঙ্কল্পত্বাদিতি ভাবঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৫॥

বর্ত্তেতি। আবিগ্নমুদ্বিগ্নমভবৎ। কারণমুদ্বেগস্য। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৬॥

পরে ত্রিতমুনি বালুপূর্ণ সেই কূপমধ্যে একদেশস্থিত জলকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিলেন এবং আপনাকে হোতা, তন্ত্রধার, ব্রহ্মা ও সদস্যরূপে কল্পনা করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর মহাতপা ত্রিতমুনি সেই লম্বিত লতাটাকে সোমলতারূপে কল্পনা করিলেন এবং ঋক্, যজু ও সামবেদকে মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিয়া, কূপস্থ কাঁকরগুলিকে শর্করা কল্পনা করিয়া যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। রাজা! সেই যজ্ঞে তিনি জলকে ঘৃত কল্পনা করিয়া তাহাদ্বারাই দেবগণের ভাগ নিরূপণ করিলেন ॥৩৩—৩৪॥

রাজা! ত্রিতমুনি সেই সোমরসের আহুতি দিয়া তুমুল বেদধ্বনি করিলেন; ত্রিতের সেই কণ্ঠস্বর স্বর্গলোকে যাইয়া প্রবেশ করিল। বেদবক্তারা যেরূপ বলিয়া থাকেন, ত্রিতমুনি সেইভাবেই যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ॥৩৫॥

মহাত্মা ত্রিতের সেই যজ্ঞ চলিতে থাকিলে, সমস্ত স্বর্গলোকই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল এবং সেই উদ্বেগের কারণ স্বর্গবাসীরা বুঝিতে পারিলেন না। তদনন্তর বৃহস্পতি সেই তুমুলশব্দ শুনিতে পাইলেন ॥৩৬॥

---

(৩৫)···স্বনঃ শৈক্ষস্ত্রিতস্য বৈ···পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

শ্রুত্বা চৈবাব্রবীৎ সর্ব্বান্ দেবান্ দেবপুরোহিতঃ।
ত্রিতস্য বর্ত্ততে যজ্ঞস্তত্র গচ্ছামহে সুরাঃ! ॥৩৭॥
স হি ক্রুদ্ধঃ সৃজেদন্যান্ দেবানপি মহাতপাঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সহিতাঃ সর্বদেবতাঃ।
প্রযযুস্তত্র যত্রাসৌ ত্রিতযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে ॥৩৮॥
তে তত্র গত্বা বিবুধাস্তং কূপং যত্র স ত্রিতঃ।
দদৃশুস্তং মহাত্মানং দীক্ষিতং যজ্ঞকর্ম্মসু ॥৩৯॥
দৃষ্ট্বা চৈনং মহাত্মানং শ্রিয়া পরময়া যুতম্।
ঊচুশ্চাথ মহাভাগং প্রাপ্তা ভাগার্থিনো বয়ম্ ॥৪০॥
অথাব্রবীদৃষির্দেবান্ পশ্যধ্বং মাং দিবৌকসঃ!।
অস্মিন্ প্রতিভয়ে কূপে নিমগ্নং নষ্টচেতসম্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুত্বেতি। দেবানাং পুরোহিতো বৃহস্পতিঃ ॥৩৭॥
নন্বু তত্রাস্মাকমগমনে কো দোষ ইত্যাহ স ইতি। সহিতা মিলিতাঃ। ষট্পাদঃ ॥৩৮॥
ত ইতি। বিবুধা দেবাঃ। দীক্ষিতং প্রবৃত্তম্ ॥৩৯॥
দৃষ্ট্বেতি। শ্রিয়া ব্রাহ্ম্যা শোভয়া। প্রাপ্তা আগতাঃ ॥৪০॥
অথেতি। ঋষিস্ত্রিতঃ। প্রতিভয়ে ভয়ঙ্করে। নষ্টচেতসং প্রায়েণ গতচৈতন্যম্ ॥৪১॥

তখন বৃহস্পতি সেই তুমুলশব্দ শুনিয়া দেবগণকে বলিলেন—'দেবগণ! ত্রিতমুনির যজ্ঞ চলিতেছে; সুতরাং চল, আমরা সেখানে যাই ॥৩৭॥

কারণ, মহাতপা ত্রিতমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য দেবগণকেও সৃষ্টি করিতে পারেন'। বৃহস্পতির সেই কথা শুনিয়া দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া—যেখানে ত্রিতমুনির যজ্ঞ চলিতেছিল, সেইখানে গমন করিলেন ॥৩৮॥

ত্রিতমুনি যে কূপের মধ্যে ছিলেন, দেবতারা সেই কূপের মধ্যে গমন করিয়া দেখিলেন—ত্রিতমুনি যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ॥৩৯॥

ক্রমে দেবতারা পরমব্রাহ্মীশোভায় শোভিত ও মহাত্মা ত্রিতমুনিকে দেখিয়া বলিলেন—'আমরা আপনার যজ্ঞভাগার্থী হইয়া আসিয়াছি' ॥৪০॥

তাহার পর ত্রিতমুনি দেবগণকে বলিলেন—'দেবগণ! আপনারা দর্শন করুন—আমি এই ভয়ঙ্কর কূপমধ্যে পতিত হইয়াছি এবং আমার চৈতন্যও প্রায় নষ্ট হইয়াছে' ॥৪১॥

(৪২)···মন্ত্রযুক্তান্ সমাদত্তে তে চ···পি,···সমদদৎ···বঙ্গ বর্দ্ধ

ততস্ত্রিতো মহারাজ ! ভাগাংস্তেষাং যথাবিধি।
মন্ত্রযুক্তান্ সমদদাত্তে চ প্রীতাস্তদাভবন্ ॥৪২॥
ততো যথাবিধি প্রাপ্তান্ ভাগান্ প্রাপ্য দিবৌকসঃ।
প্রীতাত্মানো দদুস্তস্মৈ বরান্ যান্ মনসেচ্ছতি ॥৪৩॥
স তু বব্রে বরং দেবাংস্ত্রাতুমর্হথ মামিতঃ।
যশ্চাস্তোপস্পৃশেৎ কূপে স সোমপগতিং লভেৎ ॥৪৪॥
ততশ্চোর্ম্মিমতী রাজন্ ! উৎপপাত সরস্বতী।
তয়া ক্ষিপ্তঃ স উত্তস্থৌ পূজয়ংস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥৪৫॥
তথেতি চোক্ত্বা বিবুধা জগ্মূ রাজন্ ! যথাগতাঃ।
ত্রিতশ্চাপ্যগমৎ প্রীতঃ স্বমেব নিলয়ং তদা ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ভাগান্ যজ্ঞীয়দ্রব্যাংশান্। তে দেবাঃ ॥৪২॥
তত ইতি। দিবৌকসো দেবাঃ। ইচ্ছতি স্ম ত্রিত ইতি শেষঃ ॥৪৩॥
স ইতি। ইতঃ কূপাৎ। উপস্পৃশেৎ স্নায়াৎ। সোমপগতিং যাজ্ঞিকলোকম্ ॥৪৪॥
তত ইতি। উর্ম্মিমতী তরঙ্গবতী। স ত্রিতঃ, উত্তস্থৌ তীরে ॥৪৫॥
তথেতি। বিবুধা দেবাঃ। নিলয়ং ভবনম্ ॥৪৬॥

মহারাজ ! তদনন্তর ত্রিতমুনি মন্ত্র পাঠ করিয়া, সেই দেবগণকে তাঁহাদের যজ্ঞীয় ভাগ সমর্পণ করিলেন। তখন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন ॥৪২॥

তাহার পর দেবতারা যথাবিধানে প্রদত্ত যজ্ঞীয়ভাগ লাভ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া—ত্রিতমুনি যে সকল বর মনে মনে ইচ্ছা করেন, সেই সকল বর দিতে চাহিলেন ॥৪৩॥

তখন ত্রিতমুনি দেবগণের নিকট এই বর চাহিলেন যে—'আপনারা এস্থান হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করুন এবং এই কূপে যে লোক স্নান করিবে, সে যেন যাজ্ঞিকের গতি লাভ করে' ॥৪৪॥

রাজা ! তদনন্তর তরঙ্গশালিনী সরস্বতীনদী উত্থিত হইল এবং তাহারই তরঙ্গকর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া ত্রিতমুনি দেবগণের পূজা করিতে থাকিয়া, তীরে উঠিলেন ॥৪৫॥

রাজা ! 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া দেবতারা যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে চলিয়া গেলেন। ত্রিতও সন্তুষ্ট হইয়া আপন ভবনে গমন করিলেন ॥৪৬॥

(৪৪)···যশ্চেহোপস্পৃশেৎ···পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৪৫) ততশ্চোর্ম্মিভিঃ···পি, তথোৎক্ষিপ্তঃ স উত্তস্থৌ···বঙ্গ।

ক্রুদ্ধঃ স তু সমাসাদ্য তাবৃষী ভ্রাতরৌ তদা।
উবাচ পরুষং বাক্যং শশাপ চ মহাতপাঃ ॥৪৭॥
পশুলুব্ধৌ যুবাং যস্মান্মামুৎসৃজ্য প্রধাবিতৌ।
তস্মাদ্বৃকাকৃতী রৌদ্রৌ দংষ্ট্রিণাবভিতশ্চরৌ।
ভবিতারৌ ময়া শপ্তৌ পাপেনানেন কর্ম্মণা ॥৪৮॥
প্রসবাশ্চৈব যুবয়োর্গোলাঙ্গূলর্ক্ষবানরাঃ।
ইত্যুক্তে তু তদা তেন ক্ষণাদেব বিশাংপতে!।
তথাভূতাবদৃশ্যেতাং বচনাৎ সত্যবাদিনঃ ॥৪৯॥
তত্রাপ্যমিতবিক্রান্তঃ স্পৃষ্ট্বা তোয়ং হলায়ুধঃ।
দত্ত্বা চ বিবিধান্ দায়ান্ পূজয়িত্বা চ বৈ দ্বিজান্ ॥৫০॥
উদপানঞ্চ তং বীক্ষ্য প্রশস্য চ পুনঃ পুনঃ।
নদীগতমদীনাত্মা প্রাপ্তো বিনশনং তদা ॥৫১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং তীর্থকথনে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

———:০✱০:———

ভারতকৌমুদী

ক্রুদ্ধ ইতি। তৌ একতদ্বিতৌ। পরুষং নিষ্ঠুরম্ ॥৪৭॥

পশ্বিতি। বৃকাকৃতী ব্যাঘ্রাকারৌ। অভিতশ্চরৌ সর্বতো বিচারিণৌ। ষট্পাদঃ ॥৪৮॥

প্রসবা ইতি। প্রসবাঃ সন্তানাঃ, গোলাঙ্গূলাঃ কৃষ্ণবানরাঃ, ঋক্ষা ভল্লুকাঃ, বানরা ভবিতার ইতি শেষঃ। তথাভূতৌ বৃকরূপৌ একতদ্বিতৌ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৯॥

মহাতপা ত্রিত আসিয়া সেই একত ও দ্বিত দুই ভ্রাতাকে পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, বহুতর নিষ্ঠুর বাক্য বলিলেন এবং অভিসম্পাত করিলেন—॥৪৭॥

'তোমরা যেহেতু পশুলুব্ধ হইয়া, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, দৌড়াইয়া আসিয়াছিলে, সেই পাপকার্য্যবশতঃ আমি তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিতেছি যে—তোমরা দুই জন দন্তশালী, ভীষণমূর্ত্তি ও সর্ব্বত্র বিচরণকারী ব্যাঘ্রাকৃতি দুইটা পশু হইবে ॥৪৮॥

আর তোমাদের সন্তানগুলিও কৃষ্ণবর্ণ বানর, ভল্লুক ও সাধারণ বানর হইবে'। নরনাথ! তিনি এইরূপ বলিলে, তখনই সেই সত্যবাদীর বাক্য অনুসারে একত ও দ্বিত সেইরূপই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥৪৯॥

* '...ষট্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ...' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ...' নি।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

—:-০-:—

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিনশনং রাজন্! জগামাথ হলায়ুধঃ।
শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাদ্‌যত্র নষ্টা সরস্বতী ॥১॥
যস্মাৎ সা ভরতশ্রেষ্ঠ! দ্বেষান্নষ্টা সরস্বতী।
তস্মাত্তদৃষয়ো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেতি হ ॥২॥
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলঃ সরস্বত্যাং মহাবলঃ।
সুভূমিকং ততোঽগচ্ছৎ সরস্বত্যাস্তটে বরে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। দায়ান্ দানানি। উদপানং কূপম্। অদীনাত্মা দানাদাবকাতরচিত্তঃ। বিনশনং নাম তীর্থম্। অস্য ব্যুৎপত্তিং পরস্তাৎ বক্ষ্যতি ॥৫০—৫১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তত ইতি। শূদ্রাশ্চ আভীরা গোপালাশ্চ তান্। নষ্টা অদৃশ্যতাং গতা ॥১॥
বিনশনপদব্যুৎপত্তিমাহ যস্মাদিতি। বিনশ্যতি অদৃশ্যতাং গচ্ছতি সরস্বতী যস্মিন্ তৎ ॥২॥
তত্রেতি। উপস্পৃশ্য সজলদেশে স্নাত্বা, বলো হলায়ুধঃ। সুভূমিকং নাম তীর্থম্ ॥৩॥

অমিতবিক্রমশালী ও অকাতরচিত্ত বলরাম—সেই কূপের জল স্পর্শ, নানাবিধ দান, ব্রাহ্মণগণের সম্মান, কূপ দর্শন এবং বার বার ত্রিতমুনির প্রশংসা করিয়া, সরস্বতীনদীস্থিত বিনশনতীর্থে গমন করিলেন ॥৫০—৫১॥

—— ——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! তাহার পর—যেখানে শূদ্রগণ এবং বিশেষতঃ গোপালগণের উপর বিদ্বেষবশতঃ সরস্বতীনদী অদৃশ্য হইয়াছে, বলরাম সেই বিনশনতীর্থে গমন করিলেন ॥১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেহেতু সরস্বতীনদী উক্ত বিদ্বেষবশতঃ সেইস্থানে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সেই হেতু ঋষিরা তাহাকে বিনশনতীর্থ বলেন ॥২॥

মহাবল বলরাম তত্রত্য সরস্বতীনদীতেও স্নান করিয়া, পরে সরস্বতীনদীরই মনোহর তীরস্থিত সুভূমিকতীর্থে গমন করিলেন ॥৩॥

তত্র চাপ্সরসঃ শুভ্রা নিত্যকালমতন্দ্রিতাঃ।
ক্রীড়াভির্বিমলাভিশ্চ ক্রীড়ন্তি বিমলাননাঃ ॥৪॥
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা মাসি মাসি জনেশ্বর!।
অভিগচ্ছন্তি তত্তীর্থং পুণ্যং ব্রাহ্মণসেবিতম্ ॥৫॥
তত্রাদৃশ্যন্ত গন্ধর্বাস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
সমেত্য সহিতা রাজন্! যথাপ্রাপ্তং যথাসুখম্ ॥৬॥
তত্র মোদন্তি দেবাশ্চ পিতরশ্চ সবীরুধঃ।
পুণ্যৈঃ পুষ্পৈঃ সদা দিব্যৈঃ কীর্য্যমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭॥
আক্রীড়ভূমিঃ সা রাজন্! তাসামপ্সরসাং শুভা।
সুভূমিকেতি বিখ্যাতা সরস্বত্যাস্তটে বরে ॥৮॥
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বসু বিপ্রায় মাধবঃ।
শ্রুত্বা গীতঞ্চ তদ্দিব্যং বাদিত্রাণাঞ্চ নিস্বনম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। অতন্দ্রিতা অনলসাঃ ॥৪॥
তত্রেতি। পুণ্যং পুণ্যজনকম্ ॥৫॥
তত্রেতি। যথাপ্রাপ্তং যথাগতম্ ॥৬॥
দেবাদীনাং খেলপ্রকারমাহ তত্রেতি। বীরুদ্ভিঃ পুষ্পান্বিতলতাভিঃ সহেতি তে ॥৭॥
সুভূমিকশব্দযোগার্থমাহ আক্রীড়েতি। আক্রীড়ভূমিঃ খেলাভূমিঃ ॥৮॥

সেস্থানে গৌরবর্ণা ও নির্ম্মলমুখী অপ্সরারা আসিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা ক্রীড়া করে ॥৪॥

নরনাথ! দেবতারাও গন্ধর্ব্বগণের সহিত মিলিত হইয়া, প্রত্যেক মাসে পুণ্যজনক ও ব্রাহ্মণসেবিত সেই তীর্থে আগমন করিয়া থাকেন ॥৫॥

রাজা! গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ সেস্থানে আসিয়া মিলিত হইয়া যথাসুখে বিচরণ করে, দেখা যায় ॥৬॥

সেস্থানে দেবগণ ও পিতৃগণ পুষ্পসমন্বিত লতা লইয়া আমোদ করিতে থাকেন; তখন বার বার তাঁহাদের উপরে সুন্দর সুন্দর স্বর্গীয় পুষ্প নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে ॥৭॥

রাজা! সরস্বতীনদীর তীরের মঙ্গলময় সেই স্থানটী অপ্সরাগণের খেলা করিবার স্থান বলিয়া, 'সুভূমিক' এই নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥৮॥

(৪)…নিত্যকালমতন্ত্রিতাঃ…বঙ্গ বর্দ্ধ। (৬) তত্র নৃত্যন্তি গন্ধর্বাঃ…নি।

ছায়াশ্চ বিপুলা দৃষ্ট্বা দেবগন্ধর্বরক্ষসাম্।
গন্ধর্বাণাং ততস্তীর্থমগচ্ছদ্রোহিণীসুতঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
বিশ্বাবসুমুখাস্তত্র গন্ধর্বাস্তপসান্বিতাঃ।
নৃত্যবাদিত্রগীতঞ্চ কুর্বন্তি সুমনোরমম্ ॥১১॥
তত্র দত্ত্বা হলধরো বিপ্রেভ্যো বিবিধং বসু।
অজাবিকং গোখরোষ্ট্রং সুবর্ণং রজতং তথা ॥১২॥
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ কামৈঃ সন্তর্প্য চ মহাধনৈঃ।
প্রযযৌ সহিতো বিপ্রৈস্তূয়মানশ্চ মাধবঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
তস্মাদ্‌গন্ধর্বতীর্থাচ্চ মহাবাহুররিন্দমঃ।
গর্গস্রোতো মহাতীর্থমাজগামৈককুণ্ডলী ॥১৪॥
তত্র গর্গেণ বৃদ্ধেন তপসা ভাবিতাত্মনা।
কালজ্ঞানগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। বসু ধনম্, মাধবো মধুবংশীয়ঃ। বিপুলা বিশালা ॥৯—১০॥
বিশ্বেতি। বিশ্বাবসুমুখা বিশ্বাবসুপ্রভৃতয়ঃ ॥১১॥
তত্রেতি। বসু ধনম্। অজাশ্ছাগা অবয়ো মেষাশ্চ তৎ। কামৈরভীষ্টৈঃ ॥১২—১৩॥
তস্মাদিতি। একে মুখ্যে কুণ্ডলে অস্য স্তঃ ইতি এককুণ্ডলী ॥১৪॥
তত্রেতি। ভাবিতাত্মনা শোধিতচিত্তেন। কালানাং দিনমাসাদীনাং জ্ঞানং সৌর-

তদনন্তর রোহিণীনন্দন বলরাম সেই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান, স্বর্গীয় সেই গীতবাদ্য শ্রবণ এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের বিশাল বিশাল ছায়া দর্শন করিয়া, গন্ধর্বতীর্থে গমন করিলেন ॥৯—১০॥

তপঃসমন্বিত বিশ্বাবসুপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা সেই তীর্থে আসিয়া মনোহর নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিয়া থাকেন ॥১১॥

মধুবংশীয় বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ ধন, ছাগল, মেষ, গরু, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করিয়া এবং তাঁহাদিগকে মহামূল্য অভীষ্ট বস্তু সকল ভোজন করাইয়া, তাঁহাদের প্রীতিবিধানপূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন ; তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥১২—১৩॥

সুন্দর কুণ্ডলধারী, মহাবাহু ও শত্রুদমনকারী বলরাম সেই গন্ধর্ব্বতীর্থ হইতে মহাতীর্থ গর্গস্রোতে আগমন করিলেন ॥১৪॥

(১০) ছায়াশ্চ বিমলা…পি, শয্যাশ্চ বিপুলা…নি।

উৎপাতা দারুণাশ্চৈব শুভাশ্চ জনমেজয় ! ।
সরস্বত্যাঃ শুভে তীর্থে বিদিতা বৈ মহাত্মনা ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
তস্য নাম্না চ তত্তীর্থং গর্গস্রোত ইতি স্মৃতম্ ।
তত্র গর্গং মহাভাগমৃষয়ঃ সুব্রতা নৃপ ! ।
উপাসাঞ্চক্রিরে নিত্যং কালজ্ঞানং প্রতি প্রভো ! ॥১৭॥
তত্র গত্বা মহারাজ ! বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ ।
বিধিবদ্ধি ধনং দত্ত্বা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১৮॥
উচ্চাবচাংস্তথা ভক্ষ্যান্ বিপ্রেভ্যো বিপ্রদায় সঃ ।
নীলবাসাস্ততোঽগচ্ছচ্ছঙ্খতীর্থং মহাযশাঃ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
তত্রাপশ্যন্মহাশঙ্খং মহামেরুমিবোচ্ছ্রিতম্ ।
শ্বেতপর্বতসঙ্কাশমৃষিসঙ্ঘৈর্নিষেবিতম্ ।
সরস্বত্যাস্তটে জাতং নগং তালধ্বজো বলী ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সাবনত্বাদিনা নিরূপণপ্রকারঃ তেন যুক্তা গতিরবস্থেতি সা। মধ্যপদলোপী সমাসঃ। জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাণাম্, ব্যতিক্রমো ভেদঃ অতিচারাদির্বা। উৎপাতা দিব্য-নাভস-ভূমিজা উপদ্রবাঃ ॥১৫—১৬॥

তস্যেতি। উপাসাঞ্চক্রিরে শুরুত্বেন। কালজ্ঞানং প্রতি জ্যোতিষজ্ঞানলাভায়। এতেন গর্গ এব প্রথমং জ্যোতিষশাস্ত্রমাবিশ্চকার ইতি প্রতীয়তে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

তত্রেতি। বলো হলায়ুধঃ। উচ্চাবচান্ নানাবিধান্ ॥১৮—১৯॥

তত্রেতি। উচ্ছ্রিতম্ উচ্চম্। নগং বৃক্ষম্। তালধ্বজো বলরামঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥

জনমেজয়! তপস্যার প্রভাবে শুদ্ধচিত্ত ও মহাত্মা বৃদ্ধ গর্গমুনি সেই তীর্থে থাকিয়া (বিশেষ গবেষণা করিয়া) কালের নিরূপণপ্রণালী, কালের অবস্থা, গ্রহ-নক্ষত্রাদির ব্যতিক্রম, দারুণ উৎপাত ও শুভলক্ষণ সকল অবগত হইয়া-ছিলেন ॥১৫—১৬॥

রাজা! সেই তীর্থটী গর্গমুনির নাম অনুসারেই 'গর্গস্রোত' এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথাবিহিত নিয়মশালী ঋষিরা জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য সেই স্থানে আসিয়া সর্ব্বদা গর্গমুনির সেবা করিয়া থাকেন ॥১৭॥

মহারাজ! নীলবসনধারী, শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতদেহ ও মহাযশা বলরাম সেই গর্গস্রোতে যাইয়া, তপস্যার প্রভাবে শোধিতচিত্ত মুনিগণকে যথাবিধানে ধন দান করিয়া এবং সহচর ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ খাদ্য সমর্পণ করিয়া, মহাশঙ্খতীর্থে গমন করিলেন ॥১৮—১৯॥

যক্ষা বিদ্যাধরাশ্চৈব রাক্ষসাশ্চামিতৌজসঃ।
পিশাচাশ্চামিতবলা যত্র সিদ্ধাঃ সহস্রশঃ ॥২১॥
তে সর্বে হ্যশনং ত্যক্ত্বা ফলং তস্য বনস্পতেঃ।
ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব কালে কালে স্ম ভুঞ্জতে ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
প্রাপ্তৈশ্চ নিয়মৈস্তৈস্তৈর্বিচরন্তঃ পৃথক্ পৃথক্।
অদৃশ্যমানা মনুজৈর্ব্যচরন্ পুরুষর্ষভ!।
এবং খ্যাতো নরপতে! লোকেঽস্মিন্ স বনস্পতিঃ ॥২৩॥
ততস্তীর্থং সরস্বত্যাঃ পাবনং লোকবিশ্রুতম্।
তস্মিংশ্চ যদুশার্দ্দূলো দত্ত্বা তীর্থে পয়স্বিনীঃ।
তাম্রায়সানি ভাণ্ডানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥২৪॥
পূজয়িত্বা দ্বিজাংশ্চৈব পূজিতশ্চ তপোধনৈঃ।
পুণ্যং দ্বৈতবনং রাজন্! আজগাম হলায়ুধঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যক্ষা ইতি। অমিতৌজসঃ অপরিমিততেজসঃ। অশনম্ অন্যৎ খাদ্যম্ ॥২১—২২॥
প্রাপ্তেতি। অদৃশ্যমানা দেবপ্রভাবাৎ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥
তত ইতি। পাবনং নাম। পয়স্বিনীর্দুগ্ধবতীর্গাঃ। আয়সানি লৌহময়ানি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ। পূজয়িত্বা ধনদানাদিভিঃ ॥২৪—২৫॥

তালধ্বজ ও বলবান্ বলরাম সেখানে যাইয়া দেখিলেন—মহামেরুপর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ও কৈলাসপর্ব্বতের তুল্য শুভ্রবর্ণ, ঋষিগণসেবিত একটা বিশাল শঙ্খ রহিয়াছে এবং সরস্বতীনদীর তীরে একটা বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে ॥২০॥

সহস্র সহস্র অমিততেজা যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও অমিতবল পিশাচ যেখানে যাইয়া অন্য খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্রীয় নিয়ম ও লৌকিক নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন সময়ে সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া থাকেন ॥২১—২২॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ নরনাথ! তাঁহারা সেই সেই নিয়ম অনুসারে পৃথক পৃথগ্‌ভাবে বিচরণ করিতে থাকিয়া, মনুষ্যগণের অদৃশ্যভাবে সেখানে অবস্থান করেন। এই কারণে সেই বৃক্ষটী বনস্পতিনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥২৩॥

রাজা! তাহার পর বলরাম জগদ্বিখ্যাত, সরস্বতীনদীস্থিত পাবননামকতীর্থে গমন করিলেন এবং সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে দুগ্ধবতী ধেনু, তাম্র ও লৌহময় ভাণ্ড এবং নানাবিধ বস্ত্রদানে সম্মানিত করিয়া, পবিত্র দ্বৈতবনে আগমন করিলেন। তৎকালে তপস্বীরা তাঁহার সম্মান করিলেন ॥২৪—২৫॥

(২৫)···পুণ্যং নৈসর্গিকং···নি।

তত্র গত্বা মুনীন্ দৃষ্ট্বা নানাবেশধরান্ বলঃ।
আপ্লুত্য সলিলে চাপি পূজয়ামাস বৈ দ্বিজান্ ॥২৬॥
তথৈব দত্ত্বা বিপ্রেভ্যঃ পরিভোগান্ সুপুষ্কলান্।
ততঃ প্রায়াদ্বলো রাজন্! দক্ষিণেন সরস্বতীম্ ॥২৭॥
গত্বা চৈব মহাবাহুর্নাতিদূরং মহাযশাঃ।
ধর্ম্মাত্মা নাগধন্বানং তীর্থমাগমদচ্যুতঃ ॥২৮॥
যত্র পন্নগরাজস্য বাসুকেঃ সন্নিবেশনম্।
মহাদ্যুতের্মহারাজ! বহুভিঃ পন্নগৈর্বৃতম্।
ঋষীণাং হি সহস্রাণি তত্র নিত্যং চতুর্দ্দশ ॥২৯॥
যত্র দেবাঃ সমাগম্য বাসুকিং পন্নগোত্তমম্।
সর্বপন্নগরাজানমভ্যষিঞ্চন্ যথাবিধি।
পন্নগেভ্যো ভয়ং তত্র বিদ্যতে ন স্ম কৌরব! ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। বলো হলায়ুধঃ। আপ্লুত্য অবগাহ্য ॥২৬॥
তথেতি। সুপুষ্কলান্ অতিপ্রচুরান্ ॥২৭॥
গত্বেতি। নাগধন্বানং তদাখ্যম্। অচ্যুতস্তীর্থনিয়মাদভ্রষ্টঃ ॥২৮॥
যত্রেতি। বাসুকের্বাসুকিমূর্ত্তেঃ। সহস্রাণি তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৯॥
যত্রেতি। বাসুকিং বাসুকিমূর্ত্তিম্। অভ্যষিঞ্চন্ স্থাপনপূর্ব্বকম্। অয়মপি ষট্‌পাদঃ ॥৩০॥

বলরাম সেখানে যাইয়া নানাবিধবেশধারী মুনিগণকে দেখিয়া এবং তত্রত্য জলে অবগাহন করিয়া, ব্রাহ্মণগণের সেবা করিলেন ॥২৬॥

রাজা! পরে তিনি ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ভোগ্যবস্তু দান করিয়া, সেস্থান হইতে সরস্বতীনদীর অদূর দক্ষিণদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

মহাবাহু, মহাযশা, ধর্ম্মাত্মা ও তীর্থনিয়ম হইতে অভ্রষ্ট বলরাম অনতিদূরে গমন করিয়া নাগধন্বানতীর্থে আগমন করিলেন ॥২৮॥

মহারাজ! যে তীর্থে মহাতেজা, সর্পরাজ বাসুকির মন্দির রহিয়াছে এবং সর্পগণ সেই মন্দিরটীকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। আর সেখানে সর্ব্বদা চতুর্দ্দশ সহস্র ঋষি বাস করিতেছেন ॥২৯॥

কুরুনন্দন! দেবতারা যেখানে আগমন করিয়া, যথাবিধানে সর্পরাজ বাসুকিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেইখানে তখন সর্পের ভয় ছিল না ॥৩০॥

(২৮)···ধর্ম্মজ্ঞো নাগধন্বানং···পি।

তত্রাপি বিধিবদ্দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো রত্নসঞ্চয়ান্।
প্রায়াৎ প্রাচীং দিশং তত্র তথা তীর্থান্যনেকশঃ।
সহস্রশতসংখ্যানি প্রথিতানি পদে পদে ॥৩১॥
আপ্লুত্য তেষু তীর্থেষু যথোক্তং তত্র চর্ষিভিঃ।
কৃত্বোপবাসনিয়মং দত্ত্বা দানানি ভূরিশঃ ॥৩২॥
অভিবাদ্য মুনীংস্তাংস্তু তত্র তীর্থনিবাসিনঃ।
অন্বিষ্যমার্গান্ প্রযযৌ যত্র ভূয়ঃ সরস্বতী ॥৩৩॥
প্রাঙ্মুখী বৈ নিবৃত্তে বৃষ্টির্বাতহতা যথা।
ঋষীণাং নৈমিষেয়াণামবেক্ষার্থং মহাত্মনাম্ ॥৩৪॥ (বিশেষকম্)
নিবৃত্তাং তাং সরিৎশ্রেষ্ঠাং তত্র দৃষ্ট্বা তু লাঙ্গলী।
বভূব বিস্মিতো রাজন্! বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। রত্নানাং সঞ্চয়ান্ সমূহান্। পদে পদে স্থানে স্থানে। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩১॥

আপ্লুত্যেতি। আপ্লুত্য স্নাত্বা। অন্বিষ্য অপ্রশস্তরূপত্বাৎ। নৈমিষেয়াণাং নৈমিষারণ্যবাসিনাম্। অবেক্ষার্থং স্নানপানাদি সম্পাদনার্থম্ ॥৩২—৩৪॥

নিবৃত্তামিতি। তাং সরস্বতীম্। বলো বলরামঃ ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৩॥ শুভ্রাঃ শুচয়ঃ ॥৪—১৬॥ কালজ্ঞানং প্রতি কালজ্ঞানার্থম্ ॥১৭—১৯॥ শঙ্খং শঙ্খনামানম্, নগং বৃক্ষম্ ॥২০—৩৩॥ অবেক্ষার্থমিষ্টসিদ্ধ্যর্থম্ ॥৩৪—৩৫॥ ইচ্ছামি

বলরাম সেস্থানেও যথাবিধানে ব্রাহ্মণগণকে রত্নসমূহ দান করিয়া, পূর্ব্বদিকে যাইতে থাকিয়া, স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ বহুসংখ্যকতীর্থে গমন করিলেন ॥৩১॥

বলরাম সেই সকল তীর্থে স্নান, তত্রত্য মুনিগণকথিত উপবাস ও নিয়মসম্পাদন, ভূরি ভূরি বস্তু দান এবং সেই সকল তীর্থনিবাসী মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া, পথ অন্বেষণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যেখানে সরস্বতীনদী বায়ুতাড়িত বৃষ্টির ন্যায় পূর্ব্বমুখী হইয়া নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণের স্নানপানাদি কার্য্যসম্পাদনের জন্য প্রবাহিত হইতেছে ॥৩২—৩৪॥

রাজা! লাঙ্গলধারী ও শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতদেহ বলরাম নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে পূর্ব্বমুখে যাইতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৩৫॥

(৩২) ইতঃ পরং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে বহব এব পাঠভেদা বিন্যস্তে। (৩৩)···উদ্দিষ্টমার্গঃ প্রযযৌ···বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

জনমেজয় উবাচ।

কস্মাৎ সরস্বতী ব্রহ্মন্! নিবৃত্তা প্রাঙ্মুখী ততঃ।
ব্যাখ্যাতং শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বমধ্বর্য্যুসত্তম! ॥৩৬॥
কস্মিংশ্চিৎ কারণে তত্র বিস্মিতো যদুনন্দনঃ।
নিবৃত্তা হেতুনা কেন কথমেব সরিদ্বরা ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পূর্বং কৃতযুগে রাজন্! নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ।
বর্ত্তমানে সুবিপুলে সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥৩৮॥
ঋষয়ো বহবো রাজন্! তৎ সত্রমভিপেদিরে।
উষিত্বা চ মহাভাগাস্তস্মিন্ সত্রে যথাবিধি ॥৩৯॥
নিবৃত্তে নৈমিষীয়ে বৈ সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে।
আজগ্মুর্ঋষয়স্তত্র বহবস্তীর্থকারণাৎ ॥৪০॥ (বিশেষকম্)
ঋষীণাং বহুলত্বাত্তু সরস্বত্যা বিশাংপতে!।
তীর্থানি নগরায়ন্তে কূলে বৈ দক্ষিণে তদা ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

কস্মাদিতি। ব্যাখ্যাতং ত্বয়া বিশেষেণোক্তম্। হে অধ্বর্য্যুসত্তম! যজুর্বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ!। "অধ্বর্য্যুদ্গাতৃহোতারো যজুঃসামর্গ্বিদঃ ক্রমাৎ" ইত্যমরঃ ॥৩৬॥

কস্মিংশ্চিদিতি। কারণে সতি। যদুনন্দনো বলভদ্রঃ। সরিদ্বরা সরস্বতী ॥৩৭॥

পূর্বমিতি। কৃতযুগে সত্যযুগে। সত্রে যজ্ঞে। অভিপেদিরে লক্ষ্যীকৃত্যাগতাঃ। উষিত্বা গতেষ্বিতি শেষঃ। নিবৃত্তে সমাপ্তে ॥৩৮—৪০॥

জনমেজয় বলিলেন—'যজুর্বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহর্ষি! নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেস্থান হইতে পূর্ব্বমুখে গমন করিল কেন? ইহা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩৬॥

বলরাম সেস্থানে কি জন্য বিস্ময়াপন্ন হইলেন? এবং কোন্ কারণেই বা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী কি প্রকারে পূর্বমুখে গিয়াছিল?' ॥৩৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! পূর্বকালে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী অতি বিশাল যজ্ঞ চলিতে থাকিলে, নৈমিষদেশীয় বহুতর তপস্বী ও ঋষি সেই যজ্ঞে আসিয়াছিলেন; সেই মহাত্মারা সেই যজ্ঞে যথাবিধানে অবস্থান করিয়া চলিয়া গেলে এবং সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, আবার বহুতর ঋষি তীর্থকার্য্য করিবার জন্য সেস্থানে আগমন করিয়াছিলেন ॥৩৮—৪০॥

(৩৬)···প্রাঙ্মুখী ভবৎ···নি, ব্যাখ্যাতমেতদিচ্ছামি · বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা নি।

সমন্তপঞ্চকং যাবত্তাবত্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
তীর্থলোভান্নরব্যাঘ্র! নদ্যাস্তীরং সমাশ্রিতাঃ ॥৪২॥
জুহ্বতাং তত্র তেষান্তু মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
স্বাধ্যায়েনাতিমহতা বভূবুঃ পূরিতা দিশঃ ॥৪৩॥
অগ্নিহোত্রৈস্ততস্তেষাং হূয়মানৈর্মহাত্মনাম্।
অশোভত সরিৎশ্রেষ্ঠা দীপ্যমানৈঃ সমন্ততঃ ॥৪৪॥
বালখিল্যা মহারাজ! অশ্মকুট্টাশ্চ তাপসাঃ।
দন্তোলূখলিনশ্চান্যে সংপ্রখ্যানাস্তথাপরে ॥৪৫॥
বায়ুভক্ষ্যা জলাহারাঃ পর্ণভক্ষ্যাশ্চ তাপসাঃ।
নানানিয়মযুক্তাশ্চ তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ ॥৪৬॥
আসন্ বৈ মুনয়স্তত্র সরস্বত্যাঃ সমীপতঃ।
শোভয়ন্তঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং গঙ্গামিব দিবৌকসঃ ॥৪৭॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

ঋষীণামিতি। নগরায়ন্তে নগরাণীবাচরন্তি স্ম ॥৪১॥

সমন্তেতি। তীর্থলোভাৎ তীর্থবাসাশায়াঃ ॥৪২॥

জুহ্বতামিতি। জুহ্বতাং হোমং কুর্ব্বতাম্। স্বাধ্যায়েন বেদপাঠধ্বনিনা ॥৪৩॥

অগ্নীতি। অগ্নিহোত্রৈস্তদীয়াগ্নিভিঃ। সরিৎশ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥৪৪॥

বালেতি। বালা এব খিল্যা তপস্যারম্ভেণ সমাপ্তবালকব্যাপারা ইতি বালখিল্যা। অশ্মসু পাষাণেষু কুট্টয়ন্তি ধান্যার্পণেন তণ্ডুলান্ নির্ব্বর্ত্তয়ন্তীতি অশ্মকুট্টাঃ। দন্তা এব উলূখলান্যেষাং সন্তীতি তে। সম্যক্ প্রকর্ষেণ খ্যায়তে বেদো যৈস্তে। স্থণ্ডিলেষু শোধিত-ভূমিবিশেষেষু শেরত ইতি তে। গঙ্গাং মন্দাকিনীম্ ॥৪৫—৪৭॥

নরনাথ! তৎকালে বহুতর ঋষি আসিয়াছিলেন বলিয়া, সরস্বতীনদীর দক্ষিণ-তীরের তীর্থগুলি নগরের ন্যায় জনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল ॥৪১॥

নরশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণেরা সরস্বতীনদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া সমন্তপঞ্চক-পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন ॥৪২॥

সেই বিশুদ্ধচিত্ত মুনিরা সেখানে হোম করিতে লাগিলে, তাঁহাদের বিশাল বেদধ্বনিতে সমস্ত দিক্ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ॥৪৩॥

সেই মহাত্মারা সকল দিকে অগ্নিহোত্র হোম করিতেছিলেন, তাহাতে তাহার অগ্নিগুলি জ্বলিতে থাকিয়া, সরস্বতীনদীর বিশেষ শোভা জন্মাইয়া ছিল ॥৪৪॥

(৪২)…নদ্যাস্তীরং সমাগতাঃ—পি। (৪৫) বালখিল্যা মহারাজ!…পি. বঙ্গ বর্দ্ধ. দন্তোলূখলিনশ্চান্যে…বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

শতশশ্চ সমাপেতুর্ঋষয়স্তত্র যাজিনঃ।
তেঽবকাশং ন দদৃশুঃ সরস্বত্যা মহাব্রতাঃ ॥৪৮॥
ততো যজ্ঞোপবীতৈঃ স্বৈস্তত্র কৃত্বা সরস্বতীম্।
জুহুবুশ্চাগ্নিহোত্রাংশ্চ চক্রুশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥৪৯॥
ততস্তমৃষিসঙ্ঘাতং নিরাশং চিন্তয়ান্বিতম্।
দর্শয়ামাস রাজেন্দ্র! তেষামর্থে সরস্বতী ॥৫০॥
ততঃ কুঞ্জান্ বহূন্ কৃষ্ট্বা সন্নিবৃত্তা সরিদ্বরা।
ঋষীণাং পুণ্যতপসাং কারুণ্যাজ্জনমেজয়! ॥৫১॥
ততো নিবৃত্য রাজেন্দ্র! তেষামর্থে সরস্বতী।
ভূয়ঃ প্রতীচ্যভিমুখী প্রসুস্রাব সরিদ্বরা ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

শতশ ইতি। সমাপেতুরাজগ্মুঃ। অবকাশং স্বাবস্থিতিদেশম্ ॥৪৮॥
তত ইতি। কৃত্বা কল্পয়িত্বা। জুহুবুস্তদন্তিক ইতি ভাবঃ ॥৪৯॥
তত ইতি। নিরাশং স্বদর্শনে। দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ ॥৫০॥
তত ইতি। কুঞ্জান্ তৃণলতাদীনি, কৃষ্ট্বা আকৃষ্যোন্মূল্য ॥৫১॥

মহারাজ! দেবতারা যেমন স্বর্গগঙ্গার নিকটে বাস করিয়া, তাহার শোভা সম্পাদন করেন; সেইরূপ বালখিল্য, অশ্মকুট্ট, দন্তোলূখল, প্রসংখ্যান, বায়ুভোজী, জলপায়ী, পর্ণাহারী, স্থণ্ডিলশায়ী ও নানাবিধ নিয়মশালী, তপস্যানিরত মুনিরা সরস্বতীনদীর শোভা সম্পাদন করিতে থাকিয়া, তাহার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৪৫—৪৭॥

তাহার পর যজ্ঞকারী ও মহাব্রতধারী শত শত তপস্বী আগমন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সেখানে বাস করিবার স্থান দেখিতে পাইলেন না ॥৪৮॥

তদনন্তর তাঁহারা আপন আপন যজ্ঞোপবীতদ্বারা সরস্বতীনদী কল্পনা করিয়া, অগ্নিহোত্র হোম ও বেদোক্ত নানাবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে সরস্বতীনদী সেই ঋষিগণকে নিরাশ ও চিন্তান্বিত দেখিয়া, তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিল ॥৫০॥

জনমেজয়! তাহার পর নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী পবিত্র তপস্বিগণের প্রতি দয়াবশতঃ অনেক তৃণলতা আকর্ষণপূর্ব্বক উন্মূলিত করিয়া, তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া আসিল ॥৫১॥

(৪৯)···যজ্ঞোপবীতৈস্তে তত্তীর্থং নির্ম্মলায় বৈ···পি,···তে তত্তীর্থং নির্ম্মিমায় বৈ··· বঙ্গ বর্দ্ধ।

অমোঘাগমনং কৃত্বা তেষাং ভূয়ো ব্রজাম্যহম্।
ইত্যদ্ভুতং মহচ্চক্রে তদা রাজন্! মহানদী ॥৫৩॥
এবং স কুঞ্জো রাজন্! বৈ নৈমিষীয় ইতি শ্রুতঃ।
কুরুক্ষেত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ! কুরুষ মহতীং ক্রিয়াম্ ॥৫৪॥
তত্র কুঞ্জান্ বহূন্ দৃষ্ট্বা নিবৃত্তাঞ্চ সরিদ্বরাম্।
বভূব বিস্ময়স্তত্র রামস্যাথ মহাত্মনঃ ॥৫৫॥
উপস্পৃশ্য তু তত্রাপি বিধিবদ্‌যদুনন্দনঃ।
দত্ত্বা দায়ান্ দ্বিজাতিভ্যো ভাণ্ডানি বিবিধানি চ ॥৫৬॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায় চ।
ততঃ প্রায়াদ্বলো রাজন্! পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রস্রুস্রাব প্রবহতি স্ম ॥৫২॥
অমোঘেতি। তেষামৃষীণাম্। অদ্ভুতং প্রাঙ্মুখং গত্বা পুনঃ পশ্চিমমুখগমনম্ ৫৩॥
এবমিতি। কুঞ্জো লতাদিপিহিতপূর্ব্বস্থানম্। মহতীং যজ্ঞাদিরূপাম্ ॥৫৪॥
তত্রেতি। সরিদ্বরাং সরস্বতীম্। রামস্য বলভদ্রস্য ॥৫৫॥
উপেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি তান্। ভক্ষ্যং পেয়ম্, ভোজ্যং খাদ্যম্। পূজ্যমানঃ প্রশস্যমানঃ ॥৫৬—৫৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেই ঋষিগণের জন্য ফিরিয়া আসিয়া, পুনরায় পশ্চিমাভিমুখী হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিল ॥৫২॥

রাজা! তখন মহানদী সরস্বতী—'আমি ঋষিগণের আগমন অব্যর্থ করিয়া পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে যাইব' ইহা ভাবিয়া সেই গুরুতর অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিল ॥৫৩॥

রাজা! সেই কুঞ্জগুলিই (তৃণলতাদিপরিবৃত দেশগুলিই) 'নৈমিষীয়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে; কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি কুরুক্ষেত্রের সেই নৈমিষীয়তীর্থে প্রশস্ত কার্য্য সকল করুন ॥৫৪॥

সেই স্থানে বহুতর কুঞ্জ রহিয়াছে এবং নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীও ফিরিয়া গিয়াছে; ইহা দেখিয়া মহাত্মা বলরামের বিস্ময় জন্মিল ॥৫৫॥

রাজা! বলরাম সেই স্থানেও যথাবিধানে স্নান করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন, নানাবিধ ভাণ্ড, খাদ্য ও পানীয় দান করিয়া, তথা হইতে গমন করিলেন; তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥৫৬—৫৭॥

---

(৫৭) ...পুষ্করক্ষ দ্বিজাতিভিঃ—পি।

সরস্বতীতীর্থবরং নানাদ্বিজগণাযুতম্‌ ।
বদরেঙ্গুদকাশ্মর্য্যপ্লক্ষাশ্বত্থবিভীতকৈঃ ॥৫৮॥
কক্কোলৈশ্চ পলাশৈশ্চ করীরৈঃ পীলুভিস্তথা ।
সরস্বতীতীররুহৈস্তরুভির্বিবিধৈস্তথা ॥৫৯॥
করূষকবনৈশ্চৈব বিল্বৈরাম্রাতকৈস্তথা ।
অতিমুক্তকষণ্ডৈশ্চ পারিজাতৈশ্চ শোভিতম্‌ ॥৬০॥
কদলীবনভূয়িষ্ঠং দৃষ্টিকান্তং মনোহরম্‌ ।
বায়্বম্বুফলপর্ণাদৈর্দন্তোলূখলিকৈরপি ॥৬১॥
তথাশ্মকুট্টৈর্বানেয়ৈর্মুনিভির্বহুভির্বৃতম্‌ ।
স্বাধ্যায়ঘোষসংঘুষ্টং মৃগযূথশতাকুলম্‌ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীতি। কাশ্মর্য্যা গাম্ভারীবৃক্ষাঃ, প্লক্ষাঃ পর্কটীবৃক্ষাঃ। সরস্বতীতীরে রোহন্তি উৎপদ্যন্তে যে তে তৈঃ। অতিমুক্তকষণ্ডৈর্মাধবীলতাসমূহৈঃ। কদলীবনানি ভূয়িষ্ঠানি বহুলানি যত্র তৎ, দৃষ্টৌ কান্তং সুন্দরম্‌, অতএব মনোহরং চিত্তাকর্ষকম্‌। বায়্বম্বুফলপর্ণানি অদন্তি ভক্ষয়ন্তীতি তৈঃ। দন্তা এব উলূখলিকানি খাদ্যনিষ্পেষকযন্ত্রাণি যেষাং তে তৈঃ। অশ্মকুট্টৈঃ প্রাগুক্তৈঃ, বানেয়ৈর্বনবাসিভিঃ। স্বাধ্যায়ঘোষৈর্ব্বেদপাঠধ্বনিভিঃ সংঘুষ্টং শব্দিতম্‌। মৃগযূথানাং হরিণসমূহানাং শতেন আকুলং ব্যাপ্তম্‌। অহিংস্রৈর্হিংসারহিতৈঃ,

ভারতভাবদীপঃ

শ্রোতুমিতি শেষঃ ॥৩৬—৪৮॥ যজ্ঞোপবীতৈঃ যজ্ঞসূত্রৈঃ, তীর্থং ত্রেতাগ্নীনামুত্তরভাগং তীর্থত্বেন শ্রৌতে প্রসিদ্ধং নির্ম্মিমায় নির্ম্মায়েত্যর্থঃ ॥৪৯॥ নিরাশং সরস্বতীজললাভে ইত্যর্থঃ ॥৫০—৫৪॥ কুঞ্জান্‌ আত্মনো বাসস্থানানি তীর্থবিশেষাণীত্যর্থঃ ॥৫৮—৬৩॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫॥

মহারাজ ! তাহার পর বলরাম সরস্বতীনদীর প্রধানতীর্থ সপ্তসারস্বতে আগমন করিলেন। সেখানে বহুতর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং বদরী, ইঙ্গুদ, গাম্ভারী, পর্কটী, অশ্বত্থ, বিভীতক, কক্কোল, পলাশ, করীর, পীলুবৃক্ষ, সরস্বতীনদীর তীরজাত অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষ, করূষবন, বিল্ববৃক্ষ, আম্রাতকবৃক্ষ, মাধবীলতাসমূহ, পারিজাত-বৃক্ষ ও বহুতর কদলীবন থাকায়, সে স্থানটী দেখিতে সুন্দর ও চিত্ত আকর্ষণ করে। বায়ুভোজী, জলপায়ী, ফলাশী ও পর্ণভোজী, দন্তনিষ্পেষণে শস্যভক্ষী,

(৫৮)···বদরেঙ্গুদশ্যামাকা নি। (৫৯) কক্কোলৈশ্চ কপালৈশ্চ···পি। (৬২) তথাশ্মকুট্টৈর্বাতৈরৈঃ···নি।

অহিংস্রৈর্ধর্ম্মপরমৈর্নৃভিরত্যর্থসেবিতম্ ।
সপ্তসারস্বতং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ ।
যত্র মঙ্কণকঃ সিদ্ধস্তপস্তেপে মহামুনিঃ ॥৬৩॥ (কুলকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বততীর্থোপাখ্যানে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥*

—— ঃ*ঃ ——

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

——ঃ-০-ঃ——

জনমেজয় উবাচ ।
সপ্তসারস্বতং কস্মাৎ কশ্চ মঙ্কণকো মুনিঃ ।
কথং স সিদ্ধো ভগবান্ কশ্চাস্য নিয়মোঽভবৎ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্ম এব পরমঃ প্রাধান্যেনার্জনীয়ো যেষাং তৈঃ। সপ্তসারস্বতং তদাখ্যম্। মঙ্কণকো নাম। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৮—৬৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——ঃ*ঃ——

সপ্তেতি। সপ্তসারস্বতং নাম। নিয়মঃ তপঃপ্রকারঃ ॥১॥

অশ্মকুট্ট ও বনবাসী বহুতর মুনি সে তীর্থটাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছিলেন এবং সে স্থানে বেদধ্বনি হইতেছিল, বহুতর হরিণ বিচরণ করিতেছিল, আর হিংসাশূন্য ও ধর্ম্মপরায়ণ মানুষেরাই কেবল বাস করিতেছিলেন এবং যেখানে সিদ্ধ ও মহামুনি মঙ্কণক তপস্যা করিতেছিলেন ॥৫৮—৬৩॥

——ঃ০*০ঃ——

জনমেজয় বলিলেন—'সেই তীর্থের নাম—'সপ্তসারস্বত' হইল কেন ? মঙ্কণক-মুনি কে ? তিনি কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ? তাঁহার নিয়মই বা কিরূপ ছিল ? ॥১॥

* '...সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ...' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '...অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ...' নি।

কস্য বংশে সমুৎপন্নঃ কিঞ্চাধীতং দ্বিজোত্তম ! ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং যথাতত্ত্বং মহামুনে ! ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

রাজন্ ! সপ্ত সরস্বত্যো যাভির্ব্যাপ্তমিদং জগৎ ।
আহূতা বলবদ্ভির্হি তত্র তত্র সরস্বতী ॥৩॥
সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা ।
সরস্বতী চৌঘবতী সুরেণুর্বিমলোদকা ॥৪॥
পিতামহস্য মহতো বর্ত্তমানে মহামখে ।
বিততে যজ্ঞবাটে বৈ সংসিদ্ধেষু দ্বিজাতিষু ॥৫॥
পুণ্যাহঘোষৈর্বিমলৈর্বেদানাং নিনদৈস্তথা ।
দেবেষু চৈব ব্যগ্রেষু তস্মিন্ যজ্ঞবিধৌ তদা ॥৬॥
তত্র চৈব মহারাজ ! দীক্ষিতে প্রপিতামহে ।
যজতস্তস্য সত্রেণ সর্বকামসমৃদ্ধিনা ॥৭॥
মনসা চিন্তিতা হ্যর্থা ধর্ম্মার্থকুশলৈস্তদা ।
উপতিষ্ঠন্তি রাজেন্দ্র ! দ্বিজাতীংস্তত্র তত্র হ ॥৮॥ (কলাপকম্

ভারতকৌমুদী

কস্যেতি । কিং কিয়ৎ । তত্ত্বং যাথার্থ্যমনতিক্রম্যেতি যথাতত্ত্বম্ ॥২॥
রাজন্নিতি । সরস্বত্যো নদ্যঃ । আহূতা আহ্বানীতা ॥৩॥
সরস্বত্যাঃ সপ্ত নামান্যাহ সুপ্রভেতি । আসাং প্রবৃত্তির্বক্ষ্যতে ॥৪॥
পিতেতি । পিতামহস্য ব্রহ্মণঃ । মহামখে মহাযজ্ঞে । বিততে বিস্তৃতে, যজ্ঞস্য বাটে

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ! মঙ্কণক কোন্ বংশে জন্মিয়াছিলেন ? এবং তিনি কতদূর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ? এই সকল বৃত্তান্ত আমি যথাযথভাবে জানিতে ইচ্ছা করি' ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! সরস্বতীনদী সাতটী—সেগুলিতে এই জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। প্রভাবশালী লোকেরা সেই সেই স্থানে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন ॥৩॥

সরস্বতীনদীর সাতটী নাম—সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা ॥৪॥

(২)…এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিধিবদ্দ্বিজসত্তম !—পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৩) সপ্তনদ্যঃ সরস্বত্যাঃ…নি। (৭)…জুহ্বতস্তত্র সত্রে চ সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়া—পি।

জগুশ্চ তত্র গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
বাদিত্রাণি চ দিব্যানি বাদয়ামাসুরঞ্জসা ॥৯॥
তস্য যজ্ঞস্য সম্পত্ত্যা তুতুষুর্দেবতা অপি।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কিমু মানুষযোনয়ঃ ॥১০॥
বর্ত্তমানে তথা যজ্ঞে পুষ্করস্থে পিতামহে।
অব্রুবন্নৃষয়ো রাজন্! নায়ং যজ্ঞো মহাগুণঃ ॥১১॥
ন দৃশ্যতে সরিৎশ্রেষ্ঠা যস্মাদিহ সরস্বতী।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রীতঃ সস্মারাথ সরস্বতীম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

স্থানে। সংসিদ্ধেষু সমাগতেষু। ব্যগ্রেষু নানাকার্য্যব্যাসক্তেষু। দীক্ষিতে প্রবৃত্তে। সত্রেণ যজ্ঞেন। অর্থা বস্তূনি। ধর্ম্মার্থকুশলৈর্দ্বিজাতিভিঃ। উপতিষ্ঠন্তি আগচ্ছন্তি স্ম ॥৫—৮॥

জগুরিতি। দিব্যানি স্বর্গীয়াণি, অঞ্জসা সামঞ্জস্যেন ॥৯॥

তস্যেতি। সম্পত্ত্যা নিষ্পত্ত্যা। তত্র কিমু বক্তব্যমিতি শেষঃ ॥১০॥

বর্ত্তেতি। পুষ্করস্থে পুষ্করতীর্থস্থিতে। মহান্ গুণ উৎকর্ষো যত্র স তাদৃশঃ ॥১১॥

কথং মহাগুণো নেত্যাহ নেতি। ভগবান্ ব্রহ্মা ॥১২॥

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ! পূর্ব্বকালে পূজনীয় ব্রহ্মার মহাযজ্ঞ চলিতে লাগিলে, বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে ব্রাহ্মণেরা আগমন করিলে, নির্ম্মল পুণ্যাহধ্বনি ও বেদধ্বনিতে সমস্ত দিক্ পূর্ণ হইলে, সেই যজ্ঞকার্য্যে দেবতারা নানাব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলে, ব্রহ্মা সেই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে এবং তিনি সমস্ত দ্রব্যসম্ভারদ্বারা যজ্ঞ করিতে লাগিলে, ধর্ম্মার্থনিপুণ ব্রাহ্মণেরা মনে মনে চিন্তা করিবামাত্রই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল সেই সেই স্থানে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল ॥৫—৮॥

সেই যজ্ঞে গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে লাগিল, অপ্সরারা নৃত্য করিতে থাকিল এবং অন্যান্য লোকেরা সেই নৃত্য ও গীতের সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্বর্গীয় বাদ্য সকল বাজাইতে লাগিল ॥৯॥

সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ায় দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাতে মানুষেরা যে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল, সে বিষয়ে আর বক্তব্য আছে কি? ॥১০॥

রাজা! ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে থাকিয়া, যখন সেই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছিলেন; তখন তত্রত্য ঋষিরা বলিলেন—'এ যজ্ঞ বিশেষ উৎকৃষ্ট হইতেছে না ॥১১॥

কারণ, এখানে নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে দেখা যাইতেছে না'। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীনদীকে স্মরণ করিলেন ॥১২॥

পিতামহেন যজতা আহূতা পুষ্করেষু বৈ।
সুপ্রভা নাম রাজেন্দ্র! নাম্না তত্র সরস্বতী ॥১৩॥
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়স্তুষ্টাস্ত্বরাযুক্তাং সরস্বতীম্।
পিতামহং মানয়ন্তীং ক্রতুং তে বহু মেনিরে ॥১৪॥
এবমেষা সরিৎশ্রেষ্ঠা পুষ্করেষু সরস্বতী।
পিতামহার্থং সম্ভূতা তুষ্ট্যর্থঞ্চ মনীষিণাম্ ॥১৫॥
নৈমিষে মুনয়ো রাজন্! সমাগম্য সমাসতে।
তত্র চিত্রাঃ কথা হ্যাসন্ বেদং প্রতি জনেশ্বর! ॥১৬॥
যত্র তে মুনয়ো হ্যাসন্ নানাস্বাধ্যায়বেদিনঃ।
তে সমাগম্য মুনয়ঃ সস্মরুর্বৈ সরস্বতীম্ ॥১৭॥
সা তু ধ্যাতা মহারাজ! ঋষিভিঃ সত্রযাজিভিঃ।
সমাগতানাং রাজেন্দ্র! সহায়ার্থং মহাত্মনাম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্রভায়া আবির্ভাবমাহ পিতেতি। নাম প্রসিদ্ধা আবির্ভূতেতি শেষঃ ॥১৩॥
তামিতি। ত্বরাযুক্তাং প্রবহণে। মানয়ন্তীং গৌরবাস্পদং কুর্ব্বতীম্ ॥১৪॥
এবমিতি। মনীষিণাং তত্রত্যানাং মুনীনাম্ ॥১৫॥
কাঞ্চনাক্ষ্যা আবির্ভাবমাহ চতুর্ভিঃ নৈমিষ ইতি। সমাসতে অবতিষ্ঠন্তে স্ম ॥১৬॥
যত্রেতি। নানাস্বাধ্যায়বেদিনো বহুবেদজ্ঞাঃ ॥১৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে যজ্ঞ করিতে থাকিয়া সরস্বতীনদীকে আহ্বান করিলেন, তাহাতে সেখানে সরস্বতীনদী আবির্ভূত হইল, তাহার নাম হইল—'সুপ্রভা' ॥১৩॥

সরস্বতীনদী সেখানে ব্রহ্মার গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকিয়া বেগে আবির্ভূত হইলে, মুনিরা তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সেই যজ্ঞের গৌরব করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

এইভাবে নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী ব্রহ্মার আহ্বানে মুনিগণের সন্তোষের জন্য পুষ্করতীর্থে আবির্ভূত হইয়াছিল ॥১৫॥

নরনাথ রাজা! পূর্ব্বকালে মুনিরা নৈমিষারণ্যে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন; তখন সেখানে বেদবিষয়ে বিচিত্র কথা চলিতেছিল ॥১৬॥

সেই বেদবিদ্ মুনিরা যেস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহারা সেইস্থানে সম্মিলিত হইয়া সরস্বতীনদীকে স্মরণ করিলেন ॥১৭॥

(১৪)…মুনয়স্তত্রাস্ত্বরাযুক্তাং…পিতামহং চালয়ন্তীম্…পি।

আজগাম মহাভাগ তত্র পুণ্যা সরস্বতী।
নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষী তু মুনীনাং সত্রযাজিনাম্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
আগতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা তত্র ভারত! পূজিতা।
গয়স্য যজমানস্য গয়েম্বেব মহাক্রতুম্ ॥২০॥
আহূতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী।
বিশালাং তাং গয়েষ্বাহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২১॥
সরিৎ সা হিমবৎপার্শ্বাৎ প্রস্রুতা শীঘ্রগামিনী।
ঔদ্দালকে তথা যজ্ঞে যজতস্তস্য ভারত! ॥২২॥
সমেতে সর্বতঃ স্ফীতে মুনীনাং মণ্ডলে তদা।
উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে রাজন্! মহাত্মনঃ ॥২৩॥
উদ্দালকেন যজতা পূর্ব্বং ধ্যাতা সরস্বতী।
আজগাম সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তং দেশমৃষিকারণাৎ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সেতি। সত্রযাজিভির্যাগবিশেষকারিভিঃ। সহায়ার্থং যজ্ঞে সাহায্যকরণার্থম্। কাঞ্চনাক্ষী নাম, মুনীনাং স্নানাদিকার্য্যসম্পাদিকেতি শেষঃ ॥১৮—১৯॥

বিশালাবির্ভাবমাহ স্বাভ্যামাগতেতি। যজমানস্য কুর্ব্বতঃ। গয়েষু তদাখ্যদেশে ॥২০॥

আহূতেতি। আহূতা ঋত্বিগ্ভিরাহূয়ানীতা। সংশিতব্রতা দৃঢ়নিয়মাঃ ॥২১॥

সরিদিতি। প্রস্রুতা নির্গতা। ঔদ্দালকে ঔদ্দালকমুনিকৃতে ॥২২॥

সমেত ইতি। সমেতে সম্পন্নে। মণ্ডলে সমূহে, স্ফীতে বিশালে। কোশলাভাগে কোশলদেশৈকদেশে। ঋষিকারণাৎ উদ্দালকস্যৈব কার্য্যসম্পাদনার্থম্ ॥২৩—২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ! যজ্ঞের সাহায্য করিবার জন্য সমাগত মুনিগণের কার্য্য-সাধনোদ্দেশে যজ্ঞকারী মুনিরা স্মরণ করিলে, মহাভাগা ও পবিত্রা সরস্বতীনদী সেস্থানে আগমন করিল এবং যজ্ঞকারী মুনিগণের সেই নৈমিষারণ্যে সরস্বতীনদী 'কাঞ্চনাক্ষী' নামে প্রসিদ্ধ হইল ॥১৮—১৯॥

ভরতনন্দন! গয়রাজা গয়দেশে এক মহাযজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই যজ্ঞে তাঁহার আহ্বানে জগৎপূজিত নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেস্থানে আগমন করিয়াছিল ॥২০॥

গয়দেশে গয়যজ্ঞে আহূতা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে দৃঢ়ব্রত মুনিরা 'বিশালা' বলিয়া থাকেন ॥২১॥

ভরতনন্দন! উদ্দালক ঋষি যজ্ঞ করিতে থাকিয়া আহ্বান করিলে, সেই শীঘ্রগামিনী সরস্বতীনদী হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া সেই যজ্ঞে আসিয়াছিল ॥২২॥

(২০)…গয়েম্বেব মহানদী—পি।

পূজ্যমানা মুনিগণৈর্বল্কলাজিনসংবৃতৈঃ।
মনোরমেতি বিখ্যাতা সা হি তৈর্মনসা কৃতা ॥২৫॥
ওঘবত্যপি রাজেন্দ্র! বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
সমাহূতা কুরুক্ষেত্রে দিব্যতোয়া সরস্বতী ॥২৬॥
সুরেণুর্ঋষভে দ্বীপে পুণ্যে রাজর্ষিসেবিতে।
কুরোশ্চ যজমানস্য কুরুক্ষেত্রে মহাত্মনঃ।
আজগাম মহাভাগা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥২৭॥
বিমলোদা ভগবতী ব্রহ্মণা যজতা পুনঃ।
সমাহূতা যযৌ তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

পূজ্যেতি। বল্কলাজিনসংবৃতৈঃ তরুবল্কলকৃষ্ণসারচর্ম্মাবৃতদেহৈঃ ॥২৫॥
ওঘেতি। ওঘঃ প্রশস্তো জলবেগঃ অস্যা অস্তীতি সা ॥২৬॥
সুরেণুরিতি। যজমানস্য যজ্ঞং কুর্ব্বতঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৭॥
বিমলেতি। বিমলমুদকং যস্যাঃ সা, ভগবতী পাপক্ষয়জনকতয়া মাহাত্ম্যবতী ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

সপ্তেতি ॥১—১৬॥ সম্বরুঃ স্মৃতবন্তঃ ॥১৭—১৯॥ গয়েষু গয়দেশেষু ॥২০—২৬॥ সুরেণু-রুদ্দেশে ষষ্ঠী যদ্যপি তথাপি পঞ্চমে স্থানে কীর্ত্ত্যতে, শ্লোকানাং পৌর্ব্বাপর্য্যং বা বিজ্ঞেয়ম্

রাজা! তখন পবিত্র উত্তরকোশল দেশে এক বিশাল মুনিমণ্ডল সমবেত হইলে, যজ্ঞকারী উদ্দালকমুনি স্মরণ করিলে, নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেই মুনির কার্য্য সম্পাদনের জন্য সেখানে আগমন করিল ॥২৩—২৪॥

তরুবল্কল ও মৃগচর্ম্মধারী মুনিরা আদর করিতেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা মনে করিতেন বলিয়া তত্রত্য সরস্বতীনদীর নাম হইয়াছে—'মনোরমা' ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা বশিষ্ঠ কুরুক্ষেত্রে থাকিয়া দিব্যজলা সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন; তাহার নাম হইয়াছে—'ওঘবতী' ॥২৬॥

রাজর্ষিগণসেবিত পবিত্র ঋষভদ্বীপে এবং কুরুক্ষেত্রে মহাত্মা কুরুরাজার যজ্ঞ করিবার সময়ে নদীশ্রেষ্ঠা মহাভাগা সরস্বতী সেখানে আগমন করিয়াছিল; তাহারই নাম—'সুরেণু' ॥২৭॥

ব্রহ্মা পবিত্র হিমালয়পর্ব্বতে যজ্ঞ করিতে থাকিয়া, মাহাত্ম্যবতী সরস্বতীনদীকে

(২৫) ইতঃ পরং
'দক্ষেণ যজতা চাপি গঙ্গাদ্বারে সরস্বতী। সুরেণুরিতি বিখ্যাতা প্রস্রুতা শীঘ্রগামিনী ॥'
শ্লোকোঽয়মধিকঃ বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

একীভূতাস্ততস্তাস্তু তস্মিংস্তীর্থে সমাগতাঃ।
সপ্তসারস্বতং তীর্থং ততস্তৎ প্রথিতং ভুবি ॥২৯॥
ইতি সপ্ত সরস্বত্যো নামতঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সপ্তসারস্বতঞ্চৈব তীর্থং পুণ্যং তথা স্মৃতম্ ॥৩০॥
শৃণু মঙ্কণকস্যাপি কৌমারব্রহ্মচারিণঃ।
আপগামবগাঢ়স্য রাজন্! প্রক্রীড়িতং মহৎ ॥৩১॥
দৃষ্ট্বা যদৃচ্ছয়া তত্র স্ত্রিয়মম্ভসি ভারত!।
স্নায়ন্তীং রুচিরাপাঙ্গীং দিগ্বাসসমনিন্দিতাম্।
সরস্বত্যাং মহারাজ! চস্কন্দে বীর্য্যমম্ভসি ॥৩২॥
তদ্রেতঃ স তু জগ্রাহ কলসে বৈ মহাতপাঃ।
সপ্তধা প্রবিভাগস্তু কলসস্থং জগাম হ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং সপ্তসারস্বতপদব্যুৎপত্তিমাহ একীতি। একীভূতা মুনিমাহাত্ম্যাৎ ॥২৯॥

ইতীতি। ইতীতি জনমেজয়প্রশ্নোত্তরসমাপ্তৌ ॥৩০॥

শৃণ্বিতি। আপগাং সরস্বতীং নদীম্, অবগাঢ়স্য নিত্যং স্নানেনালোড়িতবতঃ ॥৩১॥

দৃষ্ট্বেতি। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া। স্নায়ন্তীং স্নানং কুর্ব্বতীম্। চস্কন্দে পপাত। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

তদিতি। কলসস্থং তদ্রেত ইতি শেষঃ ॥৩৩॥

আহ্বান করিয়াছিলেন; তাহাতে সরস্বতী সে স্থানে গিয়াছিল। তাহারই নাম—'বিমলোদা' ॥২৮॥

তাহার পর সেই সাতটা সরস্বতীনদী এক হইয়া সেই তীর্থে গমন করিয়াছিল বলিয়া, জগতে তাহার 'সপ্তসারস্বত' নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥২৯॥

রাজা! এই আপনার নিকট সরস্বতীনদীর সাতটী নাম বলিলাম এবং পবিত্র সপ্তসারস্বততীর্থের কথাও কহিলাম ॥৩০॥

রাজা! এখন আপনি কুমারব্রহ্মচারী ও প্রত্যহ সরস্বতীস্নায়ী মঙ্কণকমুনিরও প্রশস্ত চরিত্র শ্রবণ করুন ॥৩১॥

ভরতনন্দন মহারাজ! কোন সময়ে ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে অনিন্দ্যসুন্দরী ও চারু-নয়না একটী রমণী নগ্ন হইয়া সরস্বতীনদীর জলে স্নান করিতেছিল; তাহাকে দেখিয়া মঙ্কণকমুনির বীর্য্যস্খলন হইল ॥৩২॥

(৩২)···স্নানায় রুচিরাপাঙ্গীম্···পি।

তত্রর্ষয়ঃ সপ্ত জাতা জজ্ঞিরে মরুতাং গণাঃ।
বায়ুবেগো বায়ুবলো বায়ুহা বায়ুমণ্ডলঃ ॥৩৪॥
বায়ুজ্বালো বায়ুরেতা বায়ুচক্রশ্চ বীর্য্যবান্।
এবমেতে সমুৎপন্না মরুতা জনয়িষ্ণবঃ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)
ইদমত্যদ্ভুতং রাজন্! শৃণ্বাশ্চর্য্যতরং ভুবি।
মহর্ষেশ্চরিতং যাদৃক্ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৩৬॥
পুরা মঙ্কণকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি বিশ্রুতম্।
ক্ষতঃ কিল করে রাজন্! তস্য শাকরসোঽস্রবৎ ॥৩৭॥
স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টঃ প্রনৃত্তবান্।
ততস্তস্মিন্ প্রনৃত্তে বৈ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ।
প্রনৃত্তমুভয়ং বীর! তেজসা তস্য মোহিতম্ ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। জজ্ঞিরে পুনস্তেভ্য এব সপ্তর্ষিভ্যঃ। তেষামৃষীণাং নামান্যাহ বায়ুবেগ ইতি। বায়ুং হন্তীতি বায়ুহা। মরুতামূনপঞ্চাশদ্বায়ুনাম্, জনয়িষ্ণবো জনয়িতারঃ ॥৩৪—৩৫॥

ইদমিতি। মহর্ষের্মঙ্কণকস্য ॥৩৬॥

পুরেতি। শাকস্য রসো নির্য্যাসঃ, অস্রবৎ নিরগচ্ছৎ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৬—৩১॥ স্বায়ন্তীং স্বাতীম্ ॥৩২—৩৪॥ মরুতাং প্রাগ্ বায়ুনামেকোনপঞ্চাশতাম্, এতেষাং তপসা মরুতোঽদিত্যামুৎপন্না ইতি কল্পান্তরবিষয়োঽয়মর্থঃ ॥৩৫॥ ইদমত্যদ্ভুতং রাজন্নিত্যস্য তাৎপর্য্যম্—যোগেন সিদ্ধস্য কায়স্য পরিণামান্তরং হ্রাসবৃদ্ধ্যাদিকং ন জায়তেঽতস্তত্র প্রবিষ্টোঽন্নরসোঽপরিণমমান এব দেহান্নিঃসরতি তং দৃষ্ট্বা আত্মনঃ সিদ্ধকায়ত্বং মত্বা মঙ্কণকো

তৎক্ষণাৎ মহাতপা মঙ্কণকমুনি সেই বীর্য্য একটী কলসে ধারণ করিলেন এবং তাহা সাত ভাগে বিভক্ত হইল ॥৩৩॥

সেই কলসমধ্যে সাত জন ঋষি জন্মিয়াছিলেন এবং সেই সাত ঋষি হইতে আবার ঊনপঞ্চাশদ্বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সাতজন ঋষির নাম যথা—বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা এবং বলবান্ বায়ুচক্র। ঊনপঞ্চাশদ্বায়ুর জনক এই ঋষিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৩৪—৩৫॥

রাজা! ত্রিভুবনবিখ্যাত মহর্ষি মঙ্কণকের এই আর একটী অত্যদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করুন—॥৩৬॥

রাজা! আমরা শুনিয়াছি—পূর্ব্বে মঙ্কণকমুনির হস্ত কুশাগ্রে ক্ষত হইয়াছিল; তখন তাহা হইতে শাকের রস নির্গত হইতে লাগিল ॥৩৭॥

ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈ রাজন্! ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ।
বিজ্ঞপ্তো বৈ মহাদেব ঋষেরর্থে নরাধিপ!।
নায়ং নৃত্যেদ্‌যথা দেব! তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥৩৯॥
ততো দেবো মুনিং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টমতীব হ।
সুরাণাং হিতকামার্থং মহাদেবোঽভ্যভাষত ॥৪০॥
হংহো! ব্রাহ্মণ! ধর্ম্মজ্ঞ! কিমর্থং নৃত্যতে ভবান্।
হর্ষস্থানং কিমর্থঞ্চ তবেদমধিকং মুনে!।
তপস্বিনো ধর্ম্মপথে স্থিতস্য দ্বিজসত্তম! ॥৪১॥

ঋষিরুবাচ।

কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্! করাচ্ছাকরসং স্রুতম্।
যং দৃষ্ট্বাহং প্রনৃত্তো বৈ হর্ষেণ মহতা বিভো! ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। হর্ষাবিষ্টঃ, করাচ্ছাকরসস্রাবদর্শনেনাত্মনো নিখিলপদার্থগতত্বজ্ঞানাদিতি ভাবঃ। প্রনৃত্তবান্ প্রকর্ষেণ নৃত্তং কৃতবান্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৮॥
ব্রহ্মেতি। অর্থে নৃত্যনিবৃত্ত্যর্থে, অন্যথা জগদ্ধ্বংসসম্ভব ইতি ভাবঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৯॥
তত ইতি। মুনিং নৃত্যন্তং মঙ্কণকম্ ॥৪০॥
হংহো ইতি। হর্ষস্য স্থানং হেতুরাগচ্ছদিতি শেষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪১॥
কিমিতি। হে ব্রহ্মন্! পরমাত্মন্! স্রুতং নির্গতম্ ॥৪২॥

বীর! মঙ্কণকমুনি সেই শাকরস দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন; তখন স্থাবর ও জঙ্গম উভয় পদার্থই তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিল ॥৩৮॥

নরনাথ রাজা! সেই সময়ে ব্রহ্মাদিদেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ মঙ্কণকমুনির নৃত্য নিবৃত্তির জন্য যাইয়া মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন যে—'দেব! মঙ্কণকমুনি যাহাতে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহা করুন' ॥৩৯॥

তাহার পর দেবদেব মহাদেব আসিয়া মঙ্কণকমুনিকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখিয়া, দেবগণের হিতসাধনের জন্য বলিলেন—॥৪০॥

'মুনি! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ! ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি নৃত্য করিতেছ কেন? তুমি তপস্বী ও ধর্ম্মপথে স্থিত; সুতরাং তোমার এরূপ আনন্দ আসিল কেন?' ॥৪১॥

মঙ্কণকমুনি বলিলেন—'প্রভু! পরমাত্মা! আমার হস্ত হইতে শাকের রস

---

(৪১) ভো! ভো! ব্রাহ্মণ!.. পি নি।

তং প্রহস্যাব্রবীদ্দেবো মুনিং রাগেণ মোহিতম্।
অহং ন বিস্ময়ং বিপ্র! গচ্ছামীতি প্রপশ্য মাম্ ॥৪৩॥
এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং মহাদেবেন ধীমতা।
অঙ্গুল্যগ্রেণ রাজেন্দ্র! স্বাঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতোঽভবৎ ॥৪৪॥
ততো ভস্ম ক্ষতাদ্রাজন্! নির্গতং হিমসন্নিভম্।
তদ্দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো রাজন্! স মুনিঃ পাদয়োর্গতঃ ॥৪৫॥
মেনে দেবং মহাদেবমিদঞ্চোবাচ বিস্মিতঃ।
নান্যং দেবাদহং মন্যে রুদ্রাৎ পরতরং মহৎ ॥৪৬॥
সুরাসুরস্য জগতো গতিস্ত্বমসি শূলধৃক্!।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং বদন্তীহ মনীষিণঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। রাগেণ আনন্দেন। মাং প্রপশ্য মদঙ্গুষ্ঠে দৃষ্টিং নিধেহি ॥৪৩॥
এবমিতি। সময়োপযোগিকার্য্যকরণাদেব ধীমত্ত্বমিতি ভাবঃ ॥৪৪॥
তত ইতি। হিমসন্নিভং শুভ্রম্। ব্রীড়িতঃ অন্যস্যাপি রক্তেতরবস্তুনির্গমদর্শনাৎ ॥৪৫॥
মেন ইতি। পরতরং শ্রেষ্ঠতরম্, মহদিতি ক্লীবত্বমার্ষম্ ॥৪৬॥
সুরেতি। সুরাসুরস্য সুরাসুরাদিযুক্তস্য। গতিরাশ্রয়ঃ ॥৪৭॥

যে নির্গত হইতেছে, তাহা আপনি দেখিতেছেন না কি? যাহা দেখিয়া আমি গুরুতর আনন্দবশতঃ নৃত্য করিতেছি' ॥৪২॥

মঙ্কণকমুনিকে আনন্দমুগ্ধ দেখিয়া, মহাদেব হাস্য করিয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আমি তোমার ঐ ঘটনায় বিস্ময়াপন্ন হই নাই। তুমি আমাদের দিকে চাহিয়া দেখ—' ॥৪৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! বুদ্ধিমান্ মহাদেব মুনিশ্রেষ্ঠ মঙ্কণককে এই কথা বলিয়া, একটী অঙ্গুলির অগ্রদ্বারা নিজের অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিলেন ॥৪৪॥

রাজা! তাহার পর মহাদেব অঙ্গুষ্ঠের সেই ক্ষতদেশ হইতে হিমের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ভস্ম নির্গত হইল। তাহা দেখিয়া মঙ্কণকমুনি লজ্জিত হইয়া মহাদেবের পাদযুগলে পতিত হইলেন ॥৪৫॥

ক্রমে মঙ্কণকমুনি সেই দেবকে মহাদেব বলিয়া মনে করিলেন এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—'আমি মনে করি—অন্য কোন দেবতাই রুদ্রদেব হইতে শ্রেষ্ঠতর বা প্রধানতর নহেন ॥৪৬॥

(৪৫)…নির্দ্ধূতং হিমসন্নিভম্…পি।

ত্বামেব সর্ব্বং বিশতি পুনরেব যুগক্ষয়ে।
দেবৈরপি ন শক্যস্ত্বং পরিজ্ঞাতুং কুতো ময়া ॥৪৮॥
ত্বয়ি সর্বে স্ম দৃশ্যন্তে ভাবা যে জগতি স্থিতাঃ।
ত্বামুপাসন্ত বরদং দেবা ব্রহ্মাদয়োঽনঘ! ॥৪৯॥
সর্ব্বস্ত্বমসি দেবানাং কর্ত্তা কারয়িতা চ হ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্বে মোদন্তীহাকুতোভয়াঃ।
এবং স্তুত্বা মহাদেবং স ঋষিঃ প্রণতোঽভবৎ ॥৫০॥
যদিদং চাপলং দেব! কৃতমেতৎ স্ময়াদিকম্।
অতঃ প্রসাদয়ামি ত্বাং তপো মে ন ক্ষরেদিতি ॥৫১॥
ততো দেবঃ প্রীতমনাস্তমৃষিং পুনরব্রবীৎ।
তপস্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র! মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা।
আশ্রমে চেহ বৎস্যামি ত্বয়া সার্দ্ধমহং সদা ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

ত্বামিতি। ত্বামেব সর্ব্বং বিশতি, "যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইতি শ্রুতেঃ ॥৪৮॥
ত্বয়ীতি। ভাবাঃ পদার্থাঃ। "তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" ইতি শ্রুতেঃ ॥৪৯॥
সর্ব্ব ইতি। দেবানামিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বেষামেব জীবানামিত্যর্থঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫০॥
যদিতি। স্ময়াদিকং বিস্ময়ানন্দনিমিত্তকম্। ন ক্ষরেৎ ন ক্ষীয়েত ॥৫১॥

শূলপাণি! দেবাসুরাদিসমন্বিত সমগ্র জগতের আপনিই আশ্রয় এবং আপনিই এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন ॥৪৭॥

আবার প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ আপনাতেই যাইয়া প্রবেশ করে। সুতরাং দেবতারাও আপনাকে জানিতে পারেন না; তাহাতে আমি জানিব কি করিয়া ॥৪৮॥

নিষ্পাপ মহাদেব! জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহা আপনাতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্যই ব্রহ্মাদি দেবগণ বরদাতা আপনারই উপাসনা করিয়াছেন ॥৪৯॥

দেবদেব! আপনিই দেবগণের সর্বময় কর্ত্তা ও কার্য্যকারয়িতা এবং দেবতারা সকলে আপনারই অনুগ্রহে এই জগতে অকুতোভয়ে আমোদ করিয়া থাকেন'। মঙ্কণকমুনি এইরূপ স্তব করিয়া, মহাদেবের চরণে প্রণত হইলেন ॥৫০॥

(পরে মঙ্কণকমুনি বলিলেন—) 'দেব! বিস্ময় ও আনন্দনিবন্ধন আমি এই যে চপলতা করিয়া ফেলিয়াছি; তাহার জন্যই আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি—আমার যেন তপঃক্ষয় হয় না' ॥৫১॥

(৫০) ইতঃ পরং বহব এব শ্লোকা অধিকাঃ নি। (৫১)···কৃতং মন্নর্ত্তনাদিকম্··পি।

সপ্তসারস্বতে চাস্মিন্ যো মামর্চ্চিষ্যতে নরঃ।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিদ্ভবিতেহ পরত্র বা।
সারস্বতঞ্চ তে লোকং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৫৩॥
এতন্মঙ্কণকস্যাপি চরিতং ভূরিতেজসঃ।
স হি পুত্রঃ সুকন্যায়ামুৎপন্নো মাতরিশ্বনা ॥৫৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বততীর্থোপাখ্যানে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। আশ্রমে চেহ বৎস্যামি, ত্বৎতপঃফলমিদমিতি ভাবঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫২॥

সপ্তেতি। সরস্বত্যা ব্রাহ্ম্যা অয়মিতি সারস্বতস্তম্। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫৩॥

এতদিতি। চরিতমুক্তমিতি শেষঃ। মাতরিশ্বনা বায়ুনা ॥৫৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

ভারতভাবদীপঃ

গর্ব্বেণ নৃত্যতি, তদেব ক্ষয়শূন্যত্বং দেহস্য মহতী যোগসিদ্ধিঃ, দেহস্য ভস্মভূতত্বন্তু মহীয়সী সিদ্ধিরিত্যেতদ্রুদ্রো দর্শয়ংস্তস্য গর্ব্বং পরিহরতীতি ॥৩৬—৫০॥ স্বয়াদিকং গর্ব্বাদিকম্ ॥৫১—৫৪॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬॥

তাহার পর মহাদেব মঙ্কণকমুনিকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! তোমার তপস্যা সহস্র গুণে বৃদ্ধি লাভ করুক এবং তোমার সেই তপস্যার ফলে আমি এই আশ্রমে তোমার সহিত সর্বদা বাস করিব ॥৫২॥

যে লোক এই সপ্তসারস্বততীর্থে আমার পূজা করিবে, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কোন বস্তুই দুর্লভ হইবে না এবং সে লোক ব্রহ্মলোকে গমন করিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥৫৩॥

এই মহাতেজা মঙ্কণকমুনির চরিত্র বলিলাম। তিনি বায়ুর ঔরসে সুকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৫৪॥

* '…অষ্টত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ…' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ…' নি।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

-:০*০:-

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উষিত্বা তত্র রামস্তু সংপূজ্যাশ্রমবাসিনঃ।
তথা মঙ্কণকে প্রীতিং শুভাঞ্চক্রে হলায়ুধঃ ॥১॥
দত্ত্বা দানং দ্বিজাতিভ্যো রজনীং তামুপোষ্য চ।
পূজিতো মুনিসঙ্ঘৈশ্চ প্রাতরুত্থায় লাঙ্গলী ॥২॥
অনুজ্ঞাপ্য মুনীন্ সর্বান্ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ ভারত!।
প্রযযৌ ত্বরিতো রামস্তীর্থহেতোর্মহাবলঃ ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
তত ঔশনসং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ।
কপালমোচনং নাম যত্র মুক্তো মহামুনিঃ ॥৪॥
মহতা শিরসা রাজন্! গ্রস্তজঙ্ঘো মহোদরঃ।
রাক্ষসস্য মহারাজ! রামক্ষিপ্তস্য বৈ পুরা।
তত্র পূর্বং তপস্তপ্তং কাব্যেন সুমহাত্মনা ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

উষিত্বেতি। সংপূজ্য দানসৎকারাভ্যাম্। প্রীতিং ভক্তিম্ ॥১॥
দত্ত্বেতি। উপোষ্য তেষাং সমীপে স্থিত্বা। স্পৃষ্ট্বা স্নানেন ॥২—৩॥
তত ইতি। উশনসঃ শুক্রস্যেদমিত্যৌশনসম্। শিরসা মুখেন, গ্রস্তা আক্রান্তা জঙ্ঘা

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বলরাম সেই সপ্তসারস্বততীর্থে থাকিয়া, আশ্রমবাসিগণের সম্মান করিয়া, মঙ্কণকমুনির প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিলেন ॥১॥

ভরতনন্দন! মহাবল লাঙ্গলধারী বলরাম সেই সপ্তসারস্বততীর্থে একরাত্রি বাস করিয়া, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ধন দান ও সরস্বতীনদীর জলে স্নান করিলেন, পরে তত্রত্য মুনিরা তাঁহার সম্মান করিলে, তিনি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া, অপর তীর্থের কার্য্য করিবার জন্য ত্বরান্বিত হইয়া সেস্থান হইতে গমন করিলেন ॥২—৩॥

মহারাজ! তাহার পর বলরাম কপালমোচননামক শুক্রাচার্য্যের তীর্থে আগমন করিলেন; যে তীর্থে পূর্ব্বকালে দশরথনন্দন রামচন্দ্র একটা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলে, সেই মস্তকটা মহোদরমুনির জঙ্ঘাদেশে লাগিয়া গিয়াছিল; পরে

যত্রাস্য নীতিরখিলা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ।
যত্রস্থশ্চিন্তয়ামাস দৈত্যদানববিগ্রহম্ ॥৬॥
তৎ প্রাপ্য চ বলো রাজন্! তীর্থপ্রবরমুত্তমম্।
বিধিবদ্বৈ দদৌ বিত্তং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

জনমেজয় উবাচ।

কপালমোচনং ব্রহ্মন্! কথং যত্র মহামুনিঃ।
মুক্তঃ কথঞ্চাস্য শিরো লগ্নং কেন চ হেতুনা ॥৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুরা বৈ দণ্ডকারণ্যে রাঘবেণ মহাত্মনা।
বসতা রাজশার্দ্দূল! রাক্ষসান্ শময়িষ্যতা ॥৯॥
জনস্থানে শিরশ্ছিন্নং রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ।
ক্ষুরেণ শিতধারেণ তৎ পপাত মহাবনে ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যস্য সঃ, মহোদরো নাম। রামেণ দাশরথিনা ক্ষিপ্তস্য শিরশ্ছেদেন বিজিতস্য। কাব্যেন শুক্রেণ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪—৫॥

যত্রেতি। অস্য শুক্রস্য। চিন্তয়ামাস শুক্র এব। বলো বলদেবঃ। বিত্তং ধনম্ ॥৬—৭॥

কপালেতি। কপালমোচনং নাম। মহামুনির্মহোদরঃ। লগ্নং জঙ্ঘায়াম্ ॥৮॥

পুরেতি। শময়িষ্যতা নাশয়িষ্যতা। জনস্থানে তদাখ্যে বনৈকদেশে ॥৯—১০॥

মহামুনি মহোদর এই তীর্থে সেই মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে মহাত্মা শুক্রাচার্য্য তপস্যা করিয়াছিলেন ॥৪—৫॥

রাজা! মহাত্মা শুক্রাচার্য্য যেখানে থাকিয়া, সমগ্র নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি যেখানে থাকিয়া দৈত্য ও দানবগণের যুদ্ধবিষয়ে চিন্তা করিতেন; বলরাম সেই উত্তম তীর্থশ্রেষ্ঠে গমন করিয়া, যথাবিধানে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন ॥৬—৭॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি! মহামুনি মহোদর যেখানে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই তীর্থের নাম 'কপালমোচন' হইল কেন? এবং তাঁহার জঙ্ঘাদেশে মস্তক লগ্ন হইয়াছিলই বা কোন্ কারণে?' ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে মহাত্মা রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশ করিবেন বলিয়া দণ্ডকারণ্যে বাস করতঃ, সুধার একটা ক্ষুরপ্রদ্বারা জনস্থানে একটা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন; সেই মস্তকটা মহাবনে পতিত হইয়াছিল ॥৯—১০॥

মহোদরস্য তল্লগ্নং জঙ্ঘায়াং বৈ যদৃচ্ছয়া।
বনে বিচরতো রাজন্! অস্থি ভিত্ত্বাস্ফুরত্তদা ॥১১॥
স তেন লগ্নেন তদা দ্বিজাতির্ন শশাক হ।
অভিগন্তুং মহাপ্রাজ্ঞস্তীর্থান্যায়তনানি চ ॥১২॥
স পূতিনা বিস্রবতা বেদনার্ত্তো মহামুনিঃ।
জগাম সর্ব্বতীর্থানি পৃথিব্যাঞ্চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৩॥
স গত্বা সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাংশ্চ মহাতপাঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১৪॥
আপ্লুতঃ সর্ব্বতীর্থেষু ন চ মোক্ষমবাপ্তবান্।
স তু শুশ্রাব বিপ্রেন্দ্রো মুনীনাং বচনং মহৎ ॥১৫॥
সরস্বত্যাস্তীর্থবরং খ্যাতমৌশনসং তদা।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সিদ্ধক্ষেত্রমনুত্তমম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

মহোদরস্যেতি। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া। অস্থি মহোদরজঙ্ঘায়া এব ॥১১॥
স ইতি। ন শশাক, ভারাতিরেকান্মহাবেদনানুভবাচ্চেতি ভাবঃ ॥১২॥
স ইতি। পূতিনা বিকৃতরক্তেন, বিস্রবতা নির্গচ্ছতা ॥১৩॥
স ইতি। ভাবিতাত্মনাং তপসা নির্ম্মলীকৃতচিত্তানাম্ ॥১৪॥
আপ্লুত ইতি। আপ্লুতঃ কৃতস্নানঃ। মোক্ষং তস্মাদ্রাক্ষসমস্তকাৎ ॥১৫॥
সরস্বত্যা ইতি। উশনসঃ শুক্রস্যেদমৌশনসম। ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাত্তৎ ॥১৬॥

রাজা! তৎকালে মহোদরমুনি বনে বিচরণ করিতেছিলেন; সেই মস্তকটা যাইয়া তাঁহার জঙ্ঘাদেশে লাগিয়াছিল এবং তাহা তাঁহার জঙ্ঘার অস্থি ভেদ করিয়া কাঁপিতেছিল ॥১১॥

জঙ্ঘাদেশে সেই মস্তকটা লাগিয়া যাওয়ায় মহোদরমুনি তীর্থে বা পুণ্য আয়তনে গমন করিতে সমর্থ হন নাই ॥১২॥

আমরা শুনিয়াছি—পরে অনবরত পুঁজ নির্গত হইতে থাকায় বেদনার্ত্ত হইয়াও মহামুনি মহোদর পৃথিবীর সমস্ত তীর্থেই গমন করিয়াছিলেন ॥১৩॥

ক্রমে মহাতপা মহোদর সমস্ত নদী ও সমুদ্রে গমন করিয়া, নির্ম্মলচিত্ত ঋষিগণের নিকটে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন ॥১৪॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহোদর সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়াও সে রাক্ষসমস্তক হইতে মুক্তি পাইলেন না; তৎপরে তিনি মুনিদের নিকট সত্য কথা শুনিলেন ॥১৫॥

(১৫) আপ্লুত্য সর্ব্বতীর্থেষু···বঙ্গ নি। (১৬) সরস্বত্যাং তীর্থবরং···পি।

স তু গত্বা ততস্তত্র তীর্থমৌশনসং দ্বিজঃ।
তত ঔশনসে তীর্থে তস্যোপস্পৃশতস্তদা।
তচ্ছিরশ্চরণং মুক্ত্বা পপাতান্তর্জলে তদা ॥১৭॥
বিমুক্তস্তেন শিরসা পরং সুখমবাপ হ।
স চাপ্যন্তর্জলে মূর্দ্ধা জগামাদর্শনং বিভো! ॥১৮॥
ততঃ স বিশিরা রাজন্! পূতাত্মা বীতকল্মষঃ।
আজগামাশ্রমং প্রীতঃ কৃতকৃত্যো মহোদরঃ ॥১৯॥
সোঽথ গত্বাশ্রমং পুণ্যং বিপ্রমুক্তো মহাতপাঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥২০॥
তে শ্রুত্বা বচনং তস্য ততস্তীর্থস্য মানদ!।
কপালমোচনমিতি নাম চক্রুঃ সমাগতাঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উপস্পৃশতঃ স্নানং কুর্ব্বতঃ। অন্তর্জলে জলাভ্যন্তরে। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৭॥
বিমুক্ত ইতি। অবাপ, মহোদরঃ। স মূর্দ্ধা রাক্ষসমস্তকম্ ॥১৮॥
তত ইতি। বিগতং শিরো রাক্ষসমস্তকং যস্মাৎ সঃ। বীতকল্মষস্ত্যক্তপাপঃ ॥১৯॥
স ইতি। বিপ্রমুক্তো রাক্ষসমস্তকামুক্তঃ। ভাবিতাত্মনাং তপসা নির্ম্মলচিত্তানাম্ ॥২০॥
ত ইতি। কপালস্য রাক্ষসশিরসো মোচনং মুক্তির্যস্মিন্ তৎ ॥২১॥

'সরস্বতীনদীর একটী তীর্থ আছে; তাহা শুক্রাচার্য্যের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সমস্ত পাপনাশক, সিদ্ধক্ষেত্র ও সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ' ॥১৬॥

তাহার পর মহোদরমুনি সেই ঔশনসতীর্থে গমন করিলেন; পরে তিনি যখন ঔশনসতীর্থে স্নান করেন, তখন সেই রাক্ষসমস্তকটা তাঁহার জঙ্ঘাদেশ হইতে জলমধ্যে পতিত হইল ॥১৭॥

রাজা! মহোদরমুনি সেই মস্তকমুক্ত হইয়া, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং সেই মস্তকটাও জলমধ্যে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইল ॥১৮॥

রাজা! তদনন্তর সেই মহোদরমুনি মস্তকমুক্ত, পবিত্র, পাপহীন, কৃতকার্য্য ও সন্তুষ্ট হইয়া আপন আশ্রমে আগমন করিলেন ॥১৯॥

পরে সেই মহাতপা মহোদরমুনি মস্তকমুক্ত হইয়া, নিজের পবিত্র আশ্রমে যাইয়া, তত্রত্য নির্ম্মলচিত্ত মুনিগণের নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥২০॥

সম্মানদাতা রাজা! তাহার পর 'সমাগত সেই ঋষিরা মহোদরমুনির কথা শুনিয়া, সেই ঔশনসতীর্থের নাম করিলেন—'কপালমোচন' ॥২১॥

(১৭) ততঃ স বিরুজো রাজন্!...নি।

স চাপি তীর্থপ্রবরং পুনর্গত্বা মহানৃষিঃ।
পীত্বা পয়ঃ সুবিপুলং সিদ্ধিমায়াত্তদা মুনিঃ ॥২২॥
তত্র দত্ত্বা বহূন্ দায়ান্ বিপ্রান্ সংপূজ্য মাধবঃ।
জগাম বৃষ্ণিপ্রবরো রুষদ্গোরাশ্রমং তদা ॥২৩॥
যত্র তপ্তং তপো ঘোরমার্ষ্টিষেণেন ভারত।।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥২৪॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধং বৈ তত্রাশ্রমপদং মহৎ।
মুনিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সেবিতং সর্ব্বদা বিভো! ॥২৫॥
ততো হলধরঃ শ্রীমান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
জগাম যত্র রাজেন্দ্র! রুষদ্গুস্তনুমত্যজৎ ॥২৬॥
রুষদ্গুর্ব্রাহ্মণো বৃদ্ধস্তপোনিত্যশ্চ ভারত।।
দেহন্যাসে কৃতমনা বিচিন্ত্য বহুধা তদা ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তীর্থপ্রবরং কপালমোচনমেব। পয়ঃ তজ্জলম্ ॥২২॥
তত্রেতি। দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি। রুষদ্গোর্মুনিবিশেষস্য ॥২৩॥
যত্রেতি। আর্ষ্টিষেণেন তদাখ্যেন মুনিনা ॥২৪॥
সর্বেতি। সর্বৈঃ কামৈরভীষ্টবস্তুভিঃ সমৃদ্ধং সম্পন্নম্ ॥২৫॥
তত ইতি। শ্রীমান্ শিখাতিলকাদিধার্ম্মিকশোভাবান্ ॥২৬॥

মহর্ষি মহোদর পুনরায় তীর্থশ্রেষ্ঠ কপালমোচনে গমনপূর্ব্বক তাহার প্রচুর জল পান করিয়া, সিদ্ধিলাভ করিলেন ॥২২॥

বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই কপালমোচনতীর্থে ব্রাহ্মণগণের পূজা ও তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিয়া, তথা হইতে রুষদ্গুমুনির আশ্রমে গমন করিলেন ॥২৩॥

ভরতনন্দন! যেখানে আর্ষ্টিষেণমুনি ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইখানে মহামুনি বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥২৪॥

রাজা! সেইস্থানে সমস্ত অভীষ্ট বস্তুতে পরিপূর্ণ বিশাল একটী আশ্রম আছে। মুনিরা ও ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই সেই আশ্রমে অবস্থান করেন ॥২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর ধার্ম্মিকবেশে পরিশোভিত বলরাম ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই স্থানে গমন করিলেন; যে স্থানে রুষদ্গুমুনি দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥২৬॥

(২২)…সিদ্ধিমাগাৎ তদা মুনিঃ—পি। (২৩)…রুষঙ্গোরাশ্রমং তদা—বঙ্গ বর্দ্ধ,…দত্ত্বা বহূন্ দেয়ান্… উশঙ্গোরাশ্রমং তদা—নি।

ততঃ সর্বানুপাদায় তনয়ান্ বৈ মহাতপাঃ।
রুষদ্গুরব্রবীত্তত্র নয়ধ্বং মাং পৃথূদকম্ ॥২৮॥
বিজ্ঞায়াতীতবয়সং রুষদ্গুং তে তপোধনাঃ।
তং বৈ তীর্থমুপানিন্যুঃ সরস্বত্যাস্তপোধনম্ ॥২৯॥
স তৈঃ পুত্রৈস্তদা ধীমানানীতো বৈ সরস্বতীম্।
পুণ্যাং তীর্থশতোপেতাং বিপ্রসঙ্ঘৈর্নিষেবিতাম্ ॥৩০॥
স তত্র বিধিনা রাজন্! আপ্লুত্য সুমহাতপাঃ।
জ্ঞাত্বা তীর্থগুণাংশ্চৈব প্রাহেদমৃষিসত্তমঃ।
সুপ্রীতঃ পুরুষব্যাঘ্র! সর্ব্বান্ পুত্রানুপাসতঃ ॥৩১॥
সরস্বত্যুত্তরে তীরে যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্।
পৃথূদকে জপ্যপরো ন পুনর্ম্মরণং লভেৎ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

রুষদ্গুরিতি। দেহস্য ন্যাসে ত্যাগে, কৃতমনা আসীদিতি শেষঃ ॥২৭॥
তত ইতি। পৃথূনি বিপুলানি উদকানি যত্র তত্তীর্থম্ ॥২৮॥
বিজ্ঞায়েতি। অতীতং বয় আয়ুর্যস্য তম্। তং রুষদ্গুম্ ॥২৯॥
স ইতি। তীর্থশতেন সিদ্ধক্ষেত্রসমূহেন, উপেতাং যুক্তাম্ ॥৩০॥
স ইতি। আপ্লুত্য অবগাহ্য। উপাসতঃ স্বং সেবমানান্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩১॥
সরস্বতীতি। পৃথূদকে বহুজলে। জপ্যপর ইষ্টমন্ত্রজপব্যাপৃতঃ। ন পুনর্ম্মরণং লভেৎ মুক্তিলাভেন পুনর্জন্মাভাবাদিতি ভাবঃ ॥৩২॥

ভরতনন্দন! চিরকাল তপস্যানিরত, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রুষদ্গু তৎকালে বহুবিধ চিন্তা করিয়া, দেহত্যাগের ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥২৭॥

ক্রমে মহাতপা রুষদ্গু সমস্ত পুত্রকে আনয়ন করিয়া, বলিয়াছিলেন যে— 'আমাকে প্রচুর জলসম্পন্ন তীর্থে লইয়া চল' ॥২৮॥

তখন সেই তপস্বী পুত্রেরা পিতা রুষদ্গুর আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিয়া, সেই তপোধনকে সরস্বতীর তীর্থে লইয়া গেলেন ॥২৯॥

সেই পুত্রেরা জ্ঞানী রুষদ্গুকে পবিত্র, বহু তীর্থযুক্ত ও ব্রাহ্মণগণসেবিত সরস্বতীনদীতীরে আনয়ন করিলেন ॥৩০॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা! সেই মহাতপা ও ঋষিশ্রেষ্ঠ রুষদ্গু সরস্বতীনদীতে যথাবিধানে স্নান এবং তীর্থের গুণ স্মরণ করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে শুশ্রূষাকারী পুত্রগণকে বলিলেন—॥৩১॥

---

(৩২)···নৈনং শ্বো মরণং তপেৎ···বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

তত্রাপ্লুত্য স ধর্ম্মাত্মা উপস্পৃশ্য হলায়ুধঃ।
দত্ত্বা চৈব বহূন্ দায়ান্ বিপ্রাণাং বিপ্রবৎসলঃ ॥৩৩॥
সসর্জ্জ যত্র ভগবাল্লোঁকাল্লোঁকপিতামহঃ।
যত্রার্ষ্টিষেণঃ কৌরব্য! ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ।
তপসা মহতা রাজন্! প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ ॥৩৪॥
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথা মুনিঃ ॥৩৫॥
মহাতপস্বী ভগবানুগ্রতেজা মহাযশাঃ।
তত্রাজগাম বলবান্ বলভদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥৩৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। আপ্লুত্য স্নাত্বা। উপস্পৃশ্য আচম্য। প্রীতোঽভূদিতি শেষঃ ॥৩৩॥

সসর্জ্জেতি। লোকপিতামহো ব্রহ্মা। সংশিতব্রতো দৃঢ়নিয়মঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ। রাজা ক্ষত্রিয়শ্চাসৌ ঋষিশ্চেতি রাজর্ষিঃ। ভগবান্ তপঃপ্রভাবেণ মাহাত্ম্যবান্ ॥৩৪—৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উষিত্বেতি ॥১—৩১॥ শ্বো মরণম্ তপেৎ অক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৩২—৩৩॥ ব্রাহ্মণং ব্রহ্মসঙ্ঘাতো বেদসমূহ ইতি যাবৎ, ততঃ স্বার্থে ষ্যঞ্। "ব্রাহ্মণং ব্রহ্মসঙ্ঘাতে" ইতি মেদিনী ॥৩৪—৬৮॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭॥

'যে লোক সরস্বতীনদীর উত্তর তীরে প্রচুর জলমধ্যে থাকিয়া, ইষ্টমন্ত্রজপে ব্যাপৃত হইয়া, নিজের দেহ ত্যাগ করে; তাহার আর জন্ম হয় না এবং পুনরায় মৃত্যুদুঃখ ভোগও করিতে হয় না' ॥৩২॥

ব্রাহ্মণবৎসল ও ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই স্থানে স্নান, আচমন ও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন ॥৩৩॥

কৌরবনন্দন! ব্রহ্মা যেখানে থাকিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, দৃঢ়-নিয়মশালী ও ঋষিশ্রেষ্ঠ আর্ষ্টিষেণ যেখানে গুরুতর তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপা দেবাপি, আর মহাতপস্বী, উগ্রতেজা, মহাযশা, মাহাত্ম্যশালী ও মহামুনি বিশ্বামিত্র যেখানে থাকিয়া, তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; বলবান্ ও প্রতাপশালী বলরাম সেইখানে আগমন করিলেন ॥৩৪—৩৬॥

(৩৬) ইতঃ পরম্ '…একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ'—পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ'—নি।

জনমেজয় উবাচ।

কথমাষ্টির্ষেণো ভগবান্ বিপুলং তপ্তবাংস্তপঃ।
সিন্ধুদ্বীপঃ কথঞ্চাপি ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তদা ॥৩৭॥
দেবাপিশ্চ কথং ব্রহ্মন্! বিশ্বামিত্রশ্চ সত্তম!।
তন্মমাচক্ষ্ব ভগবন্! পরং কৌতূহলং হি মে ॥৩৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুরা কৃতযুগে রাজন্! আষ্টির্ষেণো দ্বিজোত্তমঃ।
বসন্ গুরুকুলে নিত্যং নিত্যমধ্যয়নে রতঃ ॥৩৯॥
তস্য রাজন্! গুরুকুলে বসতো নিত্যমেব হ।
সমাপ্তিং নাগমদ্বিদ্যা নাপি বেদা বিশাংপতে! ॥৪০॥
স নির্বিণ্ণস্ততো রাজন্! তপস্তেপে মহাতপাঃ।
ততো বৈ তপসা তেন প্রাপ বেদাননুত্তমান্ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

কথমিতি। ঋষ্টিষেণস্য রাজ্ঞোঽপত্যমিতি আষ্টির্ষেণঃ ॥৩৭॥

দেবাপিরিতি। হে সত্তম! সাধুশ্রেষ্ঠ!। আচক্ষ্ব ব্রূহি ॥৩৮॥

পুরেতি। দ্বিজোত্তমঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠঃ পূর্ব্বং রাজর্ষিরিত্যভিধানাৎ। গুরোঃ কুলে ভবনে, রত আসীৎ ॥৩৯॥

তস্যেতি। বিদ্যা ব্যাকরণাদীনাম্, বেদাশ্চ সমাপ্তিং নাগমন্ ॥৪০॥

স ইতি। নির্বিণ্ণ আত্মগ্লানিং প্রাপ্তঃ; তাদৃশবুদ্ধিমেধয়োরভাবাৎ ॥৪১॥

জনমেজয় বলিলেন—'মাহাত্ম্যশালী আষ্টির্ষেণ কি প্রকারে গুরুতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে সিন্ধুদ্বীপই বা কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

মাহাত্ম্যশালী সাধুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! দেবাপি ও বিশ্বামিত্রই বা কি করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। কারণ, উহা শুনিবার জন্য আমার গুরুতর কৌতূহল জন্মিয়াছে' ॥৩৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ আষ্টির্ষেণ সর্ব্বদা গুরুকুলে বাস করিতে থাকিয়া, সর্ব্বদাই অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন ॥৩৯॥

নরনাথ! আষ্টির্ষেণ সর্ব্বদা গুরুগৃহে থাকিয়া, সর্ব্বদা অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিলেও, তাঁহার বেদাঙ্গবিদ্যা বা বেদবিদ্যা সমাপ্ত হইল না ॥৪০॥

(৩৭) আষ্টির্ষেণস্তথা ব্রহ্মন্! বিপুলং তপ্তবাংস্তপঃ···নি

স বিদ্বান্ বেদযুক্তশ্চ সিদ্ধশ্চাপ্যৃষিসত্তমঃ।
তত্র তীর্থে বরান্ প্রাদাত্ত্রীনেব সুমহাতপাঃ ॥৪২॥
অস্মিংস্তীর্থে মহানদ্যা অদ্যপ্রভৃতি মানবঃ।
আপ্লুতো বাজিমেধস্য ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্ ॥৪৩॥
অদ্যপ্রভৃতি নৈবাত্র ভয়ং ব্যালাদ্ভবিষ্যতি।
অপি চাল্পেন যত্নেন ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্ ॥৪৪॥
এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম ত্রিদিবং মুনিঃ।
এবং সিদ্ধঃ স ভগবানার্ষ্টিষেণঃ প্রতাপবান্ ॥৪৫॥
তস্মিন্নেব তদা তীর্থে সিন্ধুদ্বীপঃ প্রতাপবান্।
দেবাপিশ্চ মহারাজ! ব্রাহ্মণ্যং প্রাপতুর্মহৎ ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বিদ্বান্ বেদাঙ্গেষু। প্রাদাম্মানবমাত্রেভ্যঃ ॥৪২॥
অস্মিন্নিতি। মহানদ্যাঃ সরস্বত্যাঃ। বাজিমেধস্য অশ্বমেধস্য ॥৪৩॥
অদ্যেতি। ব্যালাৎ হিংস্রজন্তোঃ। যত্নেন সৎকার্য্যে, পুষ্কলং প্রচুরম্ ॥৪৪॥
এবমিতি। জগাম দেহং বিহায়। সিদ্ধস্তপস্যায়াং কৃতকার্য্য আসীৎ ॥৪৫॥
তস্মিন্নিতি। প্রতাপবান্ তপঃপ্রভাবশালী। মহৎ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণতয়া প্রশস্তম্ ॥৪৬॥

রাজা! তাহাতে তিনি অত্যন্ত আত্মগ্লানি ভোগ করিয়া, মহাতপা হইয়া, গুরুতর তপস্যা করিতে লাগিলেন; তাহার পর সেই তপস্যার ফলে তিনি সর্বোত্তম বেদ ও বেদাঙ্গবিদ্যা লাভ করিলেন ॥৪১॥

সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ আর্ষ্টিষেণ মহাতপা হইয়া ক্রমে বেদাঙ্গবিদ্যা, বেদবিদ্যা ও সিদ্ধিলাভ করিয়া, সেই তীর্থে সমস্ত মানুষের উদ্দেশে তিনটী বর দান করিলেন—॥৪২॥

'মানুষ আজ হইতে মহানদী সরস্বতীর এই তীর্থে স্নান করিয়া, অশ্বমেধযজ্ঞের ন্যায় প্রচুর ফল লাভ করিবে ॥৪৩॥

অদ্য হইতে এখানে মানুষের পক্ষে কোন হিংস্র জন্তুর ভয় হইবে না এবং মানুষ এখানে অল্প চেষ্টা করিয়াও সৎকার্য্যের প্রচুর ফল লাভ করিবে' ॥৪৪॥

এইরূপ বলিয়া মহাতেজা আর্ষ্টিষেণমুনি দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন; তপঃপ্রভাব ও মাহাত্ম্যশালী আর্ষ্টিষেণ তপস্যার প্রভাবে এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ॥৪৫॥

(৪৪)…অপি চাল্পেন কালেন…নি।

তথা চ কৌশিকস্তাত ! তপোনিত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
তপসা বৈ সুতপ্তেন ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্ ॥৪৭॥
গাধির্নাম মহানাসীৎ ক্ষত্রিয়ঃ প্রথিতো ভুবি ।
তস্য পুত্ত্রোঽভবদ্রাজন্ ! বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৪৮॥
স রাজা কৌশিকস্তাত ! মহাযোগ্যভবৎ কিল ।
স পুত্ত্রমভিষিচ্যাথ বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ ॥৪৯॥
দেহন্যাসে মনশ্চক্রে তমূচুঃ প্রণতাঃ প্রজাঃ ।
ন গন্তব্যং মহাপ্রাজ্ঞ ! ত্রাহি চাস্মান্ মহাভয়াৎ ॥৫০॥
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ততো গাধিঃ প্রজাস্ততঃ ।
বিশ্বস্য জগতো গোপ্তা ভবিষ্যতি সুতো মম ॥৫১॥
ইত্যুক্ত্বা তু ততো গাধির্বিশ্বামিত্রং নিবেশ্য চ ।
জগাম ত্রিদিবং রাজন্ ! বিশ্বামিত্রোঽভবন্নৃপঃ ।
ন স শক্নোতি পৃথিবীং যত্নবানপি রক্ষিতুম্ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি । কৌশিকো বিশ্বামিত্রঃ, তপো নিত্যং সার্ব্বকালিকং যস্য সঃ ॥৪৭॥
গাধিরিতি । বিশ্বস্য মিত্রং বিশ্বামিত্রঃ, "হ্রস্বস্য দীর্ঘতা" ইতি দীর্ঘত্বে পুংস্ত্বং রূঢ়েঃ ॥৪৮॥
স ইতি । কৌশিকঃ কুশিকপুত্ত্রঃ । দেহস্য ন্যাসে ত্যাগে ॥৪৯—৫০॥
এবমিতি । বিশ্বস্য সর্ব্বস্য । গোপ্তা রক্ষিতা ॥৫১॥

মহারাজ ! তৎকালে সেই তীর্থে সিন্ধুদ্বীপ এবং দেবাপিও তপস্যার প্রভাবে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

বৎস ! আর জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বদা তপস্যায় ব্যাপৃত বিশ্বামিত্রও সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত তপস্যার বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

রাজা ! গাধিনামে জগৎপ্রসিদ্ধ এক মহাক্ষত্রিয় ছিলেন ; প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই পুত্র ছিলেন ॥৪৮॥

বৎস ! কুশিকনন্দন সেই গাধিরাজা মহাযোগী হইয়াছিলেন ; ক্রমে মহাতপা সেই গাধিরাজা পুত্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, দেহ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন ; তখন প্রজারা অবনত হইয়া তাঁহাকে বলিল—'মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ! আপনি মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, আমাদিগকে দস্যুতস্করপ্রভৃতির মহাভয় হইতে রক্ষা করিতে থাকুন' ॥৪৯—৫০॥

প্রজারা এইরূপ বলিলে, গাধি সেই প্রজাগণকে বলিলেন—'আমার পুত্র সমগ্র জগতের রক্ষক হইবে' ॥৫১॥

ততঃ শুশ্রাব রাজা স রাক্ষসেভ্যো মহাভয়ম্।
নির্যযৌ নগরাচ্চাপি চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥৫৩॥
স গত্বা দূরমধ্বানং বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যয়াৎ।
তস্য তে সৈনিকা রাজন্! চক্রুস্তত্রানয়ান্ বহূন্ ॥৫৪॥
ততস্তু ভগবান্ বিপ্রো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যয়াৎ।
দদৃশেঽথ ততঃ সর্বং ভজ্যমানং মহাবলম্ ॥৫৫॥
তস্য ক্রুদ্ধো মহারাজ! বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
সৃজস্ব শবরান্ ঘোরনিতি স্বাং গামুবাচ হ ॥৫৬॥
তথোক্তা সাসৃজদ্ধেনুঃ পুরুষান্ ঘোরদর্শনান্।
তে চ তদ্বলমাসাদ্য বভঞ্জুঃ সর্বতোদিশম্ ॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। নিবেশ্য রাজ্যে সংস্থাপ্য। ন শক্নোতি স্ম রাক্ষসোপদ্রবাতিরেকাৎ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫২॥

তত ইতি। চত্বারি হস্ত্যশ্বরথপদাতিরূপাণি অঙ্গানি যস্য তেন তাদৃশেন বলেন সৈন্যেন অন্বিতঃ ॥৫৩॥

স ইতি। অনয়ান্ বনভঙ্গাদিরূপান্ অত্যাচারান্ ॥৫৪॥

তত ইতি। বশিষ্ঠাশ্রমমিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥৫৫॥

তস্যেতি। শবরান্ দুর্দ্ধর্ষম্লেচ্ছবিশেষান্। গাং কামধেনুম্ ॥৫৬॥

রাজা! এই কথা বলিয়া গাধি বিশ্বামিত্রকে রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন এবং বিশ্বামিত্র রাজা হইলেন। কিন্তু তিনি যত্ন করিয়াও রাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়া উঠিলেন না ॥৫২॥

ক্রমে বিশ্বামিত্র শুনিলেন—রাজ্যমধ্যে রাক্ষসের গুরুতর উপদ্রব চলিতেছে। তাহার পর তিনি চতুরঙ্গসৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥৫৩॥

রাজা! বিশ্বামিত্র দূরপথ অতিক্রম করিয়া, ক্রমে বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া উপনীত হইলেন; কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার সৈন্যেরা বহুতর অত্যাচার করিতে লাগিল ॥৫৪॥

তদনন্তর মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ আশ্রমে আগমন করিলেন এবং দেখিলেন—বিশ্বামিত্রের সৈন্যেরা নিজের বিশাল তপোবন ভগ্ন করিতেছে ॥৫৫॥

মহারাজ! তাহার পর বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া, নিজের কামধেনুকে বলিলেন—'ভদ্রে! তুমি ভীষণ শবরসৈন্যই সৃষ্টি কর' ॥৫৬॥

(৫৫)··প্রদৃশ্যাথ ততঃ সর্ব্বং···পি। (৫৬)···সৃজস্ব সুবরান্ ঘোরান্···পি।

তচ্ছ্রুত্বা বিদ্রুতং সৈন্যং বিশ্বামিত্রস্তু গাধিজঃ।
তপঃ পরং মন্যমানস্তপস্যেব মনো দধে ॥৫৮॥
সোঽস্মিংস্তীর্থবরে রাজন্! সরস্বত্যাঃ সমাহিতঃ।
নিয়মৈশ্চোপবাসৈশ্চ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ ॥৫৯॥
জলাহারো বায়ুভক্ষ্যঃ পর্ণাহারশ্চ সোঽভবৎ।
তথা স্থণ্ডিলশায়ী চ যে চান্যে নিয়মাঃ পৃথক্ ॥৬০॥
অসকৃত্তস্য দেবাস্তু ব্রতবিঘ্নং প্রচক্রিরে।
ন চাস্য নিয়মাদ্‌বুদ্ধিরপযাতি কদাচন ॥৬১॥
ততঃ পরেণ যত্নেন তপ্ত্বা বহুবিধং তপঃ।
তেজসা ভাস্করাকারো গাধিজঃ সমপদ্যত ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। তদ্বলং বিশ্বামিত্রসৈন্যম্। বভঞ্জুরামর্দ্দয়ামাসুঃ ॥৫৭॥
তদিতি। বিদ্রুতং ভয়েন পলায়িতম্। পরং সর্বোৎকৃষ্টং বলম্ ॥৫৮॥
স ইতি। সমাহিতঃ সমাধিমানাসীৎ। নিয়মৈর্জপাদিভিঃ ॥৫৯॥
জলেতি। অন্যে নিয়মাঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদয়ঃ, তদনুষ্ঠায়ী চেতি শেষঃ ॥৬০॥
অসকৃদিতি। ব্রতবিঘ্নং প্রচক্রিরে, স্বস্বপদাধিকারভয়াদিতি ভাবঃ ॥৬১॥
তত ইতি। পরেণ সমধিকেন. তপ্ত্বা কৃত্বা। সমপদ্যত অভবৎ ॥৬২॥

বশিষ্ঠ সেইরূপ বলিলে, কামধেনু বহুতর ভীষণমূর্ত্তি মানুষ সৃষ্টি করিল; তখনই তাহারা সকল দিকে যাইয়া, বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে মর্দ্দন করিতে থাকিল ॥৫৭॥

ক্রমে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র আপন সৈন্যগণের পলায়ন বৃত্তান্ত শুনিয়া, তপস্যাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়া, তপস্যা করিবারই ইচ্ছা করিলেন ॥৫৮॥

রাজা! পরে বিশ্বামিত্র সেই প্রধানতীর্থে থাকিয়া, ব্রত ও উপবাসপ্রভৃতি নিয়মদ্বারা দেহকে কৃশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন ॥৫৯॥

বিশ্বামিত্র কোন দিন জল, কোন দিন বায়ু এবং কোন দিন বৃক্ষের পর্ণমাত্র আহার করিয়া থাকিতেন, স্থণ্ডিলে শয়ন করিতেন; আর তপস্যার অন্যান্য যে সকল নিয়ম আছে, তাহাও পালন করিতেন ॥৬০॥

দেবতারা বহু বার বিশ্বামিত্রের ব্রতবিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কখনই তাঁহার বুদ্ধি ব্রতনিয়ম হইতে বিচ্যুত হয় নাই ॥৬১॥

তাহার পর বিশ্বামিত্র পরমযত্নসহকারে নানাবিধ তপস্যা করিয়া, তেজে সূর্য্যের তুল্য হইয়া পড়িলেন ॥৬২॥

তপসা তু তথা যুক্তং বিশ্বামিত্রং পিতামহঃ।
অমন্যত মহাতেজা বরদোঽদর্শয়ত্তদা ॥৬৩॥
স তু বব্রে বরং রাজন্! স্যামহং ব্রাহ্মণস্ত্বিতি।
তথেতি চাব্রবীদ্ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥৬৪॥
স লব্ধ্বা তপসোগ্রেণ ব্রাহ্মণত্বং মহাযশাঃ।
বিচচার মহীং কৃৎস্নাং কৃতকামঃ সুরোপমঃ ॥৬৫॥
তস্মিংস্তীর্থবরে রামঃ প্রদায় বিবিধং বসু।
পয়স্বিনীস্তথা ধেনূর্যানানি শয়নানি চ ॥৬৬॥
অথ বস্ত্রাণ্যলঙ্কারং ভক্ষ্যং পেয়ঞ্চ শোভনম্।
অদদন্মুদিতো রাজন্! পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ॥৬৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তপসেতি। পিতামহো ব্রহ্মা। অদর্শয়দাত্মানমিতি শেষঃ ॥৬৩॥
স ইতি। সর্ব্বেষামেব লোকানাং পিতামহঃ পিতুরপি জনকত্বাৎ ॥৬৪॥
স ইতি। উগ্রেণ ভীষণেন। কৃতকামঃ সম্পাদিতসর্বাভীষ্টঃ ॥৬৫॥
তস্মিন্নিতি। বসু ধনম্। পয়স্বিনীর্দুগ্ধবতীঃ। যানানি রথাদীনি। শয়নানি শয্যাঃ। মুদিত আনন্দিতচিত্তঃ ॥৬৬—৬৭॥

তখন মহাতেজা ও বরদাতা ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে প্রকৃত তপস্বী বলিয়া মনে করিলেন এবং তাঁহার নিকট আসিয়া আত্মদর্শন করাইলেন ॥৬৩॥

রাজা! তখন বিশ্বামিত্র বর চাহিলেন—'আমি যেন ব্রাহ্মণ হই' এবং সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন—'তাহাই হও' ॥৬৪॥

মহাযশা বিশ্বামিত্র নিজের ভয়ঙ্কর তপস্যার প্রভাবে সেই বর লাভ করিয়া এবং কৃতকার্য্য ও দেবতার তুল্য হইয়া, সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৬৫॥

রাজা! তদনন্তর বলরাম সেই শ্রেষ্ঠতীর্থে ব্রাহ্মণগণের সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদিগকে নানাবিধ ধন, দুগ্ধবতী ধেনু, যান ও শয্যা দান করিয়া, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং উত্তম খাদ্য ও পেয় দান করিলেন ॥৬৬—৬৭॥

(৬৩)·· বরদো বরমস্ত তৎ—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ। (৬৬)·· দত্ত্বা চ বিবিধং বসু···পি। (৬৭) ·অদদান্মুদিতো রাজন্।···পি।

যযৌ রাজন্! ততো রামো বকস্যাশ্রমমন্তিকাৎ।
যত্র তেপে তপস্তীব্রং দাল্‌ভ্যো বক ইতি শ্রুতঃ ॥৬৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

-:০*০:-

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ব্রহ্মঘোষৈরবাকীর্ণং জগাম যদুনন্দনঃ।
যত্র দাল্‌ভ্যো বকো রাজন্! আশ্রমস্থো মহাতপাঃ ॥১॥
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রং বৈচিত্রবীর্য্যিণঃ।
তপসা ঘোররূপেণ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ধর্ম্মাত্মা বৈ প্রতাপবান্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যযাবিতি। বকস্য তদাখ্যস্য মুনেঃ। দাল্‌ভ্যো দল্‌ভপুত্রঃ ॥৬৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মঘোষৈর্বেদধ্বনিভিঃ, অবাকীর্ণং ব্যাপ্তম্ আশ্রমমিতি শেষঃ। রাষ্ট্রং

ভারতভাবদীপঃ

ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মযোনের্ব্রাহ্মণ্যোৎপাদকাত্তীর্থাদবাকীর্ণং নাম দাল্‌ভ্যসেবিতং তীর্থং জগাম ॥১॥ তস্যাবাকীর্ণত্বমাহ—জুহাবেত্যাদিনা। অবাকীর্য্যন্তে নীচৈরবপাত্যন্তে শত্রবোঽস্মিন্নিত্যবাকীর্ণমিত্যর্থঃ। বৈচিত্রবীর্য্যিণঃ বিচিত্রবীর্য্য এব বৈচিত্রবীর্য্যঃ স পিতৃত্বেনাস্ত্যস্য তস্তে-

রাজা! তাহার পর বলরাম নিকটবর্ত্তী বকমুনির আশ্রমে গমন করিলেন। যেখানে দল্‌ভ্যমুনির পুত্র বক ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন ॥৬৮॥

——:-০-:——

* '…চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ…' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ…' নি।

(১) ব্রহ্মযোনিভিরাকীর্ণং…পশ্বর্থং সুমহাতপাঃ—নি।

পুরা হি নৈমিষীয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে।
বৃত্তে বিশ্বজিতোঽন্তে বৈ পাঞ্চালানৃষয়োঽগমন্ ॥৩॥
তত্রেশ্বরমযাচন্ত দক্ষিণার্থং মনীষিণঃ।
বলান্বিতান্ বৎসতরান্নির্ব্যাধীনেকবিংশতিম্ ॥৪॥
তানব্রবীদ্বকো দাল্‌ভ্যো বিভজধ্বং পশূনিতি।
পশূনেতানহং ত্যক্ত্বা ভিক্ষিষ্যে রাজসত্তমম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

রাজ্যং নাশয়িতুমিতি তাৎপর্য্যম্। বিচিত্রবীর্য্য এব বৈচিত্রবীর্য্যঃ প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থে অণ্, জনকতয়া সোঽস্যাস্তীতি বিচিত্রবীর্য্য তস্য বিচিত্রবীর্য্যপুত্রস্যেত্যর্থঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১—২॥

ক্রোধং প্রতি কারণমাহ শ্লোকজাতেন পুরেতি। সত্রে যজ্ঞে। বৃত্তে সমাপ্তে, বিশ্বজিতস্তদাখ্যস্য যজ্ঞস্য ॥৩॥

তত্রেতি। ঈশ্বরং পাঞ্চালরাজম্। মনীষিণো জ্ঞানিন ঋষয়ঃ ॥৪॥

তানিতি। পশূন্ লব্ধান্ বৎসতরান্। রাজসত্তমমন্যম্ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বেত্যর্থঃ ॥২॥ প্রতাপবান্ রাষ্ট্রং জুহাবেতি সম্বন্ধঃ। সত্রে বৃত্তে নিবৃত্তে সতীত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। পাঞ্চালান্ বিশ্বজিতো যজ্ঞস্যান্তে অগমন্ পাঞ্চালরাজানং যযুরিত্যর্থঃ, ঈশ্বরং পাঞ্চালরাজম্ ॥৩—৪॥ এতান্ পাঞ্চালরাজদত্তান্ স্বয়ং তত্র ভাগং ন গৃহীতবানিত্যর্থঃ

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! ক্রমে বলরাম বেদধ্বনিতে পরিপূর্ণ বক্‌মুনির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; মহাতপা, ধর্ম্মাত্মা ও প্রতাপশালী দল্‌ভপুত্র বকমুনি যে আশ্রমে থাকিয়া, মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ তপস্যায় দেহ কৃশ করতঃ বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য হোম করিয়াছিলেন ॥১—২॥

পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে এবং বিশ্বজিৎ যজ্ঞের পরে বহু ঋষি দক্ষিণাদ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন ॥৩॥

সে দেশে যাইয়া সেই ঋষিরা দক্ষিণার জন্য পাঞ্চালরাজের নিকটে একুশটী সবল ও নীরোগ গোবৎস প্রার্থনা করিলেন ॥৪॥

সেই পশুগুলি প্রাপ্ত হইলে, দল্‌ভপুত্র বকমুনি অন্য মুনিগণকে বলিলেন—'আপনারা এই পশুগুলিকে ভাগ করিয়া গ্রহণ করুন; আমি এ পশুগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য শ্রেষ্ঠ রাজার নিকট অপর পশু ভিক্ষা করিব' ॥৫॥

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্! ঋষীন্ সর্ব্বান্ প্রতাপবান্।
জগাম ধৃতরাষ্ট্রস্য ভবনং ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥৬॥
স সমীপগতো ভূত্বা ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্।
অযাচত পশূন্ দাল্ভ্যঃ স চৈনং রুষিতোঽব্রবীৎ ॥৭॥
যদৃচ্ছয়া মৃতান্ দৃষ্ট্বা গাস্তদা নৃপসত্তমঃ।
এতান্ পশূন্ নয় ক্ষিপ্রং ব্রহ্মবন্ধো! যদীচ্ছসি ॥৮॥
ঋষিস্ত্বথ বচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
অহো বত! নৃশংসং বৈ বাক্যমুক্তঞ্চ সংসদি ॥৯॥
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তন্তু রোষাবিষ্টো দ্বিজোত্তমঃ।
মতিঞ্চক্রে বিনাশায় ধৃতরাষ্ট্রস্য ভূপতেঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। জগাম পশুভিক্ষার্থম্। ব্রাহ্মণোত্তমো বকঃ ॥৬॥

স ইতি। দাল্ভ্যো দল্ভপুত্রো বকঃ। রুষিতঃ ক্রুদ্ধঃ ॥৭॥

যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া, দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা জন্মান্ধত্বাৎ। হে ব্রহ্মবন্ধো! নিকৃষ্ট-ব্রাহ্মণ! ॥৮॥

ঋষিরিতি। নৃশংসমতিনিষ্ঠুরম্। উক্তং ধৃতরাষ্ট্রেণ ॥৯॥

চিন্তেতি। মুহূর্ত্তং কিয়ৎকালম্। দ্বিজোত্তমো বকমুনিঃ ॥১০॥

রাজা! প্রতাপশালী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বক সমস্ত ঋষিকে এইরূপ বলিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গমন করিলেন ॥৬॥

বকমুনি নিকটে যাইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পশু প্রার্থনা করিলেন; তখন ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ॥৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তখন ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে কতকগুলি গরু মরিয়াছে জানিয়া বলিলেন—'ব্রাহ্মণাধম! তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই গরুগুলি সত্বর গ্রহণ কর' ॥৮॥

তাহার পর ধর্ম্মজ্ঞ বকমুনি ধৃতরাষ্ট্রের সেই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—'হায়! রাজাটা সভার মধ্যে আমাকে অতি নিষ্ঠুর বাক্য বলিল' ॥৯॥

সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বকমুনি কিছুকাল চিন্তা করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশের জন্য বুদ্ধি স্থির করিলেন ॥১০॥

(৮) যদৃচ্ছয়া মৃতা দৃষ্ট্বা···নি। (৯) ঋষিস্ত্বথ বকঃ ক্রুদ্ধঃ···নি, বাক্যমুক্তোঽস্মি··· বঙ্গ বর্দ্ধ নি। (১০) চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তেন···নি।

স তূৎকৃত্য মৃতানাং বৈ মাংসানি মুনিসত্তমঃ।
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রং নরপতেঃ পুরা।
অবকীর্ণে সরস্বত্যাস্তীর্থে প্রজ্বাল্য পাবকম্ ॥১১॥
বকো দাল্‌ভ্যো মহারাজ! নিয়মং পরমাস্থিতঃ।
স তৈরেব জুহাবাস্য রাষ্ট্রং মাংসৈর্মহাতপাঃ ॥১২॥
তস্মিংস্তু বিধিবৎ সত্রে সংপ্রবৃত্তে সুদারুণে।
অক্ষীয়ত ততো রাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্থিব! ॥১৩॥
ততঃ প্রক্ষীয়মাণং তদ্রাষ্ট্রং তস্য মহীপতেঃ।
ছিদ্যমানং যথানন্তং বনং পরশুনা বিভো!।
বভূবাপদ্‌গতং তচ্চ ব্যপকীর্ণমচেতনম্ ॥১৪॥
দৃষ্ট্বা তথাবকীর্ণন্তু রাষ্ট্রং স মনুজাধিপঃ।
বভূব দুর্ম্মনা রাজন্! চিন্তয়ামাস চ প্রভুঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উৎকৃত্য ছিত্ত্বা, মৃতানাং পশূনাম্। রাষ্ট্রং বিনাশয়িতুমিতি শেষঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

বক ইতি। নিয়মমুপবাসাদিব্রতম্। রাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্ররাজ্যং নাশয়িতুম্ ॥১২॥

তস্মিন্নিতি। সত্রে যজ্ঞে, সুদারুণে ক্ষয়োদ্দেশ্যকত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥

তত ইতি। ব্যপকীর্ণমুৎপাতব্যাপ্তম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

ক্রমে মুনিশ্রেষ্ঠ বক আশ্রমে যাইয়া বনাকীর্ণ সরস্বতীনদীর তীরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য বিনাশের জন্য মৃত পশুর মাংস ছেদনপূর্ব্বক তাহাদ্বারা হোম করিতে লাগিলেন ॥১১॥

মহারাজ! দল্‌ভপুত্র, মহাতপা বকমুনি কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য বিনাশের জন্য সেই মৃত পশুর মাংসদ্বারাই বহুদিন যাবৎ হোম করিলেন ॥১২॥

রাজা! তাহার পর অতিদারুণ সেই যজ্ঞ যথাবিধানে চলিতে লাগিলে, ক্রমশঃ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় পাইতে লাগিল ॥১৩॥

রাজা! ক্রমে পরশুদ্বারা ছিদ্যমান অসীম বন যেমন বিপদাপন্ন হয়, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের বিশাল রাজ্য উৎপাতগ্রস্ত ও অচেতনের ন্যায় হইয়া বিপদাপন্ন হইতে থাকিল ॥১৪॥

(১২) স তৈরেব জুহাবাগ্নৌ…নি। (১৪) বভূবাপকৃতং তস্য…পি। (১৫) দৃষ্ট্বা তদাবসংকীর্ণং…পি।

মোক্ষার্থমকরোদ্‌যত্নং ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ পুরা।
ন চ শ্রেয়োঽধ্যগচ্ছৎ স ক্ষীয়তে রাষ্ট্রমেব চ ॥১৬॥
যদা স পার্থিবঃ খিন্নস্তে চ বিপ্রাস্তদানঘ !।
যদা চাপি ন শক্নোতি রাষ্ট্রং মোক্ষয়িতুং নৃপঃ ॥১৭॥
অথ বৈ প্রাশ্নিকাংস্তত্র পপ্রচ্ছ জনমেজয় !।
ততো বৈ প্রাশ্নিকাঃ প্রাহুঃ পশুবিপ্রকৃতস্ত্বয়া ॥১৮॥
মাংসৈরভিজুহোতীতি তব রাষ্ট্রং মুনির্বকঃ।
তেন তে হূয়মানস্য রাষ্ট্রস্যাস্য ক্ষয়ো মহান্ ॥১৯॥ (বিশেষকম্)
তস্যৈতত্তপসঃ কর্ম্ম যেন তে হ্যনয়ো মহান্।
অপাং কুঞ্জে সরস্বত্যাস্তং প্রসাদয় পার্থিব ! ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। অবকীর্ণং বিপদাপন্নম্, রাষ্ট্রং নিজরাজ্যম্ ॥১৫॥

মোক্ষেতি। মোক্ষার্থং তদ্বিপদো মুক্ত্যর্থম্। শ্রেয়ো মঙ্গলম্, অধ্যগচ্ছৎ প্রাপ্নোৎ ॥১৬॥

যদেতি। বিপ্রাশ্চ খিন্নাঃ। প্রাশ্নিকান্ দৈবজ্ঞান্। পশুবিপ্রকৃতঃ গোপ্রার্থনাবিষয়ে প্রতারিতঃ। রাষ্ট্রং বিনাশয়িতুমিতি শেষঃ ॥১৭—১৯॥

তস্যেতি। কর্ম্ম ফলম্, অনয়ো বকং প্রত্যত্যাচারঃ। অপাং কুঞ্জে জলসন্নিহিত-লতাদ্যাবৃতস্থানে ॥২০॥

রাজা! প্রভাবশালী ধৃতরাষ্ট্র নিজের রাজ্য সেইভাবে ক্ষয় পাইতেছে দেখিয়া, দুঃখিত হইলেন এবং চিন্তা করিলেন ॥১৫॥

তাহার পর রাজা ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া, সেই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন সুবিধা পাইলেন না; রাজ্য ক্ষয় পাইতেই লাগিল ॥১৬॥

নিষ্পাপ জনমেজয়! সেই রাজা ও ব্রাহ্মণেরা যখন বিষণ্ণ হইলেন এবং যখন বিপদ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না; তখন রাজা দৈবজ্ঞগণের নিকট রাজ্য ক্ষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে দৈবজ্ঞেরা বলিলেন— 'রাজা! বকমুনি আপনার নিকট পশু প্রার্থনা করিলে, আপনি নিন্দাসহকারে তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, আপনার রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য মাংসদ্বারা হোম করিতেছেন। তাহাতেই আপনার রাজ্যের গুরুতর ক্ষয় হইতেছে ॥১৭—১৯॥

---

(১৭)…ক্ষিণ্ণন্তে—পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা। (১৮) অথ বিপ্রাদিকাংস্তত্র…নি। (২০)…যেন তেঽস্য লয়ো মহান্…নি।

সরস্বতীং ততো গত্বা স রাজা বকমব্রবীৎ।
নিপত্য শিরসা ভূমৌ প্রাঞ্জলির্ভরতর্ষভ!।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্! অপরাধং ক্ষমস্ব মে ॥২১॥
মম দীনস্য লুব্ধস্য মৌর্খ্যেণ হতচেতসঃ।
ত্বং গতিস্ত্বঞ্চ মে নাথঃ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥২২॥
তং তথা বিলপন্তন্তু শোকোপহতচেতসম্।
দৃষ্ট্বা তস্য কৃপা জজ্ঞে রাষ্ট্রং তচ্চ ব্যমোচয়ৎ ॥২৩॥
ঋষিঃ প্রসন্নস্তস্যাভূৎ সংরম্ভঞ্চ বিহায় সঃ।
মোক্ষার্থং তস্য রাষ্ট্রস্য জুহাব পুনরাহুতিম্ ॥২৪॥
মোক্ষয়িত্বা ততো রাষ্ট্রং প্রতিগৃহ্য পশূন্ বহূন্।
হৃষ্টাত্মা নৈমিষারণ্যং জগাম পুনরেব চ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীমিতি। অপরাধং ভবৎপশুপ্রার্থনাকালে নিন্দাপ্রতারণাকৃতম্। ষট্পাদঃ ॥২১॥
মমেতি। দীনস্য কাতরস্য, লুব্ধস্য পশুষু। নাথো রক্ষকঃ ॥২২॥
তমিতি। তস্য বকমুনেঃ। ব্যমোচয়ৎ ক্ষয়াৎ ॥২৩॥
ঋষিরিতি। সংরম্ভং ক্রোধম্। মোক্ষার্থং বিপদো মুক্ত্যর্থম্ ॥২৪॥
মোক্ষেতি। প্রতিগৃহ্য রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রাৎ। হৃষ্টাত্মা বকঃ ॥২৫॥

রাজা! যেহেতু আপনি গুরুতর অত্যাচার করিয়াছেন, সেই হেতুই বকমুনির তপস্যার ফলস্বরূপ এই রাজ্য ক্ষয় হইতেছে। রাজা! সেই বকমুনি সম্প্রতি সরস্বতীনদীর জলের নিকটে একটী কুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন; আপনি যাইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন' ॥২০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র সরস্বতীনদীর তীরে যাইয়া, ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, বকমুনিকে বলিলেন—'ভগবন্! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥২১॥

মহর্ষি! আমি দীন, লুব্ধস্বভাব, মূর্খ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন; সুতরাং আপনি আমার গতি এবং আপনিই আমার রক্ষক। অতএব আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন' ॥২২॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকাকুলচিত্তে সেইরূপ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, বকমুনির দয়া জন্মিল এবং তিনি ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যকে বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন ॥২৩॥

বকমুনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং বিপদ হইতে তাঁহার রাজ্যের মুক্তির জন্য পুনরায় আহুতি দিতে লাগিলেন ॥২৪॥

ধৃতরাষ্ট্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা স্বস্থচেতা মহামনাঃ।
স্বমেব নগরং রাজা প্রতিপেদে মহর্দ্ধিমৎ ॥২৬॥
তত্র তীর্থে মহারাজ! বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
অসুরাণামভাবায় ভবায় চ দিবৌকসাম্ ॥২৭॥
মাংসৈরভিজুহাবেষ্টিমক্ষীয়ন্ত ততোঽসুরাঃ।
দৈবতৈরপি সংভগ্না জিতকাশিভিরাহবে ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
তত্রাপি বিধিবদ্দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ।
বাজিনঃ কুঞ্জরাংশ্চৈব রথাংশ্চাশ্বতরীযুতান্ ॥২৯॥
রত্নানি চ মহার্হাণি ধনং ধান্যঞ্চ পুষ্কলম্।
যযৌ তীর্থং মহাবাহুর্যাযাতং পৃথিবীপতে! ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ধৃতেতি। প্রতিপেদে জগাম। মহর্দ্ধিমৎ মহাসমৃদ্ধিযুক্তম্ ॥২৬॥

তত্রেতি। উদারধীর্ম্মহাবুদ্ধিঃ। অভাবায় ধ্বংসায়, ভবায় মঙ্গলায়। অভিজুহাব হোমেন সম্পাদয়ামাস। ইষ্টিং যাগম্। সংভগ্নাঃ পরাজিতাঃ। জিতকাশিভির্বিজয়-শোভিভিঃ ॥২৭—২৮॥

তত্রেতি। মহাযশা রামঃ। পুষ্কলং প্রচুরম্। যাযাতং যযাতিনাধিষ্ঠিতপূর্ব্বম্ ॥২৯—৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫—৭॥ যদৃচ্ছয়েতি গাঃ বলীবর্দ্দান্ ধেনূংশ্চ ॥৮—২৬॥ তত্র তীর্থে ইতি শক্রনাশকামৈস্তত্র হোমজপাদিকং কর্ত্তব্যমিত্যাখ্যানতাৎপর্য্যম্ ॥২৭—৩৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৮॥

ক্রমে বকমুনি ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যকে মুক্ত করিয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে বহুতর পশু প্রতিগ্রহ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥২৫॥

ওদিকে মহামনা এবং ধর্ম্মাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সুস্থচিত্ত হইয়া, মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন আপন রাজধানীতে গমন করিলেন ॥২৬॥

মহারাজ! মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি সেই তীর্থে থাকিয়া, অসুরগণের ধ্বংস ও দেবগণের মঙ্গলের জন্য মাংসদ্বারা একটী যজ্ঞের হোম করিয়াছিলেন; তাহাতে অসুরগণ ক্ষয় পাইয়াছিল এবং বিজয়শোভী দেবতারাও অসুরগণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন ॥২৭—২৮॥

রাজা! মহাযশা ও মহাবাহু বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধানে

(২৬)···স্বস্থানেঽপি মহামনাঃ পি,···সুস্থচিত্তং মহামনাঃ···নি।

যত্র যজ্ঞে যযাতেস্তু মহারাজ! সরস্বতী।
সর্পিঃ পয়শ্চ সুস্রাব নাহুষস্য মহাত্মনঃ ॥৩১॥
তত্রেষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রো যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
আক্রামদূর্দ্ধং মুদিতো লেভে লোকাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥৩২॥
পুনস্তত্র চ রাজ্ঞস্তু যযাতের্যজতঃ প্রভো!।
ঔদার্য্যং পরমং দৃষ্ট্বা ভক্তিঞ্চাত্মনি শাশ্বতীম্।
দদৌ কামান্ ব্রাহ্মণেভ্যো যান্ যান্ যো মনসেচ্ছতি ॥৩৩॥
যো যত্র স্থিত এবেহ আহূতো যজ্ঞসংস্তরে।
তস্য তস্য সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গৃহাদিশয়নাদিকম্।
ষড়্রসং ভোজনঞ্চৈব দানং নানাবিধং তথা ॥৩৪॥
তে মন্যমানা রাজ্ঞস্তু সম্প্রদানমনুত্তমম্।
রাজানং তুষ্টুবুঃ প্রীতা দদুশ্চৈবাশীষঃ শুভাঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। সর্পির্ঘৃতম্, পয়ো দুগ্ধম্। সুস্রাব প্রবাহয়ামাস ॥৩১॥
তত্রেতি। ইষ্ট্বা যাগং কৃত্বা। আক্রামৎ অগচ্ছৎ। পুষ্কলান্ উত্তমান্ ॥৩২॥
পুনরিতি। ঔদার্য্যং দাতৃত্বম্। শাশ্বতীং নিত্যাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩॥
য ইতি। যজ্ঞসংস্তরে বিস্তৃতে যজ্ঞে। তথা দদাবিত্যর্থঃ। অয়মপি ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৪॥

হস্তী, অশ্ব, অশ্বযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন এবং প্রচুর ধন ও ধান্য দান করিয়া, যযাতি-তীর্থে গমন করিলেন ॥২৯—৩০॥

মহারাজ! যে তীর্থে নহুষনন্দন যযাতির যজ্ঞে সরস্বতী ঘৃত ও দুগ্ধের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল ॥৩১॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যযাতি সেই স্থানে যজ্ঞ করিয়া, আনন্দিতচিত্তে ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছিলেন এবং উত্তম স্বর্গ সকল লাভ করিয়াছিলেন ॥৩২॥

রাজা! সেই স্থানে যজ্ঞকারী রাজা যযাতির বিপুল দানশক্তি এবং নিজেদের প্রতি চিরস্থায়িনী ভক্তি দেখিয়া, যে যে ব্রাহ্মণ যে যে বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; যযাতিরাজা সেই সেই ব্রাহ্মণকে সেই সেই বস্তুই দিয়াছিলেন ॥৩৩॥

সেই বিরাট যজ্ঞে যে যে লোক আহূত হইয়া আসিয়া যেখানে যেখানে অবস্থান করিতেছিল; সরস্বতীনদী সেইখানে সেইখানে নিয়া তাহাদের সকলকেই গৃহ ও শয্যাপ্রভৃতি এবং সুস্বাদু খাদ্য ও নানাবিধ দ্রব্য দান করিয়াছিল ॥৩৪॥

(৩৩)·· ঔদার্য্যং পরমং কৃত্বা·· পি নি।

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ প্রীতা যজ্ঞস্য সম্পদা।
বিস্মিতা মানুষাশ্চাসন্ দৃষ্ট্বা তাং যজ্ঞসম্পদম্ ॥৩৬॥
ততস্তালকেতুর্মহাধর্ম্মকেতুর্মহাত্মা কৃতাত্মা মহাদাননিত্যঃ।
বশিষ্ঠাপবাহং মহাভীমবেগং ধৃতাত্মা জিতাত্মা সমভ্যাজগাম ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি
গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। অনুত্তমং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাত্তদিতি সমাসাৎ ॥৩৫॥

তত্রেতি। প্রীতা বিস্মিতাশ্চ তাদৃশস্যাদৃষ্টপূর্ব্বত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

তত ইতি। মহান্ ধর্ম্মঃ কেতুর্ধ্বজ ইব যস্য সঃ, মহাত্মা উদারচিত্তঃ, কৃতাত্মা গুরূপদেশলাভাদিনা শিক্ষিতচিত্তঃ, মহাদানং নিত্যং যস্য সঃ। ধৃতাত্মা তীর্থভ্রমণে কৃতযত্নঃ, জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়শ্চ তালস্তালবৃক্ষাকারং চিহ্নং কেতৌ ধ্বজে যস্য সঃ, বলরামঃ। মহান্ ভীমশ্চ বেগো যস্য তম্, বশিষ্ঠো মুনিঃ অপোহ্যতে তরঙ্গবেগেন তীরং নীয়তে স্ম অনেনেতি বশিষ্ঠাপবাহঃ সরস্বত্যা এব তীর্থপ্রদেশবিশেষস্তম্, সমভ্যাজগাম। বশিষ্ঠস্য তীরপ্রাপণবার্ত্তা তু বনপর্ব্বণি দ্রষ্টব্যা। ভুজঙ্গপ্রয়াতং বৃত্তম্ ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

সেই সকল লোক যযাতিরাজার দানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রশংসা ও শুভাশীর্ব্বাদ করিয়াছিল ॥৩৫॥

তখন দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ যযাতিরাজার যজ্ঞসমৃদ্ধি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যেরা সেই যজ্ঞসমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল ॥৩৬॥

তাহার পর বিশাল ধর্ম্মধ্বজ, উদারহৃদয়, শিক্ষিতচিত্ত, সর্ব্বদা মহাদানে ব্যাপৃত, তীর্থপর্য্যটনে যত্নশীল ও জিতেন্দ্রিয় বলরাম, গুরুতর ও ভীষণ বেগশালী বশিষ্ঠতীর্থে গমন করিলেন ॥৩৭॥

——:*:——

* একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ…' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '… দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ…' নি।

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

—————:০*০:—————

জনমেজয় উবাচ।

বশিষ্ঠস্যাপবাহোঽসৌ ভীমবেগঃ কথং নু সঃ।
কিমর্থঞ্চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তমৃষিং প্রত্যবাহয়ৎ ॥১॥
কথমস্যাভবদ্বৈরং কারণং কিঞ্চ তৎ প্রভো।।
শংস পৃষ্টো মহাপ্রাজ্ঞ! ন হি তৃপ্যামি কথ্যতাম্ ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিশ্বামিত্রস্য চৈবর্ষের্বশিষ্ঠস্য চ ভারত।।
ভৃশং বৈরমভূদ্রাজন্! তপঃস্পর্দ্ধাকৃতং মহৎ ॥৩॥
আশ্রমো বৈ বশিষ্ঠস্য স্থাণুতীর্থেঽভবন্মহান্।
পূর্ব্বতঃ পার্শ্বতস্তাসীদ্বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

বশিষ্ঠস্যেতি। অপোহ্যতে অনেনেত্যপবাহঃ, ভীমবেগঃ সরস্বতীস্রোতসঃ। সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥১॥

কথমিতি। বৈরং বিশ্বামিত্রেণ সহ, পূর্ব্বং সামান্যতঃ শ্রবণাৎ প্রশ্নোঽয়মুপপদ্যতে ॥২॥

বিশ্বেতি। তপঃস্পর্দ্ধাকৃতং তপঃপ্রাধান্যস্পর্দ্ধানিবন্ধনম্ ॥৩॥

আশ্রম ইতি। পূর্ব্বতঃ পার্শ্বত ইত্যুভয়ত্রাপি সপ্তম্যন্তাৎ তস্ ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—'সরস্বতীনদীর সেই ভয়ঙ্কর বেগ কি প্রকারে বশিষ্ঠকে বহন করিয়াছিল? এবং কি জন্যই বা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী স্রোতদ্বারা সেই ঋষিকে বহন করাইয়াছিল? ॥১॥

মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি! বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের কি প্রকার শত্রুতা হইয়াছিল এবং তাহার কারণই বা কি ছিল? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন। আমার তৃপ্তি হইতেছে না; অতএব বলুন' ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন রাজা! বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষির পরস্পর তপঃস্পর্দ্ধানিবন্ধন গুরুতর শত্রুতা জন্মিয়াছিল ॥৩॥

---

(১) বশিষ্ঠাপবাহো ব্রহ্মন্! বৈ⋯নি। (৩)⋯পরস্পরকৃতং মহৎ—শি।

যত্র স্থাণুর্মহারাজ ! তপ্তবান্ সুমহত্তপঃ ।
যত্রাস্য কর্ম্ম তদ্‌ঘোরং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৫॥
যত্রেষ্ট্বা ভগবান্ স্থাণুঃ পূজয়িত্বা সরস্বতীম্ ।
স্থাপয়ামাস তত্তীর্থং স্থাণুতীর্থমিতি প্রভো ! ॥৬॥
তত্র তীর্থে সুরাঃ স্কন্দমভ্যষিঞ্চন্ নরাধিপ ! ।
সৈনাপত্যেন মহতা সুরারিবিনিবর্হণম্ ॥৭॥ (বিশেষকম্)
তস্মিন্ সারস্বতে তীর্থে বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
বশিষ্ঠঞ্চানয়ামাস তপসোগ্রেণ তচ্ছৃণু ॥৮॥
বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠৌ তাবহন্যহনি ভারত ! ।
স্পর্দ্ধাং তপঃকৃতাং তীব্রাং চক্রতুস্তৌ তপোধনৌ ॥৯॥
তত্রাপ্যধিকসন্তপ্তো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
দৃষ্ট্বা তেজো বশিষ্ঠস্য চিন্তামভিজগাম হ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

স্থাণুতীর্থমিতি নাম কথমিত্যাহ যত্রেতি। স্থাণুঃ শিবঃ। ইষ্ট্বা যাগং কৃত্বা। স্থাপয়ামাস প্রবর্ত্তয়ামাস। স্কন্দং কার্ত্তিকেয়ম্। সুরারিবিনিবর্হণমসুরহন্তারম্ ॥৫—৭॥
তস্মিন্নিতি। আনয়ামাস আনিনায় ॥৮॥
বিশ্বেতি। স্পর্দ্ধাং স্বস্বপ্রাধান্যপ্রবর্ত্তনাগ্রহম্ ॥৯॥
তত্রেতি। অধিকসন্তপ্তো বশিষ্ঠতেজসা। চিন্তাং বশিষ্ঠখর্ব্বীকরণবিষয়াম্ ॥১০॥

স্থাণুতীর্থে বশিষ্ঠের বিশাল আশ্রম ছিল এবং তাহার পূর্ব্বপার্শ্বে আশ্রম ছিল—জ্ঞানী বিশ্বামিত্রের ॥৪॥

মহারাজ ! মহাদেব যেখানে থাকিয়া গুরুতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানীরা যেখানে মহাদেবের গুরুতর ভীষণ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন, আর মহাদেব যেখানে যজ্ঞ ও সরস্বতীনদীর অর্চ্চনা করিয়া, স্থাণুতীর্থনামে একটী বিখ্যাত তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন ; নরনাথ ! সেই তীর্থে দেবতারা অসুরহন্তা কার্ত্তিককে নিজেদের প্রধান সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥৫—৭॥

রাজা ! সরস্বতীনদীর সেই তীর্থে মহামুনি বিশ্বামিত্র ভীষণ তপস্যার প্রভাবে বশিষ্ঠকে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥৮॥

ভরতনন্দন ! তপোধন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রত্যহই আপন আপন তপস্যা-বিষয়ে তীব্র স্পর্দ্ধা করিতেন ॥৯॥

(৮)…বশিষ্ঠং চালয়ামাস…নি ।

তস্য বুদ্ধিরিয়ং হ্যাসীদ্ধর্ম্মনিত্যস্য ভারত।।
ইয়ং সরস্বতী তূর্ণং মৎসমীপং তপোধনম্ ॥১১॥
আনয়িষ্যতি বেগেন বশিষ্ঠং জপতাং বরম্।
ইহাগতং দ্বিজশ্রেষ্ঠং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১২॥ (যুগ্মকম্)
এবং নিশ্চিত্য ভগবান্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
সস্মার সরিতাং শ্রেষ্ঠাং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥১৩॥
সা ধ্যাতা মুনিনা তেন ব্যাকুলত্বং জগাম হ।
গত্বা চৈনং মহাবীর্য্যং মহাকোপঞ্চ ভাবিনী ॥১৪॥
তত এনং বেপমানা বিবর্ণা প্রাঞ্জলিস্তদা।
উপতস্থে মুনিবরং বিশ্বামিত্রং সরস্বতী ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। ধর্ম্মনিত্যস্যেতি সোমুৎনোক্তির্ব্রহ্মহত্যাচিন্তনাৎ। আনয়িষ্যতি মৎ-প্রভাবাদেবানেষ্যতি। দ্বিজশ্রেষ্ঠং বশিষ্ঠম্ ॥১১—১২॥

এবমিতি। সরিতাং শ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥১৩॥

সেতি। ভাবিনী তদাদেশসম্পাদনাভিপ্রায়বতী স্থিতেতি শেষঃ ॥১৪॥

তত ইতি। বেপমানা ভয়েন কম্পমানা। উপতস্থে উপগতা ॥১৫॥

ক্রমে মহামুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের তেজ দেখিয়া এবং তাহাতে গুরুতর সন্তপ্ত হইয়া, চিন্তাবিষ্ট হইলেন ॥১০॥

ভরতনন্দন! পরে সর্ব্বদা ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বুদ্ধি হইল যে, এই সরস্বতীনদী আপন বেগে লোকশ্রেষ্ঠ তপস্বী বশিষ্ঠকে আমার নিকটে আনয়ন করিবে। ঐ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এখানে আসিলে, আমি উঁহাকে বধ করিতে পারিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১১—১২॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, মহামুনি বিশ্বামিত্র ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া, নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন ॥১৩॥

বিশ্বামিত্র স্মরণ করিলে, সরস্বতীনদী চঞ্চল হইল এবং মহাবল ও মহাকোপ-সম্পন্ন বিশ্বামিত্রের নিকটে যাইয়া, তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদন করিবার ইচ্ছা করিল ॥১৪॥

তাহার পর সরস্বতী কাঁপিতে থাকিয়া কৃতাঞ্জলি ও বিবর্ণা হইয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইল ॥১৫॥

(১৪)···জজ্ঞে চৈনং মহাবীর্য্যং···বঙ্গ বর্দ্ধ। (১৫) তত এনং বিবর্ণাঙ্গী···

হতবীরা যথা নারী সাভবদ্দুঃখিতা ভৃশম্ ।
ব্রূহি কিং করবাণীতি প্রোবাচ মুনিসত্তমম্ ॥১৬॥
তামুবাচ মুনিঃ ক্রুদ্ধো বশিষ্ঠং শীঘ্রমানয় ।
যাবদেনং নিহন্ম্যদ্য তচ্ছ্রুত্বা ব্যথিতা নদী ॥১৭॥
সাঞ্জলিস্তু ততঃ কৃত্বা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ।
প্রাকম্পত ভৃশং ভীতা বায়ুনেবাহতা লতা ॥১৮॥
তথারূপাস্তু তাং দৃষ্ট্বা মুনিরাহ মহানদীম্ ।
অবিচারং বশিষ্ঠস্ত্বমানয়স্বান্তিকং মম ॥১৯॥
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা পাপং চিকীর্ষিতম্ ।
বশিষ্ঠস্য প্রভাবঞ্চ জানন্ত্যপ্রতিমং ভুবি ॥২০॥
সাভিগম্য বশিষ্ঠং তমিমমর্থমচোদয়ৎ ।
যদুক্তা সরিতাং শ্রেষ্ঠা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

হতেতি। হতো বীরো রক্ষকঃ শূরো যস্যাঃ সা ॥১৬॥

তামিতি। মুনির্বিশ্বামিত্রঃ। ব্যথিতা অভবদিতি শেষঃ, নদী সরস্বতী ॥১৭॥

সেতি। পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা শ্বেতপদ্মতুল্যনয়না। হতা তাড়িতা ॥১৮॥

তথেতি। ন বিদ্যতে বিচারঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যচিন্তা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা ॥১৯॥

সেতি। চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টম্। জানন্তী জানতী। অচোদয়ৎ অশ্রাবয়ৎ। সরিতাং শ্রেষ্ঠা সরস্বতী ॥২০—২১॥

তৎপরে হতনাথা নারীর ন্যায় সরস্বতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইল এবং মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিল—'আমি কি করিব বলুন' ॥১৬॥

ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র সরস্বতীনদীকে বলিলেন—'বশিষ্ঠকে সত্বর আনয়ন কর, আমি উহাকে আজ বধ করিব'। তাহা শুনিয়া সরস্বতী ব্যথিত হইল ॥১৭॥

পরে শ্বেতপদ্মতুল্যনয়না সরস্বতী অত্যন্ত ভীত হইয়া, অঞ্জলি বন্ধন করিয়া, বায়ুতাড়িত লতার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল ॥১৮॥

সরস্বতীকে সেইরূপ দেখিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন—'তুমি নির্বিচারে সেই বশিষ্ঠকে আমার নিকট আনয়ন কর' ॥১৯॥

বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া এবং তিনি পাপের কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ইহা জানিয়া, আবার জগতে বশিষ্ঠেরও প্রভাব অতুলনীয় ইহা স্মরণ করিতে থাকিয়া,

---

(২১)···ইমমর্থমচোদয়ৎ···নি,···সর্ব্বমর্থমচোদয়ৎ···প্রি।

উভয়োঃ শাপয়োর্ভীতা বেপমানা পুনঃ পুনঃ।
চিন্তয়িত্বা মহাশাপমৃষিবিত্রাসিতা ভৃশম্ ॥২২॥
তাং কৃশাঞ্চ বিবর্ণাঞ্চ দৃষ্ট্বা চিন্তাসমন্বিতাম্।
উবাচ রাজন্! ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠো দ্বিপদাং বরঃ ॥২৩॥
পাহ্যাত্মানং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে! বহ মাং শীঘ্রগামিনী।
বিশ্বামিত্রঃ শপেদ্ধি ত্বাং মা কৃথাস্ত্বং বিচারণাম্ ॥২৪॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃপাশীলস্য সা সরিৎ।
চিন্তয়ামাস কৌরব্য! কিং কৃত্বা সুকৃতং ভবেৎ ॥২৫॥
তস্যাশ্চিন্তা সমুৎপন্না বশিষ্ঠো ময্যতীব হি।
কৃতবান্ হি দয়াং নিত্যং তস্য কার্য্যং হিতং ময়া ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

উভয়োরিতি। বেপমানা কম্পমানা। ঋষিবিত্রাসিতা অভবদিতি শেষঃ ॥২২॥
তামিতি। কৃশাঞ্চ বিবর্ণাঞ্চ শাপভয়েনেতি ভাবঃ। দ্বিপদাং মনুষ্যাণাম্ ॥২৩॥
পাহীতি। পাহি রক্ষ। শপেৎ তদাদেশারক্ষণে ॥২৪॥
তস্যেতি। কৃপাশীলস্য অনিষ্টাচরণপ্রবৃত্তান্মাং প্রত্যপি কৃপাপ্রকাশাদিতি ভাবঃ ॥২৫॥
তস্যা ইতি। অতীব হি দয়াং কৃতবান্ ঈদৃগুপদেশাৎ। কার্য্যং কর্ত্তব্যম্ ॥২৬॥

সরস্বতীনদী বশিষ্ঠের নিকটে যাইয়া, তাঁহাকে এই বিষয় শুনাইল—জ্ঞানী বিশ্বামিত্র যাহা বলিয়াছিলেন ॥২০—২১॥

ক্রমে সরস্বতী দুই জনেরই অভিসম্পাতে ভীত হইয়া, বার বার কাঁপিতে থাকিয়া, মহাশাপের প্রভাব স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইল ॥২২॥

রাজা! ধর্ম্মাত্মা ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরস্বতীকে কৃশা, বিবর্ণা ও চিন্তাকুলা দেখিয়া বলিলেন—॥২৩॥

'নদীশ্রেষ্ঠে! তুমি আত্মরক্ষা কর, আমাকে সত্বর বহন কর, না হইলে, বিশ্বামিত্র তোমার প্রতি অভিসম্পাত করিবেন; সুতরাং এ বিষয়ে তুমি কোন বিচার করিও না' ॥২৪॥

কৌরবনন্দন! বশিষ্ঠের সেই কথা শুনিয়া, সরস্বতী চিন্তা করিল—'কি করিয়া এই দয়াশীল মুনির পক্ষে ভাল কার্য্য করা যাইতে পারে' ॥২৫॥

তখন সরস্বতীর এইরূপ চিন্তা জন্মিল—'বশিষ্ঠ আমার প্রতি গুরুতর দয়া করিয়াছেন; অতএব সর্ব্বদাই উঁহার হিতকার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য' ॥২৬॥

(২২)‥ মহাশাপমৃষিং বিত্রাসিতা…পি। (২৩) ইতঃ পরং 'বশিষ্ঠ উবাচ'—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

অথ কূলে স্বকে রাজন্! জপন্তমৃষিসত্তমম্।
জুহ্বানং কৌশিকং প্রেক্ষ্য সরস্বত্যভ্যচিন্তয়ৎ ॥২৭॥
ইদমন্তরমিত্যেব ততঃ সা সরিতাং বরা।
কূলাপহারমকরোৎ স্বেন বেগেন সা সরিৎ ॥২৮॥
তেন কূলাপহারেণ মৈত্রাবরুণিরৌহ্যত।
উহ্যমানঃ স তুষ্টাব তদা রাজন্! সরস্বতীম্ ॥২৯॥
পিতামহস্য সরসঃ প্রবৃত্তাসি সরস্বতি!।
ব্যাপ্তঞ্চেদং জগৎ সর্ব্বং তবৈবাম্ভোভিরুত্তমৈঃ ॥৩০॥
ত্বমেবাকাশগা দেবি! মেঘেষূৎসৃজসে পয়ঃ।
সর্ব্বাশ্চাপস্ত্বমেবেতি ত্বত্তো বয়মধীমহি ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। কূলে তীরে, জুহ্বানং হোমং কুর্ব্বন্তম্ ॥২৭॥

ইদমিতি। অন্তরমবসরঃ, কূলাপহারং ভঙ্গেন তীরাপহরণম্ ॥২৮॥

তেনেতি। মৈত্রাবরুণির্বশিষ্ঠঃ, ঐহ্যত উহ্যতে স্ম ॥২৯॥

পিতেতি। পিতামহস্য ব্রহ্মণঃ, সরসো মানসাখ্যাজ্জলাশয়াৎ, প্রবৃত্তা উৎপন্না ॥৩০॥

ত্বমিতি। উৎসৃজসে দদাসি, পয়ো জলম্। আপো জলম্, অধীমহি জীবাম ইতি স্মরামঃ ॥৩১॥

রাজা! তাহার পর ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র নিজের তীরে বসিয়া জপ ও হোম করিতেছেন দেখিয়া, সরস্বতী চিন্তা করিল—॥২৭॥

'ইহাই অবসর'। তদনন্তর সেই নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী আপন বেগে তীর ভাঙ্গিয়া অপহরণ করিল ॥২৮॥

রাজা! সরস্বতীনদী তীর ভগ্ন করিয়া বশিষ্ঠকে বহনপূর্ব্বক লইয়া চলিল, তখন বশিষ্ঠ চলিতে থাকিয়া সরস্বতীর স্তব করিতে থাকিলেন ॥২৯॥

'সরস্বতি! তুমি ব্রহ্মার মানসসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং তোমারই উৎকৃষ্ট জলে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥৩০॥

দেবি! তুমিই আকাশে যাইয়া মেঘে জল দিয়া থাক, তুমিই সমস্ত জল এবং তোমা হইতেই আমরা জীবন ধারণ করিয়া থাকি, ইহা মনে করি ॥৩১॥

---

(২৮) ইদমন্তরমিত্যেবং·· নি। (৩০) প্রবৃত্তাসি সরস্বতী···বঙ্গ বর্দ্ধ, ···পিতামহস্য শরণং·· পি। (৩১)·· মেঘেষু সৃজসে পয়ঃ। যথা বয়মধীমহি—নি।

পুষ্টির্দ্যুতিস্তথা কীর্ত্তিঃ সিদ্ধির্বুদ্ধিরুমা তথা।
ত্বমেব বাণী স্বাহা ত্বং তবায়ত্তমিদং জগৎ।
ত্বমেব সর্ব্বভূতেষু বসসীহ চতুর্বিধা ॥৩২॥

এবং সরস্বতী রাজন্! স্তূয়মানা মহর্ষিণা।
বেগেনোবাহ তং বিপ্রং বিশ্বামিত্রাশ্রমং প্রতি।
ন্যবেদয়ত চাভীক্ষ্ণং বিশ্বামিত্রায় তং মুনিম্ ॥৩৩॥

তমানীতং সরস্বত্যা দৃষ্ট্বা কোপসমন্বিতঃ।
অথান্বেষৎ প্রহরণং বশিষ্ঠান্তকরং তদা ॥৩৪॥

তস্ত ক্রুদ্ধমভিপ্রেক্ষ্য ব্রহ্মবধ্যাভয়ান্নদী।
অপোবাহ বশিষ্ঠস্তু প্রাচীং দিশমতন্দ্রিতা।
উভয়োঃ কুর্বতী বাক্যং বঞ্চয়িত্বা তু গাধিজম্ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

পুষ্টিরিতি। সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বপ্রাণীষু, চতুর্বিধা রস-মূত্র-ঘর্ম্মাশ্রুরূপেণ জরায়ুজাণ্ডজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জপ্রাণীষু পরিণতত্বাদিতি ভাবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

এবমিতি। অভীক্ষ্ণং পুনঃ পুনঃ, তদাদেশপালনদৃঢ়ত্বজ্ঞাপনার্থমিতি ভাবঃ। ষট্পাদঃ ॥৩৩॥

তমিতি। অন্বৈষৎ মার্গিতবান্ বিশ্বামিত্রঃ, প্রহরণমস্ত্রম্ ॥৩৪॥

তমিতি। ব্রহ্মবধ্যাভয়াৎ তস্মাৎ ব্রহ্মহত্যায়ামাত্মনোঽপি সাহায্যকারিতয়া মহাপাতক-ভয়াৎ। অপোবাহ অপনিনায়, অতন্দ্রিতা অনলসা। গাধিজং বিশ্বামিত্রম্। ষট্পাদঃ ॥৩৫॥

তুমিই—পুষ্টি, দ্যুতি, কীর্ত্তি, সিদ্ধি, বুদ্ধি, উমা, বাণী ও স্বাহা এবং এই জগৎ তোমারই অধীন, আর এই জগতে সর্ব্বপ্রাণীতে তুমিই রস, মূত্র, ঘর্ম্ম ও অশ্রু—এই চারিপ্রকারে বাস করিয়া থাক' ॥৩২॥

রাজা! মহর্ষি বশিষ্ঠ এইভাবে স্তব করিতে লাগিলে, সরস্বতী আপন বেগে সেই ব্রাহ্মণকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমের নিকটে লইয়া গেল এবং সেই বশিষ্ঠের কথা বার বার বিশ্বামিত্রকে জানাইল ॥৩৩॥

সরস্বতী বশিষ্ঠকে আনিয়াছে দেখিয়া বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, তখনই বশিষ্ঠ-বিনাশক কোন অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তখন সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপের ভয়ে সতর্ক হইয়া, বশিষ্ঠকে পূর্ব্বদিকে বহন করিয়া লইয়া গেল। ইহাতে সরস্বতীর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের আদেশ পালন করা হইল এবং বিশ্বামিত্রকেও বঞ্চনা করা হইল ॥৩৫॥

(৩২) ইতঃ পরং 'বৈশম্পায়ন উবাচ' নি। (৩৪) তথানীতং···বঙ্গ,···অথান্বেষৎ···নি।

ততোঽপবাহিতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্।
অব্রবীদথ সংক্রুদ্ধো বিশ্বামিত্রো হ্যমর্ষণঃ ॥৩৬॥
যস্মাদস্মাং ত্বং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে! বঞ্চয়িত্বা পুনর্গতা।
শোণিতং বহ কল্যাণি! রাক্ষসানাঞ্চ সম্মতম্ ॥৩৭॥
ততঃ সরস্বতী শপ্তা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
অবহচ্ছোণিতোন্মিশ্রং তোয়ং সংবৎসরং তদা ॥৩৮॥
অথর্ষয়শ্চ দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা।
সরস্বতীং তথা দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অপবাহিতং স্রোতসা অপনীতম্। অমর্ষণঃ কোপনঃ ॥৩৬॥
যস্মাদিতি। শোণিতং রুধিরম্, সম্মতমভিপ্রেতম্ ॥৩৭॥
তত ইতি। সংবৎসরং যাবৎ, তথৈব শাপাবধেরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৮॥
অথেতি। তথা তাদৃশীম্, শোণিতোন্মিশ্রং তোয়ং বহন্তীমিত্যর্থঃ ॥৩৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বশিষ্ঠস্যেতি। অপোহ্যতে তীরে প্রাপ্যতেঽনেনেত্যপবাহস্তীর্থবিশেষঃ ॥১॥ কথয়তি ত্বয়ি কথয়তি সতি ॥২—৩০॥ বয়ম্ ঋষয়ঃ ত্বত্তোঽধীমহি বেদান্, কদাচিদনাবৃষ্ট্যা মৃতেষু ঋষিষু সম্প্রদায়োচ্ছেদে সতীতি ভাবঃ ॥৩১—৩৬॥ রক্ষোগ্রামণিসম্মতমিত্যত্র হ্রস্বত্বমার্ষম্ ॥৩৭—৪০॥
ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

তাহার পর ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে অপনীত দেখিয়া, কোপনস্বভাব বিশ্বামিত্র বলিলেন—॥৩৬॥

'কল্যাণি নদীশ্রেষ্ঠে! যখন তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া পুনরায় গমন করিলে, তখন তুমি রাক্ষসগণের অভিমত রক্ত বহন কর' ॥৩৭॥

জ্ঞানী বিশ্বামিত্র সেইরূপ অভিসম্পাত করিলে, সরস্বতী সেই দিন হইতে এক বৎসরপর্য্যন্ত রক্তমিশ্রিত জল বহন করিয়াছিল ॥৩৮॥

তাহার পর ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরাগণ—সরস্বতীকে সেইরূপ দেখিতে থাকিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইতে লাগিলেন ॥৩৯॥

(৩৭)···রক্ষোগ্রামসুসম্মতম্···পি বর্দ্ধ,···রক্ষোগ্রমণিসম্মতম্—বঙ্গ সো।

এবং বশিষ্ঠাপবাহো লোকে খ্যাতো জনাধিপ ! ।
আগচ্ছচ্চ পুনর্মার্গং স্বমেব সরিতাং বরা ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

———:০*০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা শপ্তা তেন ক্রুদ্ধেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তস্মিংস্তীর্থবরে শুভ্রে শোণিতং সমুপাবহৎ ॥১॥
অথাজগ্মুস্ততো রাজন্ ! রাক্ষসাস্তত্র ভারত ! ।
তত্র তে শোণিতং সর্ব্বে পিবন্তঃ সুখমাসতে ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। বশিষ্ঠঃ অপোহ্যতে অপনীয়তে অস্মিন্নিতি বশিষ্ঠাপবাহঃ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:-০-:———

সেতি। তস্মিন্ বশিষ্ঠাপবাহাখ্যে, শুভ্রে শুভ্রজলতয়া শুভ্রবর্ণে ॥১॥

অথেতি। সুখং যথা স্যাত্তথা, আসতে অবতিষ্ঠন্তে স্ম ॥২॥

নরনাথ ! এইরূপে সেই তীর্থ জগতে 'বশিষ্ঠাপবাহ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল; তাহার পর নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুনরায় নিজের গন্তব্য পথেই আসিতে থাকিল' ॥৪০॥

———:*:———

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই জ্ঞানী বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলে, সরস্বতীনদী শুভ্রজলসম্পন্ন তীর্থশ্রেষ্ঠ সেই বশিষ্ঠাপবাহে রক্ত বহন করিতে লাগিল ॥১॥

* '…দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

তৃপ্তাশ্চ সুভৃশং তেন সুখিতা বিগতজ্বরাঃ।
নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ যথা স্বর্গজিতস্তথা ॥৩॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য ঋষয়ঃ সুতপোধনাঃ।
তীর্থযাত্রাং সমাজগ্মুঃ সরস্বত্যাং মহীপতে! ॥৪॥
তেষু সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্বাপ্লুত্য মুনিপুঙ্গবাঃ।
প্রাপ্য প্রীতিং পরাঞ্চাপি তপোলুব্ধা বিশারদাঃ ॥৫॥
প্রযযুর্হি ততো রাজন্! যেন তীর্থমসৃগ্ বহম্।
অথাগম্য মহাভাগাস্ততীর্থং দারুণং তদা ॥৬॥
দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যাঃ শোণিতেন পরিপ্লুতম্।
পীয়মানঞ্চ রক্ষোভির্বহুভির্নৃপসত্তম! ॥৭॥
তান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ রাজন্! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পরিত্রাণে সরস্বত্যাঃ পরং যত্নং প্রচক্রিরে ॥৮॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

তৃপ্তা ইতি। বিগতজ্বরাস্তিরোহিতক্ষুধাসন্তাপাঃ। স্বর্গজিতঃ স্বর্গবিজয়িনঃ ॥৩॥

কস্যচিদিতি। কস্যচিৎ কালস্য অতিক্রমে সতীতি শেষঃ ॥৪॥

তেষ্বিতি। স্বাপ্লুত্য স্নাত্বা। যেন যত্রেত্যর্থঃ, অসৃগ্ বহং শোণিতবাহি। পরিপ্লুতং ব্যাপ্তম্। সংশিতব্রতা দৃঢ়তপোনিয়মাঃ, পরিত্রাণে রক্তবহনাৎ রক্ষায়াম্ ॥৫—৮॥

ভরতনন্দন রাজা! তাহার পর রাক্ষসেরা সেস্থানে আগমন করিল এবং তাহারা সকলে রক্ত পান করিতে থাকিয়া, সুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥২॥

ক্রমে রাক্ষসেরা সেই রক্তপানে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া এবং সন্তাপবিহীন ও সুখী হইয়া, স্বর্গবিজয়ীদের ন্যায় হাস্য ও নৃত্য করিতে থাকিল ॥৩॥

রাজা! তদনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তপোধন ঋষিরা তীর্থযাত্রা-ব্যপদেশে সরস্বতীনদীতে আগমন করিলেন ॥৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! তপস্যার্থী, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও দৃঢ়নিয়মশালী সেই মুনি-শ্রেষ্ঠেরা সেই সকল তীর্থে অবগাহন করিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া—যেস্থানে সরস্বতীনদী রক্ত বহন করিতেছিল, ক্রমে সেইস্থানে গমন করিলেন। সেই মহাত্মারা সেই দারুণ তীর্থে আসিয়া, সরস্বতীর জল রক্তসংযুক্ত এবং রাক্ষসেরা তাহা পান করিতেছে ইহা দেখিয়া, সেই দুর্ঘটনা হইতে সরস্বতীকে রক্ষা করিবার জন্য গুরুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥৫—৮॥

(৫)···স্বাপ্লুত্য মুনিপুঙ্গবাঃ—নি।

তে তু সর্বে মহাভাগাঃ সমাগম্য মহাব্রতাঃ।
আহূয় সরিতাং শ্রেষ্ঠামিদং বচনমব্রুবন্ ॥৯॥
কারণং ব্রূহি কল্যাণি! কিমর্থং তে হ্রদো হ্যয়ম্।
এবমাকুলতাং যাতঃ শ্রুত্বাধ্যাসামহে বয়ম্ ॥১০॥
ততঃ সা সর্ব্বমাচষ্ট যথাবৃত্তং প্রবেপতী।
দুঃখিতামথ তাং দৃষ্ট্বা ঊচুস্তে বৈ তপোধনাঃ ॥১১॥
কারণং শ্রুতমস্মাভিঃ শাপশ্চৈব শ্রুতোঽনঘে।।
করিষ্যামো বয়ং যত্নং সর্ব এব তপোধনাঃ ॥১২॥
এবমুক্ত্বা সরিচ্ছ্রেষ্ঠামূচুস্তেঽথ পরস্পরম্।
বিমোচয়ামহে সর্বে শাপাদেতাং সরস্বতীম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। মহাব্রতা দৃঢ়তপোনিয়মাঃ। সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥৯॥
কারণমিতি। আকুলতাং শোণিতব্যাপ্ততাম্। অধ্যাসামহে অবতিষ্ঠামহে ॥১০॥
তত ইতি। আচষ্ট অবদৎ, বৃত্তং জাতম্, প্রবেপতী অতীবকম্পমানা ॥১১॥
কারণমিতি। যত্নং তবৈতদ্দুঃখমোচন ইতি শেষঃ ॥১২॥
এবমিতি। বিমোচয়ামহে তপঃপ্রভাবাদেবোত্ত ভাবঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সা শপ্তেতি ॥১—৯॥ অধ্যাস্যামহে অধ্যবসায়ং করিষ্যামহে ॥১০—৪৫॥
ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০॥

দৃঢ়তপোনিয়মশালী সেই মহাত্মারা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর নিকটে আসিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন—॥৯॥

'কল্যাণি! তোমার এই হ্রদটা এইরূপ রক্তাক্ত হইল কেন? ইহার কারণ বল; আমরা উহা শুনিয়া এইস্থানে অবস্থান করিব' ॥১০॥

তাহার পর সরস্বতী কাঁপিতে থাকিয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। পরে সরস্বতীকে দুঃখিত দেখিয়া সেই তপস্বীরা বলিলেন—॥১১॥

'নিষ্পাপে! কারণ শুনিলাম এবং অভিসম্পাতও শুনিতে পাইলাম। এখন আমরা তপস্বীরা সকলেই এই বিপদ হইতে তোমাকে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব' ॥১২॥

তাঁহারা নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে এইরূপ বলিয়া, পরস্পর বলিলেন—'আমরা

(১০)···এবমগ্রাহ্বতাং যাতঃ··· নি।

তে সর্বে ব্রাহ্মণা রাজন্! তপোভির্নিয়মৈস্তথা।
উপবাসৈশ্চ বিবিধৈর্যমৈঃ কষ্টব্রতৈস্তথা ॥১৪॥
আরাধ্য পশুভর্ত্তারং মহাদেবং জগৎপতিম্।
অমোক্ষয়ন্ত তাং দেবীং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
তেষান্তু সা প্রভাবেণ প্রকৃতিস্থা সরস্বতী।
প্রসন্নসলিলা জজ্ঞে যথাপূর্ব্বং তথৈব হ।
বিমুক্তা চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বিবভৌ সা যথা পুরা ॥১৬॥
দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যা মুনিভিস্তৈস্তথাকৃতম্।
তানেব শরণং জগ্মূ রাক্ষসাঃ ক্ষুধিতাস্তদা ॥১৭॥
বদ্ধাঞ্জলিং ততো রাজন্! রাক্ষসাঃ ক্ষুধয়ার্দ্দিতাঃ।
উচুস্তান্ বৈ মুনীন্ সর্ব্বান্ কৃপাযুক্তান্ পুনঃ পুনঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। যমৈর্ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ। অমোক্ষয়ন্ত শোণিতবহনাৎ ॥১৪—১৫॥
তেষামিতি। প্রকৃতিস্থা স্বভাবস্থিতা। প্রসন্নসলিলা নির্ম্মলজলা। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৬॥
দৃষ্ট্বেতি। শরণং জগ্মুঃ ক্ষুধানিবারণার্থমিতি ভাবঃ ॥১৭॥
বদ্ধেতি। কৃপাযুক্তান্, অতএব ক্ষুধানিবারণার্থং কৃপাং করিষ্যন্তীত্যাশয়ঃ ॥১৮॥

সকলে এই নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত করিব' ॥১৩॥

রাজা! সেই ব্রাহ্মণেরা তপস্যা, শাস্ত্রীয়নিয়ম, ইন্দ্রিয়দমন, নানাবিধ উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য ও কষ্টকর ব্রতদ্বারা পশুপতি ও জগৎপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া, সেই নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে রক্ত বহন হইতে মুক্ত করিলেন ॥১৪—১৫॥

সেই মুনিগণের প্রভাবে নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর জল পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল হইল; তখন নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী বিশ্বামিত্রের শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১৬॥

তখন মুনিগণের প্রভাবে সরস্বতী সেইরূপ হইয়াছে দেখিয়া, রাক্ষসেরা ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় সেই মুনিগণেরই স্মরণাপন্ন হইল ॥১৭॥

রাজা! তাহার পর সেই ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া দয়ালু সেই সকল মুনিকে বলিল—॥১৮॥

(১৫)···মোক্ষয়ামাসুস্তাং দেবীং···পি নি। (১৮) কৃত্বাঞ্জলিং···পি।

বয়ং হি ক্ষুধিতাশ্চৈব ধর্ম্মাদ্ধীনাশ্চ শাশ্বতাৎ।
ন চ নঃ কামকারোঽয়ং যদ্বয়ং পাপকারিণঃ ॥১৯॥
যুষ্মাকঞ্চাপ্রসাদেন দুষ্কৃতেন চ কর্ম্মণা।
যৎ পাপং বর্দ্ধতেঽস্মাকং ততঃ স্মো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥২০॥
যোষিতাঞ্চৈব পাপেন যোনিদোষকৃতেন চ।
এবং হি বৈশ্যশূদ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ।
যে ব্রাহ্মণান্ প্রদ্বিষন্তি তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥২১॥
আচার্য্যমৃত্বিজঞ্চৈব গুরুং বৃদ্ধজনং তথা।
প্রাণিনো যেঽবমন্যন্তে তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥২২॥
তৎ কুরুধ্বমিহাস্মাকং তারণং দ্বিজসত্তমাঃ!।
শক্তাঃ ভবন্তঃ সর্বেষাং লোকানামপি তারণে ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

বয়মিতি। শাশ্বতাৎ সনাতনাৎ। কামকারঃ স্বেচ্ছাচারঃ ॥১৯॥

যুষ্মাকমিতি। দুষ্কৃতেন দুষ্টরূপেণ বিহিতেন। ব্রহ্মাণশ্চ তে রাক্ষসাশ্চেতি ব্রহ্ম-রাক্ষসাঃ ॥২০॥

যোষিতামিতি। ক্ষত্রিয়াদীনাং কিং পাপমিত্যাহ য ইতি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

আচার্য্যমিতি। আচার্য্যমুপনেতারম্, গুরুং পিত্রাদিকম্। প্রাণিনোঽত্র মানুষাঃ ॥২২॥

তদিতি। তারণং রাক্ষসভাবাদুদ্ধারম্। শক্তাস্তপঃপ্রভাবাৎ ॥২৩॥

'আমরা ক্ষুধার্ত্ত এবং সনাতন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত; তা'র পর, আমরা যে পাপ-কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা আমাদের স্বেচ্ছাচার নহে ॥১৯॥

আপনাদের প্রসন্নতা না থাকায় এবং সর্ব্বদাই দুষ্কার্য্য করিতে থাকায় যেহেতু পাপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেই জন্যই আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি ॥২০॥

ব্যভিচারপাপে নারীগণ এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণের বিদ্বেষ করে, তাহারা সেই পাপে—এই জগতে রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥২১॥

যাহারা আচার্য্য, পুরোহিত, গুরু ও বৃদ্ধ লোকের অবজ্ঞা করে, তাহারাও এই জগতে রাক্ষস হইয়া উৎপন্ন হয় ॥২২॥

অতএব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন; কারণ, আপনারা তপস্যার প্রভাবে ত্রিভুবনকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হন' ॥২৩॥

(২০)···যতঃ স্মো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ—পি বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

তেষাস্তু মুনয়ঃ শ্রুত্বা তুষ্টুবুস্তাং মহানদীম্।
মোক্ষার্থং রক্ষসাং তেষামূচুঃ প্রয়তমানসাঃ ॥২৪॥
ক্ষুতং কীটাবপন্নঞ্চ যচ্চোচ্ছিষ্টান্বিতং ভবেৎ।
সকেশমবধূতঞ্চ রুদিতোপহতঞ্চ যৎ।
শ্বভিঃ সংসৃষ্টমন্নঞ্চ ভাগোঽসৌ রক্ষসামিহ ॥২৫॥
তস্মাজ্‌জ্ঞাত্বা সদা বিদ্বানেতান্ যত্নাদ্বিবর্জয়েৎ।
রাক্ষসান্নমসৌ ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হ্যন্নমীদৃশম্ ॥২৬॥
শোধয়িত্বা ততস্তীর্থমৃষয়স্তে তপোধনাঃ।
মোক্ষার্থং রাক্ষসানাঞ্চ নদীং তাং প্রত্যচোদয়ন্ ॥২৭॥
মহর্ষীণাং মতং জ্ঞাত্বা ততঃ সা সরিতাং বরা।
অরুণামানয়ামাস স্বাং তনুং পুরুষর্ষভ! ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি। তেষাং বচনমিতি শেষঃ। প্রয়তমানসাঃ কামাদিশূন্যচিত্তাঃ ॥২৪॥

ক্ষুতমিতি। ক্ষুতং ক্ষুতদূষিতম্, কীটাবপন্নং কীটপতনেনোপহতম্, উচ্ছিষ্টান্বিতং ভুক্তাবশেষযুক্তম্। অবধূতং নিষ্পেষণাদিনা বিকৃতীকৃতম্, রুদিতোপহতং রোদনকালীনাশ্রুপতনদূষিতম্। শ্বভিঃ কুক্কুরৈঃ, সংসৃষ্টং স্পৃষ্টম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥

তস্মাদিতি। জ্ঞাত্বা উক্তবিধদোষদুষ্টং ন বেতি পরীক্ষ্য, এতান্ ভাগান্ ॥২৬॥

শোধেতি। শোধয়িত্বা শোণিতমিশ্রীভাবান্মোচয়িত্বা। প্রত্যচোদয়ন্ রাক্ষসানাং মোচনায়াদিশন্ ॥২৭॥

মহর্ষীণামিতি। আনয়ামাস আনিনায়, স্বাং স্বকীয়ামেব, তনুং মূর্ত্তিম ॥২৮॥

সংযতচিত্ত মুনিরা সেই রাক্ষসগণের উক্তি শুনিয়া, তাহাদের মুক্তির জন্য মহানদী সরস্বতীর স্তব করিলেন এবং বলিলেন—॥২৪॥

'ক্ষুতদুষ্ট (যে অন্নের উপরে হেঁচি দেওয়া হয়, সেই অন্ন), কীটপতনদূষিত, উচ্ছিষ্ট, কেশযুক্ত, নিষ্পেষিত, অশ্রুদূষিত এবং কুকুর স্পৃষ্ট—এই সকল অন্ন রাক্ষসগণের ভাগ (খাদ্য) ॥২৫॥

অতএব বুদ্ধিমান্ লোক পরীক্ষা করিয়া যত্নপূর্ব্বক এই সকল অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। কারণ, যে লোক এইরূপ অন্ন ভোজন করে, সে লোক রাক্ষসান্নই ভোজন করে' ॥২৬॥

সেই তপস্বী ঋষিরা সেই তীর্থটীকে রক্ত মুক্ত করিয়া, রাক্ষসগণের মুক্তির জন্য সরস্বতীনদীকে আদেশ করিলেন ॥২৭॥

(২৪) তেষাস্তু বচনং শ্রুত্বা···নি। (২৫) এভিঃ সংসৃষ্টমন্নঞ্চ—বঙ্গ বর্দ্ধ।

তস্যাং তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা তনূস্ত্যক্ত্বা দিবং গতাঃ।
অরুণায়াং মহারাজ! ব্রহ্মবধ্যাপহা হি সা ॥২৯॥
এতমর্থমভিজ্ঞায় দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
তস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা বিমুক্তঃ পাপ্মনা কিল ॥৩০॥

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবান্ শক্রো ব্রহ্মবধ্যামবাপ্তবান্।
কথমস্মিংশ্চ তীর্থে বৈ আপ্লুত্যাকল্মষোঽভবৎ ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণুষ্বৈতদুপাখ্যানং যথাবৃত্তং জনেশ্বর!।
যথা বিভেদ সময়ং নমুচের্বাসবঃ পুরা ॥৩২॥
নমুচির্বাসবাদ্ভীতঃ সূর্য্যরশ্মিং সমাবিশৎ।
তেনেন্দ্রঃ সখ্যমকরোৎ সময়ঞ্চেদমব্রবীৎ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তস্যামিতি। হি যস্মাৎ, সা অরুণা ব্রহ্মবধ্যাপহা ব্রহ্মহত্যাপাপনাশিনী ॥২৯॥
এতমিতি। এতমর্থম্ অরুণায়াং স্নানং ব্রহ্মহত্যাপাপপর্য্যন্তনাশকম্ ॥৩০॥
কিমিতি। ব্রহ্মবধ্যাং ব্রহ্মহত্যাপাপম্। আপ্লুত্য স্নাত্বা, অকল্মষো নিষ্পাপঃ ॥৩১॥
শৃণ্বিতি। বিভেদ বভঞ্জ, সময়ং শপথম, নমুচের্দানবস্য ॥৩২॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সরস্বতীনদী সেই মহর্ষিগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, নিজের মূর্ত্তি অরুণাকে আনয়ন করিল ॥২৮॥

মহারাজ! পরে সেই রাক্ষসেরা সেই অরুণাতে স্নান ও দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল; কারণ, সেই অরুণা স্নানকারীর ব্রহ্মহত্যার পাপ পর্য্যন্ত নাশ করিয়া থাকে ॥২৯॥

এই বিষয় জানিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই প্রধানতীর্থ অরুণাতে স্নান করিয়া, পাপমুক্ত হইয়াছিলেন ॥৩০॥

জনমেজয় বলিলেন—'ভগবান্ ইন্দ্র কি জন্য ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা তিনি অরুণাতে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছিলেন' ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ! আপনি এই উপাখ্যান যথাযথভাবে শ্রবণ করুন; পূর্ব্বকালে ইন্দ্র নমুচির নিকটে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন ॥৩২॥

(৩৩)···সূর্য্যরশ্মীন্ সমাবিশৎ পি।

ন চার্দ্রেণ ন শুষ্কেণ ন রাত্রৌ নাপি চাহনি।
বধিষ্যাম্যসুরশ্রেষ্ঠ! সখে! সত্যেন তে শপে ॥৩৪॥
এবং স সময়ং কৃত্বা দৃষ্ট্বা নীহারমীশ্বরঃ।
চিচ্ছেদাস্য শিরো রাজন্! অপাং ফেনেন বাসবঃ ॥৩৫॥
তচ্ছিরো নমুচেশ্ছিন্নং পৃষ্ঠতঃ শক্রমন্বয়াৎ।
ভো মিত্রহন্! পাপেতি ব্রুবাণং শক্রমন্তিকাৎ ॥৩৬॥
এবং স শিরসা তেন চোদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
পিতামহায় সন্তপ্ত এতমর্থং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৭॥
তমব্রবীল্লোকগুরুররুণায়াং যথাবিধি।
ইষ্ট্বোপস্পৃশ দেবেন্দ্র! তীর্থে পাপভয়াপহে ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

নমুচিরিতি। তেন নমুচিনা সহ। সময়ং শপথম্। ক্লীবত্বমার্ষম্ ॥৩৩॥

নেতি। আর্দ্রেণ শুষ্কেণ চ শস্ত্রেণেতি শেষঃ। শপে শপথং করোমি ॥৩৪॥

এবমিতি। নীহারং নীহারান্তর্গতং নমুচিম্, ঈশ্বর অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যবান্। অতএব অপাং ফেনেন চ্ছেদনসম্ভব ইতি ভাবঃ। অপাং জলস্য ॥৩৫॥

তদিতি। মিত্রং মাং হন্তীতি মিত্রহা তৎসম্বোধনম্। তদেব পাপমিতি ভাবঃ ॥৩৬॥

এবমিতি। চোদ্যমানো ভর্ৎসমানঃ। পিতামহায় ব্রহ্মণে ॥৩৭॥

নমুচি ইন্দ্র হইতে ভীত হইয়া, সূর্য্যের কিরণমধ্যে প্রবেশ করিল; ইন্দ্র তাহার সহিত সখিত্ব স্থাপন করিলেন এবং এই শপথ করিলেন—॥৩৩॥

'সখে অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি সত্য শপথ করিতেছি যে, দিনে বা রাত্রিতে আর্দ্র বা শুষ্ক অস্ত্রদ্বারা তোমাকে বধ করিব না' ॥৩৪॥

রাজা! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ শপথ করিয়া, কোন সময় নীহারান্তর্গত নমুচিকে দেখিয়া, জলের ফেনদ্বারা সেই নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন ॥৩৫॥

নমুচির সেই ছিন্ন মস্তক—'ওরে মিত্রহত্যাকারী পাপাত্মা!' এইরূপ বলিতে থাকিয়া, ইন্দ্রের পিছনে নিকটে নিকটে চলিতে থাকিল ॥৩৬॥

এইভাবে সেই নমুচির মস্তকটা বার বার তিরস্কার করিতে থাকিয়া. পিছনে পিছনে চলিতে থাকিলে, ইন্দ্র সন্তপ্ত হইয়া যাইয়া ব্রহ্মার নিকটে এই বিষয় জানাইলেন ॥৩৭॥

(৩৬)···ভো ভো মিত্রহ! পাপেতি···নি। (৩৮) ইতঃ পরং শ্লোকত্রয়মধিকং পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ। তে চ যথা—

এষা পুণ্যজলা শক্র! কৃতা মুনিভিরেব চ। নিগূঢ়মস্যা গমনমিহাসীৎ পূর্ব্বমেব তু ॥১॥

ইত্যুক্তঃ স সরস্বত্যাঃ কুঞ্জে বৈ জনমেজয় ! ।
ইষ্ট্বা যথাবদ্বলভিদরুণায়ামুপাস্পৃশৎ ॥৩৯॥
স মুক্তঃ পাপ্মনা তেন ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন চ ।
জগাম সংহৃষ্টমনাস্ত্রিদিবং ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥৪০॥
শিরস্তচ্চাপি নমুচেস্তত্রৈবাপ্লুত্য ভারত ! ।
লোকান্ কামদুঘান্ প্রাপ্তমক্ষয়ান্ রাজসত্তম ! ॥৪১॥
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো মহাত্মা দত্ত্বা চ দানানি পৃথগ্‌বিধানি ।
অবাপ্য ধর্ম্মং পরমার্য্যকর্ম্মা জগাম সোমস্য মহৎ সুতীর্থম্ ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। লোকগুরুর্ব্রহ্মা। ইষ্ট্বা যাগং কৃত্বা, উপস্পৃশ স্নাহি ॥৩৮॥
ইতীতি। কুঞ্জে লতাদ্যাবৃতস্থানে। বলভিদিন্দ্রঃ, উপাস্পৃশৎ স্নাতবান্ ॥৩৯॥
স ইতি। ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন ব্রহ্মহত্যাতুল্যমিত্রহত্যাকৃতেন ॥৪০॥
শির ইতি। আপ্লুত্য অবগাহ্য। কামদুঘান্ অভীষ্টদাতৄন্ ॥৪১॥
তত্রেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, বলো রামঃ। পরমমুত্তমম্ আর্য্যকর্ম্ম সজ্জনকার্য্যং যস্য সঃ ॥৪২॥

তখন ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলিলেন—'দেবরাজ ! তুমি পাপভয়নাশক অরুণাতীর্থে যাইয়া যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়া তাহাতে স্নান কর' ॥৩৮॥

রাজা জনমেজয় ! ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র সরস্বতীনদীর কুঞ্জে যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়া অরুণাতে স্নান করিলেন ॥৩৯॥

তখন স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপের তুল্য মিত্রহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥৪০॥

ভরতনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ ! নমুচির সেই মস্তকটীও অরুণাতে স্নান করিয়া, অক্ষয় ও অভীষ্টদাতা স্বর্গলোকে গমন করিল ॥৪১॥

মহাত্মা এবং অত্যন্তসৎকর্ম্মান্বিত বলরামও সেই অরুণাতীর্থে স্নান ও নানাবিধ দান করিয়া, ধর্ম্মলাভে সন্তুষ্ট হইয়া, চন্দ্রের মহাতীর্থে গমন করিলেন ॥৪২॥

ততোঽভ্যেত্যারুণাং দেবীং প্লাবয়ামাস বারিণা। সরস্বত্যারুণায়াশ্চ পুণ্যোঽয়ং সঙ্গমো মহান্ ॥২॥
ইহ ত্বং যজ দেবেন্দ্র ! দদ দানান্যনেকশঃ। অত্রাপ্লুত্য সুঘোরাত্বং পাতকাদ্বিপ্রমোক্ষ্যসে ॥৩॥

(৩৯) অত্র মহান্ পাঠভেদোবর্ত্ততে—বঙ্গ বর্দ্ধ। (৪১) ইতঃ পরং 'বৈশম্পায়ন উবাচ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

যত্রাযজদ্রাজসূয়েন সোমঃ সাক্ষাৎ পুরা বিধিবৎ পার্থিবেন্দ্র ! ।
অত্রির্ধীমান্ বিপ্রমুখ্যো বভূব হোতা যস্মিন্ ক্রতুমুখ্যে মহাত্মা ॥৪৩॥
যস্যান্তেঽভূৎ সুমহদ্দানবানাং দৈতেয়ানাং রাক্ষসানাঞ্চ দেবৈঃ ।
যস্মিন্ যুদ্ধং তারকাখ্যং সুতীব্রং যত্র স্কন্দস্তারকং বৈ জঘান ॥৪৪॥
সৈনাপত্যং লব্ধবান্ দেবতানাং মহাসেনো যত্র দৈত্যান্তকর্ত্তা ।
সাক্ষাচ্চাপি ন্যবসৎ কার্ত্তিকেয়ঃ সদা কুমারো যত্র স প্লক্ষরাজঃ ॥৪৫॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি
গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:*:—

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। সোমশ্চন্দ্রঃ। ক্রতুমুখ্যে যজ্ঞশ্রেষ্ঠে তস্মিন্ রাজসূয়ে ॥৪৩॥
যস্যেতি। দেবৈঃ সার্দ্ধম্। তারকাখ্যং তারকাসুরস্য প্রধানত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪৪॥
সৈনেতি। সৈনাপত্যং সেনাপতিত্বম্, মহতী সেনা যস্য সঃ। প্লক্ষরাজো মহাপর্কটীবৃক্ষঃ ॥৪৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

—:০:—

রাজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে স্বয়ং চন্দ্র যে তীর্থে থাকিয়া যথাবিধানে রাজসূয়যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যে মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ অত্রি হোতা হইয়াছিলেন ॥৪৩॥

যে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবগণের সহিত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের তারকনামক ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ হইয়াছিল এবং যে যুদ্ধে কার্ত্তিক তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥৪৪॥

যে যুদ্ধে মহাসেন ও দৈত্যহন্তা কার্ত্তিক দেবগণের সেনাপতিপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং যে তীর্থে তিনি স্বয়ং বাস করেন, আর যে তীর্থে একটী বিশাল পর্কটী বৃক্ষ রহিয়াছে ॥৪৫॥

—:*:—

(৪৫)···সনৎকুমারো যত্র সত্রমিয়াজ—পি।
* '··ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বদ্ধ বা সো, '···চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

———:০✱০:———

জনমেজয় উবাচ।

সরস্বত্যাঃ প্রভাবোঽয়মুক্তস্তে দ্বিজসত্তম!।
কুমারস্যাভিষেকস্তু ব্রহ্মন্! ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥১॥
যস্মিন্ কালে চ দেশে চ যথা চ বদতাং বর!।
যৈশ্চাভিষিক্তো ভগবান্ বিধিনা যেন চ প্রভুঃ ॥২॥
স্কন্দো যথা চ দৈত্যানামকরোৎ কদনং মহৎ।
তথা মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥৩॥ (যুগ্মকম্)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কুরুবংশস্য সদৃশং কৌতূহলমিদং তব।
হর্ষমুৎপাদয়ত্যেব বচো মে জনমেজয়! ॥৪॥
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণ্বানস্য জনাধিপ!।
অভিষেকং কুমারস্য প্রভাবঞ্চ মহাত্মনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ব্বাধ্যায়ে "সৈনাপত্যং লব্ধবান্" ইত্যুক্তেস্তদভিষেকাদিকং পৃচ্ছতি সরস্বত্যা ইতি। অস্য বৃত্তান্তস্য বনপর্ব্বণ্যুক্তাবপি বক্তৃশ্রোতৃভেদাৎ পুনরুক্তৌ ন দোষঃ। কাদাচিৎকস্তদ্বিরোধস্তু কল্পান্তরীয়ত্বাঙ্গীকারাৎ সমাধেয়ঃ। তে ত্বয়া। কুমারস্য কার্ত্তিকেয়স্য ॥১॥

যস্মিন্নিতি। ভগবান্ মাহাত্ম্যবান্, প্রভুঃ প্রভাবশালী কার্ত্তিকেয়ঃ। স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ঃ, মহৎ কদনং মহামারীম্ ॥২—৩॥

কুর্বিতি। কুরুবংশো হি ধর্ম্মাখ্যানশ্রবণে চিরমেব কৌতুকীত্যাশয়ঃ ॥৪॥

জনমেজয় বলিলেন—'দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! আপনি সরস্বতীর এই প্রভাব বলিলেন, এখন কার্ত্তিকের অভিষেকবৃত্তান্ত বলুন ॥১॥

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! যে দেশে যে কালে যে প্রকারে যে বিধানে যাঁহারা মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিককে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং কার্ত্তিক যে ভাবে অসুরগণের মহামারী ঘটাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট বলুন। কারণ, উহা শ্রবণে আমার গুরুতর কৌতূহল জন্মিয়াছে' ॥২—৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয়! আপনার এই কৌতূহল কুরুবংশের উপযুক্তই বটে; আমার বাক্য অবশ্যই আপনার আনন্দ উৎপাদন করিবে ॥৪॥

তেজো মাহেশ্বরং স্কন্নমগ্নৌ প্রপতিতং পুরা।
তৎ সর্ব্বভক্ষো ভগবানাশকদ্দগ্ধুমক্ষয়ম্ ॥৬॥
তেন সীদতি তেজস্বী দীপ্তিমান্ হব্যবাহনঃ।
ন চৈনং ধারয়ামাস ব্রহ্মণে উক্তবান্ প্রভুঃ ॥৭॥
স গঙ্গামুপসঙ্গম্য নিয়োগাদ্ব্রহ্মণঃ প্রভুঃ।
গর্ভমাহিতবান্ দিব্যং ভাস্করোপমতেজসম্ ॥৮॥
অথ গঙ্গাপি তং গর্ভমসহন্তী বিধারণে।
উৎসসর্জ্জ গিরৌ রম্যে হিমবত্যমরার্চ্চিতে ॥৯॥
স তত্র ববৃধে লোকানাবৃত্য জ্বলনাত্মজঃ।
দদৃশুর্জ্জ্বলনাকারং তং গর্ভমথ কৃত্তিকাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

হৃষ্টেতি। হৃষ্টেতি হর্ষে, শৃণ্বানস্ত শৃণ্বতস্তব সমীপে ॥৫॥
তেজ ইতি। তেজো রেতঃ, স্কন্নং পতিতম্। অক্ষয়ত্বাদেব দগ্ধুং নাশকদিত্যাশয়ঃ ॥৬॥
তেনেতি। তেন পতিতেন তেজসা, সীদতি ক্লিশ্যতি, হব্যবাহন অগ্নিঃ ॥৭॥
স ইতি। নিয়োগাদাদেশাৎ। গর্ভং গর্ভজনকং তত্তেজঃ ॥৮॥
অথেতি। অসহন্তী অশক্নুবতী। উৎসসর্জ্জ নিচিক্ষেপ ॥৯॥
স ইতি। আবৃত্য ব্যাপ্য। জ্বলনাকারং বহ্নিসদৃশম্ ॥১০॥

নরনাথ! আপনি শ্রবণ করিতেছেন, আমিও আনন্দের সহিতই আপনার নিকটে কার্ত্তিকের অভিষেক ও প্রভাববৃত্তান্ত বলিব ॥৫॥

পূর্ব্বকালে মহাদেবের বীর্য্য অগ্নিমধ্যে পতিত হইয়াছিল; কিন্তু ভগবান্ অগ্নি সর্ব্বভক্ষ হইলেও, সে অক্ষয় বীর্য্য দগ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই ॥৬॥

অগ্নি দীপ্তিশালী, তেজস্বী এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়াও সেই তেজে ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন, এমন কি তাহা ধারণ করিতেই সমর্থ হইলেন না; তাহার পর তিনি তাহা ব্রহ্মার নিকট বলিলেন ॥৭॥

পরে ব্রহ্মার আদেশে অগ্নি গঙ্গার নিকটে যাইয়া, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল সেই তেজ গঙ্গামধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥৮॥

তদনন্তর গঙ্গাও সেই তেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, দেবসেবিত মনোহর হিমালয়পর্ব্বতে তাহা নিক্ষেপ করিলেন ॥৯॥

অগ্নিসম্ভূত সেই তেজ আপন তেজে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বৃদ্ধি পাইতে

(৭) তেনাসীদতিতেজস্বী···পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

শরস্তম্বে মহাত্মানমনলাত্মজমীশ্বরম্।
মমায়মিতি তাঃ সর্ব্বাঃ পুত্রার্থিন্যোঽভিচক্রমুঃ ॥১১॥
তাসাং বিদিত্বা ভাবং তং মাতৄণাং ভগবান্ প্রভুঃ।
প্রস্নুতানাং পয়ঃ ষড়্ভির্বদনৈরপিবত্তদা ॥১২॥
তং প্রভাবং সমালক্ষ্য তস্য বালস্য কৃত্তিকাঃ।
পরং বিস্ময়মাপন্না দেব্যো দিব্যবপুর্দ্ধরাঃ ॥১৩॥
যত্রোৎসৃষ্টঃ স ভগবান্ গঙ্গায়াং গিরিমূর্দ্ধনি।
স শৈলঃ কাঞ্চনঃ সর্ব্বঃ সংবভৌ কুরুনন্দন ! ॥১৪॥
বর্দ্ধতা চৈব গর্ভেণ পৃথিবী তেন রঞ্জিতা।
অতশ্চ সর্ব্বে সংবৃত্তা গিরয়ঃ কাঞ্চনাকরাঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

শরেতি। শরস্তম্বে তদাখ্যতৃণসমূহমূলে, অনলাত্মজং বহ্নিপুত্রম, ঈশ্বরং শক্তিশালিনম্। সর্ব্বাঃ ষড়েব, অভিচক্রমুঃ অভিজগ্মুঃ ॥১১॥

তাসামিতি। প্রস্নুতানাং ক্ষরদ্দুগ্ধস্তনীনাং কৃত্তিকানাম্, পয়ো দুগ্ধম্ ॥১২॥

তমিতি। তং ষণ্মুখাবির্ভাবকম্। দিব্যবপুর্দ্ধরাঃ সুন্দরদেহধারিণ্যঃ ॥১৩॥

যত্রেতি। কাঞ্চনঃ স্বর্ণময়ঃ সন্, কার্ত্তিকেয়স্যৈব প্রভাবাদিতি ভাবঃ ॥১৪॥

লাগিল; তাহার পর ছয় জন কৃত্তিকা অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল সেই তেজ দর্শন করিলেন ॥১০॥

ক্রমে পুত্রার্থিনী সেই সকল কৃত্তিকা শক্তিশালী ও মহাত্মা সেই অগ্নির পুত্রটীকে দেখিয়া 'এটী আমার' এই কথা বলিতে থাকিয়া, তাঁহার নিকটে গমন করিলেন ॥১১॥

এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গত হইতে লাগিল, তখন মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী সেই বালকটী কৃত্তিকাগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া, ছয়খানি মুখ বাহির করিয়া প্রত্যেকেরই দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন ॥১২॥

সেই বালকটীর সেই প্রভাব দেখিয়া দিব্যশরীরধারিণী কৃত্তিকাদেবীরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥১৩॥

কৌরবনন্দন! কৃত্তিকারা যে পর্ব্বতের উপরে গঙ্গার নিকটে মাহাত্ম্যশালী কার্ত্তিককে রাখিয়া গিয়াছিলেন; সেই পর্ব্বত স্বর্ণময় হইয়া বিশেষ শোভা পাইয়াছিল ॥১৪॥

(১১) পুত্রার্থিন্যোঽভিচুক্রুশুঃ—নি। (১৪) যত্রোৎসৃষ্টশ্চ গর্ভঃ স···সংবভৌ মেরুবত্তদা—বা নি। (১৫)···গিরয়ঃ কাঞ্চনাত্মকাঃ—বা সো নি।

কুমারঃ সুমহাবীর্য্যঃ কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।
গাঙ্গেয়ঃ পূর্ব্বমভবন্মহাযোগবলান্বিতঃ ॥১৬॥
শমেন তপসা চৈব বীর্য্যেণ চ সমন্বিতঃ।
ববৃধেঽতীব রাজেন্দ্র! চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥১৭॥
স তস্মিন্ কাঞ্চনে দিব্যে শরস্তম্বে শ্রিয়া বৃতঃ।
স্তূয়মানঃ সদা শেতে গন্ধর্ব্বৈর্মুনিভিস্তথা ॥১৮॥
তথৈনমন্বনৃত্যন্ত দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ।
দিব্যবাদিত্রনৃত্যজ্ঞাঃ স্তুবন্ত্যশ্চারুদর্শনাঃ ॥১৯॥
অন্বাস্তে চ নদী দেবং গঙ্গা বৈ সরিতাং বরা।
দধার পৃথিবী চৈনং বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥২০॥
জাতকর্ম্মাদিকাস্তস্য ক্রিয়াশ্চক্রে বৃহস্পতিঃ।
বেদশ্চৈনং ক্রতুমূর্ত্তিরুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

বর্দ্ধতেতি। বর্দ্ধতা বর্দ্ধমানেন, গর্ভেণ বালকেন। কাঞ্চনাকরাঃ স্বর্ণখনিময়াঃ ॥১৫॥
কুমার ইতি। কার্ত্তিকেয়ঃ কৃত্তিকানাং পুত্রত্বাৎ। গাঙ্গেয়োঽপি গঙ্গাপুত্রত্বাদেব ॥১৬॥
শমেনেতি। শমেন অন্তরিন্দ্রিয়দমনেন ॥১৭॥
স ইতি। কাঞ্চনে স্বর্ণময়ে, শ্রিয়া দেহকান্ত্যা ॥১৮॥
তথেতি। অনু লক্ষ্যীকৃত্য ॥১৯॥

সেই বালকটী ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিয়া তত্রত্য ভূমি রঞ্জিত করিতে লাগিল, সেই জন্যই সমস্ত পর্বত স্বর্ণের আকর হইয়া গেল ॥১৫॥

অত্যন্ত বলবান্ ও বিশেষ যোগপ্রভাবশালী সেই বালকটীর প্রথম নাম হইয়াছিল—'গাঙ্গেয়', তৎপরে নাম হইয়াছিল—'কার্ত্তিকেয়' ॥১৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! শমগুণ, তপস্যা ও দৈহিকবলসম্পন্ন এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন সেই কার্ত্তিক, ক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥১৭॥

পরমসৌন্দর্য্যশালী কার্ত্তিক সেই মনোহর স্বর্ণময় শরবনে সর্বদা অবস্থান করিতেন এবং তৎকালে গন্ধর্ব্বগণ ও মুনিগণ আসিয়া তাঁহার স্তব করিতেন ॥১৮॥

সেইরূপই চারুদর্শনা এবং স্বর্গীয় নৃত্যবাদ্যবিৎ সহস্র সহস্র দেবকন্যা আসিয়া কার্ত্তিকের সম্মুখে স্তব করিতে থাকিয়া নৃত্য করিতেন ॥১৯॥

নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা কার্ত্তিকের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইত এবং পৃথিবী সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া কার্ত্তিককে ধারণ করিতেন ॥২০॥

(২১) জাতকর্ম্মাদিকাস্তত্র—পি বঙ্গ বর্দ্ধ সো।

ধনুর্ব্বেদশ্চতুষ্পাদঃ শস্ত্রগ্রামঃ সসংগ্রহঃ।
তত্রৈনং সমুপাতিষ্ঠৎ সাক্ষাদ্বাণী চ কেবলা ॥২২॥
স দদর্শ মহাবীর্য্যো দেবদেবমুমাপতিম্।
শৈলপুত্র্যা সহাসীনং ভূতসংঘশতৈর্বৃতম্ ॥২৩॥
নিকায়া ভূতসংঘানাং পরমাদ্ভুতদর্শনাঃ।
বিকৃতা বিকৃতাকারা বিকৃতাভরণধ্বজাঃ ॥২৪॥
ব্যাঘ্রসিংহর্ক্ষবদনা বিড়ালমকরাননাঃ।
বৃষদংশমুখাশ্চান্যে গজোষ্ট্রবদনাস্তথা।
উলূকবদনাঃ কেচিদ্‌গৃধ্রগোমায়ুদর্শনাঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অম্বিতি। অনু লক্ষীকৃত্য আস্তে তিষ্ঠতি স্ম, দেবং কার্ত্তিকেয়ম্ ॥২০॥

জাতেতি। বেদঃ ক্রতুর্যজ্ঞশ্চ মূর্ত্তিমূর্ত্তিমান্ সন্, উপতস্থে উপাসাঞ্চক্রে ॥২১॥

ধনুরিতি। নির্ম্মাণ-পরীক্ষা-প্রয়োগোপসংহাররূপাশ্চত্বারঃ পাদা যস্য সঃ, সংগৃহ্যন্তে যে তে সংগ্রহা মন্ত্রাস্তৈঃ সহেতি সঃ। কেবলা মুখ্যা ॥২২॥

স ইতি। শৈলপুত্র্যা পার্ব্বত্যা ॥২৩॥

নিকায়া ইতি। নিকায়াঃ সমূহাঃ। বিকৃতা বিকৃতস্বভাবাঃ ॥২৪॥

ব্যাঘ্রেতি। ঋক্ষো ভল্লূকঃ। বৃষদংশোঽপি বিড়ালবিশেষঃ। উলূকঃ পেচকঃ, গৃধ্রঃ পক্ষিবিশেষঃ, গোমায়ুঃ শৃগালঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥

বৃহস্পতি কার্ত্তিকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কারকার্য্যগুলি করিয়াছিলেন এবং বেদ ও যজ্ঞ সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কার্ত্তিকের উপাসনা করিয়াছিল ॥২১॥

চতুষ্পাদ্ ধনুর্বেদ, মন্ত্রের সহিত অস্ত্রসমূহ এবং সরস্বতী মূর্ত্তিমতী হইয়া কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥২২॥

ক্রমে কার্ত্তিক দর্শন করিলেন—দেবদেব মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এবং দলে দলে ভূতগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥২৩॥

সেই ভূতগুলির দর্শন অত্যন্ত অদ্ভুত, স্বভাব বিকৃত, আকার অন্য প্রকার এবং অলঙ্কার ও ধ্বজ অন্য রূপ ছিল ॥২৪॥

কতকগুলি ভূতের মুখ—ব্যাঘ্র, সিংহ ও ভল্লূকের ন্যায়, অপর কতকগুলির বদন—বিড়াল ও মকরের তুল্য, অন্য কতকগুলির আনন—বনবিড়ালের সমান, আর

(২২) শাস্ত্রগ্রামঃ সসংগ্রহঃ—বা নি। (২৩)·· ভূতসংঘৈশতৈর্বৃতঃ—নি।

ক্রৌঞ্চপারাবতনিভৈর্বদনৈ রাঙ্কবৈরপি ।
শ্বাবিচ্ছল্যকগোধানামজৈড়কগবাং তথা ।
সদৃশানি বপূংষ্যন্যে তত্র তত্র ব্যধারয়ন্ ॥২৬॥
কেচিচ্ছৈলাম্বুদপ্রখ্যাশ্চক্রোদ্যতগদায়ুধাঃ ।
কেচিদঞ্জনপুঞ্জাভাঃ কেচিচ্ছ্বেতাচলপ্রভাঃ ॥২৭॥
সপ্ত মাতৃগণাশ্চৈব সমাজগ্মুর্বিশাংপতে ! ।
সাধ্যা বিশ্বেঽথ মরুতো বসবঃ পিতরস্তথা ।
রুদ্রাদিত্যাস্তথা সিদ্ধা ভুজগা দানবাঃ খগাঃ ॥২৮॥
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সপুত্রঃ সহ বিষ্ণুনা ।
শক্রস্তথাভ্যয়াদ্দ্রষ্টুং কুমারবরমচ্যুতম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্রৌঞ্চেতি। রাঙ্কবৈ রঙ্কুমৃগবদনসদৃশৈঃ। শ্বাবিদাদয়ঃ পশুবিশেষাঃ। ষট্পাদঃ ॥২৬॥

কেচিদিতি। শৈলাম্বুদপ্রখ্যাঃ পর্ব্বতমেঘতুল্যনীলবর্ণাঃ, চক্রাণি চ উদ্যতগদাশ্চ আয়ুধানি যেষাং তে। আসন্নিতি শেষঃ ॥২৭॥

সপ্তেতি। ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী চেতি সপ্ত মাতরঃ। মরুতো বায়বঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

ব্রহ্মেতি। পুত্রৈর্দক্ষাদিভিঃ সহেতি সপুত্রঃ। অচ্যুতং বীরব্রতাদভ্রষ্টম্ ॥২৯॥

কতকগুলির মুখ—হস্তী ও উষ্ট্রের মুখের সদৃশ, অন্যগুলির মুখ—পেচকের মত ছিল, কতকগুলি ভূতের আকৃতি—শকুন ও শৃগালের তুল্য দেখা যাইতেছিল ॥২৫॥

কতকগুলি ভূতের মুখ ছিল—কোঁচবক, কপোত ও রঙ্কুমৃগের তুল্য, কতকগুলি ভূত শেজারু, বনকুকুর, গোসাপ, ছাগল, মেষ ও গরুর ন্যায় শরীর ধারণ করিতেছিল ॥২৬॥

কতকগুলি ভূত পর্বত ও মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, কতকগুলি চক্র ও উত্তোলিত গদাধারী, কতকগুলি কজ্জলরাশির ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং কতকগুলি কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ছিল ॥২৭॥

নরনাথ! সপ্ত মাতৃগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, বসুগণ, পিতৃগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সিদ্ধগণ, নাগগণ, দানবগণ ও পক্ষিগণ আগমন করিলেন ॥২৮॥

দক্ষপ্রভৃতি পুত্রগণের সহিত মাহাত্ম্যশালী স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্র—সমস্ত বীরলক্ষণসম্পন্ন কার্ত্তিককে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিলেন ॥২৯॥

(২৭)···চক্রালাতগদায়ুধাঃ—নি।

নারদপ্রমুখাশ্চাপি দেবগন্ধর্ব্বসত্তমাঃ।
দেবর্ষয়শ্চ সিদ্ধাশ্চ বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥৩০॥
পিতরো জগতঃ শ্রেষ্ঠা দেবানামপি দেবতাঃ।
তেঽপি তত্র সমাজগ্মুর্যামা ধামাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
স তু বালোঽপি বলবান্ মহাযোগবলান্বিতঃ।
অভ্যাজগাম দেবেশং শূলহস্তং পিনাকিনম্ ॥৩২॥
তমাব্রজন্তমালক্ষ্য শিবস্যাসীন্মনোগতম্।
যুগপচ্ছৈলপুত্র্যাশ্চ গঙ্গায়াঃ পাবকস্য চ ॥৩৩॥
কং নু পূর্ব্বময়ং বালো গৌরবাদভ্যুপৈষ্যতি।
অপি মামিতি সর্ব্বেষাং তেষামাসীন্মনোগতম্ ॥৩৪॥
তেষামেতদভিপ্রায়ং চতুর্ণামুপলক্ষ্য সঃ।
যুগপদ্‌যোগমাস্থায় সসর্জ্জ বিবিধাস্তনূঃ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

নারদেতি। নারদপ্রমুখা দেবর্ষয় ইতি সম্বন্ধঃ। যামা ধামাশ্চ দেবগণবিশেষাঃ ॥৩০—৩১॥
স ইতি। পিনাকিনং মহাদেবম্ ॥৩২॥
তমিতি। আলক্ষ্য অবলোক্য, মনোগতং তর্কণম্। পাবকস্য বহ্নেঃ ॥৩৩॥
কমিতি। গৌরবাৎ জননিবন্ধনগুরুত্বসম্পর্কাৎ ॥৩৪॥
তেষামিতি। যোগং যোগজমৈশ্বর্য্যম্। সসর্জ্জ চকার ॥৩৫॥

নারদপ্রভৃতি দেবর্ষিগণ, দেবতা ও গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ, সিদ্ধগণ, জগতের শ্রেষ্ঠ ও দেবগণেরও দেবতা পিতৃগণ এবং সমস্ত যামগণ ও ধামগণ, বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥৩০—৩১॥

বালক হইলেও মহাবলশালী ও যোগপ্রভাবসম্পন্ন কার্ত্তিক, শূলধারী মহাদেবের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া একদাই মহাদেব, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও অগ্নির মনে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল—॥৩৩॥

এই বালক গৌরববশতঃ প্রথমে 'কাঁহার নিকট আসিবে ?' 'আমার নিকট আসিবে কি ?' এইরূপ তাঁহাদের চারিজনেরই মনে মনে প্রশ্ন উৎপন্ন হইল ॥৩৪॥

তাঁহাদের চারিজনেরই এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া, যোগবল অবলম্বন করিয়া, কার্ত্তিক একদাই নিজের চারিটী মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন ॥৩৫॥

---

(৩৫) তেষামেতমভিপ্রায়ং···নি।

ততোঽভবচ্চতুর্মূর্ত্তিঃ ক্ষণেন ভগবান্ প্রভুঃ।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥৩৬॥
এবং কৃত্বা স্বমাত্মানং চতুর্দ্ধা ভগবান্ প্রভুঃ।
যতো রুদ্রস্ততঃ স্কন্দঃ জগামাদ্ভুতদর্শনঃ ॥৩৭॥
বিশাখস্তু যযৌ দেবীং ততো গিরিবরাত্মজাম্।
শাখো যযৌ স ভগবান্ দিব্যমূর্ত্তির্বিভাবসুম্।
নৈগমেয়োঽগমদ্‌গঙ্গাং কুমারঃ পাবকপ্রভঃ ॥৩৮॥
সর্ব্বে ভাস্বরদেহাস্তে চত্বারঃ সমরূপিণঃ।
তান্ সমভ্যয়ুরব্যগ্রাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৩৯॥
হাহাকারো মহানাসীদ্দেবদানবরক্ষসাম্।
তদ্‌দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। অপরমূর্ত্তিত্রয়নামান্যাহ শাখ ইত্যাদি। অভবদিতি শেষঃ ॥৩৬॥

এবমিতি। স্কন্নাৎ রুদ্ররেতসো জাততয়া স্কন্দঃ। অদ্ভুতদর্শনঃ অতিসুন্দরত্বাৎ ॥৩৭॥

বিশাখ ইতি। বিশিষ্টা শাখা শিবাংশো যস্মিন্ সঃ। শাখা পাবকাংশোঽস্যাস্তীতি শাখঃ। অর্শআদিত্বাদৎ। নিগমস্তন্ত্রং তদ্বেত্তি ইতি নৈগমেয়ঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৮॥

সর্ব্ব ইতি। ভাস্বরদেহাস্তেজসোজ্জ্বলমূর্ত্তয়ঃ। তান্ শিবাদীন্, অব্যগ্রাঃ সুস্থিরাঃ ॥৩৯॥

হাহেতি। হাহাকারঃ তেন স্কন্দেন স্বস্বাধিকারহরণাশঙ্কাবশাদিতি ভাবঃ ॥৪০॥

তদনন্তর মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিক চারিটী মূর্ত্তি ধারণ করিলে—শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল ॥৩৬॥

মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিক এইভাবে চারিটী মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া স্কন্দরূপে—যেখানে মহাদেব ছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন ॥৩৭॥

তাহার পর বিশাখ পার্ব্বতীদেবীর প্রতি, মাহাত্ম্যশালী ও সুন্দরমূর্ত্তি শাখ অগ্নির দিকে এবং অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল কুমার নৈগমেয় গঙ্গার প্রতি গমন করিলেন ॥৩৮॥

উজ্জ্বলমূর্ত্তি ও সমানরূপধারী সেই চারিটী বালকই অবিচলিতভাবে তাঁহাদের প্রতি গমন করিল; তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল ॥৩৯॥

সেই আশ্চর্য্য, অভূতপূর্ব ও লোমহর্ষণ ঘটনা দেখিয়া দেব, দানব ও গন্ধর্ব-গণের মধ্যে বিশাল হাহাকার হইতে লাগিল ॥৪০॥

(৩৭) এবং স কৃত্বা হ্যাত্মানং…বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি। (৩৮) অত্র পুস্তকভেদে এব পাঠভেদঃ। (৩৯) সর্ব্বে ভাস্বরদেহাস্তে—পি নি বা সো।

ততো রুদ্রশ্চ দেবী চ পাবকশ্চ পিতামহম্।
গঙ্গয়া সহিতাঃ সর্ব্বে প্রণিপেতুর্জ্জগৎপতিম্ ॥৪১॥
প্রণিপত্য ততস্তে তু বিধিবদ্রাজপুঙ্গব!।
ইদমূচুর্বচো রাজন্! কার্ত্তিকেয়প্রিয়েপ্সয়া ॥৪২॥
অস্য বালস্য ভগবন্! আধিপত্যং যথেপ্সিতম্।
অস্মৎপ্রিয়ার্থং দেবেশ! সদৃশং দাতুমর্হসি ॥৪৩॥
ততঃ স ভগবান্ ধীমান্ সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
মনসা চিন্তয়ামাস কিময়ং লভতামিতি ॥৪৪॥
ঐশ্বর্য্যাণি হি সর্ব্বাণি দেবগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্।
ভূতযক্ষবিহঙ্গানাং পন্নগানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥৪৫॥
পূর্বমেবাদিদেশাসৌ নিকায়েষু মহাত্মনাম্।
সমর্থঞ্চ তমৈশ্বর্য্যে মহামতিরমন্যত ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। দেবী পার্ব্বতী, পাবকো বহ্নিঃ, পিতামহং ব্রহ্মাণম্ ॥৪১॥

প্রণীতি। প্রিয়েপ্সয়া প্রীতিজনককার্য্যকরণেচ্ছয়া ॥৪২॥

অস্যেতি। আধিপত্যং যস্য কস্যাপি লোভনীয়বিষয়স্য। সদৃশং যোগ্যম্ ॥৪৩॥

তত ইতি। সর্ব্বেষামেব লোকানাং দক্ষমরীচ্যাদীনাং পুত্রাণাং পুত্ররূপতয়া পিতামহো ব্রহ্মা। অয়ং বালকঃ ॥৪৪॥

ঐশ্বর্য্যাণীতি। ঐশ্বর্য্যাণি আধিপত্যানি। নিকায়েষু পদার্থসমূহেষু। মহামতির্ব্রহ্মা ॥৪৫—৪৬॥

তাহার পর মহাদেব, পার্বতী ও অগ্নিদেব গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া যাইয়া, জগৎপতি ব্রহ্মার নিকটে প্রণিপাত করিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! তৎপরে তাঁহারা ব্রহ্মার নিকটে প্রণিপাত করিয়া, কার্ত্তিকের প্রীতিবিধান করিবার ইচ্ছায় এই কথা বলিলেন—॥৪২॥

'ভগবন্ দেবেশ্বর! আপনি আমাদের প্রীতিবিধান করিবার জন্য এই বালকটীর উপযুক্ত যে কোন লোভনীয় বিষয়ের আধিপত্য দান করুন' ॥৪৩॥

তাহার পর মাহাত্ম্যশালী, জ্ঞানী ও সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, 'এ বালকটী কি আধিপত্য লাভ করিবে' ॥৪৪॥

মহামতি ব্রহ্মা জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপরে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, নাগ ও পক্ষিগণের আধিপত্য পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অথ চ সেই

(৪৬) সর্ব্বমেবাদিদেশাসৌ কৌরবেয়! মহাত্মনঃ—নি।

ততো মুহূর্ত্তং স ধ্যাত্বা দেবানাং শ্রেয়সি স্থিতঃ
সৈনাপত্যং দদৌ তস্মৈ সর্বভূতেষু ভারত ! ॥৪৭॥
সর্বদেবনিকায়ানাং যে রাজানঃ পরিশ্রুতাঃ ।
তান্ সর্বান্ ব্যাদিদেশাস্মৈ সর্বভূতপিতামহঃ ॥৪৮॥
ততঃ কুমারমাদায় দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ ।
অভিষেকার্থমাজগ্মুঃ শৈলেন্দ্রং সহিতাস্ততঃ ॥৪৯॥
পুণ্যাং হৈমবতীং দেবীং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ।
সমন্তপঞ্চকে যা বৈ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥৫০॥
তত্র তীরে সরস্বত্যাঃ পুণ্যে সর্বগুণান্বিতে ।
নিষেদুর্দেবগন্ধর্বাঃ সর্বে সম্পূর্ণমানসাঃ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সৈনাপত্যং সেনাপতিত্বম্, তস্মৈ কার্ত্তিকেয়ায়। ভূতাস্তত্র দেবাঃ ॥৪৭॥
সর্ব্বেতি। ব্যাদিদেশ অধীনতায়াং স্থাতুম্ ॥৪৮॥
তত ইতি। কুমারং কার্ত্তিকেয়ম্। শৈলেন্দ্রং হিমালয়ম্ ॥৪৯॥
পুণ্যামিতি। হৈমবতীং হিমবত উৎপন্নাম্, আজগ্মুরিত্যনুবৃত্তিঃ ॥৫০॥

বালকটীকে যে কোন বিষয়ের আধিপত্য করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিলেন ॥৪৫—৪৬॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর দেবগণের মঙ্গলসম্পাদনে নিরত ব্রহ্মা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, কার্ত্তিককে সমস্ত দেবতার সেনাপতিপদ দান করিলেন ॥৪৭॥

এবং তিনি সমস্ত দেবতাসমূহের মধ্যে যাঁহারা রাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে কার্ত্তিকের অধীনে থাকিতে আদেশ করিলেন ॥৪৮॥

তদনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সম্মিলিত হইয়া কার্ত্তিককে লইয়া, তাঁহাকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য হিমালয়পর্ব্বতে আগমন করিলেন ॥৪৯॥

ক্রমে তাঁহারা হিমালয়োৎপন্না, পবিত্রা, প্রভাবশালিনী ও নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; যে সরস্বতী সমন্তপঞ্চকে ত্রিভুবনবিখ্যাতা হইয়াছে ॥৫০॥

* '...চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:০*০:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽভিষেকসম্ভারান্ সর্বান্ সংভৃত্য শাস্ত্রতঃ।
বৃহস্পতিঃ সমিদ্ধেঽগ্নৌ জুহাবাগ্নিং যথাবিধি ॥১॥
ততো হিমবতা দত্তে মণিপ্রবরশোভিতে।
দিব্যরত্নাচিতে পুণ্যে নিষণ্ণং পরমাসনে ॥২॥
সর্বমঙ্গলসম্ভারৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
আভিষেচনিকং দ্রব্যং গৃহীত্বা দেবতাগণাঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। নিষেদুঃ অবতস্থিরে ॥৫১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তত ইতি। অভিষেকস্ত সম্ভারান্ দ্রব্যান্, সংভৃত্য আনীয়। অগ্নিং সংস্থাপ্যেতি শেষঃ, তস্মিন্ সমিদ্ধে প্রজ্বলিতে অগ্নৌ জুহাব ॥১॥

অথ সপ্তদশভিঃ শ্লোকৈঃ কুলকেন দেবাদীনামাগমনমাহ তত ইতি। দিব্যরত্নৈঃ আচিতে ব্যাপ্তে, নিষণ্ণমুপবিষ্টং কার্ত্তিকেয়ং প্রতীতি শেষঃ। সর্বৈর্মঙ্গলসম্ভারৈর্মাঙ্গলিক-

ভারতভাবদীপঃ

সরস্বত্যা ইতি ॥১—২৪॥ বিড়ালবৃষদংশৌ মার্জ্জারজাতিভেদৌ তৎসদৃশাননৌ ॥২৫—৩৫॥ তস্য স্কন্দস্য, পৃষ্ঠতঃ পশ্চাৎ, শাখবিশাখনৈগমেয়াঃ আসন্, তে স্কন্দেন সহ চত্বারঃ ॥৩৬—৩৯॥ অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪০—৫১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১॥

সর্ব্বগুণান্বিত ও পবিত্র সেই সরস্বতীনদীর তীরে পূর্ণমনোরথ দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ অবস্থান করিলেন ॥৫১॥

——:*:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর বৃহস্পতি শাস্ত্র অনুসারে সমস্ত অভিষেক-দ্রব্য আনয়নপূর্ব্বক যথাবিধানে অগ্নি স্থাপন করিয়া, সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিলেন ॥১॥

নরনাথ রাজা। তৎপরে হিমালয়প্রদত্ত, উত্তম মণি ও দিব্যরত্নশোভিত,

ইন্দ্রবিষ্ণূ মহাবীর্য্যৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা।
ধাতা চৈব বিধাতা চ তথা চৈবানিলানলৌ ॥৪॥
পূষ্ণা ভগেনার্য্যম্ণা চ অংশেন চ বিবস্বতা।
রুদ্রশ্চ সহিতো ধীমান্ মিত্রেণ বরুণেন চ ॥৫॥
রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চ বৃতঃ প্রভুঃ।
বিশ্বেদেবৈর্ম্মরুদ্ভিশ্চ সাধ্যৈশ্চ পিতৃভিঃ সহ ॥৬॥
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ যক্ষরাক্ষসপন্নগৈঃ।
দেবর্ষিভিরসংখ্যেয়ৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভির্বরৈঃ ॥৭॥
বৈখানসৈর্বালখিল্যৈর্বায়্বাহারৈর্ম্মরীচিপৈঃ।
ভৃগুভিশ্চাঙ্গিরোভিশ্চ যতিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৮॥
সর্বৈর্বিদ্যাধরৈঃ পুণ্যৈর্যোগসিদ্ধৈস্তথা বৃতঃ।
পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ মহাতপাঃ ॥৯॥
অঙ্গিরাঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মরীচির্ভৃগুরেব চ।
ক্রতুর্হরঃ প্রচেতাশ্চ মনুর্দ্দক্ষস্তথৈব চ ॥১০॥
ঋতবশ্চ গ্রহাশ্চৈব জ্যোতীংষি চ বিশাংপতে।।
মূর্ত্তিমত্যশ্চ সরিতো বেদাশ্চৈব সনাতনাঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

দধিদূর্বাদিভিঃ সহ। অনিলো বায়ুঃ, অনলো বহ্নিঃ। পূষাদয়ঃ সূর্য্যমূর্ত্তিভেদাঃ। অশ্বিভ্যাম্ অশ্বিনীকুমারাভ্যাম্। বরৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ। বৈখানসৈর্বনবাসিভিঃ। বালখিল্যৈরতিক্ষুদ্রাকারৈর্মুনিবিশেষৈঃ, মরীচিপৈঃ সূর্য্যকিরণাদিপায়িভিঃ। ভৃগুভিশ্চাঙ্গিরোভিশ্চ তত্তদ্বংশীয়ৈঃ।

উৎকৃষ্ট আসনে কার্ত্তিক উপবেশন করিলে—মহাবল ইন্দ্র ও বিষ্ণু এবং সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, অগ্নি, আর পূষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র, বরুণের সহিত একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পন্নগগণ, অসংখ্য দেবর্ষি ও প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষি, বনবাসী, বালখিল্য, বায়ুভোজী ও সূর্য্যকিরণপায়ী মুনিগণ, ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশজাত ঋষিগণ, মহাত্মা ব্রহ্মচারিগণ, সমস্ত বিদ্যাধর ও যোগসিদ্ধগণে পরিবেষ্টিত প্রভু ব্রহ্মা, পুলস্ত্য, পুলহ, মহাতপা অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ঋতুগণ, গ্রহগণ,

---

(৪) ইন্দ্রাবিষ্ণূ...বা নি। (৭)...দেবর্ষিভিরসংখ্যাতৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভিস্তথা—বা নি।
(১০)...ক্রতুর্হরিঃ—বা নি।

সমুদ্রাশ্চ হ্রদাশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ।
পৃথিবী দ্যৌর্দিশশ্চৈব পাদপাশ্চ জনাধিপ ! ॥১২॥
অদিতির্দেবমাতা চ হ্রীঃ শ্রীঃ স্বাহা সরস্বতী।
উমা শচী সিনীবালী তথা চানুমতিঃ কুহূঃ ॥১৩॥
রাকা চ ভূষণা চৈব পত্ন্যশ্চান্যা দিবৌকসাম্।
হিমবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চানেকশৃঙ্গবান্ ॥১৪॥
ঐরাবতঃ সানুচরঃ কলাঃ কাষ্ঠাস্তথৈব চ।
মাসার্দ্ধমাসা ঋতবস্তথা রাত্র্যহনী নৃপ ! ॥১৫॥
উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো নাগরাজশ্চ বাসুকিঃ।
অরুণো গরুড়শ্চৈব বৃক্ষাশ্চৌষধিভিঃ সহ ॥১৬॥
ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ দেবঃ সমাজগ্মুর্হি সঙ্গতাঃ।
কালো যমশ্চ মৃত্যুশ্চ যমস্যানুচরাশ্চ যে ॥১৭॥
বহুলত্বাচ্চ নোক্তা যে বিবিধা দেবতাগণাঃ।
তে কুমারাভিষেকার্থং সমাজগ্মুস্ততস্ততঃ ॥১৮॥ (কুলকম্)

ভারতভাবদীপঃ

পিতামহো ব্রহ্মা। হরঃ শিবঃ। জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি। দ্যৌঃ স্বর্গাধিদেবতা। সিনীবালী কিঞ্চিচ্চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা, কুহূঃ কিঞ্চিৎপ্রতিপদ্যুক্তা অমাবস্যা। রাকা পূর্ণিমা, দিবৌকসাং দেবানাম্। অষ্টাদশনিমেষপরিমিতকালাঃ কাষ্ঠাঃ, তত্ত্রিংশৎপরিমিতাঃ কালাঃ কলাঃ। ওষধিভির্লতাভিঃ। সঙ্গতাঃ সম্মিলিতাঃ, এতদভিমানিন্যো দেবতা ইত্যর্থঃ। ততস্ততঃ স্থানাৎ ॥২—১৮॥

নক্ষত্রগণ, মূর্ত্তিমতীনদী সকল, মূর্ত্তিমান্ ও সনাতন বেদসমস্ত, সমুদ্রগণ, হ্রদসমূহ, নানাবিধ তীর্থ, পৃথিবী, স্বর্গ, দিক্‌সকল, বৃক্ষগণ, দেবমাতা অদিতি, লজ্জা, লক্ষ্মী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, কুহূ, পূর্ণিমা, ভূষণা, অন্যান্য দেবপত্নী, হিমালয়, বিন্ধ্য ও অনেকশৃঙ্গশালী সুমেরুপর্ব্বত, অনুচরবর্গের সহিত ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, অর্দ্ধমাস, ঋতু, রাত্রি, দিন, অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, লতাগণের সহিত বৃক্ষগণ এবং ভগবান্ ধর্ম্মদেব, আর কাল, যম, মৃত্যু, যমের অনুচরগণ এবং বহুতর বলিয়া যে নানাবিধ দেবগণের কথা বলিলাম না, তাঁহারা সর্ব্ববিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যের সহিত নানাবিধ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অভিষেকের দ্রব্য সকল লইয়া, কার্ত্তিকের অভিষেকের জন্য নানাস্থান হইতে মিলিত হইয়া আগমন করিলেন ॥২—১৮॥

(১৩)…তথৈবানুমতিঃ কুহূঃ—বা নি। (১৪) রাকা চ ধিষণা চৈব—বঙ্গ বা নি।

জগৃহুস্তে তদা রাজন্ ! সর্ব্ব এব দিবৌকসঃ ।
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং মঙ্গলানি চ সর্ব্বশঃ ॥১৯॥
দিব্যসম্ভারসংযুক্তৈঃ কলসৈঃ কাঞ্চনৈর্নৃপ ! ।
সারস্বতীভিঃ পুণ্যাভিরদ্ভিস্তাভিরলঙ্কৃতম্ ॥২০॥
অভ্যষিঞ্চন্ কুমারং বৈ সংপ্রহৃষ্টা দিবৌকসঃ ।
সৈনাপত্যে মহাত্মানমসুরাণাং ভয়ঙ্করম্ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
পুরা যথা মহারাজ ! বরুণং বৈ জলেশ্বরম্ ।
তথাভ্যষিঞ্চদ্ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
কশ্যপশ্চ মহাতেজা যে চান্যে লোককীর্ত্তিতাঃ ॥২২॥
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো বলিনো বাতরংহসঃ ।
কামবীর্য্যধরান্ সিদ্ধান্ মহাপারিষদান্ প্রভুঃ ॥২৩॥
নন্দিসেনং লোহিতাক্ষং ঘণ্টাকর্ণঞ্চ সম্মতম্ ।
চতুর্থমস্যানুচরং খ্যাতং কুমুদমালিনম্ ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

জগৃহুরিতি। ভাণ্ডং দ্রব্যম্, মঙ্গলানি দধিদূর্ব্বাদীনি মাঙ্গলিকদ্রব্যাণি ॥১৯॥
দিব্যেতি। অদ্ভির্জলৈঃ। অলঙ্কৃতং কুমারমিতি সম্বন্ধঃ ॥২০—২১॥
পুরেতি। লোকে কীর্ত্তিতা বিখ্যাতা ঋষয়ঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥
তস্মা ইতি। বাতরংহসো বায়ুতুল্যবেগবান্। সম্মতং লোকপ্রিয়ম্ ॥২৩—২৪॥

রাজা ! তখন দেবতারা সকলেই অভিষেকের দ্রব্য ও মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল গ্রহণ করিলেন ॥১৯॥

রাজা ! দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, নানাদ্রব্যসংযুক্ত স্বর্ণময় কলসপূর্ণ সেই পবিত্র সরস্বতীর জলদ্বারা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও অসুরগণের ভয়জনক মহাত্মা কার্ত্তিককে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥২০—২১॥

মহারাজ ! পরে ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা, কশ্যপপ্রজাপতি এবং জগদ্বিখ্যাত অন্যান্য ঋষিরা, পূর্ব্বকালে বরুণকে যেমন জলাধিপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তেমন কার্ত্তিককে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥২২॥

তদনন্তর প্রভাবশালী ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া, বলবান্, বায়ুর তুল্য বেগশালী, ইচ্ছানুসারে শক্তিধারী ও যোগসিদ্ধ মহাপারিষদ্গণকে এবং নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ,

(২০) অত্র নানাবিধাঃ পাঠভেদা দৃশ্যন্তে। (২২) যে চান্যে নাম্নকীর্ত্তিতাঃ—পি বন্ধ বর্দ্ধ বা।

ততঃ স্থাণুর্ম্মহাবেগং মহাপারিষদং প্রভুঃ।
মায়াশতধরং কামং কামবীর্য্যবলান্বিতম্।
দদৌ স্কন্দায় রাজেন্দ্র! সুরারিবিনিবর্হণম্ ॥২৫॥
স হি দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যানাং ভীমকর্ম্মণাম্।
জঘান দোর্ভ্যাং সংক্রুদ্ধঃ প্রযুতানি চতুর্দ্দশ ॥২৬॥
তথা দেবা দদুস্তস্মৈ সেনাং নৈর্ঋতসঙ্কুলাম্।
দেবশত্রুক্ষয়করীমজয্যাং বিষ্ণুরূপিণীম্ ॥২৭॥
জয়শব্দং তথা চক্রুর্দ্দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
গন্ধর্ব্বা যক্ষরক্ষাংসি মুনয়ঃ পিতরস্তথা ॥২৮॥
ততঃ প্রাদাদনুচরৌ যমঃ কালোপমাবুভৌ।
উন্মাথঞ্চ প্রমাথঞ্চ মহাবীর্য্যৌ মহাদ্যুতী ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। স্থাণুঃ শিবঃ। কামো বীরাভীষ্টম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
স ইতি। দেবাসুরে দেবাসুরকৃতে। দোর্ভ্যাং বাহুভ্যাম্, প্রযুতানি নিযুতানি ॥২৬॥
তথেতি। নৈর্ঋতসঙ্কুলাং রাক্ষসপূর্ণাম্। অজয্যাং জেতুমশক্যাম্ ॥২৭॥
জয়েতি। বাসবেন ইন্দ্রেণ সহেতি সবাসবাঃ ॥২৮॥
তত ইতি। কালোপমৌ যমতুল্যাবেব। মহাদ্যুতী মহাতেজসৌ ॥২৯॥

ঘণ্টাকর্ণ আর বিখ্যাত ও লোকপ্রিয় কুমুদমালীকে কার্ত্তিকের অনুচররূপে দান করিলেন ॥২৩—২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর মহাদেব মহাবেগশালী, নানাবিধ মায়াধারী, ইচ্ছানুসারে শক্তিকারী, বীরগণের অভীষ্ট ও অসুরনাশক কতকগুলি শ্রেষ্ঠপারিষদ্ কার্ত্তিককে অর্পণ করিলেন ॥২৫॥

কার্ত্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া এই সমস্ত পারিষদের সাহায্যে এবং বাহুবলে দেবাসুরযুদ্ধে ভীষণকর্ম্মকারী চতুর্দ্দশ নিযুত দৈত্য সংহার করিয়াছিলেন ॥২৬॥

সেইরূপই দেবতারা কার্ত্তিককে শত্রুনাশক, রাক্ষসপূর্ণ, বিষ্ণুরূপী ও অজেয় সৈন্য দান করিলেন ॥২৭॥

তদনন্তর ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, মুনিগণ ও পিতৃগণ কার্ত্তিকের জয়ধ্বনি করিলেন ॥২৮॥

তদনন্তর যম নিজেরই তুল্য মহাবল ও মহাবীর্য্য উন্মাথ ও প্রমাথনামক দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকের অনুচররূপে অর্পণ করিলেন ॥২৯॥

(২৫) তত্র স্থাণুর্ম্মহাবেগং···নি। (২৭)···অজয্যাং বিশ্বরূপিণীম্—বা নি।

সুভ্রাজো ভাস্বরশ্চৈব যৌ তৌ সূর্য্যানুযায়িনৌ।
তৌ সূর্য্যঃ কার্ত্তিকেয়ায় দদৌ প্রীতঃ প্রতাপবান্ ॥৩০॥
কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শ্বেতমাল্যানুলেপনৌ।
সোমোঽপ্যনুচরৌ প্রাদান্মণিং সুমণিমেব চ ॥৩১॥
জ্বালাজিহ্বং তথা জ্যোতিরাত্মজায় হুতাশনঃ।
দদাবনুচরৌ শূরৌ পরসৈন্যপ্রমাথিনৌ ॥৩২॥
পরিঘঞ্চ বটঞ্চৈব ভীমঞ্চ সুমহাবলম্।
দহতিং দহনঞ্চৈব প্রচণ্ডৌ বীর্য্যসম্মতৌ।
অংশোঽপ্যনুচরান্ পঞ্চ দদৌ স্কন্দায় ধীমতে ॥৩৩॥
উৎক্রোশং পঞ্চকঞ্চৈব বজ্রদণ্ডধরাবুভৌ।
দদাবনলপুত্রায় বাসবঃ পরবীরহা।
তৌ হি শত্রূন্মহেন্দ্রস্য জঘ্নতুঃ সমরে বহূন্ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

সুভ্রাজ ইতি। সুভ্রাজো ভাস্বরশ্চ নাম, অনুযায়িনৌ অনুচরৌ ॥৩০॥
কৈলাসেতি। কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শুভ্রৌ। প্রাদাৎ কার্ত্তিকেয়ায়েত্যনুবর্ত্ততে ॥৩১॥
জ্বালেতি। জ্বালাজিহ্বং জ্যোতিশ্চ নাম, আত্মজায় কার্ত্তিকেয়ায় ॥৩২॥
পরিঘমিতি। পরিঘং বটং ভীমং দহতিং দহনঞ্চ নাম। অংশো দেবঃ। ষট্পাদঃ ॥৩৩॥
উৎক্রোশমিতি। বজ্রধর উৎক্রোশঃ পঞ্চকশ্চ দণ্ডধরঃ। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৪॥

সুভ্রাজ ও ভাস্বরনামে সূর্য্যের যে দুইজন অনুচর ছিল, প্রতাপশালী সূর্য্য সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিককে সেই দুইজন অনুচর দান করিলেন ॥৩০॥

চন্দ্রও কৈলাসপর্ব্বতের শৃঙ্গের তুল্য শুভ্রবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ মাল্য ও শ্বেতবর্ণ অনুলেপনধারী মণি ও সুমণিনামক দুইটী অনুচরকে সমর্পণ করিলেন ॥৩১॥

অগ্নিদেব আপন পুত্র কার্ত্তিককে বীর ও শত্রুসৈন্যবিজয়ী জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতিঃনামক দুইজন অনুচর দান করিলেন ॥৩২॥

অংশদেবও মহাবল পরিঘ, বট, ভীম এবং অত্যন্ত কোপন ও বলবান্ দহতি ও দহন—এই পাঁচজন অনুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে সমর্পণ করিলেন ॥৩৩॥

বিপক্ষবীরহন্তা ইন্দ্র বজ্রধারী উৎক্রোশ ও দণ্ডধারী পঞ্চক, এই দুইজন অনুচর কার্ত্তিককে দান করিলেন। তাঁহারা দুইজন পূর্ব্বে ইন্দ্রের বহু শত্রু বিনাশ করিয়াছিলেন ॥৩৪॥

চক্রঞ্চ বিক্রমঞ্চৈব সংক্রমঞ্চ মহাবলম্।
স্কন্দায় ত্রীননুচরান্ দদৌ বিষ্ণুর্মহাযশাঃ ॥৩৫॥
বর্দ্ধনং নন্দনঞ্চৈব সর্ব্ববিদ্যাবিশারদৌ।
স্কন্দায় দদতুঃ প্রীতাবশ্বিনৌ ভরতর্ষভ! ॥৩৬॥
কুন্দঞ্চ কুসুমঞ্চৈব কুমুদঞ্চ মহাযশাঃ।
ডম্বরাড়ম্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহাত্মনে ॥৩৭॥
চক্রানুচক্রৌ বলিনৌ মেঘচক্রৌ বলোৎকটৌ।
দদৌ ত্বষ্টা মহামায়ৌ স্কন্দায়ানুচরাবুভৌ ॥৩৮॥
সুব্রতং সত্যসন্ধঞ্চ দদৌ মিত্রো মহাত্মনে।
কুমারায় মহাত্মানৌ তপোবিদ্যাধরৌ প্রভুঃ।
সুদর্শনীয়ৌ বরদৌ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতৌ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

চক্রমিতি। চক্রং বিক্রমং সংক্রমঞ্চ নাম ॥৩৫॥
বর্দ্ধনমিতি। বর্দ্ধনং নন্দনঞ্চ নাম। অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ ॥৩৬॥
কুন্দমিতি। কুন্দাদীন্ পঞ্চ। ধাতা নাম দেবঃ, মহাত্মনে স্কন্দায় ॥৩৭॥
চক্রেতি। চক্রানুচক্রৌ নাম, মেঘাবিব চক্রে যয়োস্তৌ। ত্বষ্টা দেবঃ ॥৩৮॥
সুব্রতমিতি। সুব্রতং সত্যসন্ধঞ্চ নাম। মিত্রো দেবঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

মহাযশা বিষ্ণু কার্ত্তিককে মহাবল চক্র, বিক্রম ও সংক্রমনামক তিনজন অনুচর অর্পণ করিলেন ॥৩৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! অশ্বিনীকুমারেরা সন্তুষ্ট হইয়া, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দন-নামক দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদ করিয়া দিলেন ॥৩৬॥

মহাযশা ধাতা মহাত্মা কার্ত্তিককে কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বর-নামক পাঁচজন অনুচর দান করিলেন ॥৩৭॥

ত্বষ্টাপ্রজাপতি কার্ত্তিককে বলবান্, বলমত্ত, মেঘের ন্যায় চক্রধারী ও মহামায়াবী চক্র ও অনুচক্রনামক দুইজন অনুচর অর্পণ করিলেন ॥৩৮॥

প্রভাবশালী মিত্রদেব মহাত্মা কার্ত্তিককে মহাত্মা, তপস্বী, বিদ্বান্, সুদৃশ্যমূর্ত্তি, বরদাতা এবং ত্রিভুবনবিখ্যাত সুব্রত ও সত্যসন্ধনামক দুইটী অনুচর দান করিলেন ॥৩৯॥

---

(৩৫) চক্রং বিক্রমকঞ্চৈব…নি। (৩৬)…অশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ—নি।
(৩৮) বক্রানুবক্রৌ…নি।

সুপ্রভঞ্চ মহাত্মানং শুভকর্ম্মাণমেব চ।
কার্ত্তিকেয়ায় সংপ্রাদাদ্বিধাতা লোকবিশ্রুতৌ ॥৪০॥
পাণিত্রকং কালিকঞ্চ মহামায়াবিনাবুভৌ।
পূষা চ পার্ষদৌ প্রাদাৎ কার্ত্তিকেয়ায় ভারত! ॥৪১॥
বলঞ্চাতিবলঞ্চৈব মহাবক্ত্রৌ মহাবলৌ।
প্রদদৌ কার্ত্তিকেয়ায় বায়ুর্ভরতসত্তম! ॥৪২॥
ঘসঞ্চাতিঘসঞ্চৈব তিমিবক্ত্রৌ মহাবলৌ।
প্রদদৌ কার্ত্তিকেয়ায় বরুণঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥৪৩॥
সুবর্চ্চসং মহাত্মানং তথৈবাপ্যতিবর্চ্চসম্।
হিমবান্ প্রদদৌ রাজন্! হুতাশনসুতায় বৈ ॥৪৪॥
কাঞ্চনঞ্চ মহাত্মানং মেঘমালিনমেব চ।
দদাবনুচরৌ মেরুরগ্নিপুত্রায় ভারত! ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্রভমিতি। সুপ্রভং শুভকর্ম্মাণঞ্চ নাম। বিধাতা দেববিশেষঃ ॥৪০॥
পাণীতি। পাণিত্রকং কালিকঞ্চ নাম। পূষা দেবভেদঃ ॥৪১॥
বলমিতি। বলমতিবলঞ্চ নাম, মহতী বিশালে বক্ত্রে যয়োস্তৌ ॥৪২॥
ঘসমিতি। ঘসমতিঘসঞ্চ নাম, তিমের্জলজন্তুবিশেষস্য বক্ত্রে ইব বক্ত্রে যয়োস্তৌ ॥৪৩॥
সুবর্চ্চসমিতি। সুবর্চ্চসমতিবর্চ্চসঞ্চ নাম। হুতাশনসুতায় কার্ত্তিকেয়ায় ॥৪৪॥
কাঞ্চনমিতি। কাঞ্চনং মেঘমালিনঞ্চ নাম। অগ্নিপুত্রায় স্কন্দায় ॥৪৫॥

বিধাতা জগদ্বিখ্যাত সুপ্রভ ও শুভকর্ম্মানামে দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন ॥৪০॥

ভরতনন্দন! দেববিশেষ পূষা মহামায়াবী পাণিত্রক ও কালিকনামক স্বকীয় পারিষদ দুইজনকে কার্ত্তিকের অনুচর করিয়া দিলেন ॥৪১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! বায়ু বিশালমুখ ও মহাবলশালী বল ও অতিবলনামে দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকহস্তে সমর্পণ করিলেন ॥৪২॥

সত্যপ্রতিজ্ঞ বরুণদেব তিমির ন্যায় মুখযুক্ত ও মহাবলশালী ঘস ও অতিঘস-নামে অনুচর দুইজনকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে প্রদান করিলেন ॥৪৩॥

রাজা! হিমালয় অগ্নিপুত্র কার্ত্তিককে সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চানামে দুইজন পারিষদ দান করিলেন ॥৪৪॥

---

(৪৩) ঘমং চাতি ঘমং চৈব· ·বঙ্গ বা নি।

স্থিরঞ্চাতিস্থিরঞ্চৈব মেরুরেবাপরৌ দদৌ।
মহাত্মনেঽগ্নিপুত্রায় মহাবলপরাক্রমৌ ॥৪৬॥
উচ্ছ্রিতঞ্চাগ্নিশৃঙ্গঞ্চ মহাপাষাণযোধিনৌ।
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় বিন্ধ্যঃ পারিষদাবুভৌ ॥৪৭॥
সংগ্রহং বিগ্রহঞ্চৈব সমুদ্রোঽপি গদাধরৌ।
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় মহাপারিষদাবুভৌ ॥৪৮॥
উন্মাদং পুষ্পদন্তঞ্চ শঙ্কুকর্ণং তথৈব চ।
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় পার্ব্বতী শুভদর্শনা ॥৪৯॥
জয়ং মহাজয়ঞ্চৈব নাগৌ জ্বলনসূনবে।
প্রদদৌ পুরুষব্যাঘ্র! বাসুকিঃ পন্নগেশ্বরঃ ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

স্থিরমিতি। স্থিরমতিস্থিরঞ্চ নাম। অগ্নিপুত্রায় কার্ত্তিকেয়ায় ॥৪৬॥
উচ্ছ্রিতমিতি। উচ্ছ্রিতমগ্নিশৃঙ্গঞ্চ নাম, মহান্তৌ চ তৌ পাষাণযোধিনৌ চেতি তৌ ॥৪৭॥
সংগ্রহমিতি। সংগ্রহং বিগ্রহঞ্চ নাম। মহাপারিষদৌ প্রধানসহায়ৌ ॥৪৮॥
উন্মাদমিতি। উন্মাদং পুষ্পদন্তং শঙ্কুকর্ণঞ্চ নাম ত্রীনমুচরান্ ॥৪৯॥
জয়মিতি। জয়ং মহাজয়ঞ্চ নাম। জ্বলনসূনবে অগ্নিপুত্রায় কার্ত্তিকেয়ায় ॥৫০॥

ভরতনন্দন! সুমেরুপর্ব্বত মহাত্মা কাঞ্চন ও মেঘমালীকে কার্ত্তিকের অনুচররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন ॥৪৫॥

সুমেরুপর্ব্বতই মহাবল ও পরাক্রমশালী স্থির ও অতিস্থিরনামক অপর দুইজন অনুচরকে কার্ত্তিকের পারিষদরূপে সমর্পণ করিলেন ॥৪৬॥

বিন্ধ্যপর্বত পাষাণদ্বারা মহাযুদ্ধকারী উচ্ছ্রিত ও অগ্নিশৃঙ্গনামক নিজের দুইজন পারিষদ কার্ত্তিককে দান করিলেন ॥৪৭॥

সমুদ্রও গদাধারী বিগ্রহ ও সংগ্রহনামক নিজের দুইজন মহাপারিষদকে কার্ত্তিকের অনুচররূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ॥৪৮॥

শুভদর্শনা পার্ব্বতী অগ্নিপুত্র কার্ত্তিককে উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণনামক তিনজন অনুচর দান করিলেন ॥৪৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! নাগরাজ বাসুকি অগ্নিনন্দন কার্ত্তিককে জয় ও মহাজয়নামক দুইটী নাগ সমর্পণ করিলেন ॥৫০॥

---

(৪৬)···মহাত্মা চাগ্নিপুত্রায়···পি,·· মহাত্মা হ্যগ্নিপুত্রায়—নি। (৪৭) মহাপাশভুযোধিনৌ—পি। (৫০)·· গঙ্গা জ্বলনসূনবে···নি।

এবং সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবঃ পিতরস্তথা।
সাগরাঃ সরিতশ্চৈব গিরয়শ্চ মহাবলাঃ ॥৫১॥
দদুঃ সেনাগণাধ্যক্ষান্ শূলপট্টিশধারিণঃ।
দিব্যপ্রহরণোপেতান্ নানাবেশবিভূষিতান্ ॥৫২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। সরিতো নদ্যঃ। দিব্যপ্রহরণোপেতান্ স্বর্গীয়াস্ত্রসম্পন্নান্ ॥৫১—৫২॥

এইভাবে সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, পিতৃগণ, সমুদ্রগণ, নদীগণ ও মহাবল পর্ব্বতগণ শূল ও পট্টিশধারী এবং অন্যান্য স্বর্গীয় অস্ত্রসম্পন্ন, নানাবেশে বিভূষিত সেনানায়কদিগকে সমর্পণ করিলেন ॥৫১—৫২॥

---

(৫২) ইতঃ পরং ত্রিষষ্টিশ্লোকাঃ, অধ্যায়সমাপ্তিঃ ; ত্রিচত্বারিংশৎ শ্লোকাশ্চ অধিকাঃ বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি। তে চ যথা—

শৃণু নামানি চাপ্যেষাং যেঽন্যে স্কন্দস্য সৈনিকাঃ। বিবিধায়ুধসম্পন্নাশ্চিত্রাভরণবর্ম্মিণঃ ॥১॥
শঙ্কুকর্ণো নিকুম্ভশ্চ পদ্মঃ কুমুদ এব চ। অনন্তো দ্বাদশভুজস্তথা কৃষ্ণোপকৃষ্ণকৌ ॥২॥
ঘ্রাণশ্রবাঃ কপিস্কন্ধঃ কাঞ্চনাক্ষো জলন্ধমঃ। অক্ষঃ সন্তর্জ্জনো রাজন্! কুনদীকস্তমোঽভ্রকৃৎ ॥৩॥
একাক্ষো দ্বাদশাক্ষশ্চ তথৈবৈকজটঃ প্রভুঃ। সহস্রবাহুর্বিকটো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ ॥৪॥
পুণ্যনামা সুনামা চ সুবক্ত্রঃ প্রিয়দর্শনঃ। পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ প্রিয়মাল্যানুলেপনঃ ॥৫॥
অজোদরো গজশিরাঃ স্কন্ধাক্ষঃ শতলোচনঃ। জ্বালাজিহ্বঃ করালাক্ষঃ শিতকেশো জটী হরিঃ ॥
পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ কৃষ্ণকেশো জটাধরঃ। চতুর্দ্দংষ্ট্রোঽষ্টজিহ্বশ্চ মেঘনাদঃ পৃথুশ্রবাঃ ॥৭॥
বিদ্যুতাক্ষো ধনুর্ব্বক্ত্রো জাঠরো মারুতাশনঃ। উদরাক্ষো রথাক্ষশ্চ বজ্রনাভো বসুপ্রভঃ ॥৮॥
সমুদ্রবেগো রাজেন্দ্র! শৈলকম্পী তথৈব চ। বৃষমেষপ্রবাহশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ ॥৯॥
ধূম্রঃ শ্বেতঃ কলিঙ্গশ্চ সিদ্ধার্থো বরদস্তথা। প্রিয়কশ্চৈব নন্দশ্চ গোনন্দশ্চ প্রতাপবান্ ॥১০॥
আনন্দশ্চ প্রমোদশ্চ স্বস্তিকো ধ্রুবকস্তথা। ক্ষেমবাহঃ সুবাহশ্চ সিদ্ধপত্রশ্চ ভারত! ॥১১॥
গোব্রজঃ কনকাপীড়ো মহাপারিষদেশ্বরঃ। গায়নো হসনশ্চৈব বাণঃ খড়্গশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১২॥
বৈতালী গতিতালী চ তথা কথকবাতিকৌ। হংসজঃ পঙ্কদিগ্ধাঙ্গঃ সমুদ্রোন্মাদনশ্চ হ ॥১৩॥
রণোৎকটঃ প্রহাসশ্চ শ্বেতসিদ্ধশ্চ নন্দকঃ। কালকণ্ঠঃ প্রভাসশ্চ তথা কুম্ভাণ্ডকোঽপরঃ ॥১৪॥
কালকক্ষঃ শিতশ্চৈব ভূতলোন্মথনস্তথা। যজ্ঞবাহঃ প্রবাহশ্চ দেবযাজী চ সোমপঃ ॥১৫॥
মজ্জানশ্চ মহাতেজাঃ ক্রথক্রাথৌ চ ভারত!। তুহরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১৬॥
মধুরঃ সুপ্রসাদশ্চ কিরীটী চ মহাবলঃ। বৎসলো মধুবর্ণশ্চ কলসোদর এব চ ॥১৭॥
ধর্ম্মদো মন্মথকরঃ সূচীবক্ত্রশ্চ বীর্য্যবান্। শ্বেতবক্ত্রঃ সুবক্ত্রশ্চ চারুবক্ত্রশ্চ পাণ্ডুরঃ ॥১৮॥
দণ্ডবাহুঃ সুবাহুশ্চ রজঃ কোকিলকস্তথা। অচলঃ কনকাক্ষশ্চ বালানামপি যঃ প্রভুঃ ॥১৯॥
সঞ্চারকঃ কোকনদো গৃধ্রপত্রশ্চ জম্বুকঃ। লোহাজবক্ত্রো জবনঃ কুম্ভবক্ত্রশ্চ কুম্ভকঃ ॥২০॥
স্বর্ণগ্রীবশ্চ কৃষ্ণৌজা হংসবক্ত্রশ্চ চন্দ্রভঃ। পাণিকূর্চ্চশ্চ শম্বুকঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ শিক্ষকঃ।
চাষবক্ত্রশ্চ জম্বুকঃ খরবক্ত্রশ্চ কুঞ্চকঃ ॥২১॥

যোগযুক্তা মহাত্মানঃ সততং ব্রাহ্মণপ্রিয়াঃ। পৈতামহা মহাত্মানো মহাপারিষদাশ্চ হ ॥২২॥
যৌবনস্থাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ জনমেজয়!। সহস্রশঃ পারিষদাঃ কুমারমবতস্থিরে ॥২৩॥
বক্ত্রৈর্নানাবিধৈর্যে তু শৃণু তান্ জনমেজয়!। কূর্ম্মকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ ভারত! ॥২৪॥
খরোষ্ট্রবদনাশ্চান্যে বরাহবদনাস্তথা। শ্বাগ্নামায়ুমুখাশ্চৈব শশোলূকমুখাস্তথা ॥২৫॥
মনুষ্যমেষবক্ত্রাশ্চ শৃগালবদনাস্তথা। ভীমা মকরবক্ত্রাশ্চ শিশুমারমুখাস্তথা ॥২৬॥
মার্জ্জারশশবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ ভারত!। নকুলোলূকবক্ত্রাশ্চ কাকবক্ত্রাস্তথাপরে ॥২৭॥
আখুবভ্রুকবক্ত্রাশ্চ ময়ূরবদনাস্তথা। মৎস্যমেষাননাশ্চান্যে অজাবিমহিষাননাঃ ॥২৮॥
ঋক্ষশার্দ্দূলবক্ত্রাশ্চ দ্বীপিসিংহাননাস্তথা। ভীমা গজাননাশ্চৈব তথা নক্রমুখাশ্চ যে ॥২৯॥
গরুড়াননাঃ কঙ্কমুখা বৃককাকমুখাস্তথা। গোখরোষ্ট্রমুখাশ্চান্যে বৃশদংশমুখাস্তথা ॥৩০॥
মহাজঠরপাদাঙ্গাস্তারকাক্ষাশ্চ ভারত!। পারাবতমুখাশ্চান্যে তথা বৃষমুখাঃ পরে ॥৩১॥
কোকিলাভাননাশ্চান্যে শ্যেনতিত্তিরিকাননাঃ। কৃকলাসমুখাশ্চৈব বিরজোঽম্বরধারিণঃ ॥৩২॥
ব্যালবক্ত্রাঃ শূলমুখাশ্চণ্ডবক্ত্রাঃ শুভাননাঃ। আশীবিষাশ্চীরধরা গোনাসাবদনাস্তথা ॥৩৩॥
স্থূলোদরাঃ কৃশাঙ্গাশ্চ স্থূলাঙ্গাশ্চ কৃশোদরাঃ। হ্রস্বগ্রীবা মহাকর্ণা নানাব্যালবিভূষিতাঃ ॥৩৪॥
গজেন্দ্রচর্ম্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ। স্কন্ধেমুখা মহারাজ! তথাপ্যুদরতোমুখাঃ ॥৩৫॥
পৃষ্ঠেমুখা হনুমুখাস্তথা জঙ্ঘামুখা অপি। পার্শ্বাননাশ্চ বহবো নানাদেশমুখাস্তথা ॥৩৬॥
তথা কীটপতঙ্গানাং সদৃশাস্যা গণেশ্বরাঃ। নানাব্যালমুখাশ্চান্যে বহুবাহুশিরোধরাঃ ॥৩৭॥
নানাবৃক্ষভুজাঃ কেচিৎ কটিশীর্ষাস্তথা পরে। ভুজঙ্গভোগবদনা নানাগুল্মনিবাসিনঃ ॥৩৮॥
চীরসংবৃতগাত্রাশ্চ নানাকনকবাসসঃ। নানাবেশধরাশ্চান্যে নানামাল্যানুলেপনাঃ ॥৩৯॥
নানাবস্ত্রধরাশ্চৈব চর্ম্মবাসস এব চ। উষ্ণীষিণো মুকুটিনঃ কম্বুগ্রীবাঃ সুবর্চ্চসঃ ॥৪০॥
কিরীটিনঃ পঞ্চশিখাস্তথা কাঞ্চনমূর্দ্ধজাঃ। ত্রিশিখা দ্বিশিখাশ্চৈব তথা সপ্তশিখাঃ পরে ॥৪১॥
শিখণ্ডিনো মুকুটিনো মুণ্ডাশ্চ জটিলাস্তথা। চিত্রমালাধরাঃ কেচিৎ কেচিদ্রোমাননাস্তথা ॥৪২॥
বিগ্রহৈকরসা নিত্যমজেয়াঃ সুরসত্তমৈঃ। দিব্যনানাম্বরধরাঃ সততং বিগ্রহপ্রিয়াঃ ॥৪৩॥
কৃষ্ণা নির্ম্মাংসবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘপৃষ্ঠাস্তনূদরাঃ। স্থূলপৃষ্ঠাঃ হ্রস্বপৃষ্ঠাঃ প্রলম্বোদরমেহনাঃ ॥৪৪॥
মহাভুজা হ্রস্বভুজা হ্রস্বগাত্রাশ্চ বামনাঃ। কুব্জাশ্চ হ্রস্বজঙ্ঘাশ্চ হস্তিকর্ণশিরোধরাঃ ॥৪৫॥
হস্তিনাসাঃ কূর্ম্মনাসা বৃকনাসাস্তথাপরে। দীর্ঘৌষ্ঠা দীর্ঘজঙ্ঘাশ্চ বিকরালা হ্যধোমুখাঃ ॥৪৬॥
মহাদংষ্ট্রা হ্রস্বদংষ্ট্রাশ্চতুর্দ্দংষ্ট্রাস্তথাপরে। বানরেন্দ্রনিভাশ্চান্যে ভীমা রাজন্! সহস্রশঃ ॥৪৭॥
সুবিভক্তশরীরাশ্চ দীপ্তিমন্তঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। পিঙ্গাক্ষাঃ শঙ্কুকর্ণাশ্চ নক্রনাসাশ্চ ভারত! ॥৪৮॥
পৃথুদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রা স্থূলৌষ্ঠা হরিমূর্দ্ধজাঃ। নানাপাদৌষ্ঠদংষ্ট্রাশ্চ নানাহস্তশিরোধরাঃ ॥৪৯॥
নানাচর্ম্মভিরাচ্ছন্না নানাভাষাশ্চ ভারত!। কুশলা দেশভাষাসু জল্পন্তোঽন্যোন্যমীশ্বরাঃ ॥৫০॥
হৃষ্টাঃ পরিপতন্তি স্ম মহাপারিষদাস্তথা। দীর্ঘগ্রীবাঃ দীর্ঘনখা দীর্ঘপাদশিরোভুজাঃ ॥৫১॥
পিঙ্গাক্ষা নীলকণ্ঠাশ্চ লম্বকর্ণাশ্চ ভারত!। বৃকোদরনিভাশ্চৈব কেচিদঞ্জনসন্নিভাঃ ॥৫২॥
শ্বেতাক্ষা লোহিতগ্রীবাঃ পিঙ্গাক্ষাশ্চ তথাপরে। কল্মাষা বহবো রাজংশ্চিত্রবর্ণাশ্চ ভারত ॥৫৩॥
চামরাপীড়কনিভাঃ শ্বেতলোহিতরাজয়ঃ। নানাবর্ণাঃ সুবর্ণাশ্চ ময়ূরসদৃশপ্রভাঃ ॥৫৪॥
পুনঃ প্রহরণান্যেষাং কীর্ত্ত্যমানানি মে শৃণু। শেষৈঃ কৃতঃ পারিষদৈরায়ুধানাং পরিগ্রহঃ ॥৫৫॥

পাশোন্ততকরাঃ কোচৎ ব্যাদিতাস্তাঃ খরাননাঃ। পৃষ্ঠাঙ্কা নীলকণ্ঠাশ্চ তথা পরিঘবাহবঃ ॥৫৬॥
শতঘ্নীচক্রহস্তাশ্চ তথা মুষলপাণয়ঃ। অসিমুদ্গরহস্তাশ্চ দণ্ডহস্তাশ্চ ভারত! ॥৫৭॥
শূলাসিহস্তাশ্চ তথা মহাকায়া মহাবলাঃ। গদাভুষণ্ডিহস্তাশ্চ তথা তোমরপাণয়ঃ ॥৫৮॥
আয়ুধৈর্বিবিধৈর্ঘোরৈর্মহাত্মানো মহাজবাঃ। মহাবলা মহাবেগা মহাপারিষদাস্তথা ॥৫৯॥
অভিষেকং কুমারস্য দৃষ্ট্বা হৃষ্টা রণপ্রিয়াঃ। ঘণ্টাজালপিনদ্ধাঙ্গা ননৃতুস্তে মহৌজসঃ ॥৬০॥
এতে চান্যে চ বহবো মহাপারিষদা নৃপ!। উপতস্থুর্মহাত্মানং কার্ত্তিকেয়ং যশস্বিনম্ ॥৬১॥
দিব্যাশ্চাপ্যান্তরীক্ষাশ্চ পার্থিবাশ্চানিলোপমাঃ। ব্যাদিষ্টা দৈবতৈঃ শূরাঃ স্কন্দস্যানুচরাভবন্ ॥৬২॥
তাদৃশানাং সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ। অভিষেক্তুং মহাত্মানং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥৬৩॥

ইতি মহাভারতে শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে স্কন্দাভিষেকে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫॥

———:০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু মাতৃগণান্ রাজন্! কুমারানুচরানিমান্। কীর্ত্ত্যমানান্ময়া বীর! সপত্নগণসূদনান্ ॥১॥
যশস্বিনীনাং মাতৄণাং শৃণু নামানি ভারত। যাভির্ব্যাপ্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ কল্যাণীভিশ্চরাচরাঃ ॥২॥
প্রভাবতী বিশালাক্ষী পালিতা গোনসী তথা। শ্রীমতী বহুলা চৈব তথৈব বহুপুত্রিকা ॥৩॥
অপ্সুজাতা চ গোপালী বৃহদম্বালিকা তথা। জয়াবতী মালতিকা ধ্রুবরত্না ভয়ঙ্করী ॥৪॥
বসুদামা সুদামা চ বিশোকা নন্দিনী তথা। একচূড়া মহাচূড়া চক্রনেমিশ্চ ভারত! ॥৫॥
উত্তেজনী জয়ৎসেনা কমলাক্ষ্যথ শোভনা। শত্রুঞ্জয়া তথা চৈব ক্রোধনা শলভী খরী ॥৬॥
মাগধী শুভবক্ত্রা চ তীর্থসেনিশ্চ ভারত!। গীতপ্রিয়া চ কল্যাণী রুদ্ররোমামিতাশনা ॥৭॥
মেঘস্বনা ভোগবতী সুভ্রুশ্চ কনকাবতী। অলাতাক্ষী বীর্য্যবতী বিদ্যুজ্জিহ্বা চ ভারত! ॥৮॥
পদ্মাবতী সুনক্ষত্রা কন্দরা বহুযোজনা। সন্তানিকা চ কৌরব্য! কমলা চ মহাবলা ॥৯॥
সুদামা বহুদামা চ সুপ্রভা চ যশস্বিনী। নৃত্যপ্রিয়া চ রাজেন্দ্র! শতোলূখলমেখলা ॥১০॥
শতঘণ্টা শতানন্দা ভগনন্দা চ ভাবিনী। বপুষ্মতী চন্দ্রশীতা ভদ্রকালী চ ভারত! ॥১১॥
ঋক্ষাম্বিকা নিষ্কুটিকা বামা চত্বরবাসিনী। সুমঙ্গলা স্বস্তিমতী বৃদ্ধিকামা জয়প্রিয়া ॥১২॥
ধনদা সুপ্রসাদা চ ভবদা চ জলেশ্বরী। এড়ী ভেড়ী সমেড়ী চ বেতালজননী তথা ॥১৩॥
কণ্ডূতিঃ কালিকা চৈব দেবমিত্রা চ ভারত!। বসুশ্রীঃ কেতকী চৈব চিত্রসেনা তথাচলা ॥১৪॥
কুক্কুটিকা শঙ্খলিকা তথা শকুনিকা নৃপ!। কুণ্ডারিকা কোকিলিকা কুম্ভিকাথ শতোদরী ॥১৫॥
উৎক্রাথিনী জলেলা চ মহাবেগাথ কঙ্কণা। মনোজবা কণ্টকিনী প্রঘসা পূতনা তথা ॥১৬॥
কেশযন্ত্রী ত্রুটির্বামা ক্রোশনাথ তড়িৎপ্রভা। মন্দোদরী চ মুণ্ডী চ কোটরা মেঘবাহিনী ॥১৭॥
সুভগা লম্বিনী লম্বা বসুচূড়া বিকত্থিনী। ঊর্দ্ধবেণীধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা ॥১৮॥
পৃথুবক্ত্রা মধুলিকা মধুকুম্ভা তথৈব চ। যক্ষালিকা মৎকুনিকা জরায়ুর্জর্জ্জরাননা ॥১৯॥
খ্যাতা দহদহা চৈব তথা ধমধমা নৃপ!। খণ্ডখণ্ডা চ রাজেন্দ্র! পূষণা মণিকুট্টিকা ॥২০॥
অমোঘা চৈব কৌরব্য! তথা লম্বপয়োধরা। বেণুবীণাধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা ॥২১॥
শশোলূকমুখী কৃষ্ণা খরজঙ্ঘা মহাজবা। শিশুমারমুখী শ্বেতা লোহিতাক্ষী বিভীষণা ॥২২॥

ততঃ শক্ত্যস্ত্রমদদদ্ভগবান্ পাকশাসনঃ।
গুহায় রাজশার্দ্দূল! বিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ॥৫৩॥
মহাস্বনাং মহাঘণ্টাং দ্যোতমানাং সিতপ্রভাম্।
তরুণাদিত্যবর্ণাঞ্চ পতাকাং ভরতর্ষভ! ॥৫৪॥
দদৌ পশুপতিস্তস্মৈ সর্বভূতমহাচমূম্।
উগ্রাং নানাপ্রহরণাং তপোবীর্য্যবলান্বিতাম্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। পাকশাসন ইন্দ্রঃ। গুহায় কার্ত্তিকেয়ায় ॥৫৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর ভগবান্ ইন্দ্র অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য কার্ত্তিককে শক্তিনামক একটী অস্ত্র দান করিলেন ॥৫৩॥

জটালিকা কামচরী দীর্ঘজিহ্বা বলোৎকটা। কালেহিকা বামনিকা মুকুটা চৈব ভারত! ॥২৩॥
লোহিতাক্ষী মহাকায়া হরিপিণ্ডা চ ভূমিপ!। একত্বচা সুকুসুমা কৃষ্ণকর্ণী চ ভারত! ॥২৪॥
ক্ষুরকর্ণী চতুষ্কর্ণী কর্ণপ্রাবরণা তথা। চতুষ্পথনিকেতা চ গোকর্ণী মহিষাননা ॥২৫॥
খরকর্ণী মহাকর্ণী ভেরীস্বনমহাস্বনা। শঙ্খকুম্ভশ্রবাশ্চৈব ভগদা চ মহাবলা ॥২৬॥
গণা চ সুগণা চৈব তথা ভীত্যথ কামদা। চতুষ্পথরতা চৈব ভূতিতীর্থান্যগোচরা ॥২৭॥
পশুদা বিত্তদা চৈব সুখদা চ মহাযশাঃ। পয়োদা গোমহিষদা সুবিশালা চ ভারত! ॥২৮॥
প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠা চ রোচমানা সুরোচনা। নৌকর্ণী মুখকর্ণী চ বিশিরা মন্থিনী তথা। একচন্দ্রা মেঘরবা মেঘমালা বিরোচনা ॥২৯॥
এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো মাতরো ভরতর্ষভ!। কার্ত্তিকেয়ানুযায়িন্যো নানারূপাঃ সহস্রশঃ ॥৩০॥
দীর্ঘনখ্যো দীর্ঘদন্ত্যো দীর্ঘতুণ্ডাশ্চ ভারত!। সরলা মধুরাশ্চৈব যৌবনস্থাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৩১॥
মাহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ কামরূপধরাস্তথা। নির্ম্মাংসগাত্র্যঃ শ্বেতাশ্চ তথা কাঞ্চনসন্নিভাঃ ॥৩২॥
কৃষ্ণমেঘনিভাশ্চান্যা ধূম্রাশ্চ ভরতর্ষভ!। অরুণাভা মহাভাগা দীর্ঘকেশ্যঃ সিতাম্বরাঃ ॥৩৩॥
ঊর্দ্ধবেণীধরাশ্চৈব পিঙ্গাক্ষ্যো লম্বমেখলাঃ। লম্বোদর্য্যো লম্বকর্ণাস্তথা লম্বপয়োধরাঃ ॥৩৪॥
তাম্রাক্ষ্যস্তাম্রবর্ণাশ্চ হর্য্যক্ষ্যশ্চ তথাপরাঃ। বরদাঃ কামচারিণ্যো নিত্যং প্রমুদিতাস্তথা ॥৩৫॥
যাম্যা রৌদ্রাস্তথা সৌম্যাঃ কৌবের্য্যোঽথ মহাবলাঃ।
বারুণ্যোঽথ চ মাহেন্দ্র্যস্তথাগ্নেয্যঃ পরন্তপ! ॥৩৬॥
বায়ব্যশ্চাথ কৌমার্য্যো ব্রাহ্মশ্চ ভরতর্ষভ!। বৈষ্ণব্যশ্চ তথা সৌর্য্যো বারাহ্যশ্চ মহাবলাঃ ॥৩৭॥
রূপেণাপ্সরসাং তুল্যা মনোহার্য্যো মনোরমাঃ। পরপুষ্টোপমা বাক্যে তথর্দ্ধ্যা ধনদোপমাঃ ॥৩৮॥
শক্রবীর্য্যোপমা যুদ্ধে দীপ্ত্যা বহ্নিসমাস্তথা। শত্রূণাং বিগ্রহে নিত্যং ভয়দাস্তা ভবন্ত্যত ॥৩৯॥
কামরূপধরাশ্চৈব জবে বায়ুসমাস্তথা। অচিন্ত্যবলবীর্য্যাশ্চ তথাচিন্ত্যপরাক্রমাঃ ॥৪০॥
বৃক্ষচত্বরবাসিন্যশ্চতুষ্পথনিকেতনাঃ। গুহাশ্মশানবাসিন্যঃ শৈলপ্রস্রবণালয়াঃ ॥৪১॥
নানাভরণধারিণ্যো নানামাল্যাম্বরাস্তথা। নানাবিচিত্রবেশাশ্চ নানাভাষাস্তথৈব চ ॥৪২॥
এতে চান্যে চ মাতৃণাং গণাঃ শত্রুভয়ঙ্করাঃ। অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ত্রিদশেন্দ্রস্য সম্মতে ॥৪৩॥

অজেয়াং স্বগুণৈর্যুক্তাং নাম্না সেনাং ধনঞ্জয়াম্ ।
রুদ্রতুল্যবলৈর্গুপ্তাং যোধানাময়ুতৈস্ত্রিভিঃ ।
ন সা বিজানাতি রণাৎ কদাচিদ্বিনিবর্ত্তিতুম্ ॥৫৬॥ (বিশেষকম্)
বিষ্ণুর্দদৌ বৈজয়ন্তীং মালাং বলবিবর্দ্ধিনীম্ ।
উমা দদৌ বিরজসী বাসসী সূর্য্যসন্নিভে ॥৫৭॥
গঙ্গা কমণ্ডলুং দিব্যমমৃতোদ্ভবমুত্তমম্ ।
দদৌ প্রীত্যা কুমারায় দণ্ডঞ্চৈব বৃহস্পতিঃ ।
গরুড়ো দয়িতং পুত্রং ময়ূরং চিত্রবর্হিণম্ ॥৫৮॥
অরুণস্তাম্রচূড়ঞ্চ প্রদদৌ চরণায়ুধম্ ।
নাগস্তু বরুণো রাজা বলবীর্য্যসমন্বিতম্ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

মহেতি। সিতপ্রভাং শুভ্রবর্ণাম্। সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রাণিষু মধ্যে মহাচমূং প্রশস্তসেনাম্। স্বগুণৈঃ প্রভুভক্ত্যাদিসৈন্যগুণৈঃ। গুপ্তাং রক্ষিতাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫৪—৫৬॥

বিষ্ণুরিতি। বিগতানি রজাংসি ধূলয়ো যাভ্যাং তে সুপরিষ্কৃতে ॥৫৭॥

গঙ্গেতি। অমৃতমিব স্বজলমুদ্ভবতি নির্যাতি যস্মাদিত্যমৃতোদ্ভবস্তম্। ষট্পাদঃ ॥৫৮॥

অরুণ ইতি। অরুণো গরুড়াগ্রজঃ, তাম্রচূড়ং কুক্কুটম্। নাগং গজম্ ॥৫৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাদেব কার্ত্তিককে একটা উৎকৃষ্ট শঙ্খ, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ একটা পতাকা এবং ধনঞ্জয়ানামে উত্তম সেনা দান করিলেন। সেই শঙ্খটা বিশাল শব্দ করিত, চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইত ও শুভ্রবর্ণ ছিল এবং সেই সেনাটা সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই মহাসেনা বলিয়া পরিচিত, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রযুক্ত, ভীষণ, তপোবল ও দৈহিকবলসমন্বিত, অজেয় ও সৈন্যগণের সমস্ত গুণযুক্ত ছিল, আর রুদ্রের তুল্য বলবান্ ত্রিংশৎসহস্র যোদ্ধা তাহাকে রক্ষা করিত; বিশেষতঃ সেই সেনা কখনও রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে জানিত না ॥৫৪—৫৬॥

বিষ্ণু কার্ত্তিককে বলবৃদ্ধিকারিণী বৈজয়ন্তী নাম্নী একটী মালা দান করিলেন এবং পার্ব্বতীদেবী তাঁহাকে পরিষ্কৃত ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দুইখানি বস্ত্র প্রদান করিলেন ॥৫৭॥

গঙ্গা কার্ত্তিককে জলপূর্ণ একটী উত্তম কমণ্ডলু, বৃহস্পতি একটী দণ্ড এবং গরুড় প্রীতিসহকারে আপন প্রিয়পুত্র বিচিত্রপুচ্ছ একটী ময়ূর দান করিলেন ॥৫৮॥

গরুড়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অরুণ কার্ত্তিককে একটী চরণায়ুধ কুক্কুট দান করিলেন

(৫৭) সূর্য্যসপ্রভে—পি,…রবিসপ্রভে—নি।

(৫৯)…ছাগস্তু বরুণো রাজা…নি।

কৃষ্ণাজিনং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্যায় দদৌ প্রভুঃ।
সমরেষু জয়ঞ্চৈব প্রদদৌ লোকভাবনঃ ॥৬০॥
সৈনাপত্যমনুপ্রাপ্য স্কন্দো দেবগণস্য হ।
শুশুভে জ্বলিতোঽর্চ্চিষ্মান্ দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥৬১॥
ততঃ পারিষদৈশ্চৈব মাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ।
যযৌ দৈত্যবিনাশায় হ্লাদয়ন্ সুরপুঙ্গবান্ ॥৬২॥
সা সেনা নৈর্ঋতী ভীমা সঘণ্টোচ্ছ্রিতকেতনা।
সভেরীশঙ্খমুরজা সায়ুধা সপতাকিনী।
শারদী দ্যৌরিবাভাতি জ্যোতির্ভিরিব শোভিতা ॥৬৩॥
ততো দেবনিকায়াস্তে নানাভূতগণাস্তথা।
বাদয়ামাসুরব্যগ্রা ভেরীঃ শঙ্খাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥৬৪॥

ভারতকৌমুদী

কৃষ্ণেতি। ব্রহ্মণ্যায় বেদসাধবে বেদরক্ষার্থিনে কার্ত্তিকেয়ায় ॥৬০॥
সৈনেতি। সৈনাপত্যং সেনাপতিপদম্। অর্চ্চিষ্মান্ শিখাবান্ ॥৬১॥
তত ইতি। যযৌ কার্ত্তিকেয় ইত্যর্থঃ। সুরপুঙ্গবান্ দেবশ্রেষ্ঠান্ ॥৬২॥
সেতি। নৈর্ঋতী রাক্ষসবৎ ক্রূরা, ঘণ্টয়া উচ্ছ্রিতকেতনেন উত্তোলিতধ্বজেন চ সহেতি সা। শারদী শরৎকালীনা, দ্যৌর্গগনম্, জ্যোতির্ভির্নক্ষত্রৈঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬৩॥

এবং জলাধিপতি বরুণ তাঁহাকে একটা বলপরাক্রমশালী হস্তী সমর্পণ করিলেন ॥৫৯॥

প্রভাবশালী ও জগৎসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা বেদরক্ষার্থী কার্ত্তিককে একখানি কৃষ্ণসার-চর্ম্ম ও যুদ্ধে জয় দান করিলেন ॥৬০॥

কার্ত্তিক দেবগণের সেনাপতি পদ লাভ করিয়া, প্রজ্বলিতশিখাশালী দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৬১॥

তাহার পর কার্ত্তিক দেবশ্রেষ্ঠগণকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া, পারিষদগণ ও মাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া দৈত্যবিনাশের জন্য প্রস্থান করিলেন ॥৬২॥

তৎকালে রাক্ষসের ন্যায় কঠিন ও ভীষণ সেই সৈন্য ঘণ্টা, উত্তোলিত ধ্বজ, ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, অস্ত্র ও পতাকা লইয়া, নক্ষত্রশোভিত শরৎকালের আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৩॥

পটহান্ ঝর্ঝরাংশ্চৈব ক্রকচান্ গোবিষাণিকান্।
আড়ম্বরান্ গোমুখাংশ্চ ডিণ্ডিমাংশ্চ মহাস্বনান্॥৬৫॥ (যুগ্মকম্)
তুষ্টুবুস্তে কুমারন্তু সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
জগুশ্চ দেবগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥৬৬॥
ততঃ প্রীতো মহাসেনস্ত্রিদশেভ্যো বরং দদৌ।
রিপূন্ হন্তাস্মি সমরে যে বো বধচিকীর্ষবঃ॥৬৭॥
প্রতিগৃহ্য বরং দেবাস্তস্মাদ্বিবুধসত্তমাৎ।
প্রীতাত্মানো মহাত্মানো মেনিরে নিহতান্ রিপূন্॥৬৮॥
সর্বেষাং ভূতসঙ্ঘানাং হর্ষান্নাদঃ সমুত্থিতঃ।
অপূরয়ত লোকাংস্ত্রীন্ বরে দত্তে মহাত্মনা॥৬৯॥
স নির্যযৌ মহাসেনো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ।
বধায় যুধি দৈত্যানাং রক্ষার্থঞ্চ দিবৌকসাম্॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। দেবানাং নিকায়া গণাঃ। ঝর্ঝরাদীনি বাদ্যানি॥৬৪—৬৫॥

তুষ্টুবুরিতি। বাসবেন ইন্দ্রেণ সহেতি তে॥৬৬॥

তত ইতি। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। কোঽসৌ বর ইত্যাহ রিপূনিতি॥৬৭॥

প্রতীতি। বিবুধসত্তমাদ্দেবশ্রেষ্ঠাৎ কার্ত্তিকেয়াৎ॥৬৮॥

সর্ব্বেষামিতি। ভূতসঙ্ঘানাং তত্রত্যপ্রাণিগণানাম্। মহাত্মনা কার্ত্তিকেয়েন॥৬৯॥

তদনন্তর সেই দেবগণ ও নানাবিধ ভূতগণ অবিচলিত থাকিয়া, ভেরী, প্রচুর শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, গোবিষাণ, আড়ম্বর, গোমুখ এবং মহাশব্দকারী ডিণ্ডিম বাজাইতে লাগিলেন॥৬৪—৬৫॥

পরে ইন্দ্রের সহিত দেবতারা কার্ত্তিকের স্তব করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে থাকিল এবং অপ্সরারা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল॥৬৬॥

তৎপরে কার্ত্তিক সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বর দান করিলেন যে—'যাহারা আপনাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে, আমি আপনাদের সেই শত্রুগণকে বিনাশ করিব'॥৬৭॥

তখন মহাত্মা দেবতারা সেই দেবশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকের নিকট হইতে সেই বর গ্রহণ করিয়া, আনন্দিত হইয়া শত্রুগণকে নিহত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন॥৬৮॥

এবং মহাত্মা কার্ত্তিক সেই বর দান করিলে, তত্রত্য-প্রাণিগণের আনন্দোত্থিত কোলাহল ত্রিভুবন পরিপূর্ণ করিল॥৬৯॥

---

(৬৫)···ক্রকচান্—পি বর্দ্ধ বা।

ব্যবসায়ো জয়ো ধর্ম্মঃ সিদ্ধির্লক্ষ্মীধৃ‍র্তিঃ স্মৃতিঃ।
মহাসেনস্য সৈন্যানামগ্রে জগ্মুর্নরাধিপ। ॥৭১॥
স তয়া ভীময়া দেবঃ শূলমুদ্গরহস্তয়া।
জ্বলিতালাতধারিণ্যা চিত্রাভরণবর্ম্ময়া ॥৭২॥
গদামুষলনারাচশক্তিতোমরহস্তয়া।
দৃপ্তসিংহনিনাদিন্যা বিনদ্য প্রযযৌ গুহঃ ॥৭৩॥ (যুগ্মকম্)
তং দৃষ্ট্বা সর্বদৈতেয়া রাক্ষসা দানবাস্তথা।
ব্যদ্রবন্ত দিশঃ সর্বা ভয়োদ্বিগ্নাঃ সমন্ততঃ ॥৭৪॥
অভ্যদ্রবন্ত দেবাস্তান্ বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
দৃষ্ট্বা চ স ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্কন্দস্তেজোবলান্বিতঃ ॥৭৫॥
শক্ত্যস্ত্রং ভগবান্ ভীমং পুনঃ পুনরবাসৃজৎ।
অদধচ্চাত্মনস্তেজো হবিষেদ্ধ ইবানলঃ ॥৭৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥৭০॥
ব্যবেতি। ব্যবসায় উদ্যমঃ। ব্যবসায়াদীনাং যথাসম্ভবমধিদেবতেত্যর্থঃ ॥৭১॥
স ইতি। জ্বলিতানি অলাতানি দণ্ডবিশেষান্ ধারয়তীতি তয়া। গুহঃ স্কন্দঃ ॥৭২—৭৩॥
তমিতি। ব্যদ্রবন্ত পলায়ন্ত। ভয়েনোদ্বিগ্না অস্থিরাঃ ॥৭৪॥
অভীতি। অভ্যদ্রবন্ত অভ্যধাবন্। হবিষা ঘৃতেন, ইদ্ধো জ্বলিতঃ ॥৭৫—৭৬॥

কার্ত্তিক বিশালসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, যুদ্ধে দৈত্যগণের বধ এবং দেবগণের রক্ষার জন্য নির্গত হইলেন ॥৭০॥

নরনাথ! তৎকালে উদ্যম, জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি কার্ত্তিক-সৈন্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥৭১॥

ক্রমে কার্ত্তিক শূল, মুদ্গর, জ্বলৎকাষ্ঠ, গদা, মুষল, নারাচ, শক্তি ও তোমর-সমন্বিত, বিচিত্র বর্ম্ম ও আভরণধারী এবং দর্পিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জনকারী সেই ভীষণসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া, সিংহনাদ করিয়া করিয়া গমন করিতে থাকিলেন ॥৭২—৭৩॥

তাঁহাকে দেখিয়া দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা সকলে ভয়ে অস্থির হইয়া সকল দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥৭৪॥

তখন নানাবিধ অস্ত্রধারী দেবতারা তাহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন; ইহা

(৭৬)·· পুনঃ পুনরবাকিরৎ·· নি।

অভ্যস্যমানে শক্ত্যস্ত্রে স্কন্দেনামিততেজসা।
উল্কাজ্বালা মহারাজ! পপাত বসুধাতলে ॥৭৭॥
সংহ্রাদয়ন্তশ্চ তথা নির্ঘাতাশ্চাপতন্ ক্ষিতৌ।
যথান্তকালসময়ে সুঘোরাঃ স্যুস্তথা নৃপ! ॥৭৮॥
ক্ষিপ্তা হ্যেকা যদা শক্তিঃ সুঘোরানলসূনুনা।
ততঃ কোট্যো বিনিষ্পেতুঃ শক্তীনাং ভরতর্ষভ! ॥৭৯॥
ততঃ প্রীতো মহাসেনো জঘান ভগবান্ প্রভুঃ।
দৈত্যেন্দ্রং তারকং নাম মহাবলপরাক্রমম্।
বৃতং দৈত্যাযুতৈর্বীরৈর্বলিভির্দশভির্নৃপ! ॥৮০॥
মহিষঞ্চাষ্টভিঃ পদ্মৈর্বৃতং সংখ্যে নিজঘ্নিবান্।
ত্রিপাদঞ্চাযুতশতৈর্জঘান দশভির্বৃতম্ ॥৮১॥

ভারতকৌমুদী

অভীতি। অভ্যস্যমানে পুনঃ পুনর্নিক্ষিপ্যমানে। উল্কায়া জ্বালা শিখা ॥৭৭॥
সংহ্রাদেতি। সংহ্রাদয়ন্তো ভুবং কম্পয়ন্তঃ, নির্ঘাতা বাতাহতবাতপাতাঃ ॥৭৮॥
ক্ষিপ্তেতি। অনলসূনুনা অগ্নিপুত্রেণ স্কন্দেন। কোট্যো দেবপ্রভাবাৎ ॥৭৯॥
তত ইতি। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। প্রভুর্যোগবলপ্রভাবশালী। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮০॥
মহিষমিতি। মহিষং ত্রিপাদঞ্চাসুরবিশেষৌ। পদ্মৈরিতি বহুত্বমাত্রপরম্ ॥৮১॥

দেখিয়া তেজ ও বলসম্পন্ন ভগবান্ কার্ত্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ শক্তি-অস্ত্র বার বার নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ঘৃতনিক্ষেপে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় নিজের তেজ ধারণ করিলেন ॥৭৫—৭৬॥

মহারাজ! অমিততেজা কার্ত্তিক বার বার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলে, ভূতলে উল্কার ন্যায় তাহার শিখা পতিত হইতে লাগিল ॥৭৭॥

রাজা! প্রলয়কালে যেমন হয়, তেমন তৎকালে মহাভীষণ নির্ঘাত সকল ভূমি কম্পিত করিতে থাকিয়া, ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥৭৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিক যখন যখন এক একবার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন তখনই তাহা কোটী কোটী হইয়া যাইয়া অসুরমধ্যে পতিত হইতে লাগিল ॥৭৯॥

রাজা! তাহার পর মাহাত্ম্য ও প্রভাবশালী কার্ত্তিক হৃষ্টচিত্তে বলবান্ ও বীর লক্ষ অসুরে পরিবেষ্টিত এবং মহাবলপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ তারকাসুরকে বধ করিলেন ॥৮০॥

হ্রদোদরং নিখর্বৈশ্চ বৃতং দশভিরীশ্বরঃ।
জঘানানুচরৈঃ সার্দ্ধং বিবিধায়ুধপাণিভিঃ ॥৮২॥
তত্রাকুর্ব্বন্ত বিপুলং নাদং বধ্যৎসু শত্রুষু।
কুমারানুচরা রাজন্! পূরয়ন্তো দিশো দশ।
ননৃতুশ্চ ববল্গুশ্চ জহসুশ্চ মুদান্বিতাঃ ॥৮৩॥
শক্ত্যস্ত্রস্য তু রাজেন্দ্র! ততোঽর্চ্চির্ভিঃ সমন্ততঃ।
দগ্ধাঃ সহস্রশো দৈত্যা নাদৈঃ স্কন্দস্য চাপরে ॥৮৪॥
ত্রৈলোক্যং ত্রাসিতং সর্বং জৃম্ভমাণাভিরেব চ।
দগ্ধা মহার্চ্চিষোঽর্চ্চির্ভিঃ সেনানাদৈর্হতাঃ পরে ॥৮৫॥
পতাকয়াবধূতাশ্চ হতাঃ কেচিৎ সুরদ্বিষঃ।
কেচিদ্‌ঘণ্টারবত্রস্তা নিষেদুর্বসুধাতলে।
কেচিৎ প্রহরণৈশ্ছিন্না বিনিপেতুর্গতায়ুষঃ ॥৮৬॥

ভারতকৌমুদী

হ্রদেতি। ঈশ্বর অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যবান্ স্কন্দঃ; অতএবেদৃশাসুরবধসম্ভবঃ ॥৮২॥
তত্রেতি। বধ্যৎসু বধ্যমানেষু। কুমারস্য কার্ত্তিকেয়স্যানুচরাঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮৩॥
শক্তীতি। অর্চ্চির্ভির্জ্বালাভিঃ। নাদৈর্দগ্ধা বিনাশিতাঃ ॥৮৪॥
ত্রৈলোক্যমিতি। জৃম্ভমাণাভির্নির্গচ্ছন্তীভিঃ। মহার্চ্চিষো শক্তেঃ ॥৮৫॥
পতাকযেতি। অবধূতাস্তাড়িতাঃ। নিষেদুরুপবিবিশুঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৮৬॥

এবং তিনি বহু অসুরে পরিবেষ্টিত মহিষাসুর ও ত্রিপাদাসুরকে নিহত করিলেন ॥৮১॥

আর ঐশ্বর্য্যশালী কার্ত্তিক নানাবিধ অস্ত্রধারী অনুচরগণের সহিত হ্রদোদর-নামক অসুরকে সংহার করিলেন ॥৮২॥

রাজা! কার্ত্তিক সেইভাবে শত্রুগণকে বধ করিতে লাগিলে, তাঁহার অনুচরেরা আনন্দিত হইয়া বিশাল কোলাহল, নৃত্য, উল্লম্ফন ও হাস্য করিতে লাগিল ॥৮৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে কার্ত্তিকের শক্ত্যস্ত্রের অগ্নিতে সহস্র সহস্র দৈত্য দগ্ধ হইতে লাগিল এবং তাঁহার সিংহনাদে অপর অনেক দৈত্য নিহত হইল ॥৮৪॥

মহাশিখাশালী শক্ত্যস্ত্রের অগ্নিশিখা দৈত্যগণকে দগ্ধ করিয়া, সমগ্র ত্রিভুবনের ত্রাস উৎপাদন করিল এবং সৈন্যগণের সিংহনাদে বহু দৈত্য বিনষ্ট হইল ॥৮৫॥

কতকগুলি অসুর পতাকার প্রহারে নিহত হইল; কতকগুলি ঘণ্টাধ্বনিতে ভীত হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িল এবং কতকগুলি অস্ত্রে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৮৬॥

এবং সুরদ্বিষোঽনেকান্ বলবানাততায়িনঃ।
জঘান সমরে বীরঃ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ ॥৮৭॥
বাণো নামাথ দৈতেয়ো বলেঃ পুত্রো মহাবলঃ।
ক্রৌঞ্চপর্বতমাশ্রিত্য দেবসঙ্ঘানবাধত ॥৮৮॥
তমভ্যয়ান্মহাসেনঃ সুরশত্রুমুদারধীঃ।
স কার্ত্তিকেয়স্য ভয়াৎ ক্রৌঞ্চং শরণমীযিবান্ ॥৮৯॥
ততঃ ক্রৌঞ্চং মহামন্যুঃ ক্রৌঞ্চনাদনিনাদিতম্।
শক্ত্যা বিভেদ ভগবান্ কার্ত্তিকেয়োঽগ্নিদত্তয়া ॥৯০॥
স শালস্কন্ধশবলং ত্রস্তবানরবারণম্।
প্রোড্ডীনোদ্‌ভ্রান্তবিহগং বিনিষ্পতিতপন্নগম্ ॥৯১॥
গোলাঙ্গুলর্ক্ষসঙ্ঘৈশ্চ দ্রবদ্ভিরনুনাদিতম্।
কুরঙ্গশতনির্ঘোষনিনাদিতবনান্তরম্ ॥৯২॥
বিনিষ্পতদ্ভিঃ শরভৈঃ সিংহৈশ্চ সহসা দ্রুতৈঃ।
শোচ্যামপি দশাং প্রাপ্তোররাজৈব স পর্ব্বতঃ ॥৯৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। সুরদ্বিষঃ অসুরান্, আততায়িনঃ শস্ত্রপাণীন্ ॥৮৭॥
বাণ ইতি। দৈতেয়ো দিতিবংশজাতঃ। অবাধত অপীড়য়ৎ ॥৮৮॥
তমিতি। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ। ঈযিবান্ প্রাপ্তবান্ ॥৮৯॥
তত ইতি। মহামন্যুরতীব ক্রুদ্ধঃ স্কন্দঃ। ক্রৌঞ্চা বকবিশেষাঃ ॥৯০॥
স ইতি। শালানাং বৃক্ষাণাং স্কন্ধৈঃ প্রকাণ্ডদেশৈঃ শবলং বিচিত্রম্। ত্রস্তাভীতা বানরা

এইভাবে দৈহিক ও মানসিক মহাশক্তিশালী বীর কার্ত্তিক যুদ্ধে অস্ত্রধারী বহুতর অসুর বিনাশ করিলেন ॥৮৭॥

তাহার পর বলির পুত্র মহাবল বাণ ক্রৌঞ্চপর্ব্বত আশ্রয় করিয়া, দেবগণকে পীড়ন করিতে লাগিল ॥৮৮॥

সেই সময় মহাবুদ্ধি কার্ত্তিক সেই দেবশত্রু বাণের দিকে ধাবিত হইলেন; তখন বাণ কার্ত্তিকের ভয়ে ক্রৌঞ্চপর্বতের ভিতরে যাইয়া আশ্রয় লইল ॥৮৯॥

তাহার পর মাহাত্ম্যশালী কার্ত্তিক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, অগ্নিদত্ত শক্তিদ্বারা বকপক্ষীর রবে মুখরিত ক্রৌঞ্চপর্ব্বতটাকে বিদারণ করিলেন ॥৯০॥

তখন শালবৃক্ষের শাখা-প্রশাখার শোভা প্রকাশ পাইতেছিল; বানরগণ

(৯৩)···ররাজেব স পর্ব্বতঃ—নি।

বিদ্যাধরা সমুৎপেতুস্তস্য শৃঙ্গনিবাসিনঃ।
কিন্নরাশ্চ সমুদ্বিগ্নাঃ শক্তিপাতরবোদ্ধতাঃ ॥৯৪॥
ততো দৈত্যা বিনিষ্পেতুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রদীপ্তাৎ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠাদ্বিচিত্রাভরণস্রজঃ।
তান্নিজঘ্নুরতিক্রম্য কুমারানুচরা মৃধে ॥৯৫॥
স চৈব ভগবান্ ক্রুদ্ধো দৈত্যেন্দ্রস্য সুতং তদা।
সহানুজং জঘানাশু বৃত্রং দেবপতির্যথা ॥৯৬॥

ভারতকৌমুদী

রণা গজাশ্চ যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা। প্রোডডীনা উদ্‌ভ্রান্তা ব্যস্তাশ্চ বিহগাঃ পক্ষিণো যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা। বিনিষ্পতিতাঃ পন্নগা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা। গোলাঙ্গুলানাং কৃষ্ণবানরাণাম্ ঋক্ষাণাং ভল্লুকানাঞ্চ সঙ্ঘৈঃ, দ্রবদ্ভিঃ পলায়মানৈঃ। কুরঙ্গশতস্য মৃগসমূহস্য নির্ঘোষৈরার্ত্তনাদৈর্নিনাদিতানি বনান্তরাণি বনমধ্যদেশা যস্মিন্ কর্ম্মণি তদ্‌যথা তথা। বিনিষ্পতদ্ভির্নির্গচ্ছদ্ভিঃ, শরভৈর্ভীষণজন্তুবিশেষৈঃ। দ্রুতৈঃ পলায়িতৈঃ। শামবস্থাম্। ররাজৈব স শোভয়া ॥৯১—৯৩॥

বিদ্যেতি। তস্য ক্রৌঞ্চপর্ব্বতস্য। শক্তিপাতরবেণ উদ্ধতা উদ্বেলিতাঃ ॥৯৪॥

তত ইতি। প্রদীপ্তাৎ শক্ত্যস্ত্রশিখয়া প্রজ্বলিতাৎ। অতিক্রম্য কুমারমেব। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৯৫॥

স ইতি। দৈত্যেন্দ্রস্য তারকস্য। বৃত্রং বৃত্রাসুরম্ ॥৯৬॥

ও হস্তিগণ বিত্রস্ত হইয়াছিল, পক্ষিগণ ব্যস্ত হইয়া উড়িতেছিল, সর্পগণ নির্গত হইতেছিল; কৃষ্ণবানর ও ভল্লুকগণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া পলায়ন করিতেছিল, হরিণগণের আর্ত্তনাদে বনমধ্য সকল মুখরিত হইতেছিল, শরভগণ নির্গত হইতেছিল এবং সিংহগণ পলায়ন করিতেছিল; তাহাতে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও ক্রৌঞ্চপর্ব্বত আপন শোভায় শোভাই পাইতে লাগিল ॥৯১—৯৩॥

ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের শৃঙ্গনিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নরেরা কার্ত্তিকের শক্তিপতনের শব্দে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আকাশে উত্থিত হইতে লাগিল ॥৯৪॥

তাহার পর বিচিত্র অলঙ্কার ও মালাধারী শত শত ও সহস্র সহস্র দৈত্য প্রজ্বলিত ক্রৌঞ্চপর্ব্বত হইতে নির্গত হইতে লাগিল; তখন কার্ত্তিকের অনুচরেরা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়া, সেই দৈত্যগণকে বিনাশ করিতে থাকিল ॥৯৫॥

পূর্ব্বকালে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মাহাত্ম্যশালী কার্ত্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া, অনুজগণের সহিত তারকাসুরের পুত্রকে বধ করিলেন ॥৯৬॥

বিভেদ শক্ত্যা ক্রৌঞ্চঞ্চ পাবকিঃ পরবীরহা।
বহুধা চৈকধা চৈব কৃত্বাত্মানং মহাবলঃ ॥৯৭॥
শক্তিঃ ক্ষিপ্তা রণে তস্য পাণিমেতি পুনঃ পুনঃ।
এবং প্রভাবো ভগবাংস্ততো ভূয়শ্চ পাবকিঃ ॥৯৮॥
শৌর্য্যর্দ্ধিগুণযোগেন তেজসা যশসা শ্রিয়া।
ক্রৌঞ্চস্তেন বিনির্ভিন্নো দৈত্যাশ্চ শতশো হতাঃ ॥৯৯॥ (যুগ্মকম্)
ততঃ স ভগবান্ দেবো নিহত্য বিবুধদ্বিষঃ।
সভাজ্যমানো বিবুধৈঃ পরং হর্ষমবাপ হ ॥১০০॥
ভিন্নে ক্রৌঞ্চে গিরিবরে চণ্ডপুত্রে চ পাতিতে।
ততো দুন্দুভয়ো রাজন্! নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভারত! ॥১০১॥
মুমুচুর্দেবযোষাশ্চ পুষ্পবর্ষমনুত্তমম্।
যোগীনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১০২॥

ভারতকৌমুদী

বিভেদেতি। পাবকিরগ্নিপুত্রঃ স্কন্দঃ। আত্মানং স্বশরীরম্ ॥৯৭॥
শক্তিরিতি। এবমীদৃশঃ প্রভাবো যস্য সঃ। শৌর্য্যর্দ্ধির্বীরত্বসম্পৎ ॥৯৮—৯৯॥
তত ইতি। বিবুধদ্বিষঃ অসুরান্। সভাজ্যমানঃ অভিনন্দ্যমানঃ ॥১০০॥
ভিন্ন ইতি। ভিন্নে বিদীর্ণে, চণ্ডপুত্রে তারকে ॥১০১॥
মুমুচুরিতি। ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাত্তৎ। ঈশ্বরং শ্রেষ্ঠং কার্ত্তিকেয়ং প্রতি ॥১০২॥

ক্রমে মহাবল ও বিপক্ষবীরহন্তা কার্ত্তিক আপনাকে একরূপে ও বহুরূপে বিভক্ত করিয়া, শক্তিদ্বারা ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিলেন ॥৯৭॥

কার্ত্তিক যুদ্ধে বার বার শক্তি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বার বারই তাহা তাঁহার হস্তে আসিয়াছিল; কারণ, ভগবান্ কার্ত্তিকের এইরূপই প্রভাব ছিল। তদনন্তর পুনরায় শৌর্য্যসমৃদ্ধি, শিক্ষাগুণ, তেজ, যশ ও বীরশোভান্বিত কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চপর্বত বিদারণ করিলেন এবং শত শত দৈত্য সংহার করিলেন ॥৯৮—৯৯॥

ভগবান্ কার্ত্তিক এইভাবে অসুরগণকে বধ করিলে, দেবগণ তাঁহার অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥১০০॥

ভরতনন্দন রাজা! পর্বতশ্রেষ্ঠ ক্রৌঞ্চ বিদীর্ণ এবং তারকাসুর নিহত হইলে, দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল ॥১০১॥

শত শত ও সহস্র সহস্র দেবরমণী আসিয়া, যোগিশ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকের উপরে অত্যুত্তম পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥১০২॥

দিব্যং গন্ধমুপাদায় ববৌ পুণ্যশ্চ মারুতঃ।
গন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুশ্চৈনং যজ্বানশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥১০৩॥
কেচিদেনং ব্যবস্যন্তি পিতামহসুতং প্রভুম্।
সনৎকুমারং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মযোনিং তমগ্রজম্ ॥১০৪॥
কেচিন্মহেশ্বরং সুতং কেচিৎ পুত্রং বিভাবসোঃ।
উমায়াঃ কৃত্তিকানাঞ্চ গঙ্গায়াশ্চ বদন্ত্যত ॥১০৫॥
একধা চ দ্বিধা চৈব চতুর্দ্ধা চ মহাবলম্।
যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১০৬॥ (যুগ্মকম্)
এতত্তে কথিতং রাজন্! কার্ত্তিকেয়াভিষেচনম্।
শৃণু চৈব সরস্বত্যাস্তীর্থবর্য্যস্য পুণ্যতাম্ ॥১০৭॥

ভারতকৌমুদী

দিব্যমিতি। যজ্বানো বিধিনা কৃতযজ্ঞাঃ, "যজ্বা তু বিধিনেষ্টবান্" ইত্যমরঃ ॥১০৩॥

কেচিদিতি। ব্যবস্যন্তি সম্ভাবয়ন্তি স্ম। পিতামহসুতং ব্রহ্মণঃ পুত্রম্। ব্রহ্ম তপ এব যোনিঃ কারণং যস্য তম্, অগ্রজং মরীচ্যাদিভ্যঃ পূর্ব্বং জাতম্, সনৎকুমারং তদাখ্যম্ ॥১০৪॥

কেচিদিতি। বিভাবসোরগ্নেঃ। দেবং স্কন্দম্ ॥১০৫—১০৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—১৮॥ আভিষেচনিকং ভাণ্ডম্ অভিষেকোপকরণম্ ॥১৯॥ সরস্বতীভি-রুদকবতীভির্নদীভিঃ, তাভিরেব বা সপ্তভিঃ ॥২০—১০৩॥ তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষত ইতি ছান্দোগ্যে শ্রুতং স্কন্দস্য পূর্ব্বপরিগ্রহমাহ—কেচিদিতি ॥১০৪—১১৪॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২॥

পবিত্র বায়ু দিব্য গন্ধ লইয়া বহিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্বেরা ও যাজ্ঞিক মহর্ষিরা কার্ত্তিকের স্তব করিতে লাগিলেন ॥১০৩॥

কতকগুলি লোক মনে করিল—'ইনি (কার্ত্তিক) ব্রহ্মার পুত্র, তপোবলে উৎপন্ন, মরীচিপ্রভৃতির অগ্রজ ও প্রভাবশালী সনৎকুমার' ॥১০৪॥

কতকগুলি লোক বলিল—'ইনি শিবের পুত্র'; অনেকে কহিল—'ইনি অগ্নির পুত্র'; আবার কেহ কেহ বলিল—'পার্ব্বতীর পুত্র'; অন্যেরা বলিল—'কৃত্তিকাদের পুত্র'; অপরেরা কহিল—'গঙ্গার পুত্র'; আবার শত শত ও সহস্র সহস্র লোক যোগীশ্বর কার্ত্তিককে লক্ষ্য করিয়া, 'একমূর্ত্তি' 'দ্বিমূর্ত্তি' ও 'চতুর্মূর্ত্তি' বলিয়া প্রকাশ করিল ॥১০৫—১০৬॥

---

(১০৪) কেচিদেব ব্যবস্যন্তি...পি।

বভূব তীর্থপ্রবরং হতেষু সুরশত্রুষু।
কুমারেণ মহারাজ! ত্রিপিষ্টপমিবাপরম্ ॥১০৮॥
ঐশ্বর্য্যাণি চ তত্রস্থো দদাবীশঃ পৃথক্ পৃথক্।
তদা নৈর্ঋতমুখ্যেভ্যস্ত্রৈলোক্যং পাবকাত্মজঃ ॥১০৯॥
এবং স ভগবাংস্তস্মিংস্তীর্থে দৈত্যকুলান্তকঃ।
অভিষিক্তো মহারাজ! দেবসেনাপতিঃ সুরৈঃ ॥১১০॥
তৈজসং নাম তত্তীর্থং যত্র পূর্ব্বমপাংপতিঃ।
অভিষিক্তঃ সুরগণৈর্বরুণো ভরতর্ষভ! ॥১১১॥
তস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা স্কন্দঞ্চাভ্যর্চ্চ্য লাঙ্গলী।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রুক্মং বাসাংস্যাভরণানি চ ॥১১২॥

ভারতকৌমুদী

কুমারকথামুপসংহরতি এতদিতি। পুণ্যতাং পুণ্যজনকতাম্ ॥১০৭॥
বভূবেতি। তীর্থপ্রবরং কুমারাভিষেকস্থানমিতি শেষঃ ॥১০৮॥
ঐশ্বর্য্যাণীতি। নৈর্ঋতমুখ্যেভ্যো নৈর্ঋতাদিদিক্পালশ্রেষ্ঠেভ্যঃ ॥১০৯॥
এবমিতি। তস্মিন্ সরস্বত্যাস্তীররূপে। অভিষিক্তঃ সৈনাপত্যে ॥১১০॥
তৈজসমিতি। অপাংপতির্জলেশ্বরঃ ॥১১১॥
তস্মিন্নিতি। লাঙ্গলী বলদেবঃ। রুক্মং সুবর্ণম্ ॥১১২॥

রাজা! আমি আপনার নিকট এই কার্ত্তিকের অভিষেকবৃত্তান্ত বলিলাম। এখন আপনি তীর্থশ্রেষ্ঠ সরস্বতীর পুণ্যজনকতার বিষয় শ্রবণ করুন ॥১০৭॥

মহারাজ! কার্ত্তিক অসুরগণকে বিনাশ করিলে, কার্ত্তিকের সেই অভিষেক-স্থানটী দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় হইয়া পড়িল ॥১০৮॥

যোগপ্রভাবশালী কার্ত্তিক তখন সেই স্থানে থাকিয়া নৈর্ঋতপ্রভৃতি দিক্পালগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ত্রিভুবনের আধিপত্য ও সম্পৎ দান করিলেন ॥১০৯॥

মহারাজ! এইভাবে দেবতারা সেই সরস্বতীনদীর তীরে মাহাত্ম্যশালী ও দৈত্যকুলহন্তা কার্ত্তিককে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥১১০॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে দেবতারা যেস্থানে বরুণকে জলাধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সেই তীর্থের নাম হইয়াছিল—'তৈজস' ॥১১১॥

বলরাম সেই শ্রেষ্ঠতীর্থে স্নান ও কার্ত্তিকের পূজা করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিলেন ॥১১২॥

(১০৯)···দদৌ নৈর্ঋতমুখ্যেভ্যঃ···নি। (১১১) ঔশনং নাম তত্তীর্থং···নি।

উষিত্বা রজনীং তত্র যাদবঃ পরবীরহা।
পূজ্য তীর্থবরং তচ্চ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ লাঙ্গলী।
হৃষ্টঃ প্রীতমনাশ্চৈব হ্যভবন্মাধবোত্তমঃ ॥১১৩॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যথাভিষিক্তো ভগবান্ স্কন্দো দেবৈঃ সমাগতৈঃ ॥১১৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

————:০*০:————

জনমেজয় উবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্! শ্রুতবানস্মি তত্ত্বতঃ।
অভিষেকং কুমারস্য বিস্তরেণ যথাবিধি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

উষিত্বেতি। পূজ্য পূজয়িত্বা। মাধবোত্তমো মধুবংশশ্রেষ্ঠঃ। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১১৩॥
এতদিতি। আখ্যাতং প্রকর্ষেণোক্তম্ ॥১১৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

বিপক্ষবীরহন্তা ও মধুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই তীর্থে একরাত্রি বাস, সেই শ্রেষ্ঠ-তীর্থের পূজা ও তাহার জল স্পর্শ করিয়া, হৃষ্ট ও সন্তুষ্টচিত্ত হইলেন ॥১১৩॥

মহারাজ! আপনি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ দেবতারা আসিয়া যেভাবে কার্ত্তিককে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; তাহা এই আপনার নিকট সমস্ত বলিলাম ॥১১৪॥

——:-০-:——

জনমেজয় বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আমি আপনার নিকট যথার্থরূপে, যথা-বিধানে ও বিস্তরক্রমে অত্যাশ্চর্য্য এই কার্ত্তিকের অভিষেকবৃত্তান্ত শুনিলাম ॥১॥

(১১৩)···মাধবঃ পরবীরহা—বঙ্গ বর্দ্ধ নি। * '···ষট্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '···সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

যচ্ছ্রুত্বা পূতমাত্মানং বিজানামি তপোধন ।।
প্রহৃষ্টানি চ রোমাণি প্রসন্নঞ্চ মনো মম ॥২॥
অভিষেকং কুমারস্য দৈত্যানাঞ্চ বধং তথা ।
শ্রুত্বা মে পরমা প্রীতির্ভূয়ঃ কৌতূহলং হি মে ॥৩॥
অপাংপতিঃ কথং হ্যস্মিন্নভিষিক্তঃ পুরা সুরৈঃ ।
তন্মে ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ ! কুশলো হ্যসি সত্তম ! ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! ইদং চিত্রং পূর্ব্বকল্পে যথাতথম্ ।
আদৌ কৃতযুগে রাজন্ ! বর্ত্তমানে যথাবিধি ।
বরুণং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সমেত্যেদমথাব্রুবন্ ॥৫॥
যথাস্মান্ সুররাট্ শক্রো ভয়েভ্যঃ পাতি সর্ব্বদা ।
তথা ত্বমপি সর্ব্বাসাং সরিতাং বৈ পতির্ভব ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

অতীতি। ইদমিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। তত্ত্বতো যাথার্থ্যেন ॥১॥
যদিতি। প্রহৃষ্টানি উদ্গতানি, আশ্চর্য্যাবেশাৎ ॥২॥
অতীতি। ভূয়ঃ পুনরপি, কৌতূহলং জাতমিতি শেষঃ ॥৩॥
অপামিতি। অপাংপতির্জ্জলেশ্বরো বরুণঃ। কুশল উক্তো নিপুণঃ ॥৪॥
শৃণ্বিতি। চিত্রমাশ্চর্য্যমুপাখ্যানম্। কৃতযুগে সত্যযুগে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৫॥
যথেতি। পাতি রক্ষতি। সরিতাং জলাশয়ানাম্, পতী রক্ষকঃ ॥৬॥

তপোধন! আমি যাহা শুনিয়া আত্মাকে পবিত্র বলিয়া মনে করিতেছি এবং আমার রোমহর্ষ জন্মিয়াছে, মনও প্রসন্ন হইয়াছে ॥২॥

কার্ত্তিকের অভিষেক ও দৈত্যগণের বধ শুনিয়া, আমার অত্যন্ত আনন্দ জন্মিয়াছে; কিন্তু আবার অন্য বিষয়ে কৌতুকও হইয়াছে ॥৩॥

সাধুশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ! পূর্ব্বকালে দেবতারা এই তীর্থে কি প্রকারে বরুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। কেন না, আপনি উপাখ্যান বলিতে বড়ই নিপুণ' ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! পূর্ব্বকল্পে যথাযথভাবে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। রাজা! পূর্ব্বকালে যথাবিধানে সত্যযুগ চলিতে লাগিলে, দেবতারা সকলে বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই কথা বলিলেন—॥৫॥

'দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করেন, তেমন আপনিও সমস্ত জলাশয় রক্ষা করুন ॥৬॥

বাসশ্চ তে সদা দেব ! সাগরে মকরালয়ে।
সমুদ্রোঽয়ং তব বশো ভবিষ্যতি নদীপতিঃ ॥৭॥
সোমেন সার্দ্ধঞ্চ তব হানিবৃদ্ধী ভবিষ্যতঃ।
এবমস্ত্বিতি তান্ দেবান্ বরুণো বাক্যমব্রবীৎ ॥৮॥
সমাগম্য ততঃ সর্বে বরুণং সাগরালয়ম্।
অপাংপতিং প্রচক্রুর্হি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥৯॥
অভিষিচ্য ততো দেবা বরুণং যাদসাং পতিম্।
জগ্মুঃ স্বান্যেব স্থানানি পূজয়িত্বা জলেশ্বরম্ ॥১০॥
অভিষিক্তস্ততো দেবৈর্ব্বরুণোঽপি মহাযশাঃ।
সরিতঃ সাগরাংশ্চৈব নদাংশ্চাপি সরাংসি চ।
পালয়ামাস বিধিনা যথা দেবান্ শতক্রতুঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বাস ইতি। মকরাণাং জলজন্তুবিশেষাণামালয়ে আশ্রয়ে ॥৭॥
সোমেনেতি। হানিবৃদ্ধী কৃষ্ণশুক্লয়োঃ পক্ষয়োঃ ॥৮॥
সমাগম্যেতি। সর্ব্বে দেবাঃ। অপাংপতিং জলাধীশ্বরম্ ॥৯॥
অভীতি। যাদসাং জলজন্তূনাম্, জলপতিত্বেন তৎস্থানামপি পতিত্বসম্ভবাৎ ॥১০॥
অভীতি। বিধিনা দুষ্টনিগ্রহশিষ্টানুগ্রহাদিনা নিয়মেন। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

দেব ! আপনার বাসও মকরালয় সমুদ্রে সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং সরিৎপতি সমুদ্রও সর্ব্বদাই আপনার বশীভূত থাকিবেন ॥৭॥

চন্দ্রের সহিতই আপনার ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইবে'। 'ইহাই হউক' এই কথা বরুণ সেই দেবগণকে বলিলেন ॥৮॥

তাহার পর দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধান অনুসারে বরুণকে সমুদ্রবাসী জলাধিপতি করিলেন ॥৯॥

তদনন্তর দেবতারা জলজন্তুর অধিপতি বরুণকে অভিষিক্ত করিয়া এবং তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া, আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন ॥১০॥

তৎপরে অভিষিক্ত হইয়া মহাযশা বরুণও—ইন্দ্র যেমন দেবগণকে পালন করেন, সেইরূপ সমুদ্র, নদ, নদী ও জলাশয়গুলিকে যথানিয়মে পালন করিতে লাগিলেন ॥১১॥

---

(৭)·· সমুদ্রোঽয়ং তব বশে···বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা নি।

ততস্তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য দত্ত্বা চ বিবিধং বসু।
অগ্নিতীর্থং মহাপ্রাজ্ঞো জগামাথ প্রলম্বহা।
নষ্টো ন দৃশ্যতে যত্র শমীগর্ভে হুতাশনঃ ॥১২॥
লোকালোকবিনাশে চ প্রাদুর্ভূতে তদানঘ।।
উপতস্থুঃ সুরা যত্র সর্বলোকপিতামহম্ ॥১৩॥
অগ্নিঃ প্রনষ্টো ভগবান্ কারণঞ্চ ন বিদ্মহে।
সর্বভূতক্ষয়ো মা ভূৎ সম্পাদয় বিভোঽনলম্ ॥১৪॥

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবানগ্নিঃ প্রনষ্টো লোকভাবনঃ।
বিজ্ঞাতশ্চ কথং দেবৈস্তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভৃগোঃ শাপাদ্ভৃশং ভীতো জাতবেদাঃ প্রতাপবান্।
শমীগর্ভমথাসাদ্য ননাশ ভগবাংস্ততঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। বসু ধনম্। প্রলম্বহা প্রলম্বাসুরহন্তা বলদেবঃ। নষ্টো লুক্কায়িতঃ। শমীগর্ভে শমীলতাভ্যন্তরে। অয়মপি ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১২॥

লোকেতি। লোকানামালোকস্য দৃষ্টের্বিনাশে অগ্ন্যভাবাৎ ক্ষয়ে, প্রাদুর্ভূতে জাতি সতি ॥১৩॥

অগ্নিরিতি। কারণং তৎপ্রনাশস্য। সম্পাদয় আবিষ্কুরু ॥১৪॥

তাহার পর মহাপ্রাজ্ঞ বলরাম সেই তীর্থেও স্নান ও নানাবিধ ধন দান করিয়া, অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন; যে তীর্থে অগ্নি শমীলতার ভিতরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছিলেন ॥১২॥

নিষ্পাপ রাজা! অগ্নি লুক্কায়িত থাকার সময়ে লোকের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইলে, দেবতারা যাইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন (এবং বলিলেন—) ॥১৩॥

'প্রভু! ভগবান্ অগ্নি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন; তাহার কারণ আমরা জানি না। সর্ব্বভূতের ক্ষয় যেন না হয়; সেই জন্য আপনি অগ্নিকে আবিষ্কার করুন' ॥১৪॥

জনমেজয় বলিলেন—'মহর্ষি! জগতের মঙ্গলকারী অগ্নি লুক্কায়িত হইয়াছিলেন কেন? দেবতারাই বা তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন? তাহা আপনি আমার নিকট যথার্থরূপে বলুন' ॥১৫॥

---

(১৪)···সর্ব্বভূতক্ষয়ো রাজন্!···নি।

প্রনষ্টে তু তদা বহ্নৌ দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
অন্বৈষন্ত তদা নষ্টং জ্বলনং ভৃশদুঃখিতাঃ ॥১৭॥
ততোঽগ্নিতীর্থমাসাদ্য শমীগর্ভস্থমেব হি।
দদৃশুর্জ্বলনং তত্র বসমানং যথাবিধি ॥১৮॥
দেবাঃ সর্ব্বে নরব্যাঘ্র! বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
জ্বলনং তং সমাসাদ্য প্রীতাঽভূবন্ সবাসবাঃ ॥১৯॥
পুনর্যথাগতং জগ্মুঃ সর্বভক্ষ্যশ্চ সোঽভবৎ।
ভৃগোঃ শাপান্মহীপাল! যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥২০॥
তত্রাপ্যাপ্লুত্য মতিমান্ ব্রহ্মযোনিং জগাম হ।
সসর্জ ভগবান্ যত্র সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। প্রনষ্টো লুপ্তাগ্নিতোঽভূৎ, লোকভাবনো জগন্মঙ্গলকারকঃ ॥১৫॥

ভৃগোরিতি। জাতবেদা অগ্নিঃ। ননাশ অদৃশ্যো বভূব ॥১৬॥

প্রেতি। বাসবেন ইন্দ্রেণ সহেতি তে। নষ্টমদৃশ্যং জাতম্, জ্বলনমগ্নিম্ ॥১৭॥

তত ইতি। দদৃশুর্দেবাঃ, বসমানং তিষ্ঠন্তম্ ॥১৮॥

দেবা ইতি। বৃহস্পতিঃ পুরোগমঃ অগ্রবর্ত্তী যেষাং তে। প্রীতাঽভূবন্নিতি বিসর্গ-লোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ ॥১৯॥

পুনরিতি। জগ্মুর্দেবাঃ। সঃ অগ্নিঃ। ব্রহ্মবাদিনা ভৃগুণা ॥২০॥

তত্রেতি। আপ্লুত্য স্নাত্বা, মতিমানগ্নিঃ। ব্রহ্মযোনিং প্রথমং বেদবক্তারং ব্রহ্মাণম্ ॥২১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রতাপ ও মাহাত্ম্যশালী অগ্নি ভৃগুর শাপে অত্যন্ত ভীত হইয়া, শমীলতার ভিতরে যাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন ॥১৬॥

অগ্নি অদৃশ্য হইয়া রহিলে, ইন্দ্রের সহিত দেবতারা সকলে বিশেষ দুঃখিত হইয়া, অগ্নির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

তাহার পর দেবতারা অগ্নিতীর্থে যাইয়া, শমীলতার ভিতরে অবস্থিত অগ্নিদেবকে যথাযথভাবে দেখিতে পাইলেন ॥১৮॥

নরশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রের সহিত দেবতারা সকলে বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাইয়া, অগ্নিকে পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৯॥

রাজা! দেবতারা সকলে যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। ওদিকে বেদবক্তা ভৃগু যাহা বলিয়াছিলেন, সেই শাপ অনুসারে অগ্নিও সর্ব্বভোজী হইলেন ॥২০॥

সুমতি অগ্নি সেই তীর্থে স্নান করিয়া, ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যে স্থানে সেই তীর্থ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥২১॥

তত্রাপ্লুত্য ততো ব্রহ্মা সহ দেবৈঃ প্রভুঃ পুরা
সসর্জ তীর্থানি তথা দেবতানাং যথাবিধি ॥২২॥
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বসূনি বিবিধানি চ।
কৌবেরং প্রযযৌ তীর্থং যত্র তপ্ত্বা মহত্তপঃ।
ধনাধিপত্যং সংপ্রাপ্তো রাজন্! ঐলবিলঃ প্রভুঃ ॥২৩॥
তত্রস্থমেব তং রাজন্! ধনানি নিধয়স্তথা।
উপতস্থুর্নরশ্রেষ্ঠ! তত্তীর্থং লাঙ্গলী ততঃ ॥২৪॥
গত্বা স্নাত্বা চ বিধিবদ্ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ।
দদৃশে তত্র তৎ স্থানং কৌবেরে কাননোত্তমে ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
পুরা যত্র তপস্তপ্তং বিপুলং সুমহাত্মনা।
যক্ষরাজ্ঞা কুবেরেণ বরা লব্ধাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। আপ্লুত্য অবগাহ্য। সসর্জ নির্ম্মিমায় ॥২২॥

তত্রেতি। বসূনি ধনানি। ঐলবিলঃ কুবেরঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥

তত্রস্থমিতি। উপতস্থুরুপজগ্মুঃ, দেবপ্রভাবাৎ। লাঙ্গলী বলদেবঃ। দদৃশে দদর্শ ॥২৪—২৫॥

পুরেতি। যক্ষরাজ্ঞেতি অদন্তত্বাভাব আর্ষঃ। পুষ্কলাঃ প্রচুরাঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অত্যদ্ভুতমিতি ॥১—২২॥ ঐলবিলঃ কুবেরঃ ॥২৩—৩১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩॥

তৎপরে প্রভাবশালী ব্রহ্মা সেই স্থানে স্নান করিয়া, দেবতাদের সহিত মিলিত হইয়া, দেবতাদের জন্য যথাবিধানে বহু তীর্থ সৃষ্টি করিলেন ॥২২॥

রাজা! বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও নানাবিধ ধন দান করিয়া, কৌবের-তীর্থে গমন করিলেন। কুবের যেখানে গুরুতর তপস্যা করিয়া, প্রভাবান্বিত হইয়া, ধনাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন ॥২৩॥

নরশ্রেষ্ঠ রাজা! কুবের যখন সেইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নানাবিধ ধন এবং বহুতর নিধি আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পর বলরাম সেই তীর্থে যাইয়া যথাবিধানে স্নান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন এবং কুবেরের উত্তমবনমধ্যে সেই স্থান দেখিলেন ॥২৪—২৫॥

(২২)···সসর্জ চান্নানি তথা···পি নি।

ধনাধিপত্যং সখ্যঞ্চ রুদ্রেণামিততেজসা।
সুরত্বং লোকপালত্বং পুত্রঞ্চ নলকূবরম্ ॥২৭॥
যত্র লেভে মহাবাহো! ধনাধিপতিরঞ্জসা।
অভিষিক্তশ্চ তত্রৈব সমাগম্য মরুদ্‌গণৈঃ ॥২৮॥
বাহনঞ্চাস্য তদ্দত্তং হংসযুক্তং মনোজবম্।
বিমানং পুষ্পকং দিব্যং নৈর্ঋতৈশ্বর্য্যমেব চ ॥২৯॥ (বিশেষকম্)
তত্রাপ্লুত্য বলো রাজন্! দত্ত্বা দায়াংশ্চ পুষ্কলান্।
জগাম ত্বরিতো রামস্তীর্থং শ্বেতানুলেপনঃ ॥৩০॥
নিষেবিতং সর্বসত্ত্বৈর্নাম্না বদরপাচনম্।
নানর্ত্তুকফলোপেতং সদাপুষ্পফলং শুভম্ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধনেতি। রুদ্রেণ সহ। নলকূবরং নাম। অঞ্জসা ঝটিতি। মরুতাং দেবানাং গণৈঃ। মনস ইব জবো বেগো যস্য তৎ। নৈর্ঋতানাং রাক্ষসানাম্ ঐশ্বর্য্যমাধিপত্যম্ ॥২৭—২৯॥

তত্রেতি। দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি তান্, পুষ্কলান্ প্রচুরান্। সর্ব্বসত্ত্বৈঃ সকলপ্রাণিভিঃ। নানা বহুনামৃতূনাং ফলৈরুপেতম্ ॥৩০—৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

পূর্ব্বকালে যে স্থানে মহাত্মা যক্ষরাজ কুবের গুরুতর তপস্যা করিয়া প্রচুর বর লাভ করিয়াছিলেন ॥২৬॥

মহাবাহু জনমেজয়! ধনাধিপতি কুবের যে স্থানে থাকিয়া ধনাধিপত্য, অমিততেজা রুদ্রের সহিত সখিত্ব, দেবত্ব, লোকপালত্ব ও নলকূবরনামক পুত্র সত্বর সত্বর লাভ করিয়াছিলেন; দেবতারা সেইস্থানে আসিয়া কুবেরকে যক্ষরাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন আর মনের ন্যায় বেগগামী, হংসযুক্ত ও দিব্য পুষ্পকবিমান বাহনরূপে দান করিয়াছিলেন এবং রাক্ষসগণের আধিপত্য সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥২৭—২৯॥

---

(৩১)···নানর্ত্তুকবনোপেতং···পি বঙ্গ নি।

* '···সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '···অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ' নি।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

——————:০*০:——————

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তীর্থবরং রামো যযৌ বদরপাচনম্ ।
তপস্বিসিদ্ধচরিতং যত্র কন্যা ধৃতব্রতা ॥১॥
ভরদ্বাজস্য দুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ।
শ্রুবাবতী নাম বিভো ! কুমারী ব্রহ্মচারিণী ॥২॥ (যুগ্মকম্)
তপশ্চচার সাত্যুগ্রং নিয়মৈর্বহুভির্বৃতা ।
ভর্ত্তা মে দেবরাজঃ স্যাদিতি নিশ্চিত্য ভাবিনী ॥৩॥
সমাস্তস্যা ব্যতিক্রান্তা বহ্ব্যঃ কুরুকুলোদ্বহ ! ।
চরন্ত্যা নিয়মাংস্তাংস্তান্ স্ত্রীভিস্তীব্রান্ সুদুশ্চরান্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বদরং ফলং পাচ্যতে যস্মিন্ তৎ । হে বিভো ! রাজন্ ! ॥১—২॥
তপ ইতি । নিয়মৈরুপবাসাদিভিঃ । বৃতা সম্বদ্ধা । ভাবিনী দেবরাজানুরাগিণী ॥৩॥
সমা ইতি । সমা বৎসরাঃ, ব্যতিক্রান্তা অতীতাঃ ॥৪॥

রাজা ! শ্বেতানুলেপনধারী বলরাম সেই তীর্থে স্নান ও প্রচুর ধন দান করিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া, সর্ব্বপ্রাণিসেবিত, সমস্ত ঋতুর ফলযুক্ত এবং সর্ব্বদা পুষ্পফলান্বিত 'বদরপাচন'নামক মঙ্গলময় তীর্থে গমন করিলেন ॥৩০—৩১॥

——:*:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা ! তাহার পর বলরাম তপস্বিগণ ও সিদ্ধগণ-সেবিত 'বদরপাচন'নামক প্রধানতীর্থে গমন করিলেন। যে তীর্থে রূপে জগতে অতুলনীয়া, ব্রতপরায়ণা ও ব্রহ্মচারিণী, ভরদ্বাজমুনির কন্যা শ্রুবাবতী বাস করিতেন ॥১—২॥

ইন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা সেই শ্রুবাবতী—'দেবরাজ আমার পতি হউন' এইরূপ কামনা করিয়া, বহুবিধ নিয়মপালনে ব্যাপৃত থাকিয়া, ভীষণ তপস্যা করিতেছিলেন ॥৩॥

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! শ্রুবাবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে দুষ্কর সেই সেই ভীষণ নিয়ম পালন করিতে থাকা অবস্থায় বহু বৎসর অতীত হইয়াছিল ॥৪॥

---

(২)···শ্রুতাবতী নাম···রজ নি। এবং সর্ব্বত্র। (৩)···নিশ্চিত্য ভাবিনী—নি।

তস্যাস্তু তেন বৃত্তেন তপসা চ বিশাংপতে।।
ভক্ত্যা চ ভগবান্ প্রীতঃ পরয়া পাকশাসনঃ ॥৫॥
আজগামাশ্রমং তস্যাস্ত্রিদশাধিপতিঃ প্রভুঃ।
আস্থায় রূপং বিপ্রর্ষের্বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥৬॥
সা তং দৃষ্ট্বোগ্রতপসং বশিষ্ঠং তপতাং বরম্।
আচারৈর্মুনিভির্দিষ্টৈঃ পূজয়ামাস ভারত। ॥৭॥
উবাচ নিয়মজ্ঞা চ কল্যাণী সা প্রিয়ংবদা।
ভগবন্! মুনিশার্দ্দূল! কিমাজ্ঞাপয়সি প্রভো! ॥৮॥
সর্ব্বমদ্য যথাশক্তি তব দাস্যামি সুব্রত।।
শক্রভক্ত্যা চ তে পাণিং ন দাস্যামি কথঞ্চন ॥৯॥
ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব তপসা চ তপোধন।।
শক্রস্তোষয়িতব্যো বৈ ময়া ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তস্যা ইতি। বৃত্তেন ব্যবহারেণ। পাকশাসন ইন্দ্রঃ ॥৫॥
আজগামেতি। ত্রিদশাধিপতির্দেবরাজঃ। আস্থায় অবলম্ব্য ॥৬॥
সেতি। উগ্রং ভীষণং তপো যস্য তম্। দিষ্টৈরুপদিষ্টৈঃ ॥৭॥
উবাচেতি। নিয়মজ্ঞা আশ্রমজনব্যবহারবিৎ ॥৮॥
সর্ব্বমিতি। সর্ব্বমাশ্রমগৃহাদিকম্। শক্রভক্ত্যা ইন্দ্রানুরাগেণ হেতুনা ॥৯॥

নরনাথ! ভগবান্ ইন্দ্র ক্রমে তাঁহার ব্যবহার, তপস্যা ও পরম ভক্তি দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইলেন ॥৫॥

তাহার পর প্রভাবশালী দেবরাজ ইন্দ্র মহাত্মা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া, সেই শ্রুবাবতীর আশ্রমে আগমন করিলেন ॥৬॥

ভরতনন্দন! তখন শ্রুবাবতী ভীষণ তপস্যাকারী ও তপস্বিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে দেখিয়া, মুনিগণোপদিষ্ট নিয়মে তাঁহার পূজা করিলেন ॥৭॥

পরে সেই প্রিয়ভাষিণী ও নিয়মজ্ঞা কল্যাণী শ্রুবাবতী বলিলেন—'ভগবন্! প্রভু! মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার প্রতি কি আদেশ করেন? ॥৮॥

তপোধন! আমি আজ শক্তি অনুসারে আমার সমস্ত বস্তুই আপনাকে দিতে পারিব; কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ আপনাকে আমার পাণি দিতে পারিব না। (আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না) ॥৯॥

তপোধন! আমি ব্রত, নিয়ম ও তপস্যাদ্বারা ত্রিভুবনাধিপতি ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিব' ॥১০॥

ইত্যুক্তো ভগবান্ দেবঃ স্ময়ন্নিব নিরীক্ষ্য তাম্।
উবাচ নিয়মং জ্ঞাত্বা সান্ত্বয়ন্নিব ভারত! ॥১১॥
উগ্রং তপশ্চরসি বৈ বিদিতা মেঽসি সুব্রতে!।
যদর্থময়মারম্ভস্তব কল্যাণি! হৃদ্‌গতঃ ॥১২॥
তচ্চ সর্ব্বং যথাভূতং ভবিষ্যতি বরাননে!।
তপসা লভ্যতে সর্ব্বং সর্ব্বং তপসি তিষ্ঠতি ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
যানি স্থানানি দিব্যানি বিবুধানাং শুভাননে!।
তপসা তানি প্রাপ্যাণি তপোমূলং মহৎ সুখম্ ॥১৪॥
ইহ কৃত্বা তপো ঘোরং দেহং সংন্যস্য মানবাঃ।
দেবত্বং যান্তি কল্যাণি! শৃণু চেদং বচো মম ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ব্রতৈরিতি। ব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ। নিয়মৈর্জপাদিভিঃ ॥১০॥

ইতীতি। স্ময়ন্ স্ময়মান ঈষদ্ধসন্। সান্ত্বয়ন্ আশ্বাসয়ন্ ॥১১॥

উগ্রমিতি। হৃদ্‌গতঃ অভিপ্রেতঃ। যথাভূতং যথাযথম্ ॥১২—১৩॥

যানীতি। দিব্যানি স্বর্গীয়াণি, বিবুধানাং দেবানাম্। তপ এব মূলং কারণং যস্য তৎ ॥১৪॥

ইহেতি। সংন্যস্য সন্ত্যজ্য। যান্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥১৫॥

ভরতনন্দন! শ্রুবাবতী এইরূপ বলিলে, ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিষয় জানিয়া, যেন মৃদুহাস্য করতঃ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবং তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে থাকিয়া বলিলেন—॥১১॥

'সুব্রতে! আমি তোমাকে জানিয়াছি। তুমি ভীষণ তপস্যা করিতেছ। কল্যাণি! তুমি যে জন্য পূর্বে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলে, বরাননে! সে সমস্তই তোমার যথাযথভাবে সম্পন্ন হইবে। মানুষ তপস্যা-দ্বারাই সমস্ত লাভ করে এবং সমস্ত শুভবিষয়ই তপস্যার উপরে নির্ভর করে ॥১২—১৩॥

শুভাননে! দেবগণের স্বর্গলোকে যে সকল স্থান আছে, তপস্যাদ্বারা সে সমস্তই পাওয়া যায় এবং তপস্যার ফলে মহাসুখ হয় ॥১৪॥

কল্যাণি! মানুষ ইহলোকে ভীষণ তপস্যা করিয়া, দেহত্যাগপূর্বক দেবত্ব লাভ করে। তুমি আমার এই কথা শুন—॥১৫॥

---

(১৩)…যথাভূতং ভবিষ্যতি…নি। (১৫)…শৃণু চৈকং বচো মম—নি।

পঞ্চ চৈতানি শুভগে! বদরাণি শুভব্রতে!।
পচেত্যুক্ত্বা তু ভগবান্ জগাম বলসূদনঃ।
আমন্ত্র্য তান্তু কল্যাণীং ততো জপ্যং জজাপ সঃ ॥১৬॥
অবিদূরে ততস্তস্মাদাশ্রমাত্তীর্থমুত্তমম্।
ইন্দ্রতীর্থেতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মানদ! ॥১৭॥
তস্যা জিজ্ঞাসনার্থং স ভগবান্ পাকশাসনঃ।
বদরাণামপচনং চকার বিবুধাধিপঃ ॥১৮॥
ততঃ প্রতপ্তা সা রাজন্! বাগ্‌যতা বিগতক্লমা।
তৎপরা শুচিসংবীতা পাবকে সমধিশ্রয়ৎ ॥১৯॥
অপচদ্রাজশার্দ্দূল! বদরাণি মহাব্রতা।
তস্যাঃ পচন্ত্যাঃ সুমহান্ কালোঽগাৎ পুরুষর্ষভ!।
ন চ স্ম তান্যপচ্যন্ত দিনঞ্চ ক্ষয়মভ্যগাৎ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

পঞ্চেতি। বদরাণি বদরীফলানি। বলসূদন ইন্দ্রঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥

অবিদূর ইতি। অবিদূরে অনধিকদূরে ॥১৭॥

তস্যা ইতি। তস্যাঃ শ্রুবাবত্যাঃ, জিজ্ঞাসনার্থং পরীক্ষার্থম্। অপচনমপাকযোগ্যতাং সুদৃঢ়ত্বমিত্যর্থঃ, চকার স্বপ্রভাবাদেবেতি ভাবঃ ॥১৮॥

তত ইতি। প্রতপ্তা অগ্নিজ্বালয়া। শুচিনা পবিত্রেণ বস্ত্রেণ সংবীতা আবৃতগাত্রী পাবকে চুল্লিগতে বহ্নৌ, সমধিশ্রয়ৎ তদ্‌বদরযুক্তাং স্থালীমারোপয়ৎ। অড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥১৯॥

'সুভগে! তপোধনে! তুমি এই পাঁচটী বদরীফল পাক কর।' এই কথা বলিয়া ভগবান্ ইন্দ্র সেই কল্যাণী শ্রুবাবতীর অনুমতি লইয়া, চলিয়া গেলেন। তৎপরে ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেন ॥১৬॥

মানদাতা রাজা! সেই আশ্রম হইতে অনধিক দূরে, 'ইন্দ্রতীর্থ' নামে ত্রিভুবনবিখ্যাত একটী উত্তম তীর্থ আছে ॥১৭॥

মাহাত্ম্যশালী দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীকে পরীক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বদত্ত সেই বদরীফলগুলিকে অপাকযোগ্য (অতিদৃঢ়) করিলেন ॥১৮॥

রাজা! তাহার পর শ্রুবাবতী পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, অগ্নির তাপে সন্তপ্ত হইতে থাকিয়াও বাগ্‌যতা, ক্লান্তিশূন্যা ও মনোযোগিনী থাকিয়া, সেই বদরীফলগুলিকে একটী পাত্রে করিয়া অগ্নিসংযুক্ত চুল্লির (উনুনের) উপরে তুলিয়া দিয়া পাক করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

(১৮) তস্য জিজ্ঞাসনার্থং স···বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

হুতাশনেন দগ্ধশ্চ তস্যাঃ কাষ্ঠস্য সঞ্চয়ঃ।
অকাষ্ঠমগ্নিং সা দৃষ্ট্বা স্বশরীরমথাদহৎ ॥২১॥
পাদৌ প্রক্ষিপ্য সা পূর্ব্বং পাবকে চারুদর্শনা।
দগ্ধৌ দগ্ধৌ পুনঃ পাদাবুপাবর্ত্তয়তানঘা ॥২২॥
চরণৌ দহ্যমানৌ চ নাচিন্তয়দনিন্দিতা।
কুর্বাণা দুষ্করং কর্ম্ম মহর্ষিপ্রিয়কাম্যয়া ॥২৩॥
ন বৈমনস্যং তস্যাস্তু মুখভেদোঽথবাভবৎ।
শরীরমগ্নিনাদীপ্য জলমধ্যে যথা স্থিতা ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অপচদিতি। নাপচ্যন্ত বিক্লিন্নানি ন ভবন্তি স্ম, ইন্দ্রপ্রভাবাৎ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥
হুতেতি। অদহৎ বদরপাচনার্থম্ ॥২১॥
পাদাবিতি। উপাবর্ত্তয়ত অগ্নৌ প্রাবেশয়ৎ। অনঘা নিষ্পাপা শ্রুবাবতী ॥২২॥
চরণাবিতি। কর্ম্ম চরণদাহম্, মহর্ষের্বশিষ্ঠস্য প্রিয়কাম্যয়া ॥২৩॥
নেতি। মুখস্য ভেদো বিকৃতিঃ। আদীপ্য দগ্ধ্বা ॥২৪॥

রাজশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রধান! মহাব্রতা শ্রুবাবতী এই ভাবে সেই বদরীফলগুলিকে পাক করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অতিদীর্ঘকাল অতীত হইল; তথাপি সে বদরীফলগুলি বিক্লিন্ন (নরম) হইল না। সে দিনটীও শেষ হইয়া আসিল ॥২০॥

শ্রুবাবতীর কাষ্ঠরাশি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সমস্তই শেষ হইল; তখন কাষ্ঠশূন্য অগ্নি দেখিয়া, শ্রুবাবতী নিজের শরীর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২১॥

চারুদর্শনা ও নিষ্পাপা শ্রুবাবতী প্রথমে চরণ দুইখানি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, ক্রমে একটু একটু দগ্ধ হয়, আর অধিক অধিক প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিলেন ॥২২॥

অনিন্দ্যসুন্দরী শ্রুবাবতী চরণ দুইখানি দগ্ধ হইতে থাকিলেও, সে বিষয়ে কোন চিন্তা করিতে লাগিলেন না; বরং মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় সেই দুষ্কর কার্য্য করিতেই থাকিলেন ॥২৩॥

তৎকালে তাঁহার মনের ভাব ফিরিল না, মুখ বিকৃতও হইল না; অগ্নিদ্বারা শরীর দগ্ধ করিয়া করিয়া—জলের মধ্যে যেমন থাকে, তেমন ভাবেই তিনি থাকিতে লাগিলেন ॥২৪॥

(২৩)···দগ্ধৌ কমলপত্রাক্ষী···নি। (২৪) জলমধ্যেব হর্ষিতা—বঙ্গ বৰ্দ্ধ,···জলমধ্যে ব্যবস্থিতা—পি র্বা।

তচ্চাস্যা বচনং নিত্যমবর্ত্তত হৃদি ভারত!।
সর্ব্বথা বদরাণ্যেব পক্তব্যানীতি কন্যকা ॥২৫॥
সা তন্মনসি কৃত্বা বৈ মহর্ষের্ব্বচনং শুভা।
অপচদ্বদরাণ্যেব ন চাপচ্যন্ত ভারত! ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)
তস্যাস্তু চরণৌ বহ্নির্দদাহ ভগবান্ স্বয়ম্।
ন চ তস্যা মনোদুঃখং স্বল্পমপ্যভবত্তদা ॥২৭॥
অথ তৎ কর্ম্ম দৃষ্ট্বাস্যাঃ প্রীতস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
ততঃ সন্দর্শয়ামাস কন্যায়ৈ রূপমাত্মনঃ ॥২৮॥
উবাচ চ সুরশ্রেষ্ঠস্তাং কন্যাং সুদৃঢ়ব্রতাম্।
প্রীতোঽস্মি তে শুভে! ভক্ত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥২৯॥
তস্মাদ্‌যোঽভিমতঃ কামঃ স তে সম্পৎস্যতে শুভে!।
দেহং ত্যক্ত্বা মহাভাগে! ত্রিদিবে ময়ি বৎস্যসি ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। পক্তব্যান্যেবেতি সম্বন্ধঃ। অপচ্যন্ত বিক্লিন্নান্যভবন্ ॥২৫—২৬॥
তস্যা ইতি। দুঃখং নাভবৎ তপস্বিতয়া নিতান্তসহিষ্ণুত্বাদিতি ভাবঃ ॥২৭॥
অথেতি। অস্যাঃ শ্রুবাবত্যাঃ। ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রঃ ॥২৮॥
উবাচেতি। নিয়মেন জপোপবাসাদিনা ॥২৯॥
তস্মাদিতি। কাম্যত ইতি কামঃ কাম্যো বিষয়ঃ। ত্রিদিবে স্বর্গে ॥৩০॥

ভরতনন্দন! মহর্ষি বশিষ্ঠের সেই বাক্য সর্ব্বদাই শ্রুবাবতীর হৃদয়ে জাগিতে লাগিল, তাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, 'বদরীফলগুলি পাক করিতেই হইবে।' ভরতনন্দন! সেই জন্যই কল্যাণী, কুমারী শ্রুবাবতী বশিষ্ঠের বাক্য মনে রাখিয়া, বদরীফলগুলি পাক করিতেই লাগিলেন; অথ চ সেগুলি কিছুতেই বিক্লিন্ন হইল না ॥২৫—২৬॥

ওদিকে ভগবান্ অগ্নি সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার চরণযুগল দগ্ধ করিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে একটুও দুঃখ হইল না ॥২৭॥

তাহার পর ইন্দ্র শ্রুবাবতীর কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরে নিজের রূপ শ্রুবাবতীকে দেখাইলেন ॥২৮॥

তদনন্তর দেবরাজ সুদৃঢ়ব্রতা শ্রুবাবতীকে বলিলেন—'কল্যাণি! তোমার ভক্তি, তপস্যা ও নিয়মপালনের গুণে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥২৯॥

(২৫) তচ্চাস্যাঃ পচনে যত্নং ন হ্যবর্ত্তত ভারত!...নি।

ইদঞ্চ তে তীর্থবরং স্থিরং লোকে ভবিষ্যতি।
সর্ব্বপাপাপহং সুভ্রু! নাম্না বদরপাচনম্।
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মর্ষিভিরভিষ্টুতম্ ॥৩১॥
অস্মিন্ খলু মহাভাগে! শুভে! তীর্থবরেঽনঘে!।
ত্যক্ত্বা সপ্তর্ষয়ো জগ্মুর্হিমবন্তমরুন্ধতীম্ ॥৩২॥
ততস্তে বৈ মহাভাগা গত্বা তত্র সুসংশিতাঃ।
বৃত্ত্যর্থং ফলমূলানি সমাহর্ত্তুং যযুঃ কিল ॥৩৩॥
তেষাং বৃত্ত্যর্থিনাং তত্র বসতাং হিমবদ্বনে।
অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা তদা দ্বাদশবার্ষিকী ॥৩৪॥
তে কৃত্বা চাশ্রমং তত্র ন্যবসন্ত তপস্বিনঃ।
অরুন্ধত্যপি কল্যাণী তপোনিত্যাভবত্তদা ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি। স্থিরং চিরস্থায়ি। অভিষ্টুতং প্রশস্তম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥
অস্মিন্নিতি। অনঘে! নিষ্পাপে!। অরুন্ধতীং ত্যক্ত্বা তপস্তার্থং সংস্থাপ্য ॥৩২॥
তত ইতি। সুসংশিতা দৃঢ়ব্রতাঃ। বৃত্ত্যর্থং ভোজনার্থম্ ॥৩৩॥
তেষামিতি। অনুপ্রাপ্তা উপস্থিতা, দ্বাদশবার্ষিকী দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী ॥৩৪॥
ত ইতি। তপোনিত্যং সার্ব্বকালিকং যস্যাঃ সা ॥৩৫॥

অতএব, কল্যাণি! তোমার মনে যে অভিলাষ রহিয়াছে, তাহা সম্পন্ন হইবে। মহাভাগে! তুমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে আমার সহিত বাস করিবে ॥৩০॥

সুভ্রু! তোমার এই স্থানটী জগতে তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ও স্থায়ী হইবে, সমস্ত পাপ নাশ করিবে এবং ইহার নাম হইবে—'বদরপাচন।' আর ব্রহ্মর্ষিরা ইহার প্রশংসা করিবেন ॥৩১॥

মহাভাগে! কল্যাণি! নিষ্পাপে! সপ্তর্ষিরা এই মহাতীর্থে অরুন্ধতী-দেবীকে রাখিয়া, হিমালয়ে গিয়াছিলেন ॥৩২॥

তদনন্তর দৃঢ়ব্রতচারী ও মহাত্মা সেই মহর্ষিরা হিমালয়ে যাইয়া, ভোজন করিবার নিমিত্ত ফলমূল আহরণ করিবার জন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

ভোজনার্থী সেই ঋষিরা হিমালয়ের বনমধ্যে বাস করিতে থাকিলে, তখন দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিল ॥৩৪॥

(৩১)…সর্ব্বপাপাপহং সুভ্রু! …বঙ্গ নি।

অরুন্ধতীং ততো দৃষ্ট্বা তীব্রং নিয়মমাস্থিতাম্।
অথাগমত্ত্রিনয়নঃ সুপ্রীতো বরদস্তথা ॥৩৬॥
ব্রাহ্মং রূপং ততঃ কৃত্বা মহাদেবো মহাযশাঃ।
তামভ্যেত্যাব্রবীদ্দেবো ভিক্ষামিচ্ছাম্যহং শুভে! ॥৩৭॥
প্রত্যুবাচ ততঃ সা তং ব্রাহ্মণং চারুদর্শনা।
ক্ষীণোঽন্নসঞ্চয়ো বিপ্র! বদরাণীহ ভক্ষয় ॥৩৮॥
ততোঽব্রবীন্মহাদেবঃ পচস্বৈতানি সুব্রতে!।
ইত্যুক্তা সাপচত্তানি ব্রাহ্মণপ্রিয়কাম্যয়া ॥৩৯॥
অধিশ্রিত্য সমিদ্ধেঽগ্নৌ বদরাণি যশস্বিনী।
দিব্যা মনোরমাঃ পুণ্যাঃ কথাঃ শুশ্রাব সা তদা।
অতীতা সা ত্বনাবৃষ্টির্ঘোরা দ্বাদশবার্ষিকী ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

অরুন্ধতীমিতি। আস্থিতামাশ্রিতাম্। ত্রিনয়নো মহাদেবঃ ॥৩৬॥

ব্রাহ্মমিতি। ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্যেদমিতি ব্রাহ্মম্ ॥৩৭॥

প্রতীতি। ক্ষীণোঽন্নসঞ্চয়ঃ, ধান্যানুৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥৩৮॥

তত ইতি। এতানি বদরফলানি ॥৩৯॥

অধীতি। অধিশ্রিত্য পক্ত্বা, সমিদ্ধে প্রজ্বলিতে। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

সেই তপস্বীরা সেইস্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন; এদিকে তৎকালে কল্যাণী অরুন্ধতীও সর্ব্বদা তপস্যা করিতে থাকিলেন ॥৩৫॥

তাহার পর অরুন্ধতীদেবীকে তীব্র তপস্যায় নিরত দেখিয়া, বরদাতা মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, সেস্থানে আগমন করিলেন ॥৩৬॥

তৎপরে মহাযশা মহাদেব ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া, অরুন্ধতীর নিকটে যাইয়া বলিলেন—'কল্যাণি! আমি তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা চাই' ॥৩৭॥

তখন চারুদর্শনা অরুন্ধতী সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! আমাদের অন্নসঞ্চয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আপনি এখানে বদরীফল ভক্ষণ করুন' ॥৩৮॥

তাহার পর মহাদেব বলিলেন—'সুব্রতে! তুমি বদরীফলগুলি পাক কর'। মহাদেব এইরূপ বলিলে, অরুন্ধতীদেবী সেই বদরীফলগুলি পাক করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

যশস্বিনী অরুন্ধতী প্রজ্বলিত অগ্নিতে সেই বদরীফলগুলি পাক করিয়া, তখন

অনশ্নন্ত্যাঃ পচন্ত্যাশ্চ শৃণ্বন্ত্যাশ্চ কথাঃ শুভাঃ।
দিনোপমঃ স তস্যাশ্চ কালোঽতীতঃ সুদারুণঃ ॥৪১॥
ততস্তে মুনয়ঃ প্রাপ্তাঃ ফলান্যাদায় পর্ব্বতাৎ।
ততঃ স ভগবান্ প্রীতঃ প্রোবাচারুন্ধতীং তদা ॥৪২॥
উপসর্পস্ব ধর্ম্মজ্ঞে! যথাপূর্ব্বমিমানৃষীন্।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্ম্মজ্ঞে! তপসা নিয়মেন চ ॥৪৩॥
ততঃ সন্দর্শয়ামাস স্বং রূপং ভগবান্ হরঃ।
প্রীতোঽব্রবীত্তদা তেভ্যস্তস্যাশ্চ চরিতং মহৎ ॥৪৪॥
ভবদ্ভির্হিমবৎপৃষ্ঠে যত্তপঃ সমুপার্জ্জিতম্।
অস্যাশ্চ যত্তপো বিপ্রা! ন সমং তন্মতং মম ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অনশ্নন্ত্যা ইতি। অনশ্নন্ত্যাঃ শৃণ্বন্ত্যা ইতি নলোপাভাব আর্ষঃ। সুদারুণঃ অতিদীর্ঘঃ ॥৪১॥
তত ইতি। প্রাপ্তা আগতাঃ। স মহাদেবঃ ॥৪২॥
উপেতি। উপসর্পস্ব সমীপং গচ্ছ। নিয়মেন উপবাসাদিনা ॥৪৩॥
তত ইতি। তেভ্য ঋষিভ্যঃ, তস্যা অরুন্ধত্যাঃ ॥৪৪॥
ভবদ্ভিরিতি। ন সমমপরস্ত কস্যাপি তপসো ন তুল্যম্ ॥৪৫॥

স্বর্গীয়, মনোহর ও পুণ্য কথা শুনিতে লাগিলেন এবং সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিও নিবৃত্তি পাইল ॥৪০॥

অরুন্ধতীদেবী ভোজন করেন না, বদরীফলগুলি পাক করেন, আর পবিত্র উপাখ্যান সকল শ্রবণ করেন; এই অবস্থায় তাঁহার অতিদীর্ঘকাল একটী দিনের ন্যায় অতীত হইল ॥৪১॥

তাহার পর সেই মুনিরা ফল আহরণ করিয়া, হিমালয়পর্ব্বত হইতে সেই-স্থানে আগমন করিলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া, অরুন্ধতীকে বলিলেন—॥৪২॥

'ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এই ঋষিগণের নিকটে যাও। ধর্ম্মজ্ঞে! আমি তোমার তপস্যা ও নিয়মপালনের গুণে সন্তুষ্ট হইয়াছি' ॥৪৩॥

তদনন্তর ভগবান্ মহাদেব নিজের রূপ দেখাইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া সেই ঋষিদের নিকট অরুন্ধতীর প্রশস্ত চরিত্রের কথা বলিলেন—॥৪৪॥

'ব্রাহ্মণগণ! আপনারা হিমালয়পর্ব্বতের উপরে যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছেন

(৪৪)…স্বরূপং ভগবান্ হরঃ…নি।

অনয়া হি তপস্বিন্যা তপস্তপ্তং সুদুশ্চরম্।
অনশ্নন্ত্যাঃ পচন্ত্যাশ্চ সমা দ্বাদশ পারিতাঃ ॥৪৬॥
ততঃ প্রোবাচ ভগবাংস্তামেবারুন্ধতীং পুনঃ।
বরং বৃণীষ্ব কল্যাণি! যত্তেঽভিলষিতং হৃদি ॥৪৭॥
সাব্রবীৎ পৃথুতাম্রাক্ষী দেবং সপ্তর্ষিসংসদি।
ভগবন্! যদি মে প্রীতস্তীর্থং স্যাদিদমুত্তমম্।
সিদ্ধদেবর্ষিদয়িতং নাম্না বদরপাচনম্ ॥৪৮॥
তথাস্মিন্ দেবদেবেশ! ত্রিরাত্রমুষিতঃ শুচিঃ।
প্রাপ্নুয়াদুপবাসেন ফলং দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥৪৯॥
এবমস্ত্বিতি তাং দেবঃ প্রত্যুবাচ তপস্বিনীম্।
সপ্তর্ষিভিস্ততো দেবস্ততো নাকং যযৌ তদা ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

অনয়েতি। সমা বৎসরাঃ, পারিতা অতিক্রান্তাঃ ॥৪৬॥
তত ইতি। ভগবান্ মহাদেবঃ। তে ত্বয়া ॥৪৭॥
সেতি। পৃথুনী বিশালে তাম্রে তাম্রবর্ণে চ অক্ষিণী যস্যাঃ সা। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪৮॥
তথেতি। উষিতঃ কৃতবাসঃ। দ্বাদশবার্ষিকং দ্বাদশবর্ষবাসজন্যম্ ॥৪৯॥
এবমিতি। দেবো মহাদেবঃ। নাকং স্বর্গম্ ॥৫০॥

এবং এই অরুন্ধতীদেবীর যেরূপ তপস্যা হইয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা নাই, ইহাই আমার মত ॥৪৫॥

এই তপস্বিনী অতিদুষ্কর তপস্যা করিয়াছেন ; কারণ, ইনি আহার না করিয়া, অথ চ বদরীফলগুলি পাক করিতে থাকিয়া, বারটী বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন' ॥৪৬॥

তাহার পর ভগবান্ মহাদেব সেই অরুন্ধতীকেই পুনরায় বলিলেন—'কল্যাণি! যাহা তোমার অভীষ্ট, সেই বিষয়ের বর গ্রহণ কর' ॥৪৭॥

তখন বিশালতাম্রনয়না অরুন্ধতী সেই সপ্তর্ষিগণের সমক্ষে মহাদেবকে বলিলেন—'ভগবন্! আপনি যদি আমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই স্থানটী সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের প্রিয় উত্তম তীর্থ হউক এবং ইহার নাম হউক—'বদরপাচন' ॥৪৮॥

এবং দেবদেব ঈশ্বর! মানুষ এই তীর্থে পবিত্র হইয়া, উপবাস অবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র বাস করিয়া, দ্বাদশ বৎসর উপবাসের ফল যেন লাভ করে' ॥৪৯॥

ঋষয়ো বিস্ময়ং জগ্মুস্তাং দৃষ্ট্বা চাপ্যরুন্ধতীম্ ।
অশ্রান্তাঞ্চাবিবর্ণাঞ্চ ক্ষুৎপিপাসাসহাং সতীম্ ॥৫১॥
এবং সিদ্ধিঃ পরা প্রাপ্তা অরুন্ধত্যা বিশুদ্ধয়া ।
যথা ত্বয়া মহাভাগে ! মদর্থং শংসিতব্রতে ! ॥৫২॥
বিশেষো হি ত্বয়া ভদ্রে ! ব্রতে হ্যস্মিন্ সমর্পিতঃ ।
তথা চেদং দদাম্যদ্য নিয়মেন সুতোষিতঃ ॥৫৩॥
বিশেষং তব কল্যাণি ! প্রযচ্ছামি বরং বরে ! ।
অরুন্ধত্যা বরস্তস্যা যো দত্তো বৈ মহাত্মনা ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

ঋষয় ইতি । বিস্ময়ং জগ্মুঃ অসাধারণগুণদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥৫১॥
এবমিতি । মদর্থং মম ইন্দ্রস্য প্রাপ্তিনিমিত্তম্ । হে শংসিতব্রতে ! দৃঢ়নিয়মে ! ॥৫২॥
বিশেষ ইতি । বিশেষঃ চরণয়োর্দাহেনাধিক্যম্ । সমর্পিতঃ কৃতঃ । নিয়মেন তব ॥৫৩॥
বিশেষমিতি । বিশেষমধিকম্ । হে বরে ! শ্রেষ্ঠে ! । মহাত্মনা শিবেন ॥৫৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—২১॥ দগ্ধাবিতি উপাবর্ত্তয়তাগ্রেঽগ্রে প্রসারিতবতী ॥২২॥ যতোঽনিন্দিতা যোগধর্ম্মেণ নির্দ্দোষা অতো নাচিন্তয়দিতি স্বপাদসংবর্দ্ধনক্ষমাপি দাহপীড়াং সেহে ইতি ধৈর্য্যোক্তিঃ ॥২৩—৫২॥ বিশেষঃ সমর্পিতা বহ্নৌ দেহোঽপি ন্যস্তঃ পাদয়োঃ সমর্পণাদিতি ভাবঃ ॥৫৩—৬৬॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪॥

মহাদেব তপস্বিনী অরুন্ধতীকে বলিলেন—'এইরূপই হউক', তাহার পর সপ্তর্ষিরা স্তব করিতে লাগিলে, মহাদেব স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥৫০॥

ঋষিরা অশ্রান্তা, অবিবর্ণা এবং ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্যকারিণী সতী অরুন্ধতীকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৫১॥

দৃঢ়ব্রতে ! মহাভাগে ! শ্রুবাবতি ! তুমি যেমন আমার জন্য তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, এইরূপ বিশুদ্ধচরিত্রা অরুন্ধতীদেবী তপস্যায় পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥৫২॥

ভদ্রে ! তুমি এই ব্রতে অরুন্ধতী অপেক্ষা অনেক বিশেষ করিয়াছ । তোমার নিয়মে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তোমাকে সেই বিশেষের অনুরূপ ফলই দান করিতেছি ॥৫৩॥

তপস্বিনীশ্রেষ্ঠে ! কল্যাণি ! মহাত্মা মহাদেব অরুন্ধতীকে যে বর দিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তদপেক্ষা উত্তম বর দিতেছি ॥৫৪॥

তস্য চাহং প্রভাবেণ তব কল্যাণি! তেজসা।
প্রবক্ষ্যাম্যপরং ভূয়ো বরমত্র যথাবিধি ॥৫৫॥
যস্ত্বেকাং রজনীং তীর্থে বৎস্যতে সুসমাহিতঃ।
স স্নাত্বা প্রাপ্স্যতে লোকান্ দেহন্যাসাৎ সুদুর্লভম্ ॥৫৬॥
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবঃ সহস্রাক্ষঃ প্রতাপবান্।
শ্রুবাবতীং ততঃ পুণ্যাং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥৫৭॥
গতে বজ্রধরে রাজন্! তত্র বর্ষং পপাত হ।
পুষ্পাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ! দিব্যানাং পুণ্যগন্ধিনাম্ ॥৫৮॥
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি নেদুস্তত্র মহাস্বনাঃ।
মারুতশ্চ ববৌ পুণ্যঃ পুণ্যগন্ধো বিশাংপতে! ॥৫৯॥
উৎসৃজ্য তু শুভা দেহং জগামেন্দ্রস্য ভার্য্যতাম্।
তপসোগ্রেণ তং লব্ধ্বা তেন রেমে সহাচ্যুতা ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। তস্য শিবদত্তবরস্য। ভূয়ঃ পুনঃ ॥৫৫॥
তদ্বিশেষমাহ য ইতি। তীর্থে অস্মিন্। দেহস্য ন্যাসাৎ ত্যাগাৎ পরম্ ॥৫৬॥
ইতীতি। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ। ত্রিদিবং স্বর্গম্ ॥৫৭॥
গত ইতি। বজ্রধরে ইন্দ্রে, বর্ষং বৃষ্টিঃ। দিব্যানাং স্বর্গীয়াণাম্ ॥৫৮॥
দেবেতি। মারুতো বায়ুঃ, পুণ্যঃ পবিত্রঃ ॥৫৯॥
উৎসৃজ্যেতি। শুভা শ্রুবাবতী। ভার্য্যতামিতি হ্রস্বত্বমার্ষম্ ॥৬০॥

কল্যাণি! সেই বরের প্রভাবে এবং তোমার তেজে আমি পুনরায় যথা-বিধানে অপর বরের বিষয় বলিতেছি—॥৫৫॥

যে লোক স্নান করিয়া, একাগ্রচিত্ত হইয়া, এই তীর্থে একরাত্রি বাস করিবে, সেই লোক দেহ ত্যাগ করিয়া অতিদুর্লভ স্বর্গ লাভ করিবে' ॥৫৬॥

মাহাত্ম্য ও প্রতাপশালী ইন্দ্র পুণ্যবতী শ্রুবাবতীকে এই কথা বলিয়া, পুনরায় স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন ॥৫৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! ইন্দ্র চলিয়া গেলে, পবিত্রসৌরভশালী স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥৫৮॥

নরনাথ! বিশালশব্দকারী দেবদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল এবং পবিত্র-গন্ধবাহী পবিত্র বায়ু বহিতে থাকিল ॥৫৯॥

(৬০)…তেন রেমে সহাচ্যুত।…বঙ্গ নি।

জনমেজয় উবাচ।

কা তস্যা ভগবন্মাতা ক সংবৃদ্ধা চ শোভনা।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিপ্র! পরং কৌতূহলং হি মে ॥৬১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভরদ্বাজস্য বিপ্রর্ষেঃ স্কন্নং রেতো মহাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বাপ্সরসমায়ান্তীং ঘৃতাচীং পৃথুলোচনাম্ ॥৬২॥
স তু জগ্রাহ তদ্রেতঃ করেণ জপতাং বরঃ।
তদাপতৎ পর্ণপুটে তত্র সা স্বভবৎ সুতা ॥৬৩॥
তস্যাস্তু জাতকর্ম্মাদি কৃত্বা সর্ব্বং তপোধনঃ।
নাম চাস্যাঃ স কৃতবান্ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ ॥৬৪॥
শ্রুবাবতীতি ধর্ম্মাত্মা দেবর্ষিগণসংসদি।
স্বে চ তামাশ্রমে ন্যস্য জগাম হিমবদ্বনম্ ॥৬৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কেতি। সংবৃদ্ধা সম্যগ্ বৃদ্ধিং প্রাপ্তা, শোভনা শ্রুবাবতী ॥৬১॥

ভরদ্বাজস্যেতি। স্কন্নং পতিতম্, রেতো বীর্য্যম্। পৃথুলোচনাং বিশালনয়নাম্ ॥৬২॥

স ইতি। সা শ্রুবাবতী, অভবৎ যথাকালে ॥৬৩॥

তস্যা ইতি। সর্ব্বং সংস্কারকার্য্যম্। শ্রুবো হোমসাধনবিশেষঃ অস্যা অস্তীতি শ্রুবাবতী বহুপ্রত্যয়ে পদ্মাবতীত্যাদিবদ্দীর্ঘত্বম্। স্বে স্বকীয়ে ॥৬৪—৬৫॥

শুভলক্ষণা ও পুণ্যবতী শ্রুবাবতী দেহত্যাগ করিয়া, ভীষণ তপস্যার প্রভাবে যাইয়া ইন্দ্রের ভার্য্যাত্ব লাভ করিলেন এবং তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥৬০॥

জনমেজয় বলিলেন—'মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণ! সুন্দরী শ্রুবাবতীর মাতা কে ছিলেন? এবং তিনি কোথায়ই বা বৃদ্ধি পাইয়া ছিলেন? আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। কেন না, আমার গুরুতর কৌতূহল জন্মিয়াছে' ॥৬১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কোন সময়ে বিশালনয়না ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরাকে আসিতে দেখিয়া, ব্রহ্মর্ষি ও মহাত্মা ভরদ্বাজের বীর্য্যস্খলন হইয়াছিল ॥৬২॥

জপকারিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ প্রথমে হস্তদ্বারা সেই বীর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা তথা হইতে কোনও পত্রপুটে পতিত হইয়াছিল, পরে যথাকালে সেই পত্রপুটেই একটী কন্যা জন্মিয়াছিল ॥৬৩॥

(৬১)···ক সমৃদ্ধা চ শোভনা···পি। (৬২)···স্কন্নং তেজো মহাত্মনঃ···পি। (৬৩)···তত্র সা সংভবৎ সুতা···নি।

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য মহানুভাবো বসূনি দত্ত্বা চ মহাদ্বিজেভ্যঃ।
জগাম তীর্থং সুসমাহিতাত্মা শক্রস্য বৃষ্ণিপ্রবরস্তদানীম্ ॥৬৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

-:-০-:-

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

-:০*০:-

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইন্দ্রতীর্থং ততো গত্বা যদূনাং প্রবরো বলী।
বিপ্রেভ্যো ধনরত্নানি দদৌ স্নাত্বা যথাবিধি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, মহানুভাবঃ প্রবলপ্রভাবঃ, বসূনি ধনানি। মহাদ্বিজেভ্যঃ শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণেভ্যঃ। সুসমাহিতাত্মা ধর্ম্মার্জনে একাগ্রচিত্তঃ। শক্রস্য ইন্দ্রস্য ॥৬৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ইন্দ্রেতি। যদূনাং প্রবরো বলরামঃ। যথাবিধি সঙ্কল্পাদিপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥১॥

তপোধন, মহাত্মা ও মহামুনি ভরদ্বাজ সেই কন্যাটীর জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার-কার্য্য করিয়া, মহর্ষিগণের সভায় তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—'শ্রুবাবতী।' পরে ভরদ্বাজ সেই কন্যাটীকে নিজের আশ্রমে রাখিয়া, তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ের কোন বনে গিয়াছিলেন ॥৬৪—৬৫॥

মহাপ্রভাবশালী, ধর্ম্মসঞ্চয়ে একাগ্রচিত্ত ও বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই বদর-পাচনতীর্থেও স্নান এবং শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া, তখন ইন্দ্রতীর্থে গমন করিলেন ॥৬৬॥

——:*:——

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর বলবান্ ও যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম ইন্দ্রতীর্থে যাইয়া, যথাবিধানে স্নান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ধন ও রত্ন সকল দান করিলেন ॥১॥

..—২ ...'অষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বল বর্দ্ধ বা সো, '..একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ' নি।

তত্র হ্যমররাজোঽসাবীজে ক্রতুশতেন চ।
বৃহস্পতেশ্চ দেবেশঃ প্রদদৌ বিপুলং ধনম্ ॥২॥
নিরর্গলান্ সজারুথান্ সর্ব্বান্ বিবিধদক্ষিণান্।
আজহার ক্রতূংস্তত্র যথোক্তান্ বেদপারগৈঃ ॥৩॥
তান্ ক্রতূন্ ভরতশ্রেষ্ঠ! শতকৃত্বো মহাদ্যুতিঃ।
পূরয়ামাস বিধিবত্ততঃ খ্যাতঃ শতক্রতুঃ ॥৪॥
তস্য নাম্না চ তত্তীর্থং শিবং পুণ্যং সনাতনম্।
ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বপাপপ্রমোচনম্ ॥৫॥
উপস্পৃশ্য চ তত্রাপি বিধিবন্মুষলায়ুধঃ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়িত্বা চ সদাচ্ছাদনভোজনৈঃ।
শুভং তীর্থবরং তস্মাদ্রামতীর্থং জগাম হ ॥৬॥
যত্র রামো মহাভাগো ভার্গবঃ সুমহাতপাঃ।
অসকৃৎ পৃথিবীং জিত্বা হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ইন্দ্রতীর্থকারণমাহ তত্রেতি। ঈজে যজনঞ্চকার। বৃহস্পতেঃ ঋত্বিগ্ভূতস্য ॥২॥
নিরিতি। নিরর্গলান্ নির্ব্বাধান্। জারুথৈস্ত্রিগুণদক্ষিণাভিঃ সহেতি তান্ ॥৩॥
তানিতি। শতকৃত্বঃ শতবারান্। শতং ক্রতবো যস্য স ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥৪॥
তস্যেতি। শিবং মঙ্গলময়ম্, সনাতনং চিরস্থায়ি ॥৫॥
উপেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, মুষলায়ুধো বলদেবঃ। সদাচ্ছাদনমুত্তমবস্ত্রম্। ষট্পাদঃ ॥৬॥

দেবরাজ ইন্দ্র সেইস্থানে একশত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার পুরোহিত বৃহস্পতিকে সেই সকল যজ্ঞের দক্ষিণারূপে প্রচুর ধন দিয়াছিলেন ॥২॥

দেবরাজ নানাবিধ দ্রব্যের তিন গুণ তিন গুণ দক্ষিণা দিয়া, বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণদ্বারা সেই সমস্ত যজ্ঞই অবাধে সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাতেজা ইন্দ্র একশতবার সেইস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন; এই জন্যই তিনি 'শতক্রতু'নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥৪॥

তাঁহার নামেই সেই তীর্থটীর নাম হইয়াছিল—'ইন্দ্রতীর্থ।' সেই ইন্দ্রতীর্থ মঙ্গলময়, পুণ্যজনক, চিরস্থায়ী এবং সমস্ত পাপনাশক ॥৫॥

বলরাম সেই তীর্থে যথাবিধানে স্নান করিয়া, উত্তম বস্ত্র ও খাদ্যবস্তুদ্বারা ব্রাহ্মণগণের সন্তোষবিধানপূর্ব্বক তথা হইতে তীর্থশ্রেষ্ঠ রামতীর্থে গমন করিলেন ॥৬॥

(২)…অমররাজো বৈ ঈজে…নি। (৩) নিরর্গলান্ সজারুথ্যান্…পি, নিরর্গলান্ সজারূথ্যান্ বঙ্গ,…সর্বরথ্যান্…বর্দ্ধ, অনর্গলান্ সজারূথ্যান্…নি।

উপাধ্যায়ং পুরস্কৃত্য কশ্যপং মুনিসত্তমম্।
অযজদ্বাজপেয়েন সোঽশ্বমেধশতেন চ।
প্রদদৌ দক্ষিণাঞ্চৈব পৃথিবীং বৈ সসাগরাম্ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
রামো দত্ত্বা ধনং তত্র দ্বিজেভ্যো জনমেজয়!।
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং পূজয়িত্বা তথা দ্বিজান্ ॥৯॥
দত্ত্বা চ দানং বিবিধং নানারত্নসমন্বিতম্।
সগোহাস্তিকদাসীকং সাজাবি গতবান্ বনম্ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
পুণ্যে তীর্থবরে তত্র দেবব্রহ্মর্ষিসেবিতে।
মুনীংশ্চৈবাভিবাদ্যাথ যমুনাতীর্থমাগমৎ ॥১১॥
যত্রানয়ামাস তদা রাজসূয়ং মহীপতে!।
পুত্রোঽদিতের্মহাভাগো বরুণো বৈ সিতপ্রভঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। ভার্গবো ভৃগুবংশীয়ঃ। হতাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবা যস্তাস্তাম্। উপাধ্যায়মাচার্য্যম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৭—৮॥

রাম ইতি। এষ রামো বলদেবঃ। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। গোভিঃ হাস্তিকেন হস্তিসমূহেন দাসীভিশ্চ সহেতি তৎ। অজৈশ্ছাগৈঃ অবিভির্মেষৈশ্চ সহেতি তৎ ॥৯—১০॥

পুণ্য ইতি। তত্র রামতীর্থাখ্যে। আগমদ্বলরাম ইতি শেষঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইন্দ্রতীর্থমিতি ॥১—২॥ জারূথ্যান্ পুষ্টান্ ॥৩—৯॥ সাজাবি আজাভিরবিভিশ্চ সহিতং দানম্ ॥১০—১১॥ আনয়ামাস মুনীনিত্যনুষজ্যতে রাজসূয়ং কর্ত্তুমিতি শেষঃ ॥১২—২৪॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫॥

যেখানে মহাত্মা ও অতিমহাতপা ভৃগুবংশীয় পরশুরাম ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণকে বিনাশপূর্ব্বক বহুবার পৃথিবী জয় করিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপকে আচার্য্য রাখিয়া, বাজপেয় ও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং কশ্যপপ্রজাপতিকে দক্ষিণারূপে সসাগরা পৃথিবী দান করিয়াছিলেন ॥৭—৮॥

রাজা জনমেজয়! বলরাম সেই রামতীর্থে সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ ধন, বিবিধরত্নযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য, গো, হস্তী, দাসী, ছাগল ও মেষ দান এবং সেই তীর্থে স্নান করিয়া বনপথে গমন করিতে লাগিলেন ॥৯—১০॥

দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত সেই পবিত্র রামতীর্থে বলরাম মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া, যমুনাতীর্থে আগমন করিলেন ॥১১॥

(৯) ইতঃ পরং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে বিবিধা এব পাঠভেদা বিদ্যন্তে।

তত্র নির্জ্জিত্য সংগ্রামে মানুষান্ দেবতাস্তথা।
গন্ধর্ব্বান্ রাক্ষসাংশ্চৈব বরুণঃ পৃথিবীপতে!।
বরং ক্রতুং সমাজহ্রে বরুণঃ পরবীরহা ॥১৩॥
তস্মিন্ ক্রতুবরে বৃত্তে সংগ্রামঃ সমজায়ত।
দেবানাং দানবানাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্য ভয়াবহঃ ॥১৪॥
রাজসূয়ে ক্রতুশ্রেষ্ঠে নিবৃত্তে জনমেজয়!।
জায়তে সুমহাঘোরঃ সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়ান্ প্রতি ॥১৫॥
তত্রাপি লাঙ্গলী দেব! ঋষীনভ্যর্চ্চ্য পূজয়া।
ইতরেভ্যোঽপ্যদাদ্দানমর্থিভ্যঃ কামদো বিভুঃ ॥১৬॥
বনমালী ততো হৃষ্টঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
তস্মাদাদিত্যতীর্থঞ্চ জগাম কমলেক্ষণঃ ॥১৭॥
যত্রেষ্ট্বা ভগবান্ জ্যোতির্ভাস্করো রাজসত্তম!।
জ্যোতিষামাধিপত্যঞ্চ প্রভাবঞ্চাপ্যপদ্যত ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। আনয়ামাস আনিনায় অনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ। সিতপ্রভঃ শুভ্রবর্ণঃ ॥১২॥
তত্রেতি। বরং শ্রেষ্ঠম্, ক্রতুং রাজসূয়ম্, সমাজহ্রে অনুষ্ঠিতবান্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৩॥
তস্মিন্নিতি। বৃত্তে সম্পন্নে। ভয়মাবহতি জনয়তীতি সঃ ॥১৪॥
উক্তমর্থং সমর্থয়ন্নাহ রাজেতি। নিবৃত্তে সমাপ্তে ॥১৫॥
তত্রেতি। লাঙ্গলী বলরামঃ, হে দেব! রাজন্!। ইতরেভ্যো দরিদ্রাদিভ্যঃ ॥১৬॥
বনেতি। বনমালী বনমালাধারী বলরামঃ। কমলেক্ষণঃ পদ্মতুল্যনয়নঃ ॥১৭॥

রাজা! পূর্ব্বকালে অদিতির পুত্র, শুভ্রবর্ণ ও মহাত্মা বরুণ যেস্থানে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥১২॥

রাজা! বিপক্ষবীরহন্তা বরুণ যুদ্ধে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও মনুষ্যগণকে জয় করিয়া, উত্তম রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥১৩॥

সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে, ত্রিভুবনের ভয়জনক দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল ॥১৪॥

রাজা জনমেজয়! যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় সম্পন্ন করিতে হইলে, ক্ষত্রিয়গণেরও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া থাকে ॥১৫॥

রাজা! প্রার্থিগণের অভীষ্টদাতা ও প্রভাবশালী বলরাম সেইস্থানেও নানাবিধ দানে ঋষিগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, অপর প্রার্থিগণকেও নানাবিধ ধন দান করিলেন ॥১৬॥

মহর্ষিরা প্রশংসা করিতে লাগিলে, বনমালাধারী, পদ্মনয়ন, বলরাম হৃষ্টচিত্তে সেস্থান হইতে আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন ॥১৭॥

তস্যা নদ্যাস্তু তীরে বৈ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
বিশ্বেদেবাঃ সমরুতো গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ হ ॥১৯॥
দ্বৈপায়নঃ শুকশ্চৈব কৃষ্ণশ্চ মধুসূদনঃ।
যক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চৈব পিশাচাশ্চ বিশাংপতে! ॥২০॥
এতে চান্যে চ বহবো যোগসিদ্ধাঃ সহস্রশঃ।
তস্মিংস্তীর্থে সরস্বত্যাঃ শিবে পুণ্যে পরন্তপ! ॥২১॥ (বিশেষকম্)
তত্র হত্বা পুরা বিষ্ণুরসুরৌ মধুকৈটভৌ।
আপ্লুত্য ভরতশ্রেষ্ঠ! তীর্থপ্রবর উত্তমে ॥২২॥
দ্বৈপায়নশ্চ ধর্ম্মাত্মা তত্রৈবাপ্লুত্য ভারত!।
সংপ্রাপ্য পরমং যোগং সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতঃ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)
অসিতো দেবলশ্চৈব তস্মিন্নেব মহাতপাঃ।
পরমং যোগমাস্থায় ঋষির্যোগমবাপ্তবান্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

যত্রেতি। জ্যোতিস্তেজোময়ঃ। জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাণাম্ ॥১৮॥

তস্যা ইতি। সমরুতো বায়ুসহিতাঃ। দ্বৈপায়নো ব্যাসঃ। শিবে মঙ্গলময়ে, স্নানদানাদিকং চক্রুরিতি শেষঃ ॥১৯—২১॥

তত্রেতি। আপ্লুত্য স্নাত্বা। সংপ্রাপ্য অভ্যস্য ॥২২—২৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তেজোময় ভগবান্ সূর্য্য যেখানে যজ্ঞ করিয়া, গ্রহনক্ষত্রের আধিপত্য ও প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন ॥১৮॥

শত্রুসন্তাপকারী নরনাথ! ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতা, বায়ুর সহিত বিশ্বেদেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, বেদব্যাস, শুক, মধুসূদন নারায়ণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পিশাচগণ—ইঁহারা এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র যোগসিদ্ধ পুরুষ সেই যমুনার তীরে এবং পবিত্র ও মঙ্গলময় সরস্বতীর তীরে ও জলে যথাসম্ভব স্নান ও দান করিয়াছিলেন ॥১৯—২১॥

ভরতনন্দন! পূর্ব্বকালে বিষ্ণু মধু ও কৈটভকে বধ করিয়া এবং মহাত্মা

* '...একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '... পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ' নি।

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

———:০*০:———

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্নেব তু ধর্ম্মাত্মা বসতি স্ম তপোধনঃ।
গার্হস্থ্যং ধর্ম্মমাস্থায় হ্যসিতো দেবলঃ পুরা ॥১॥
ধর্ম্মনিত্যঃ শুচির্দান্তো ন্যস্তদণ্ডো মহাতপাঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা সমঃ সর্ব্বেষু জন্তুষু ॥২॥
অক্রোধনো মহারাজ! তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।
প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্যবৃত্তির্যমবৎ সমদর্শনঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অসিত ইতি। আস্থায় আশ্রিত্য, যোগং যোগসিদ্ধিম্ ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ আদিত্যতীর্থে। আস্থায় অবলম্ব্য ॥১॥

ধর্ম্মেতি। দান্ত ইন্দ্রিয়দমনশীলঃ, ন্যস্তদণ্ড অপরাধিষ্বপি দণ্ডদানবিমুখঃ ॥২॥

অক্রোধন ইতি। তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী নিন্দাস্বপ্রশংসে যস্য সঃ। যমবদ্ধর্ম্মরাজ ইব ॥৩॥

বেদব্যাস সেই উত্তম তীর্থশ্রেষ্ঠে স্নান করিয়া, যোগাভ্যাসপূর্ব্বক পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥২২—২৩॥

মহাতপা অসিতদেবলঋষি সেই তীর্থেই পরমযোগ অবলম্বন করিয়া, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥২৪॥

———:-০-:———

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পূর্ব্বকালে ধর্ম্মাত্মা ও তপোধন অসিতদেবল গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সেই আদিত্যতীর্থেই বাস করিতে লাগিলেন ॥১॥

তিনি তৎকালে সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, পবিত্র থাকিতেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করিয়া রাখিতেন, কাহারও দণ্ডবিধান করিতেন না, গুরুতর তপস্যা করিতেন এবং কায়মনোবাক্যে সমস্ত প্রাণীর উপরই সমান ব্যবহার করিতেন ॥২॥

মহারাজ! তৎকালে তাঁহার ক্রোধ ছিল না, নিন্দা ও প্রশংসা সমান ছিল; আর তিনি প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তির সহিত সমান ব্যবহার করিতেন এবং যমের ন্যায় সর্ব্বত্র সমদর্শী ছিলেন ॥৩॥

কাঞ্চনে লোষ্ট্রভাবে চ সমদর্শী মহাতপাঃ।
দেবানপূজয়ন্ নিত্যমতিথীংশ্চ দ্বিজৈঃ সহ।
ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥৪॥
ততোঽভ্যেত্য মহারাজ! যোগমাস্থায় ভিক্ষুকঃ।
জৈগীষব্যো মুনির্ধীমাংস্তস্মিংস্তীর্থে সমাহিতঃ ॥৫॥
দেবলস্যাশ্রমে রাজন্! প্রবসন্ স মহাদ্যুতিঃ।
যোগনিত্যো মহারাজ! সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহাতপাঃ ॥৬॥
তং তত্র বসমানস্তু জৈগীষব্যং মহামুনিম্।
দেবলো দর্শয়ন্নেব নৈবাযুঞ্জত ধর্ম্মতঃ ॥৭॥
এবং তয়োর্মহারাজ! দীর্ঘকালোঽভ্যগাৎ পুরা।
জৈগীষব্যং মুনিবরং ন দদর্শাথ দেবলঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কাঞ্চন ইতি। লোষ্ট্রভাবে মৃৎখণ্ডসমূহে। দ্বিজৈর্ব্রাহ্মণৈঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪॥
তত ইতি। সমাহিতঃ পরমাত্মনি সমাধিমান্ ॥৫॥
দেবলস্যেতি। মহাদ্যুতিস্তীব্রতপস্তেজাঃ। যোগ এব নিত্যঃ সর্ব্বকালীনো যস্য সঃ ॥৬॥
তমিতি। দর্শয়ন্ পশ্যন্, স্বার্থে ইন্। ধর্ম্মতঃ সংসর্গধর্ম্মলিপ্সায়াঃ ॥৭॥
এবমিতি। ন দদর্শ কদাচিদিতি শেষঃ ॥৮॥

তিনি স্বর্ণ ও লোষ্ট্রে সমান দৃষ্টি করিতেন, গুরুতর তপস্যায় নিরত থাকিতেন, ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবতা ও অতিথিগণের সর্ব্বদা পূজা করিতেন এবং সমস্ত সময় ব্রহ্মচর্য্যে ও ধর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন ॥৪॥

মহারাজ! তাহার পর কোন সময়ে ভিক্ষু ও জ্ঞানী জৈগীষব্যমুনি সেই আশ্রমে আসিয়া, যোগাবলম্বন করিয়া, সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন ॥৫॥

রাজা! মহাতেজা ও মহাতপা জৈগীষব্যমুনি সেই দেবলের আশ্রমে বাস করিতে থাকিয়া, সর্ব্বদা যোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন ॥৬॥

মহামুনি জৈগীষব্য সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলে, অসিতদেবল সৎসঙ্গজাত ধর্ম্মলাভের লোভে কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই ॥৭॥

মহারাজ! এইভাবে তাঁহাদের দীর্ঘকাল অতীত হইল; তাহার পর একদা দেবল মুনিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না ॥৮॥

---

(৪) কাঞ্চনে লোষ্টভাবে চ—বঙ্গ, কাঞ্চনে লোষ্টকে চৈব···বা নি। (৭)·· নৈবাযুঞ্জত ধর্ম্মতঃ—পি মি।

আহারকালে মতিমান্ পরিব্রাড়্জনমেজয় ! ।
উপাতিষ্ঠত ধর্ম্মজ্ঞো ভৈক্ষ্যকালে স দেবলম্ ॥৯॥
স দৃষ্ট্বা ভিক্ষুরূপেণ প্রাপ্তং তত্র মহামুনিম্ ।
গৌরবং পরমং চক্রে প্রীতিঞ্চ বিপুলাং তথা ॥১০॥
দেবলস্তু যথাশক্তি পূজয়ামাস ভারত ! ।
ঋষিদৃষ্টেন বিধিনা সমা বহ্বীঃ সমাহিতঃ ॥১১॥
কদাচিত্তস্য নৃপতে ! দেবলস্য মহাত্মনঃ ।
চিন্তা সুমহতী জাতা মুনিং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিম্ ॥১২॥
সমাস্তু সমতিক্রান্তা বহ্ব্যঃ পূজয়তো মম ।
ন চায়মলসো ভিক্ষুরভ্যভাষত কিঞ্চন ॥১৩॥
এবং বিগণয়ন্নেব স জগাম মহোদধিম্ ।
অন্তরীক্ষচরঃ শ্রীমান্ কলসং গৃহ্য দেবলঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

আহারেতি। আহারকালে ভৈক্ষ্যাহরণসময়ে। ভৈক্ষ্যকালে ভোজনসময়ে, স জৈগীষব্যঃ ॥৯॥

স ইতি। স দেবলঃ, প্রাপ্তমাগতম্, মহামুনিং জৈগীষব্যম্ ॥১০॥

দেবল ইতি। ঋষিদৃষ্টেন ঋষিবিধিদৃষ্টেন, সমা বৎসরান্। সমাহিত একাগ্রচিত্তঃ সন্ ॥১১॥

কদাচিদিতি। মুনিং জৈগীষব্যম্, মহাদ্যুতিং মহাতপস্তেজসম্ ॥১২॥

সমা ইতি। সমা বৎসরাঃ। অলস আলাপকর্ম্মবিমুখঃ ॥১৩॥

এবমিতি। বিগণয়ন্ বিচিন্তয়ন্, গৃহ্য গৃহীত্বা ॥১৪॥

রাজা জনমেজয়! বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মবিৎ ও পরিব্রাট্ জৈগীষব্যমুনি খাদ্যদ্রব্য আনয়নের সময়ে এবং ভোজনের সময়ে দেবলের নিকটে উপস্থিত হইতেন ॥৯॥

তখন দেবল ভিক্ষুরূপে উপস্থিত জৈগীষব্যকে দেখিয়া, বিশেষ গৌরব ও পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেন ॥১০॥

ভরতনন্দন! দেবল একাগ্রচিত্ত হইয়া, বহু বৎসর যাবৎ ঋষিযোগ্যবিধানে এইভাবে জৈগীষব্যের সম্মান করিলেন ॥১১॥

রাজা! কোন সময়ে মহাতেজা জৈগীষব্যকে দেখিয়া মহাত্মা দেবলের এইরূপ গুরুতর চিন্তা জন্মিল—॥১২॥

'আমি এইরূপ সৎকার করিতেছি, এই অবস্থায় বহু বৎসর অতীত হইল, অথ চ এই অলস ভিক্ষু আমার সহিত কোন আলাপই করিতেছেন না' ॥১৩॥

(১২) .. মুনিং দৃষ্ট্বা মহামতিম্—পি।

গচ্ছন্নেব স ধর্ম্মাত্মা সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।
জৈগীষব্যং ততোঽপশ্যদ্গতং প্রাগেব ভারত! ॥১৫॥
ততঃ সবিস্ময়শ্চিন্তাং জগামাথাসিতঃ প্রভুঃ।
কথং ভিক্ষুরয়ং প্রাপ্তঃ সমুদ্রে স্নাত এব চ ॥১৬॥
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস মহর্ষিরসিতস্তদা।
স্নাত্বা সমুদ্রে বিধিবৎ শুচির্জপ্যং জজাপ হ ॥১৭॥
কৃতজপ্যাহ্নিকঃ শ্রীমানাশ্রমঞ্চ জগাম হ।
কলসং জলপূর্ণং বৈ গৃহীত্বা জনমেজয়! ॥১৮॥
ততঃ স প্রবিশন্নেব স্বমাশ্রমপদং মুনিঃ।
আসীনমাশ্রমে তত্র জৈগীষব্যমপশ্যত ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছন্নিতি। স দেবলঃ। গতং সমুদ্রমিত্যনুষঙ্গঃ ॥১৫॥
তত ইতি। জগাম প্রাপ। অসিতো দেবলঃ, প্রভুস্তপঃপ্রভাবশালী ॥১৬॥
ইতীতি। অসিতঃ কৃষ্ণবর্ণো দেবলঃ। শুচিঃ পবিত্রঃ সন্, জপ্যমিষ্টমন্ত্রম্ ॥১৭॥
কৃতেতি। কৃতে জপ্যাহ্নিকে জপ্যসন্ধ্যাবন্দনে যেন সঃ ॥১৮॥
তত ইতি। আশ্রম এব পদং স্থানং তৎ। আসীনমুপবিষ্টম্ ॥১৯॥

তপস্বিশোভায় শোভিত দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিয়া, একটী কলস লইয়া, আকাশপথে মহাসমুদ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ভরতনন্দন! ধর্ম্মাত্মা দেবল সরিৎপতি সমুদ্রে যাইতে যাইতেই দেখিতে পাইলেন, জৈগীষব্যমুনি পূর্ব্বেই সমুদ্রে উপস্থিত হইয়াছেন ॥১৫॥

তাহার পর প্রভাবশালী দেবল বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিলেন—'এই ভিক্ষু কি করিয়া পূর্ব্বে সমুদ্রে আসিলেন এবং কি প্রকারেই বা প্রথমে স্নান করিলেন' ॥১৬॥

মহর্ষি দেবল তখন এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং পরে তিনি যথাবিধানে সমুদ্রে স্নান করিয়া, পবিত্র হইয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেন ॥১৭॥

জনমেজয়! তপস্বিশোভায় শোভিত দেবল জপ ও আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া, জলপূর্ণ কলস লইয়া পুনরায় আশ্রমে গমন করিলেন ॥১৮॥

তাহার পর দেবলমুনি, আশ্রমে প্রবেশ করিতে থাকিয়াই দেখিতে পাইলেন—জৈগীষব্য সেই আশ্রমে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৯॥

(১৬)…জগামাথাসিতপ্রভঃ…পি বঙ্গ। (১৯)…স্বমাশ্রমপদং মুনেঃ…পি। (২০)·কাষ্ঠভূতোঽশ্রমপদে…বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

ন ব্যাহরতি চৈবৈনং জৈগীষব্যঃ কথঞ্চন।
কাষ্ঠভূতাশ্রমপদে বসতি স্ম মহাতপাঃ ॥২০॥
তং দৃষ্ট্বা চাপ্লুতং তোয়ে সাগরে সাগরোপমম্।
প্রবিষ্টমাশ্রমঞ্চাপি পূর্ব্বমেব দদর্শ সঃ ॥২১॥
অসিতো দেবলো রাজন্! চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্।
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্ ॥২২॥
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র! তদা স মুনিসত্তমঃ।
ময়া দৃষ্টঃ সমুদ্রে চ আশ্রমে চ কথং ত্বয়ম্ ॥২৩॥
এবং বিগণয়ন্নেব স মুনির্মন্ত্রপারগঃ।
উৎপপাতাশ্রমাত্তস্মাদন্তরীক্ষং বিশাংপতে!।
জিজ্ঞাসার্থং তদা ভিক্ষোর্জৈগীষব্যস্য দেবলঃ ॥২৪॥
সোঽন্তরীক্ষচরান্ সিদ্ধান্ সমপশ্যৎ সমাহিতান্।
জৈগীষব্যঞ্চ তৈঃ সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানমপশ্যত ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। ব্যাহরতি কিঞ্চিদপি ভাষতে। কাষ্ঠভূতঃ কাষ্ঠ ইব। সন্ধিরার্ষঃ ॥২০॥
তমিতি। আপ্লুতং স্নাতম্, সাগরস্যেদমিতি সাগরং তস্মিন্, সাগরোপমং মহান্তম্ ॥২১॥
অসিত ইতি। প্রভাবমণিমাদ্যৈশ্বর্য্যম্। যোগজং সাষ্টাঙ্গযোগাচ্চ জাতম্ ॥২২॥
চিন্তেতি। স দেবলঃ। আশ্রমে চ ঝটিত্যেব বসতীতি শেষঃ, অয়ং জৈগীষব্যঃ ॥২৩॥
এবমিতি। বিগণয়ন্ চিন্তয়ন্। জিজ্ঞাসার্থং প্রভাবপরীক্ষার্থম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৪॥
স ইতি। স দেবলঃ। সমাহিতান্ পরমাত্মধ্যানমগ্নান্। তৈস্তদন্তর্গতৈঃ কৈশ্চিৎ ॥২৫॥

তৎকালে মহাতপা জৈগীষব্য দেবলের সঙ্গে কোন কথাই বলিলেন না; কেবল কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রমে বসিয়া রহিলেন ॥২০॥

সমুদ্রের ন্যায় প্রভাবশালী জৈগীষব্য সমুদ্রের জলে স্নান করিয়া, পূর্বেই আসিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা দেবল দেখিতে পাইলেন ॥২১॥

রাজা! বুদ্ধিমান্ অসিতদেবল জৈগীষব্যের তপস্যা ও যোগের প্রভাব দেখিয়া, চিন্তা করিলেন ॥২২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তখন মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল এইরূপ চিন্তা করিলেন—'এই আমি উঁহাকে সমুদ্রে দেখিলাম, এই আবার উনি আশ্রমে আসিয়া কি প্রকারে বসিয়া রহিলেন!' ॥২৩॥

নরনাথ! মন্ত্রপারদর্শী দেবল এইরূপ চিন্তা করিয়াই, ভিক্ষু জৈগীষব্যের যোগ ও তপস্যার প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্য, সেই আশ্রম হইতে আকাশে উঠিলেন ॥২৪॥

ততোঽসিতঃ সুসংরব্ধো ব্যবসায়ী দৃঢ়ব্রতঃ।
অপশ্যদ্বৈ দিবং যান্তং জৈগাষব্যং স দেবলঃ ॥২৬॥
তস্মাচ্চ পিতৃলোকং তং ব্রজন্তং সোঽন্বপশ্যত।
পিতৃলোকাচ্চ তং যান্তং যাম্যং লোকমপশ্যত ॥২৭॥
তস্মাদপি সমুৎপত্য সোমলোকমভিপ্লুতম্।
ব্রজন্তমন্বপশ্যৎ স জৈগীষব্যং মহামুনিম্।
লোকান্ সমুৎপতন্তন্তু শুভানেকান্তযাজিনাম্ ॥২৮॥
অতোঽগ্নিহোত্রিণাং লোকাংস্ততশ্চাপ্যুৎপপাত হ।
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যে যজন্তি তপোধনাঃ ॥২৯॥
তেভ্যঃ সংদদৃশে ধীমান্ লোকেভ্যঃ পশুযাজিনাম্।
ব্রজন্তং লোকমমলমপশ্যদ্দেবপূজিতম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। সুসংরব্ধ অতীবসোৎসাহঃ, ব্যবসায়ী অধ্যবসায়ী। দিবং স্বর্গম্ ॥২৬॥

তস্মাদিতি। তস্মাদ্দ্যুলোকাৎ। স দেবলঃ, যাম্যং যমসম্বন্ধিনম্ ॥২৭॥

তস্মাদিতি। অভিপ্লুতং তৎপ্রভাবেণ ব্যাপ্তম্। স দেবলঃ। একান্তযাজিনাং যজ্ঞ-পরায়ণানাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৮॥

অত ইতি। উৎপপাত জৈগীষব্যঃ। যে যজন্তি তেষামপি লোকানিত্যর্থঃ ॥২৯॥

তেভ্য ইতি। সংদদৃশে দেবলো দদর্শ। দেবপূজিতং জৈগীষব্যম্ ॥৩০॥

ক্রমে দেবল দেখিতে পাইলেন—আকাশবর্ত্তী সিদ্ধপুরুষেরা সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন এবং কতকগুলি সিদ্ধপুরুষ জৈগীষব্যের পূজা করিতেছেন ॥২৫॥

তদনন্তর অসাধারণ উৎসাহী, অধ্যবসায়ী ও দৃঢ়নিয়মশালী দেবল দেখিলেন—জৈগীষব্য স্বর্গলোকে যাইতেছেন ॥২৬॥

দেবল পরে দর্শন করিলেন—জৈগীষব্য স্বর্গলোক হইতে পিতৃলোকে যাইতেছেন এবং তিনি পিতৃলোক হইতে যমলোকে গমন করিতেছেন ॥২৭॥

তৎপরে দেবল দেখিলেন—মহামুনি জৈগীষব্য সেই যমলোক হইতেও উঠিয়া আপন তেজে ব্যাপ্ত করিয়া, চন্দ্রলোকে গমন করিতেছেন। তৎপরে আবার জৈগীষব্য সর্বদা যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের লোকে উঠিতেছেন ॥২৮॥

ক্রমে জৈগীষব্যমুনি সেই যাজ্ঞিকলোক হইতে অগ্নিহোত্রযাজীদিগের লোকে উঠিতেছেন; আবার তথা হইতে—যাঁহারা দর্শযাগ ও পৌর্ণমাসযাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের লোকে যাইতেছেন ॥২৯॥

---

(২৮)…সোমলোকমভিষ্টুতম্।—নি। (৩০)…তেভ্যঃ স দদৃশে…বঙ্গ বর্দ্ধ।

চাতুর্ম্মাস্যৈর্বহুবিধৈর্যজন্তে যে তপোধনাঃ।
তেষাং স্থানং ততো যান্তং তথাগ্নিষ্টোমযাজিনাম্ ॥৩১॥
অগ্নিষ্টুতেন চ তথা যে যজন্তি তপোধনাঃ।
তৎস্থানমনুসংপ্রাপ্তমন্বপশ্যত দেবলঃ ॥৩২॥
বাজপেয়ং ক্রতুবরং তথা বহুসুবর্ণকম্।
আহরন্তি মহাপ্রাজ্ঞাস্তেষাং লোকেম্বপশ্যত ॥৩৩॥
যজন্তে রাজসূয়েন পুণ্ডরীকেণ চৈব যে।
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৩৪॥
অশ্বমেধং ক্রতুবরং নরমেধং তথৈব যে।
আহরন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তেষাং লোকেম্বপশ্যত ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

চাতুরিতি। যান্তং জৈগীষব্যমপশ্যদ্দেবল ইতি শেষঃ ॥৩১॥
অগ্নীতি। অগ্নিষ্টুতেন তদাখ্যেন যাগেন। অনুসংপ্রাপ্তং জৈগীষব্যম্ ॥৩২॥
বাজেতি। বহূনি সুবর্ণানি দক্ষিণারূপাণি স্বর্ণানি যত্র তম্। আহরন্তি অনুতিষ্ঠন্তি ॥৩৩॥
যজন্ত ইতি। পুণ্ডরীকেণাপি যজ্ঞবিশেষেণ ॥৩৪॥
অশ্বেতি। অপশ্যত জৈগীষব্যং স দেবল ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥৩৫॥

তৎপরে আবার জৈগীষব্যমুনি সেই সকল লোক হইতে পশুযাজিগণের নির্ম্মল লোকে গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে দেবতারা তাঁহার পূজা করিতে থাকিলেন ॥৩০॥

যে সকল তপস্বী নানাবিধ চাতুর্ম্মাস্যযাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের লোকে এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞকারী ব্যক্তিগণের লোকে (জৈগীষব্য) গমন করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

তাহার পরে দেবল দেখিলেন—যাঁহারা অগ্নিষ্টুতযজ্ঞ করিয়া থাকেন, জৈগীষব্য তাঁহাদের লোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩২॥

যে সকল মহাপ্রাজ্ঞ বহুতর স্বর্ণদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞশ্রেষ্ঠ বাজপেয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে যাইতে দেখিলেন ॥৩৩॥

যাঁহারা রাজসূয় ও পুণ্ডরীকযজ্ঞ করিয়া থাকেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে গমন করিতে দর্শন করিলেন ॥৩৪॥

যে নরশ্রেষ্ঠেরা যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ ও নরমেধের অনুষ্ঠান করেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে যাইতে দেখিলেন ॥৩৫॥

সর্ব্বমেধঞ্চ দুষ্প্রাপং তথা সৌত্রামণিঞ্চ যে।
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগাষব্যং স দেবলঃ ॥৩৬॥
দ্বাদশাহৈশ্চ সত্রৈর্যে যজন্তে বিবিধৈর্নৃপ।।
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৩৭॥
মিত্রাবরুণয়োর্লোকে চাদিত্যানাং তথৈব চ।
সলোকতামনুপ্রাপ্তমপশ্যত ততোঽসিতঃ ॥৩৮॥
রুদ্রাণাঞ্চ বসূনাঞ্চ স্থানং যচ্চ বৃহস্পতেঃ।
তানি সর্ব্বাণ্যতীতানি সমপশ্যত্ততোঽসিতঃ ॥৩৯॥
আরুহ্য চ গবাং লোকং প্রয়াতো ব্রহ্মসত্রিণাম্।
লোকানপশ্যদ্‌গচ্ছন্তং জৈগীষব্যং ততোঽসিতঃ ॥৪০॥
ত্রীন্লোঁকানপরান্ বিপ্রমুৎপতন্তং স্বতেজসা।
পতিব্রতানাং লোকাংশ্চ ব্রজন্তং সোঽন্বপশ্যত ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

সর্ব্বেতি। দুষ্প্রাপং দুষ্করম্। আহরন্তীত্যনুকর্ষঃ ॥৩৬॥
দ্বাদশেতি। সত্রৈর্যজ্ঞৈঃ। বিবিধৈর্নিত্যনৈমিত্তিককাম্যরূপৈঃ ॥৩৭॥
মিত্রেতি। সমানো লোকঃ স্থানং যেষাং তে তথা তেষাং ভাবস্তাম্ ॥৩৮॥
রুদ্রাণামিতি। অতীতানি জৈগীষব্যেণেতি শেষঃ ॥৩৯॥
আরুহ্যেতি। ব্রহ্মাণো বিপ্রাশ্চ তে সত্রিণো যাজ্ঞিকাশ্চেতি তেষাম্ ॥৪০॥
ত্রীনিতি। বিপ্রং জৈগীষব্যম্। পতিব্রতানাং নারীণাম্ ॥৪১॥

যাঁহারা দুষ্কর সর্ব্বমেধযজ্ঞ ও সৌত্রামণিযজ্ঞ করিয়া থাকেন, দেবল জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকে গমন করিতে দর্শন করিলেন ॥৩৬॥

রাজা! যাঁহারা দ্বাদশাহসাধ্য নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, জৈগীষব্য তাঁহাদের লোকে যাইতেছেন, ইহা দেবল দেখিতে পাইলেন ॥৩৭॥

তদনন্তর জৈগীষব্য যথাক্রমে মিত্র, বরুণ ও সূর্য্যলোকে গমন করিতেছেন, ইহা দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥৩৮॥

পরে রুদ্রগণ, বসুগণ ও বৃহস্পতির যে সকল লোক আছে, জৈগীষব্য ক্রমশঃ সেইগুলিকেও অতিক্রম করিলেন, ইহা দেবল দেখিতে পাইলেন ॥৩৯॥

তৎপরে দেবল দেখিতে পাইলেন—জৈগীষব্যমুনি গোলোকে আরোহণ করিয়া, ব্রাহ্মণযাজ্ঞিকগণের লোকে গমন করিতেছেন ॥৪০॥

পরে দেবল দর্শন করিলেন—ব্রাহ্মণ জৈগীষব্য নিজ তেজে পর পর তিনলোকে উঠিতেছেন এবং পতিব্রতালোকে গমন করিতেছেন ॥৪১॥

ততো মুনিবরং ভূয়ো জৈগীষব্যমথাসিতঃ।
নান্বপশ্যত যোগস্থমন্তর্হিতমরিন্দম ! ॥৪২॥
সোঽচিন্তয়ন্মহাভাগো জৈগীষব্যস্য দেবলঃ।
প্রভাবং সুব্রতত্বঞ্চ সিদ্ধিং যোগস্য চাতুলাম্ ॥৪৩॥
অসিতোঽপৃচ্ছত তদা সিদ্ধান্ লোকেষু সত্তমান্।
ব্রজতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা ধীরস্তান্ ব্রহ্মসত্রিণঃ ॥৪৪॥
জৈগীষব্যং ন পশ্যামি তং শংসধ্বং মহৌজসম্।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥৪৫॥

সিদ্ধা ঊচুঃ।

শৃণু দেবল ! ভূতার্থং শংসতাং নো দৃঢ়ব্রত !।
জৈগীষব্যঃ স বৈ লোকং শাশ্বতং ব্রহ্মণো গতঃ ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। যোগস্থং পূর্ব্ববদ্‌যোগপ্রভাবপ্রকাশকম্ ॥৪২॥
স ইতি। প্রভাবং যোগজশক্তিম্, সুব্রতত্বং সম্যগনুষ্ঠিতযোগশাস্ত্রনিয়মম্ ॥৪৩॥
অসিত ইতি। ব্রহ্মাণো বিপ্রাশ্চেতি তে সত্রিণো যাজ্ঞিকাশ্চেতি তান্ ॥৪৪॥
জৈগীষব্যমিতি। শংসধ্বং কথয়ত। মহৌজসং মহাতপস্তেজস্কম্ ॥৪৫॥
শৃণ্বিতি। ভূতার্থং সত্যবিষয়ম্, শংসতাং ব্রুবতাম্, নঃ অস্মাকম্ ॥৪৬॥

শত্রুদমনকারী রাজা: তাহার পর দেবল আর মুনিবর জৈগীষব্যকে যোগ-প্রভাব প্রকাশ করিতে দেখিলেন না; তিনি তখন অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ॥৪২॥

তখন মহাত্মা দেবল মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, 'মহামুনি জৈগীষব্যের প্রভাব, যথানিয়মে ব্রতানুষ্ঠান ও যোগসিদ্ধি অতুলনীয়ই বটে' ॥৪৩॥

তখন দেবল ধীরস্থির থাকিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, গমনকারী লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ-যাজ্ঞিকব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৪৪॥

'সিদ্ধপুরুষগণ! আমি ত জৈগীষব্যমুনিকে দেখিতে পাইতেছি না! আপনারা সেই মহাতেজার বিষয় বলুন, ইহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে' ॥৪৫॥

সিদ্ধপুরুষেরা বলিলেন—'দৃঢ়ব্রত দেবল! আমরা যথার্থ বিষয় বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর—সেই মহর্ষি জৈগীষব্য চিরস্থায়ী ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন' ॥৪৬॥

(৪৬)···ব্রহ্মণো ক্ষয়ম্···নি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স শ্রুত্বা বচনং তেষাং সিদ্ধানাং ব্রহ্মসত্রিণাম্।
অসিতো দেবলস্তূর্ণমুৎপপাত পপাত চ ॥৪৭॥
ততঃ সিদ্ধাস্তমূচুর্হি দেবলং পুনরেব হ।
ন দেবল! গতিস্তত্র তব গন্তুং তপোধন!।
ব্রহ্মণঃ সদনং বিপ্র! জৈগীষব্যো যদাপ্তবান্ ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সিদ্ধানাং দেবলঃ পুনঃ।
আনুপূর্ব্ব্যেণ লোকাংস্তান্ সর্ব্বানবততার হ ॥৪৯॥
স্বমাশ্রমপদং পুণ্যমাজগাম পতঙ্গবৎ।
প্রবিশন্নেব চাপশ্যজ্জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥৫০॥
ততো বুদ্ধ্যা ব্যগণয়দ্দেবলো ধর্ম্মযুক্তয়া।
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্ ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। উৎপপাত ব্রহ্মলোকদর্শনার্থমুচ্চগগনম্, পপাত পূর্ব্বগগনদেশে ॥৪৭॥
তত ইতি। গতিরুপায়ো নাস্তি, তাদৃশযোগাভাবাৎ। সদনং লোকম্। ষট্‌পাদঃ ॥৪৮॥
তেষামিতি। আনুপূর্ব্ব্যেণ পূর্ব্বক্রমেণ, তান্ পূর্ব্বোদ্‌গতান্ ॥৪৯॥
স্বমিতি। পতঙ্গবৎ পক্ষীব। প্রবিশন্ তদাশ্রমাভ্যন্তরে ॥৫০॥
তত ইতি। ব্যগণয়ৎ সমালোচয়ৎ ॥৫১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন অসিতদেবল সেই সিদ্ধযাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণের বাক্য শুনিয়া, বেগে উর্দ্ধে উঠিলেন, আবার পূর্ব্বের সেইস্থানে পতিত হইলেন ॥৪৭॥

তাহার পর সেই সিদ্ধপুরুষেরা পুনরায় দেবলকে বলিলেন—'ব্রাহ্মণ দেবল! জৈগীষব্য যে লোকে গমন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মলোকে তোমার গমন করিবার শক্তি নাই' ॥৪৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবল সেই সিদ্ধপুরুষগণের বাক্য শুনিয়া, আনুপূর্বী-ক্রমে সেই সেই লোকে অবতরণ করিলেন ॥৪৯॥

ক্রমে দেবল পক্ষীর ন্যায় নিজের আশ্রমে আগমন করিলেন এবং তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াই জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন ॥৫০॥

তখন দেবল জৈগীষব্যের তপস্যা ও যোগের প্রভাব দেখিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধিদ্বারা তাহার সমালোচনা করিলেন ॥৫১॥

তেতোঽব্রবীন্মহাত্মানং জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
বিনয়াবনতো রাজন্! উপসর্প্য মহামুনিম্।
মোক্ষধর্ম্মং সমাস্থাতুমিচ্ছেয়ং ভগবন্! অহম্ ॥৫২॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা উপদেশং চকার সঃ।
বিধিঞ্চ যোগস্য পরং কার্য্যাকার্য্যঞ্চ শাস্ত্রতঃ ॥৫৩॥
সন্ন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ততো দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ।
সর্বাশ্চাস্য ক্রিয়াশ্চক্রে বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥৫৪॥
সন্ন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ভূতানি পিতৃভিঃ সহ।
ততো দৃষ্ট্বা প্ররুরুদুঃ কোঽস্মান্ সংবিভজিষ্যতি ॥৫৫॥
দেবলস্তু বচঃ শ্রুত্বা ভূতানাং করুণং তথা।
দিশো দশ ব্যাহরতাং মোক্ষং ত্যক্তুং মনো দধে ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। উপসর্প্য সমীপমুপেত্য। সমাস্থাতুমবলম্বিতুম্। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৫২॥
তস্যেতি। স জৈগীষব্যঃ। পরমুত্তমম্, শাস্ত্রতঃ শাস্ত্রানুসারেণ ॥৫৩॥
সন্ন্যাসেতি। মহাতপা জৈগীষব্যঃ। অস্য সন্ন্যাসধর্ম্মস্য, ক্রিয়া আচার্য্যকার্য্যাণি ॥৫৪॥
সন্ন্যাসেতি। ভূতানি কাকাদয়ঃ প্রাণিনঃ। সংবিভজিষ্যতি বিভজ্যান্নং দাস্যতি ॥৫৫॥
দেবল ইতি। বচো বাক্যমিব রবম্। ব্যাহরতাং রুবতাম্, মোক্ষং তদুপায়ং সন্ন্যাসম ॥৫৬॥

রাজা! তদনন্তর দেবল বিনয়ে অবনত হইয়া, নিকটে যাইয়া, মহামুনি জৈগীষব্যকে বলিলেন—'ভগবন্! আমি আপনার নিকট মোক্ষধর্ম্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি' ॥৫২॥

তখন জৈগীষব্য দেবলের সেই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি যোগের উত্তম বিধি এবং শাস্ত্র অনুসারে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয় উপদেশ দিলেন ॥৫৩॥

দেবল সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া, মহাতপা জৈগীষব্য শাস্ত্রদৃষ্টপ্রণালী অনুসারে দেবলের সন্ন্যাসধর্ম্মের সমস্ত কার্য্য করিলেন ॥৫৪॥

তাহার পর, দেবল সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন দেখিয়া, আশ্রমস্থ সমস্ত প্রাণীই এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল যে, 'এখন ভাগ করিয়া ভাগ করিয়া কে আমাদিগকে অন্ন দান করিবে' ॥৫৫॥

আশ্রমের প্রাণীরা দশ দিকেই করুণ রব করিতে লাগিলে, তাহাদের সেই রবের ভাব বুঝিয়া, দেবল আবার সেই সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৫৬॥

(৫৩)···বিধিং যোগস্য পরমং কার্য্যাকার্য্যস্য···নি। (৫৪) সন্ন্যাসে কৃতবুদ্ধিং তং···নি।

ততস্তু ফলমূলানি পবিত্রাণি চ ভারত!।
পুষ্পাণ্যোষধয়শ্চৈব রোরূয়ন্তে সহস্রশঃ ॥৫৭॥
পুনর্নো দেবলঃ ক্ষুদ্রো নূনং ছেৎস্যতি দুর্ম্মতিঃ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো যো দত্ত্বা নাববুধ্যতে ॥৫৮॥
ততো ভূয়ো ব্যগণয়ৎ স্ববুদ্ধ্যা মুনিসত্তমঃ।
মোক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্মে বা কিম্নু শ্রেয়স্করং ভবেৎ ॥৫৯॥
ইতি নিশ্চিত্য মনসা দেবলো রাজসত্তম!।
ত্যক্ত্বা গার্হস্থ্যধর্ম্মং স মোক্ষধর্ম্মমরোচয়ৎ ॥৬০॥
এবমাদীনি সঞ্চিন্ত্য দেবলো নিশ্চয়াত্ততঃ।
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং পরং যোগঞ্চ ভারত! ॥৬১॥
ততো দেবাঃ সমাগম্য বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
জৈগীষব্যং তপশ্চাস্য প্রশংসন্তি তপস্বিনঃ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ওষধয়ো লতাদয়ঃ, রোরূয়ন্তে পুনঃ পুনঃ রুবন্তি স্মৈব ॥৫৭॥
পুনরিতি। নঃ অস্মান্। নাববুধ্যতে ন স্মরতি ॥৫৮॥
তত ইতি। ব্যগণয়ৎ মনসা ব্যতর্কয়ৎ। মোক্ষে মোক্ষোপযোগিসন্ন্যাসে ॥৫৯॥
ইতীতি। নিশ্চিত্য সন্ন্যাসস্যৈব শ্রেয়স্করত্বম্, মোক্ষধর্ম্মং সন্ন্যাসম্ ॥৬০॥
এবমিতি। নিশ্চয়াৎ সন্ন্যাসধর্ম্মস্যৈব শ্রেয়স্করত্বনির্ণয়াৎ। যোগং যোগফলং মোক্ষম্ ॥৬১॥
তত ইতি। তপস্বিনশ্চ সমাগম্য প্রশংসন্তি স্মেত্যর্থঃ ॥৬২॥

ভরতনন্দন! তদনন্তর ওদিকে আবার ফল, মূল, পুষ্প ও লতাপ্রভৃতি সহস্র সহস্র পদার্থ বার বার করুণ রব করিতে লাগিল—॥৫৭॥

'যে, সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করিয়া, এখন তাহা স্মরণ করিতেছে না, সেই ক্ষুদ্র ও দুর্ম্মতি দেবল, আবারও আমাদিগকে ছেদন করিবে' ॥৫৮॥

তৎপরে মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিলেন যে, 'সন্ন্যাসধর্ম্ম ও গৃহস্থধর্ম্ম—এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম আমার মঙ্গলজনক হইবে' ॥৫৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! দেবল এইরূপে মনে মনে সন্ন্যাসধর্ম্মেরই প্রাধান্য স্থির করিয়া, গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবারই অভিপ্রায় করিলেন ॥৬০॥

ভরতনন্দন! দেবল এই সকল বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া, পরমসিদ্ধি ও যোগের ফল—মুক্তি লাভ করিলেন ॥৬১॥

(৬১)···নিশ্চয়ান্বিতঃ···নি

অথাব্রবীদৃষিবরো দেবান্ বৈ নারদস্তথা।
জৈগীষব্যে তপো নাস্তি বিস্মাপয়তি যোঽসিতম্ ॥৬৩॥
তমেবংবাদিনং ধীরং প্রত্যূচুস্তে দিবৌকসঃ।
মৈবমিত্যেব শংসন্তো জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ॥৬৪॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিত্তুল্যমস্তি প্রভাবতঃ।
তেজসস্তপসশ্চাস্য যোগস্য চ মহাত্মনঃ ॥৬৫॥
এবং প্রভাবো ধর্ম্মাত্মা জৈগীষব্যস্তথাসিতঃ।
তয়োরিদং স্থানবরং তীর্থঞ্চৈব মহাত্মনোঃ ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। তপস্তপোগুণো নাস্তি, তৎপ্রভাবপ্রদর্শননিষেধাদিতি ভাবঃ, বিস্মাপয়তি সমুদ্রগতাগতিস্বর্লোকভ্রমণাদিনা ॥৬৩॥

তমিতি। মৈবং ব্রূহীতি শেষঃ, শংসন্তস্তুবন্তঃ ॥৬৪॥

নেতি। মহাত্মনো জৈগীষব্যস্য ॥৬৫॥

এবমিতি। এবমীদৃশঃ প্রভাবো যস্য সঃ ॥৬৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মিন্নেবেতি ॥১—৪৫॥ ভূতার্থং যথাভূতার্থম্ ॥৪৬॥ উৎপপাত ব্রহ্মলোকং গন্তুমিতি শেষঃ, পপাত চ গগনাৎ ॥৪৭—৫৩॥ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া উৎসর্গেষ্ট্যাদয়ঃ ॥৫৪॥ সন্ন্যাসে কৃতা বুদ্ধির্যেন তম্ ॥৫৫॥ মোক্ষং সন্ন্যাসং ত্যক্তুং মনো দধে উৎসৃষ্টানামগ্নীনাং পুনরাধানং কর্ত্তুমৈচ্ছৎ ॥৫৬—৬২॥ জৈগীষব্যে তত্ত্ববিদি তপো নাস্তি পূর্ব্বস্য তপসো দগ্ধত্বাৎ ক্রিয়মাণস্য চাশ্লেষাৎ। তথা চ শ্রুতী ভবতঃ—"তদ্যথৈষীকতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে তদ্যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবামুষ্মিন্ পাপকং কর্ম্ম নাশ্লিষ্যত" ইতি ॥৬৩—৬৫॥ অসিতো দেবলঃ ॥৬৬—৬৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৬॥

তাহার পর তপস্বীরা ও দেবতারা বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আসিয়া, জৈগীষব্যের ও তাঁহার তপস্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৬২॥

তদনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ দেবগণকে বলিলেন—'জৈগীষব্যের তপস্যার কোন গুণ হয় নাই। কারণ, যিনি দেবলকে বিস্মিত করিয়াছেন' ॥৬৩॥

জ্ঞানী নারদ এইরূপ বলিতে লাগিলে, মহর্ষি জৈগীষব্যের প্রশংসাকারী দেবতারা নারদকে বলিলেন—'আপনি এরূপ বলিবেন না ॥৬৪॥

এই মহাত্মা জৈগীষব্যের এই প্রভাব, তপস্যা, তেজ ও যোগশক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ বা তুল্য প্রভাবপ্রভৃতি কাহারও নাই' ॥৬৫॥

ধর্ম্মাত্মা জৈগীষব্য ও দেবলের এইরূপ প্রভাব ছিল। সেই মহাত্মাদেরই এই উত্তম স্থান ও তীর্থ ॥৬৬॥

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য ততো মহাত্মা দত্ত্বা চ বিত্তং হলভৃদ্দ্বিজেভ্যঃ।
অবাপ্য ধর্ম্মং পরমার্য্যকর্ম্মা জগাম সোমস্য মহৎ স্মতীর্থম্ ॥৬৭॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি
গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

——:০*০:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।
যত্রেজিবানুড়ুপতী রাজসূয়েন ভারত!।
তস্মিংস্তীর্থে মহানাসীৎ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ ॥১॥
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো দত্ত্বা দানানি চাত্মবান্।
সারস্বতস্য ধর্ম্মাত্মা মুনেস্তীর্থং জগাম হ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা। পরমম্ আর্য্যকর্ম্ম সজ্জনকার্য্যং যস্য সঃ ॥৬৭॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

অথ তস্য সোমতীর্থমিতি নাম কৃত ইত্যাহ যত্রেতি। ইজিবান্ যজতি স্ম, উড়ুপতি-শ্চন্দ্রঃ। তারকস্য তদাখ্যস্য অসুরস্য আময়ঃ পীড়নং যত্র সঃ ॥১॥
তত্রেতি। উপস্পৃশ্য স্নাত্বা, বলো রামঃ। আত্মবান্ তীর্থভ্রমণে যত্নবান্ ॥২॥

তাহার পর মহাত্মা ও অত্যন্ত সজ্জনকার্য্যকারী বলরাম সেই তীর্থেও স্নান এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া, ধর্ম্ম সঞ্চয়পূর্ব্বক সোমতীর্থে গমন করিলেন ॥৬৭॥

-:-০-:

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতনন্দন! চন্দ্র যে তীর্থে রাজসূয়যজ্ঞ করিয়াছিলেন; সেই সোমতীর্থে তারকাসুরের সহিত দেবগণের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল ॥১॥

---

(৬৭)···পরমার্থকর্ম্মা···নি। *'···পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '···এক-পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি। (১)···যস্মিন্ বৃত্তে মহানাসীৎ···পি।

তত্র দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্ ।
বেদানধ্যাপয়ামাস পুরা সারস্বতো মুনিঃ ॥৩॥

জনমেজয় উবাচ ।

কথং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং তপোধন ! ।
ঋষীনধ্যাপয়ামাস পুরা সারস্বতো মুনিঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

আসীৎ পূর্ব্বং মহারাজ ! মুনির্ধীমান্ মহাতপাঃ ।
দধীচিরিতি বিখ্যাতো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫॥
তস্যাতিতপসঃ শক্রো বিভেতি সততং বিভো ! ।
ন স লোভয়িতুং শক্যঃ ফলৈর্ব্বহুবিধৈরপি ॥৬॥
প্রলোভনার্থং তস্যাথ প্রাহিণোৎ পাকশাসনঃ ।
দিব্যামপ্সরসাং পুণ্যাং দর্শনীয়ামলম্বুষাম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি । দ্বাদশবার্ষিক্যাং দ্বাদশবর্ষব্যাপিন্যাম্ । সারস্বতো নাম ॥৩॥
কথমিতি । কথং কিমর্থমিত্যর্থঃ ॥৪॥
আসীদিতি । ব্রহ্মচারী দক্ষোক্তাষ্টবিধমৈথুনত্যাগী, তদ্বচনঞ্চ প্রাগুক্তম্ ॥৫॥
তস্যেতি । বিভেতি স্বপদাধিকারাশঙ্কাবশাদিতি ভাবঃ ॥৬॥
প্রেতি । দর্শনীয়াং সুন্দরীম্, অলম্বুষাং নাম ॥৭॥

তীর্থপর্য্যটনে যত্নবান্ ও ধর্ম্মাত্মা বলরাম সেই তীর্থেও স্নান এবং দান করিয়া, সারস্বতমুনির তীর্থে গমন করিলেন ॥২॥

পূর্ব্বকালে সেই তীর্থে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে সারস্বতমুনি ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইয়াছিলেন ॥৩॥

জনমেজয় বলিলেন—'তপোধন ! পূর্ব্বকালে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে সারস্বতমুনি কি জন্য ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইয়াছিলেন' ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! পূর্ব্বে জ্ঞানী, মহাতপা, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় 'দধীচি'নামে বিখ্যাত এক মুনি ছিলেন ॥৫॥

রাজা ! ইন্দ্র সর্ব্বদাই সেই দধীচির গুরুতর তপস্যায় ভয় করিতেন ; বিবিধ ফলদানের প্রলোভন দেখাইয়াও ইন্দ্র তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিতেন না ॥৬॥

(৫)···দধীচ ইতি বিখ্যাতঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ ।

তস্য তর্পয়তো দেবান্ সরস্বত্যাং মহাত্মনঃ।
সমীপতো মহারাজ! সোপাতিষ্ঠত ভাবিনী ॥৮॥
তাং দিব্যবপুষং দৃষ্ট্বা তস্যর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
রেতঃ স্কন্নং সরস্বত্যাং তৎ সা জগ্রাহ নিম্নগা ॥৯॥
কুক্ষৌ চাপ্যদধদ্ধৃষ্টা তদ্রেতঃ পুরুষর্ষভ!।
সা দধার চ তং গর্ভং পুত্রহেতোর্মহানদী ॥১০॥
সুষুবে চাপি সময়ে পুত্রং সা সরিতাং বরা।
জগাম পুত্রমাদায় তমৃষিং প্রতি চ প্রভো! ॥১১॥
ঋষিসংসদি তং দৃষ্ট্বা সা নদী মুনিসত্তমম্।
ততঃ প্রোবাচ রাজেন্দ্র! দদতী পুত্রমস্য তম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। দেবান্ ইত্যুপলক্ষণং পিতৃনপি। ভাবিনী কামচেষ্টাবতী ॥৮॥
তামিতি। ভাবিতাত্মনঃ অনুরক্তচিত্তস্য। স্কন্নং পতিতম্, নিম্নগা নদী ॥৯॥
কুক্ষাবিতি। হৃষ্টা, পুত্রসম্ভাবনয়েতি ভাবঃ ॥১০॥
সুষুব ইতি। সময়ে যথাকালে। তং দধীচিম্ ॥১১॥

তাহার পর ইন্দ্র সেই দধীচির প্রলোভনের জন্য পবিত্রবেশধারিণী ও স্বর্গবাসিনী 'অলম্বুষা'নাম্নী সুন্দরী একটী অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন ॥৭॥

মহারাজ! একদা মহাত্মা দধীচি সরস্বতীনদীতে দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই অলম্বুষা যাইয়া, কামচেষ্টা দেখাইতে থাকিয়া, দধীচির নিকটে উপস্থিত হইল ॥৮॥

পরমসুন্দরী সেই অলম্বুষাকে দেখিয়া, দধীচির মন কামে আকুল হইয়া পড়িল; তখন তাঁহার বীর্য্য পতিত হইল এবং তাহা সরস্বতীনদী গ্রহণ করিল ॥৯॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এবং মহানদী সরস্বতী আনন্দিত হইয়া, সেই বীর্য্য উদরে ধারণ করিল। বস্তুত সরস্বতী পুত্র প্রসবের জন্যই গর্ভরূপে তাহা ধারণ করিয়াছিল ॥১০॥

রাজা! নদীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী যথাসময়ে একটী পুত্র প্রসব করিল এবং সেই পুত্রটীকে লইয়া, দধীচির নিকটে গেল ॥১১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে সরস্বতী মুনিগণের সভায় মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচিকে দেখিয়া, সেই পুত্রটী সমর্পণ করিতে থাকিয়া, দধীচিকে বলিল—॥১২॥

(৮)⋯সোপাতিষ্ঠত ভামিনী—নি। (১০)⋯পুত্রহেতোর্মহাত্মনঃ—নি। (১১)⋯জগাম পুত্রমাদায় সা নদী মুনিসত্তমম্—পি,⋯সুষুবে চাপি সময়ে পুত্রং সারস্বতং বরং⋯নি (১২) ঋষিং সংসদি⋯বঙ্গ বর্দ্ধ।

ব্রহ্মর্ষে ! তব পুত্রোঽয়ং ত্বদ্ভক্ত্যা ধারিতো ময়া ।
দৃষ্ট্বা তেঽপ্সরসং রেতো যৎ স্কন্নং প্রাগলম্বুষাম্ ॥১৩॥
তৎ কুক্ষিণা বৈ ব্রহ্মর্ষে ! ত্বদ্ভক্ত্যা ধৃতবত্যহম্ ।
ন বিনাশমিদং গচ্ছেত্ত্বত্তেজ ইতি নিশ্চয়াৎ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
প্রতিগৃহ্লীষ্ব পুত্রং স্বং ময়া দত্তমনিন্দিতম্ ।
ইত্যুক্তঃ প্রতিজগ্রাহ প্রীতিঞ্চাবাপ পুষ্কলাম্ ॥১৫॥
স্বসুতঞ্চাপ্যজিঘ্রত্তং মূর্দ্ধ্নি প্রেম্ণা দ্বিজোত্তমঃ ।
পরিষ্বজ্য চিরং কালং তদা ভরতসত্তম ! ॥১৬॥
সরস্বত্যৈ বরং প্রাদাৎ প্রীয়মাণো মহামুনিঃ ।
বিশ্বেদেবাঃ সপিতরো গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ।
তৃপ্তিং যাস্যন্তি সুভগে ! তর্প্যমাণাস্তবাম্ভসা ॥১৭॥
ইত্যুক্ত্বা স তু তুষ্টাব বচোভির্বৈ মহানদীম্ ।
প্রীতঃ পরমহৃষ্টাত্মা যথাবৎ শৃণু পার্থিব ! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ঋষীতি । ঋষিসংসদি ঋষিসভায়াম্ । অস্য দধীচেরন্তিকে ॥১২॥
ব্রহ্মেতি । স্কন্নং পতিতম্ । তেজো রেতঃ ॥১৩—১৪॥
প্রতীতি । ইত্যুক্তো দধীচিঃ । পুষ্কলাং প্রচুরাম্ ॥১৫॥
স্বেতি । প্রেম্ণা স্নেহেন । পরিষ্বজ্য আলিঙ্গ্য ॥১৬॥
সরস্বত্যা ইতি । তর্প্যমাণা মানবৈরিতি শেষঃ । ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

'ব্রহ্মর্ষি ! আমি আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ আপনার এই পুত্রটীকে উদরে ধারণ করিয়াছি । ব্রহ্মর্ষি ! পূর্ব্বে অপ্সরা অলম্বুষাকে দেখিয়া আপনার যে বীর্য্য স্খলিত হইয়াছিল, সে বীর্য্য কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না—ইহা নিশ্চয় করিয়া, আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ আমি তাহা উদরে ধারণ করিয়াছিলাম ॥১৩—১৪॥

আমি দান করিলাম, আপনি আপনার নিজের এই পুত্রটীকে গ্রহণ করুন ।' সরস্বতী এইরূপ বলিলে, দধীচি পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥১৫॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দধীচি স্নেহবশতঃ দীর্ঘকাল সেই পুত্রটীকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ॥১৬॥

মহর্ষি দধীচি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, সরস্বতীকে এই বর দিলেন যে, 'সুভগে ! মানুষেরা তোমার জলদ্বারা তর্পণ করিলে, সমস্ত দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরাগণ তৃপ্তিলাভ করিবেন' ॥১৭॥

প্রস্রুতাসি মহাভাগে! সরসো ব্রহ্মণঃ পুরা।
জানন্তি ত্বাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১৯॥
মম প্রিয়করী চাপি সততং প্রিয়দর্শনে।।
তস্মাৎ সারস্বতঃ পুত্রো মহাংস্তে বরবর্ণিনি! ॥২০॥
তবৈব নাম্না প্রথিতঃ পুত্রস্তে লোকভাবনঃ।
সারস্বত ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি মহাতপাঃ ॥২১॥
এষ দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্।
সারস্বতো মহাভাগে! বেদানধ্যাপয়িষ্যতি ॥২২॥
পুণ্যাভ্যশ্চ সরিদ্ভ্যস্ত্বং সদা পুণ্যতমা শুভে।।
ভবিষ্যসি মহাভাগে! মৎপ্রসাদাৎ সরস্বতি! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। স দধীচিঃ, মহানদীং সরস্বতীম্ ॥১৮॥
প্রেতি। প্রস্রুতা নির্গতা, সরসো মানসাখ্যাৎ। জানন্তি পবিত্রতয়া ॥১৯॥
মমেতি। প্রিয়করী এতৎপুত্রার্পণাৎ। সরস্বত্যা অপত্যমিতি সারস্বতঃ ॥২০॥
তবেতি। তবৈব নাম্না অপত্যার্থপ্রত্যয়াস্তেন, লোকানাং ভাবনঃ শুভকরঃ ॥২১॥
এষ ইতি। অধ্যাপয়িষ্যতি, স্বয়ং মহাবেদবিৎ সন্নিতি শেষঃ ॥২২॥

রাজা! এই কথা বলিয়া দধীচিমুনি পরমসন্তুষ্ট ও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, বাক্যদ্বারা যথাযথভাবে মহানদী সরস্বতীর স্তব করিলেন; তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥১৮॥

'মহাভাগে! নদীশ্রেষ্ঠে! তুমি পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার মানসসরোবর হইতে নির্গত হইয়াছিলে এবং দৃঢ়ব্রতমুনিরা তোমাকে পরমপবিত্র বলিয়া জানেন ॥১৯॥

প্রিয়দর্শনে! তুমি সর্ব্বদাই আমার প্রীতিকারিণী হইবে। অতএব, বরবর্ণিনি! তোমার এই পুত্রটীর নাম হইবে—'সারস্বত' ॥২০॥

ভাগ্যবতি! জগতের মঙ্গলকারী তোমার এই পুত্রটীর সারস্বতনাম তোমার নাম অনুসারেই প্রসিদ্ধ হইবে এবং সারস্বতনামে প্রসিদ্ধ এই পুত্রটী যথাসময়ে মহাতপস্বীও হইবে ॥২১॥

মহাভাগে! এই সারস্বত দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির সময়ে ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইবেন ॥২২॥

মহাভাগে! কল্যাণি! সরস্বতি! তুমি আমার অনুগ্রহে অন্যান্য সমস্ত পবিত্র নদী হইতে অত্যন্ত পবিত্রা হইবে' ॥২৩॥

(২০)·· পুত্রমদধা বরবর্ণিনি! -নি।

এবং সা সংস্তুতা তেন বরং লব্ধা মহানদী।
পুত্রমাদায় মুদিতা জগাম ভরতর্ষভ! ॥২৪॥
এতস্মিন্নেব কালে তু বিরোধে দেবদানবৈঃ।
শক্রঃ প্রহরণান্বেষী লোকাংস্ত্রীন্ বিচচার হ ॥২৫॥
ন চোপলেভে ভগবান্ শক্রঃ প্রহরণং তদা।
যদ্বৈ তেষাং ভবেদ্‌যোগ্যং বধায় বিবুধদ্বিষাম্ ॥২৬॥
ততোঽব্রবীৎ সুরান্ শক্রো ন মে শক্যা মহাসুরাঃ।
ঋতেঽস্থিভির্দধীচস্য নিহন্তুং ত্রিদশদ্বিষঃ ॥২৭॥
তস্মাদ্‌গত্বা ঋষিশ্রেষ্ঠো যাচ্যতাং সুরসত্তমাঃ।।
দধীচাস্থীনি দেহীতি তৈর্বধিষ্যাম্যহে রিপূন্ ॥২৮॥
স চ তৈর্যাচিতোঽস্থীনি যত্নাদৃষিবরস্তদা।
প্রাণত্যাগং কুরুশ্রেষ্ঠ! চকারৈবাবিচারয়ন্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

পুণ্যাভ্য ইতি। পুণ্যাভ্যঃ পবিত্রাভ্যঃ, পুণ্যতমা অতীবপবিত্রা ॥২৩॥
এবমিতি। সংস্তুতা প্রশংসিতা। মুদিতা আনন্দিতা সতী ॥২৪॥
এতস্মিন্নিতি। দেবদানবৈর্দেবদানবানাম্। প্রহরণান্বেষী অস্ত্রান্বেষী ॥২৫॥
নেতি। প্রহরণমস্ত্রম্। বিবুধদ্বিষামসুরাণাম্ ॥২৬॥
তত ইতি। ঋতে বিনা, দধীচস্য দধীচেঃ ॥২৭॥
তস্মাদিতি। তদস্থ্নামতিপ্রাচীনতয়া সুদৃঢ়ত্বমিতি ভাবঃ ॥২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! দধীচিমুনি এইরূপ প্রশংসা করিলে, মহানদী সরস্বতী তাঁহার নিকট বর লাভ করিয়া, আনন্দিত হইয়া, পুত্রটীকে লইয়া চলিয়া গেল ॥২৪॥

এই সময়ই দেবতা ও দানবগণের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল; তাহাতে ইন্দ্র অস্ত্রান্বেষণ করিতে থাকিয়া, ত্রিভুবনে বিচরণ করিতেছিলেন ॥২৫॥

যে অস্ত্র সেই অসুরগণকে বধ করিবার যোগ্য হইতে পারে, তেমন অস্ত্র তখন ইন্দ্র ত্রিভুবনে বিচরণ করিয়াও লাভ করেন নাই ॥২৬॥

তাহার পর ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন—'দধীচিমুনির অস্থিব্যতীত আমি দেবদ্বেষী অসুরগণকে বধ করিতে সমর্থ হইব না ॥২৭॥

অতএব, দেবশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যাইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচির নিকট প্রার্থনা করুন যে—'দধীচিমুনি! আপনি আপনার অস্থিগুলিকে আমাদিগকে দান করুন; আমরা সেইগুলিদ্বারা শত্রুসংহার করিব' ॥২৮॥

(২৮) তস্মাদ্‌যস্মাৎ···কার্য্যসিদ্ধয়ে·· নি। (২৯)·· সাহায্যং নঃ কুরুষ্বেতি···নি।

স লোকানক্ষয়ান্ প্রাপ্তো দেবপ্রিয়করস্তদা।
তস্যাস্থিভিরথো শক্রঃ সংপ্রহৃষ্টমনাস্তদা ॥৩০॥
কারয়ামাস দিব্যানি নানাপ্রহরণান্যুত।
বজ্রাণি চক্রাণি গদা গুরূন্ দণ্ডাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)
স হি তীব্রেণ তপসা সংভৃতঃ পরমর্ষিণা।
প্রজাপতিসুতেনাথ ভৃগুণা লোকভাবনঃ ॥৩২॥
অতিকায়ঃ স তেজস্বী লোকসারো বিনির্ম্মিতঃ।
জজ্ঞে শৈলগুরুঃ প্রাংশুর্মহিম্না প্রথিতঃ প্রভুঃ ॥৩৩॥
নিত্যমুদ্বিজতে চাস্য তেজসঃ পাকশাসনঃ।
তেন বজ্রেণ ভগবান্ মন্ত্রযুক্তেন ভারত! ॥৩৪॥
বিচুক্রোশ বিসৃষ্টেন ব্রহ্মতেজোভবেন চ।
দৈত্যদানববীরাগ্র্যং জঘান নবতীর্নব ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

স ইতি। তৈঃ সুরসত্তমৈঃ। চকারৈব স্বজীবনাপেক্ষয়া জগন্মঙ্গলস্য প্রাধান্যাৎ ॥২৯॥

স ইতি। লোকান্ স্বর্গান্। গুরূন্ মহতঃ, পুষ্কলান্ প্রচুরান্ ॥৩০—৩১॥

অথ তস্যাক্ষয়স্বর্গলাভঃ কুত ইত্যাহ স ইতি। লোকানাং ভাবনো মঙ্গলকরঃ ॥৩২॥

নন্বেকস্যাস্থ্না কথমনেকাস্ত্রনির্ম্মাণমিত্যাহ অতীতি। অতিকায়ঃ সুদীর্ঘদেহঃ, লোকেষু সারঃ সুদৃঢ়ঃ। বিনির্ম্মিতো ভৃগুণা। শৈলঃ পর্ব্বত ইব গুরুর্ভারবান্। প্রাংশুঃ শৈল ইবোন্নতঃ। প্রভুঃ প্রভাববাংশ্চ ॥৩৩॥

নিত্যমিতি। উদ্বিজতে স্বপদভ্রংশাশঙ্কয়া। বিচুক্রোশ যুদ্ধে দৈত্যানাজুহাব ॥৩৪—৩৫॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! দেবতারা যাইয়া যত্নপূর্ব্বক সেইরূপ প্রার্থনা করিলে, দধীচিমুনি কোনও বিচার না করিয়াই প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥২৯॥

তখন দেবগণের প্রিয়কার্য্যকারী দধীচি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিলেন; তাহার পর ইন্দ্র আনন্দিত হইয়া, দধীচির সেই সকল অস্থিদ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও বহুতর উত্তম দণ্ডপ্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র নির্ম্মাণ করাইলেন ॥৩০—৩১॥

ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি ভৃগু তীব্র তপস্যার বলে সেই দধীচিকে জগতের মঙ্গলজনক-রূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥৩২॥

দধীচিও পর্ব্বতের ন্যায় ভারবান্ ও উচ্চ, অতিদীর্ঘদেহ, তেজস্বী, মানুষের মধ্যে অতিদৃঢ়, প্রভাবশালী এবং আপন মাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥৩৩॥

এবং ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার তেজে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন। সে যাহা হউক,

(৩৫) ভৃশং ক্রোধবিসৃষ্টেন ব্রহ্মতেজোভবেন চ···নি।

অথ কালে ব্যতিক্রান্তে মহত্যতিভয়ঙ্করী।
অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা রাজন্! দ্বাদশবার্ষিকী ॥৩৬॥
তস্যাং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং মহর্ষয়ঃ।
বৃত্ত্যর্থং প্রাদ্রবন্ রাজন্! ক্ষুধার্ত্তাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৩৭॥
দিগ্‌ভ্যস্তান্ প্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা মুনিঃ সারস্বতস্তদা।
গমনায় মতিঞ্চক্রে তৎ প্রোবাচ সরস্বতী ॥৩৮॥
ন গন্তব্যমিতঃ পুত্র! তবাহারমহং সদা।
দাস্যামি মৎস্যপ্রবরানষ্যতামিতি ভারত! ॥৩৯॥
ইত্যুক্তস্তর্পয়ামাস স পিতৄন্ দেবতাস্তথা।
আহারমকরোন্নিত্যং প্রাণান্ বেদাংশ্চ ধারয়ন্ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। ব্যতিক্রান্তে অতীতে। অনুপ্রাপ্তা উপস্থিতা ॥৩৬॥
তস্যামিতি। বৃত্ত্যর্থমাহারেণ জীবনরক্ষানির্ব্বাহার্থম্। প্রাদ্রবন্ অধাবন্ ॥৩৭॥
দিগ্‌ভ্য ইতি। প্রদ্রুতান্ ধাবতঃ। গমনায় তদ্দেশাদাহারান্বেষণায় ॥৩৮॥
নেতি। আহারমাহারভূতান্। অদ্যতাং ত্বয়া স মৎস্যগণঃ খাদ্যতাম্ ॥৩৯॥
ইতীতি। আহারং সরস্বতীপ্রদত্তমৎস্যভোজনম্ ॥৪০॥

ভরতনন্দন! ক্রমে দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং মন্ত্রপূত, ব্রহ্মতেজে উৎপন্ন ও তেজস্বী সেই বজ্র নিক্ষেপ করিয়া, আটশত দশজন দৈত্যদানববীরকে বধ করিলেন ॥৩৪—৩৫॥

রাজা! তাহার পর অতিদীর্ঘকাল অতীত হইলে, দ্বাদশবর্ষব্যাপী অতিভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল ॥৩৬॥

রাজা! সেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিলে, মহর্ষিরা জীবন রক্ষা করিবার জন্য ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় নানাদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

তখন সারস্বতমুনি সেই সকল মহর্ষিকে নানাদিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া, নিজেও সেস্থান হইতে গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন। তখন সরস্বতী তাঁহাকে বলিল—॥৩৮॥

'পুত্র! এস্থান হইতে তোমার যাইতে হইবে না; আমি তোমাকে তোমার খাদ্যরূপে উত্তম উত্তম মৎস্য দান করিব; তুমি তাহাই ভোজন করিতে থাক।' ভরতনন্দন! সরস্বতী সারস্বতমুনিকে এই কথা বলিয়াছিল ॥৩৯॥

(৩৬)…মহত্যতিভয়ঙ্করে…পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৩৯)…মৎস্যপ্রবরান্নদ্যতামিহ…বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

অথ তস্যামনাবৃষ্ট্যামতীতায়াং মহর্ষয়ঃ।
অন্যোন্যং পরিপপ্রচ্ছুঃ পুনঃ স্বাধ্যায়কারণাৎ ॥৪১॥
তেষাং ক্ষুধাপরীতানাং নষ্টা বেদা বিধাবতাম্।
সর্ব্বেষামেব রাজেন্দ্র! ন কশ্চিৎ প্রতিভানবান্ ॥৪২॥
অথ কশ্চিদৃষিস্তেষাং সারস্বতমুপেযিবান্।
কুর্ব্বাণং সংযতাত্মানং স্বাধ্যায়মৃষিসত্তমম্ ॥৪৩॥
স গত্বাচষ্ট তেভ্যশ্চ সারস্বতমতিপ্রভম্।
স্বাধ্যায়মমরপ্রখ্যং কুর্ব্বাণং বিজনে বনে ॥৪৪॥
ততঃ সর্ব্বে সমাজগ্মুস্তত্র রাজন্! মহর্ষয়ঃ।
সারস্বতং মুনিশ্রেষ্ঠমিদমূচুঃ সমাগতাঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি। পপ্রচ্ছুঃ ইদং বেদবাক্যং কীদৃশমিত্থমিতি ভাবঃ। স্বাধ্যায়কারণাৎ বেদস্মৃতি-হেতোঃ ॥৪১॥

তেষামিতি। ক্ষুধয়া পরীতানামাক্রান্তানাম্। প্রতিভানবান্ অধীতবেদস্মৃতিমান্ ॥৪২॥

অথেতি। উপেযিবানপগতবান্। স্বাধ্যায়ং বেদপাঠং কুর্ব্বাণম্ ॥৪৩॥

স ইতি। অতিপ্রভং মহাতেজসম্। অমরপ্রখ্যং দেবতুল্যম্ ॥৪৪॥

সরস্বতী এইরূপ বলিলে, সারস্বতমুনি দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিলেন এবং প্রাণ ও বেদ ধারণ করিবার উদ্দেশে প্রত্যহ সরস্বতীপ্রদত্ত মৎস্য ভোজন করিতে থাকিলেন ॥৪০॥

তাহার পর সেই অনাবৃষ্টি অতীত হইলে, মহর্ষিরা পুনরায় অধীত বেদ স্মরণ করিবার জন্য পরস্পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! সেই মহর্ষিরা যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া, নানা দিকে ধাবিত হইতে-ছিলেন; তখন তাঁহাদের সকলেরই অধীত বেদের বিস্মৃতি হইয়াছিল। কেহই আর তাহা স্মরণ করিতে পারেন নাই ॥৪২॥

তৎপরে তাঁহাদের মধ্যে কোন ঋষি সংযতচিত্তে বেদপাঠে নিরত ঋষিশ্রেষ্ঠ সারস্বতের নিকট গমন করিলেন ॥৪৩॥

ক্রমে সেই ঋষি অত্যন্ত তেজস্বী এবং নির্জ্জন বনমধ্যে বেদপাঠে নিরত সারস্বতমুনির নিকট যাইয়া, আবার তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সেই বেদপাঠের বৃত্তান্ত পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণের নিকট বলিলেন ॥৪৪॥

(৪২)…নষ্টা ধীরভিধাবতাম্…পি, নষ্টা বেদাভিধাবতাম্—বঙ্গ। ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি হ—নি। (৪৩)…কুর্ব্বাণং সংশিতাত্মানং…নি।

অস্মানধ্যাপয়স্বেতি তানুবাচ ততো মুনিঃ।
শিষ্যত্বমুপগচ্ছধ্বং বিধিবদ্ধি মমেত্যুত ॥৪৬॥
তত্রাব্রুবন্ মুনিগণা বালস্ত্বমসি পুত্রক !।
স তানাহ ন মে ধর্ম্মো নশ্যেদিতি পুনর্মুনীন্ ॥৪৭॥
যো হ্যধর্ম্মেণ বৈ ব্রূয়াদ্‌গৃহ্লীয়াদ্বাপ্যধর্ম্মতঃ।
হীয়েতাং তাবুভৌ ক্ষিপ্রং স্যাতাং বা বৈরিণাবুভৌ ॥৪৮॥
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। তত্র সারস্বতস্যৈব তপোবনে ॥৪৫॥

অস্মানিতি। মুনিঃ সারস্বতঃ। উপগচ্ছধ্বং প্রাপ্নুত ॥৪৬॥

তত্রেতি। স সারস্বতঃ। ধর্ম্মঃ অধ্যাপকধর্ম্মঃ ॥৪৭॥

ধর্ম্মনাশসম্ভাবনামাহ য ইতি। যঃ অধ্যাপনযোগ্যো জনঃ, অধর্ম্মেণ গুরুশিষ্যন্যায়-ব্যত্যয়েন, ব্রূয়াৎ শিষ্যমধ্যাপয়েৎ; যশ্চাধ্যয়নার্থী, অধর্ম্মতস্তন্ন্যায়ব্যত্যয়েন, গৃহ্লীয়াৎ অধীয়ীত। তাবুভাবেব গুরুশিষ্যৌ, ক্ষিপ্রম্, হীয়েতাং হানিং লভেতাম্, বৈরিণৌ পরস্পর-শত্রূ বা স্যাতাম্, ধর্ম্মত্যাগাদেবেতি ভাবঃ ॥৪৮॥

অথ স্বতঃ প্রাচীনা বয়ং কথং তে শিষ্যত্বমুপগচ্ছাম ইত্যাহ নেতি। ঋষয়ঃ, হায়নৈর্বৎসরৈ-র্বয়োভিরিত্যর্থঃ; পলিতৈর্বয়োঽল্পত্বেঽপি রোগাদিনা বৃদ্ধভাবৈঃ, বিত্তেন ধনেন, বন্ধুভিঃ সহায়বাহুল্যেন চ, ধর্ম্মং প্রাধান্যন্যায়ম্, ন চক্রিরে ন নির্দ্ধারয়ামাসুঃ; যঃ খলু জনঃ অনূচানঃ স্বাঙ্গবেদবিৎ, স জন এব, ন[illegible]কং ব্রাহ্মণানাং মধ্যে, মহান্ প্রধানঃ। অতএব যুষ্মাকং বয়োবাহুল্যেঽপি অনূচানতয়া সর্ব্বথৈবাহং গুরুত্বযোগ্য ইতি ভাবঃ। "অনূচানঃ প্রবচনে স্বাঙ্গেঽধীতী" ইত্যমরঃ ॥৪৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সেই মহর্ষিরা সেইখানে সারস্বতমুনির নিকট গমন করিলেন এবং যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—॥৪৫॥

'আপনি আমাদিগকে বেদ অধ্যয়ন করান'। তাহার পর সারস্বতমুনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'আপনারা যথাবিধানে আমার শিষ্য হউন' ॥৪৬॥

তখন সেই মুনিরা বলিলেন—'পুত্র! তুমি ত বালক।' পরে সারস্বত সেই মুনিগণকে পুনরায় বলিলেন—'না হইলে, আমার অধ্যাপকের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে' ॥৪৭॥

যিনি গুরুশিষ্যের ধর্ম্ম অনুসরণ না করিয়া, অধ্যয়ন করান; কিংবা যে সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করে; তাঁহারা দুইজনই ক্ষতিগ্রস্ত হন; কিংবা পরস্পর শত্রু হইয়া থাকেন ॥৪৮॥

(৪৮)...ম্রিয়েতাং তাবুভৌ...নি।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মুনয়স্তে বিধানতঃ।
তস্মাদ্বেদাননুপ্রাপ্য পুনর্ধর্ম্মং প্রচক্রিরে ॥৫০॥
ষষ্টির্মুনিসহস্রাণি শিষ্যত্বং প্রতিপেদিরে।
সারস্বতস্য বিপ্রর্ষের্বেদস্বাধ্যায়কারণাৎ ॥৫১॥
মুষ্টিং মুষ্টিং ততঃ সর্ব্বে দর্ভাণাং তে হ্যুপাহরন্।
তস্যাসনার্থং বিপ্রর্ষের্বালস্যাপি বশে স্থিতাঃ ॥৫২॥
তত্রাপি দত্ত্বা বসু রৌহিণেয়ো মহাবলঃ কেশবপূর্বজোঽথ।
জগাম তীর্থং মুদিতঃ ক্রমেণ তং বৃদ্ধকন্যাশ্রমমেব বীরঃ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতদিতি। বিধানতঃ শাস্ত্রবিধানানুসারেণ শিষ্যত্বোপগমেনেত্যর্থঃ। ধর্ম্মং ধর্ম্মকার্য্যম ॥৫০॥

ষষ্টিরিতি। বেদানাং স্বাধ্যায়কারণাৎ সম্যগধ্যয়নহেতোঃ ॥৫১॥

মুষ্টিমিতি। দর্ভাণাং কুশানাম্। আসনার্থমুপবেশনার্থম্ ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

যত্রেতি ॥১—৩১॥ পরমর্ষিণা দধীচিনা, স দেহস্তপসা সম্ভৃতঃ ॥৩২—৩৩॥ অস্য মুনেঃ। তদস্থিজেন বজ্রেণ ॥৩৪॥ নবতীর্নব দশাধিকামষ্টশতীম ॥৩৫—৫৩॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭॥

ঋষিরা বয়স, বার্দ্ধক্য, ধন ও সহায় অধিক হইলেই গুরু হওয়ার নিয়ম করেন নাই ; কিন্তু যিনি অধিক শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি আমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধান (গুরু হইবার যোগ্য) ॥৪৯॥

সেই মুনিরা সারস্বতের এই কথা শুনিয়া, যথাবিধানে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, তাঁহার নিকটে বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক পুনরায় ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫০॥

ষষ্টিসহস্রমুনি সম্যগ্‌বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য ব্রহ্মর্ষি সারস্বতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫১॥

সেই মুনিরা বালক সারস্বতেরও বশীভূত থাকিয়া, তাঁহার উপবেশন করিবার জন্য এক এক মুট করিয়া কুশ আনয়ন করিতেন ॥৫২॥

(৫৩)···খ্যাতং মহদ্‌বৃদ্ধকন্যা স্ম যত্র—বঙ্গ বর্দ্ধ,···খ্যাতং কুমার্য্যা তপো যত্র তপ্তম্··· পি। * '···একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '···দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ' নি।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

———:০✱০:———

জনমেজয় উবাচ।

কথং কুমারী ভগবন্! তপোযুক্তা হ্যভূৎ পুরা।
কিমর্থঞ্চ তপস্তেপে কো বাস্যা নিয়মোঽভবৎ ॥১॥
সুদুষ্করমিদং ব্রহ্মন্! ত্বত্তঃ শ্রুতমনুত্তমম্।
আখ্যাহি তত্ত্বমখিলং যথা তপসি সা স্থিতা ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঋষিরাসীন্মহাবীর্য্যঃ কুণিগর্গো মহাযশাঃ।
স তপ্ত্বা বিপুলং রাজন্! তপো বৈ তপসাং বরঃ।
মনসাথ সুতাং সুভ্রূং সমুৎপাদিতবান্ বিভুঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত্রেতি। রৌহিণেয়ো রোহিণীপুত্রো রামঃ, বসু ধনম্। তীর্থং তীর্থভূতম্ ॥৫৩॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

সামান্যেন শ্রুতং কন্যাবৃত্তান্তং বিশেষাবগমায় পৃচ্ছতি কথমিতি। তেপে চকার ॥১॥
সুদুষ্করমিতি। ন বিদ্যতে উত্তমং যস্মাত্তত্তাদৃশমুপাখ্যানম। সা কুমারী ॥২॥

কৃষ্ণের অগ্রজ, মহাবল ও বীর বলরাম সেই সারস্বততীর্থেও ধন দান করিয়া আনন্দিত হইয়া, ক্রমে বৃদ্ধকন্যাশ্রমতীর্থে গমন করিলেন ॥৫৩॥

——:✱:——

জনমেজয় বলিলেন—'মাহাত্ম্যশালী মহর্ষি! সেই ঋষিকন্যা কি প্রকার তপস্বিনী হইয়াছিলেন? তিনি কি জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন? এবং কি প্রকারই বা তাঁহার তপস্যার নিয়ম হইয়াছিল? ॥১॥

ব্রাহ্মণ! আমি আপনার নিকট অতিদুষ্কর তপস্যার বিষয়ে অতি উত্তম উপাখ্যান সকল শুনিলাম। এখন সেই ঋষিকন্যা যেরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় আপনি বলুন' ॥২॥

(৩)···কুণিকুম্ভো···পি,···কুণিগার্গ্যো···নি, কুণির্গর্গো—বঙ্গ।

তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মুনিঃ প্রীতঃ কুণিগর্গো মহাযশাঃ।
জগাম ত্রিদিবং রাজন্! সন্ত্যজ্যেহ কলেবরম্ ॥৪॥
সুভ্রূঃ সা হ্যথ কল্যাণী পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা।
মহতা তপসোগ্রেণ কৃত্বাশ্রমমনিন্দিতা ॥৫॥
উপবাসৈঃ পূজয়ন্তী পিতৄন্ দেবাংশ্চ সা পুরা।
তস্যাস্তু তপসোগ্রেণ মহান্ কালোঽত্যগান্নৃপ! ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
সা পিত্রা দীয়মানাপি তত্র নৈচ্ছদনিন্দিতা।
আত্মনঃ সদৃশং সা তু ভর্ত্তারং নান্বপশ্যত ॥৭॥
ততঃ সা তপসোগ্রেণ পীড়য়িত্বাত্মনস্তনুম্।
পিতৃদেবার্চ্চনরতা বভূব বিজনে বনে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ঋষিরিতি। তপসাং তপস্বিনাম্। সুভ্রূং কাঞ্চিৎ কন্যাম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩॥
তামিতি। তাং বয়স্থামিতি শেষঃ। ত্রিদিবং স্বর্গম্ ॥৪॥
সুভ্রূরিতি। সুভ্রূর্নাম, পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা পদ্মনয়না। অত্যগাৎ অতীতবান্ ॥৫—৬॥
সেতি। দীয়মানা বরায় দাতুমিষ্যমাণাপি। নৈচ্ছদ্বরমিতি শেষঃ ॥৭॥
তত ইতি। তপসা বৈধক্লেশেন ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা! মহাতেজা ও মহাযশা 'কুণিগর্গ'নামে এক ঋষি ছিলেন। তপস্বিশ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী সেই কুণিগর্গ গুরুতর তপস্যা করিয়া, সুভ্রূনাম্নী একটী মানসী কন্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥৩॥

রাজা! কালক্রমে মহাযশা কুণিগর্গ সেই কন্যাটীকে বয়স্থা দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, দেহত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন ॥৪॥

নরনাথ! তাহার পর অনিন্দ্যসুন্দরী ও পদ্মনয়না কল্যাণী সেই সুভ্রূ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, গুরুতর ও ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে থাকিয়া, উপবাস অবলম্বনপূর্ব্বক দেবগণ ও পিতৃগণের পূজায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি যে ভীষণ তপস্যা করিতে-ছিলেন, তাহাতে দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছিল ॥৫—৬॥

পিতা তাঁহাকে বরহস্তে সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা করিলেও অনিন্দ্যসুন্দরী সুভ্রূ সে বিষয়ে ইচ্ছা করেন নাই; কারণ, তিনি নিজের উপযুক্ত বরই দেখিতে পান নাই ॥৭॥

তাহার পর সুভ্রূ ভয়ঙ্কর তপস্যাদ্বারা আপন দেহের কষ্ট জন্মাইতে থাকিয়া, নির্জ্জন বনমধ্যে পিতৃলোক ও দেবলোকের পূজায় ব্যাপৃত হইলেন ॥৮॥

(৭)···পতিং নৈচ্ছদনিন্দিতা নি।

আত্মানং মন্যমানাপি কৃতকৃত্যং শ্রমান্বিতা।
বার্দ্ধক্যেন চ রাজেন্দ্র! তপসা চৈব কর্ষিতা ॥৯॥
সা নাশকদ্‌যদা গন্তুং পদাৎ পদমপি স্বয়ম্।
চকার গমনে বুদ্ধিং পরলোকায় বৈ তদা ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
মোক্তুকামাস্তু তাং দৃষ্ট্বা শরীরং নারদোঽব্রবীৎ।
অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে! ॥১১॥
এবস্তু শ্রুতমস্মাভির্দেবলোকে মহাব্রতে!।
তপঃ পরমকং প্রাপ্তং ন তু লোকাস্ত্বয়া জিতাঃ ॥১২॥
তন্নারদবচঃ শ্রুত্বা সাব্রবীদৃষিসংসদি।
তপসোঽর্দ্ধং প্রয়চ্ছামি পাণিগ্রাহস্য সত্তম! ॥১৩॥
ইত্যুক্তে চাস্যা জগ্রাহ পাণিং গালবসম্ভবঃ।
ঋষিঃ প্রাক্‌শৃঙ্গবান্ নাম সময়ঞ্চেদমব্রবীৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

আত্মানমিতি। কর্ষিতা কৃশীকৃতা। স্বয়ং যষ্ট্যাদ্যনবলম্বনেন ॥৯—১০॥
মোক্তুকামামিতি। মোক্তুকামাং ত্যক্তুমিচ্ছুম্। অসংস্কৃতায়া অবিবাহিতায়াঃ ॥১১॥
এবমিতি। প্রাপ্তং সঞ্চিতম্। লোকাঃ স্বর্গাঃ, জিতাঃ আয়ত্তীকৃতাঃ ॥১২॥
তদিতি। যো মে পাণিং গ্রহীষ্যতি তস্মৈ তপসোঽর্দ্ধং দাস্যামীত্যর্থঃ ॥১৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে সুভ্রূ তপস্যার গুণে আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিয়া, বার্দ্ধক্য ও তপস্যার ফলে শ্রান্ত ও কৃশ দেহ হইয়া, যখন নিজে একপদ হইতে অপর পদে গমন করিতে সমর্থ হইতে লাগিলেন না, তখন পরলোকে গমন করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৯—১০॥

তিনি যখন দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন নারদ আসিয়া, তাহা দেখিয়া বলিলেন—'নিষ্পাপে! অবিবাহিতা নারীর স্বর্গলাভ হইবে কি করিয়া? ॥১১॥

মহাব্রতে! আমরা স্বর্গবিষয়ে এইরূপই শুনিয়াছি। তুমি গুরুতর তপস্যা করিয়াছ বটে; কিন্তু বিবাহ না হওয়ায় স্বর্গ আয়ত্ত করিতে পার নাই' ॥১২॥

নারদের সেই কথা শুনিয়া সুভ্রূ ঋষিগণের সভায় বলিলেন—'সাধুশ্রেষ্ঠ! যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন; তাঁহাকে আমি আমার তপস্যার অর্দ্ধ দান করিব' ॥১৩॥

(১৩)···পাণিগ্রাহস্য সত্তমাঃ!—পি নি।

সময়েন তবাস্থাহং পাণিং স্প্রক্ষ্যামি শোভনে।।
যদ্যেকরাত্রং বস্তব্যং ত্বয়া সহ ময়েতি বৈ।
তথেতি সা প্রতিশ্রুত্য তস্মৈ পাণিং দদৌ তদা ॥১৫॥
যথাদৃষ্টেন বিধিনা হুত্বা চাগ্নিং বিধানতঃ।
চক্রে চ পাণিগ্রহণং তস্যোদ্বাহঞ্চ গালবিঃ ॥১৬॥
সা রাত্রাবভবদ্রাজন্! তরুণী বরবর্ণিনী।
দিব্যাভরণবস্ত্রা চ দিব্যস্রগনুলেপনা ॥১৭॥
তাং দৃষ্ট্বা গালবিঃ প্রীতো দীপয়ন্তীমিব শ্রিয়া।
উবাস চ ক্ষপামেকাং প্রভাতে সাব্রবীচ্চ তম্ ॥১৮॥
যস্ত্বয়া সময়ো বিপ্র! কৃতো মে তপতাংবর!।
তেনোষিতাস্মি ভদ্রং তে স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। জগ্রাহ গ্রহীতুমিয়েষ। গালবসম্ভবো গালবমুনিপুত্রঃ ॥১৪॥
সময়েনেতি। স্প্রক্ষ্যামি গ্রহীষ্যামি। সা সুভ্রূঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥
যথেতি। তস্যোদ্বাহমিতি বিসর্গলোপেঽপি সন্ধিরার্ষঃ। গালবির্গালবপুত্রঃ ॥১৬॥
সেতি। অভবৎ, তপঃপ্রভাবাদেবেতি ভাবঃ। বরবর্ণিনী উত্তমাঙ্গনা ॥১৭॥
তামিতি। দীপয়ন্তীমালোকং প্রসারয়ন্তীম্। ক্ষপাং রাত্রিম্ ॥১৮॥
য ইতি। সময়ো নিয়মঃ। ভদ্রং মঙ্গলম্, স্বস্তি পুণ্যম্ ॥১৯॥

সুভ্রূ এইরূপ বলিলে, গালবের পুত্র প্রাক্‌শৃঙ্গবান্ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন এবং এই নিয়মের বিষয় বলিলেন—॥১৪॥

'শোভনে! আমি যদি তোমার সহিত একরাত্রি যথানিয়মে বাস করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিব'। তখন সুভ্রূ 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া, গালবিকে পাণি সমর্পণ করিলেন ॥১৫॥

ক্রমে গালবি শাস্ত্রদৃষ্ট বিধান অনুসারে হোম করিয়া, যথাবিধানে সুভ্রূর পাণিগ্রহণ ও বিবাহ করিলেন ॥১৬॥

রাজা! সুভ্রূ সেই রাত্রিতে তপস্যার প্রভাবে দিব্য অলঙ্কার, বস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপনধারিণী যুবতি এবং উত্তমস্ত্রীরূপিণী হইলেন ॥১৭॥

সুভ্রূ তৎকালে আপন কান্তিতে সকল দিক্ আলোকিত করিতেছেন দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, গালবি তাঁহার সহিত একরাত্রি বাস করিলেন এবং প্রভাতকালে সুভ্রূ গালবিকে বলিলেন—॥১৮॥

'তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! আপনি আমার বিষয়ে যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সেই

সানুজ্ঞাতাব্রবীদ্‌ভূয়ো যোঽস্মিংস্তীর্থে সমাহিতঃ।
বৎস্যতে রজনীমেকাং তর্পয়িত্বা দিবৌকসঃ ॥২০॥
চত্বারিংশতমষ্টৌ চ দ্বৌ চাষ্টৌ সম্যগাচরেৎ।
যো ব্রহ্মচর্য্যং বর্ষাণি ফলং তস্য লভেত সঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
এবমুক্ত্বা ততঃ সাধ্বী দেহং ত্যক্ত্বা দিবং গতা।
ঋষিরপ্যভবদ্দীনস্তস্যা রূপং বিচিন্তয়ন্ ॥২২॥
সময়েন তপোঽর্দ্ধঞ্চ কৃচ্ছ্রাৎ প্রতিগৃহীতবান্।
সাধয়িত্বা তদাত্মানং তস্যাঃ স গতিমাপ্তবান্।
দুঃখিতো ভরতশ্রেষ্ঠ! তস্যা রূপবলাৎকৃতঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। অনুজ্ঞাতা স্বর্গগমনায় গালবিনা। চত্বারিংশতং বর্ষাণীত্যাদি সম্বন্ধঃ, দ্বৌ বৎসরৌ। ব্রহ্মচর্য্যং প্রাগুক্তাষ্টবিধমৈথুনত্যাগম্ ॥২০—২১॥

এবমিতি। ঋষির্গালবিঃ, দীনঃ শোককাতরঃ ॥২২॥

সময়েনেতি। সময়েন প্রাগুক্তনিয়মেন। সাধয়িত্বা দেহহীনং নিষ্পাদ্য। ষট্‌পাদঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

কথমিতি ॥১—২০॥ চত্বারিংশতমষ্টৌ চেতি প্রতিবেদং দ্বাদশবর্ষাণীতি বেদচতুষ্টয়াধ্যয়নায়াষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষাণি। ততো দ্বৌ বৎসরৌ স্নাতকেন গুরোরানৃণ্যার্থং সেবা কার্য্যা, ততোঽষ্টবার্ষিকীং কন্যাং পরিণীয় তস্যা যৌবনাবধ্যষ্টবর্ষাণীত্যষ্টপঞ্চাশদ্বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্ ॥২১—২৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮॥

নিয়ম অনুসারে আমি আপনার সহিত একরাত্রি বাস করিলাম; এখন আমি চলিয়া যাইব, আপনার মঙ্গল হউক এবং আপনি ধর্ম্ম সঞ্চয় করুন' ॥১৯॥

গালবি সে বিষয়ে অনুমতি করিলে, সুভ্রূ পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—'যে লোক এই তীর্থে দেবগণের তর্পণ করিয়া একরাত্রি বাস করিবে; সেই লোক—আটচল্লিশ বৎসর, আট বৎসর ও দুই বৎসর যাবৎ যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্যব্রতাচরণকারীর ফল লাভ করিবে' ॥২০—২১॥

এই কথা বলিয়া সাধ্বী সুভ্রূ দেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে চলিয়া গেলেন; গালবিও তাঁহার রূপ স্মরণ করিয়া, শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন ॥২২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! গালবি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কষ্টে সুভ্রূর তপস্যার অর্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনিও তখন সুভ্রূর রূপে আকৃষ্ট ও দুঃখিত হইয়া, দেহ ত্যাগ করিয়া, তাঁহারই অনুসরণ করিলেন ॥২৩॥

(২৩)…তস্যাঃ সা গতিমন্বিয়াৎ—পি,…স গতিমন্বিয়াৎ—বঙ্গ বর্দ্ধ সো।

এতত্তে বৃদ্ধকন্যায়া ব্যাখ্যাতং চরিতং মহৎ।
তথৈব ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ স্বর্গস্য চ গতিঃ শুভা ॥২৪॥
তত্রস্থশ্চাপি শুশ্রাব হতং শল্যং হলায়ুধঃ।
তত্রাপি দত্ত্বা দানানি দ্বিজাতিভ্যঃ পরন্তপ ! ।
শুশোচ শল্যং সংগ্রামে নিহতং পাণ্ডবৈস্তদা ॥২৫॥
সমন্তপঞ্চকদ্বারাত্ততো নিষ্ক্রম্য মাধবঃ।
পপ্রচ্ছর্ষিগণান্ রামঃ কুরুক্ষেত্রস্য যৎ ফলম্ ॥২৬॥
তে পৃষ্টা যদুসিংহেন কুরুক্ষেত্রফলং বিভো ! ।
সমাচখ্যুর্মহাত্মানস্তস্মৈ সর্ব্বং যথাতথম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এতদিতি বৃদ্ধকন্যায়াঃ স্রুক্রবঃ, ব্যাখ্যাতং বিশেষেণোক্তম্ ॥২৪॥
তত্রেতি। দীয়ন্ত ইতি দানানি ধনানি। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥
সমন্তেতি। মাধবো মধুবংশীয়ো রামঃ। কুরুক্ষেত্রস্য কুরুক্ষেত্রযুদ্ধস্য ॥২৬॥
ত ইতি। যদুসিংহেন যদুবংশশ্রেষ্ঠেন রামেণ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

রাজা! এই আপনার নিকট বৃদ্ধকন্যার উদার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বর্গ লাভের বিষয় বলিলাম ॥২৪॥

শত্রুসন্তাপকারী রাজা! বলরাম সেই স্থানে থাকিয়া শুনিতে পাইলেন যে, যুদ্ধে শল্য নিহত হইয়াছেন; পরে বলরাম সেই তীর্থেও ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া, যুদ্ধে পাণ্ডবনিহত শল্যের বিষয়ে শোক করিলেন ॥২৫॥

তাহার পর মধুবংশীয় বলরাম সেই তীর্থ হইতে সমন্তপঞ্চকের পথে আসিয়া, ঋষিগণের নিকট কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২৬॥

রাজা! যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই ঋষিগণের নিকটে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফল জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মহাত্মারা বলরামের নিকটে যথাযথভাবে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ফল বলিলেন ॥২৭॥

---

* '…দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '…ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

ঊনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে সনাতনী রাম! সমন্তপঞ্চকম্।
সমীজিরে যত্র পুরা দিবৌকসো বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ ॥১॥
পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে ॥২॥

রাম উবাচ।

কিমর্থং কুরুণা কৃষ্টং ক্ষেত্রমেতন্মহাত্মনা।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কথ্যমানং তপোধনাঃ! ॥৩॥

ঋষয় ঊচুঃ।

পুরা কিল কুরুং রাম! কর্ষন্তং সততোত্থিতম্।
অভ্যেত্য শক্রাস্ত্রিদিবাৎ পর্য্যপৃচ্ছত কারণম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সমন্তপঞ্চকস্যোৎকর্ষমাহ প্রজেতি। প্রজাপতের্ব্রহ্মণঃ, উত্তরবেদির্যজ্ঞস্য উত্তমা পরিষ্কৃতা ভূমিঃ, সনাতনী চিরন্তনী, সমন্তপঞ্চকশব্দস্য ব্যুৎপত্তিস্তু প্রাগেব দর্শিতা। সত্রেণ যজ্ঞেন ॥১॥

কুরুক্ষেত্রপদস্য ব্যুৎপত্তিমাহ পুরেতি। প্রকৃষ্টং কর্ষণাস্পদীকৃতম্। পপ্রথে প্রথিতম্ ॥২॥

কিমিতি। কুরুণা তদাখ্যেন রাজ্ঞা, ক্ষেত্রং ভূমিঃ ॥৩॥

পুরেতি। সততোত্থিতং কর্ষণ এব সর্ব্বদোদ্‌যোগিনম্। কারণং কর্ষণহেতুম্ ॥৪॥

ঋষিরা বলিলেন—'রাম! প্রধান বরদাতা দেবতারা পূর্ব্বকালে যে স্থানে উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই সেই—'সমন্তপঞ্চক', ইহাকে ব্রহ্মার সনাতনী উত্তর-বেদি বলে ॥১॥

পূর্ব্বকালে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ ও মহাত্মা কুরু নিজের অসাধারণ শক্তির গুণে এই ক্ষেত্র সকল বহু বৎসর যাবৎ কর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই এই স্থানটী—'কুরুক্ষেত্র'নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে' ॥২॥

বলরাম বলিলেন—'তপস্বিগণ! মহাত্মা কুরু এই ক্ষেত্রটীকে কেন কর্ষণ করিয়াছিলেন? তাহা আপনারা বলুন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥৩॥

ঋষিরা বলিলেন—'রাম! পূর্ব্বকালে রাজা কুরু সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হইয়া এই

ইন্দ্র উবাচ।

কিমিদং বর্ত্ততে রাজন্! প্রযত্নেন পরেণ চ।
রাজর্ষে! কিমভিপ্রেতং যেনেয়ং কৃষ্যতে ক্ষিতিঃ ॥৫॥

কুরুরুবাচ।

ইহ যে পুরুষাঃ ক্ষেত্রে মরিষ্যন্তি শতক্রতো!।
তে গমিষ্যন্তি সুকৃতান্ লোকান্ পাপাববর্জিতান্ ॥৬॥
অবহস্য ততঃ শক্রো জগাম ত্রিদিবং প্রভুঃ।
রাজর্ষিরপ্যনির্ব্বিণ্ণঃ কর্ষত্যেব বসুন্ধরাম্ ॥৭॥
আগম্যাগম্য চৈবৈনং ভূয়ো ভূয়োঽবহস্য চ।
শতক্রতুরনির্ব্বিণ্ণং পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা জগাম হ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। পরেণ মহতা। অভিপ্রেতং ত্বয়েতি শেষঃ ॥৫॥

ইহেতি। পুরুষা মানুষাঃ। সুকৃতান্ পুণ্যময়ান্, লোকান্ স্বর্গান্ ॥৬॥

অবেতি। অবহস্য কুরোরিচ্ছামাত্রেণ মৃতানাং স্বর্গলাভাসম্ভবেন তস্য নির্ব্বোধত্বসম্ভাবনয়া কৌতুকোদয়াদিতি ভাবঃ। অনির্ব্বিণ্ণ ইন্দ্রাবহাসেঽপি আত্মগ্লানিমনাপন্নঃ ঔৎসুক্য-প্রাবল্যাৎ ॥৭॥

আগম্যেতি। ভূয়ো ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ। পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা কর্ষণকারণমিতি শেষঃ ॥৮॥

ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে লাগিলে, ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আসিয়া, উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন' ॥৪॥

ইন্দ্র বলিলেন—'রাজা! এটা কি হইতেছে! রাজর্ষি! আপনি কি ইচ্ছা করিয়াছেন? যেহেতু আপনি মহাযত্নে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছেন' ॥৫॥

কুরু বলিলেন—'দেবরাজ! যে সকল মানুষ এই ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করিবে; তাহারা পুণ্যময় ও পাপশূন্য স্বর্গলোকে যাইবে' ॥৬॥

তদনন্তর প্রভাবশালী ইন্দ্র উপহাস করিয়া, পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন; এদিকে রাজর্ষি কুরুও সে উপহাসে আত্মগ্লানি অনুভব না করিয়া, ভূমি কর্ষণই করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তৎপরে ইন্দ্র আসিয়া আসিয়া, বার বার উপহাস করিয়া, আত্মগ্লানিশূন্য কুরুকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া, যাইতে লাগিলেন ॥৮॥

---

(৫) কিমিদং বর্ত্ততে কর্ম্ম···নি। (৬)···তে গমিষ্যন্তি স্বর্গলোকান্···পি, ক্ষেত্রে জনিষ্যন্তি···নি। (৮)···দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা জগাম হ—পি।

যদা তু তপসোগ্রেণ চকর্ষ বসুধাং নৃপঃ।
ততঃ শক্রোঽব্রবীদ্দেবান্ রাজর্ষের্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥৯॥
এতচ্ছ্রুত্বাব্রুবন্ দেবাঃ সহস্রাক্ষমিদং বচঃ।
বরেণ চ্ছন্দ্যতাং শক্র! রাজর্ষির্যদি শক্যতে ॥১০॥
যদি হ্যত্র প্রমীতা বৈ স্বর্গে গচ্ছন্তি মানবাঃ।
অস্মাননিষ্ট্বা ক্রতুভির্ভাগো নো ন ভবিষ্যতি ॥১১॥
আগম্য চ ততঃ শক্রস্তদা রাজর্ষিমব্রবীৎ।
অলং খেদেন ভবতঃ ক্রিয়তাং বচনং মম ॥১২॥
মানবা যে নিরাহারা দেহং ত্যক্ষ্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ।
যুধি বা নিহতাঃ সম্যগপি তির্য্যগ্‌গতা নৃপ! ॥১৩॥
তে স্বর্গভাজো রাজেন্দ্র! ভবিষ্যন্তি মহামতে!।
তথাস্ত্বিতি ততো রাজা কুরুঃ শক্রমুবাচ হ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যদেতি। নৃপঃ কুরুঃ। চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টম্ ॥৯॥
এতদিতি। সহস্রাক্ষমিন্দ্রম্। ছন্দ্যতাং স্বোপদেশরক্ষায়ামভিমুখীক্রিয়তাম্ ॥১০॥
যদীতি। প্রমীতা মৃতাঃ। অনিষ্ট্বা যজ্ঞেনাপূজয়িত্বা। ভাগো যজ্ঞাংশঃ ॥১১॥
আগম্যেতি। খেদেন এতৎ ক্ষেত্রকর্ষণপরিশ্রমেণ ॥১২॥
মানবা ইতি। নিরাহারা যজ্ঞাদৌ, অতন্দ্রিতা ইষ্টদেবস্মরণে প্রবৃত্তাঃ। তির্য্যগ্‌গতা মনুষ্যেতরপ্রাণিনঃ। স্বর্গভাজঃ স্বর্গগামিনঃ ॥১৩—১৪॥

তাহার পর কুরু যখন ভীষণ তপস্যা করিয়া, ভূমি কর্ষণ করিতে থাকিলেন, তখন ইন্দ্র রাজর্ষি কুরুর যাহা অভিপ্রেত ছিল, তাহা দেবগণকে বলিলেন—॥৯॥

ইন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া, দেবতারা তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—'দেবরাজ! আপনি যদি পারেন, তাহা হইলে বর দান করিয়া, রাজর্ষিকে নিবৃত্ত করুন ॥১০॥

মানুষেরা যদি যজ্ঞদ্বারা আমাদের সন্তোষবিধান না করিয়া, কেবল এইস্থানে মরিয়াই স্বর্গে যায়, তাহা হইলে আমাদের আর যজ্ঞভাগ লাভ হইবে না' ॥১১॥

তদনন্তর দেবরাজ আসিয়া রাজর্ষি কুরুকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনার পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই; আমার কথা রক্ষা করুন ॥১২॥

মহামতি রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! যে সকল মানুষ পূর্ব্বে যজ্ঞে অনাহারে থাকিয়া, পরে ইষ্টদেবস্মরণে প্রবৃত্ত হইয়া, এই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিবে, কিংবা যুদ্ধে নিহত হইবে; অথবা মনুষ্য ভিন্ন যে সকল প্রাণী এইস্থানে দেহ ত্যাগ করিবে, তাহারা

(১৪)···ভবন্তীহ হতাস্ত যে···নি।

ততস্তমভ্যনুজ্ঞাপ্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
জগাম ত্রিদিবং ভূয়ঃ ক্ষিপ্রং বলনিসূদনঃ ॥১৫॥
এবমেতদ্‌যদুশ্রেষ্ঠ! কৃষ্টং রাজর্ষিণা পুরা।
শক্রেণ চাভ্যনুজ্ঞাতং পুণ্যং প্রাণান্ বিমুঞ্চতাম্ ॥১৬॥
ব্রহ্মাদ্যৈশ্চ সুরশ্রেষ্ঠৈঃ পুণ্যৈ রাজর্ষিভিস্তথা।
নাতঃ পরতরং পুণ্যং ভূমেঃ স্থানং ভবিষ্যতি ॥১৭॥
ইহ তপ্স্যন্তি যে কেচিত্তপঃ পরমকং নরাঃ।
দেহত্যাগেন তে সর্ব্বে যাস্যন্তি ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্ ॥১৮॥
যে পুনঃ পুণ্যভাজো বৈ দানং দাস্যন্তি মানবাঃ।
তেষাং সহস্রগুণিতং ভবিষ্যত্যচিরেণ বৈ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ত্রিদিবং স্বর্গম্, বলনিসূদন ইন্দ্রঃ ॥১৫॥

এবমিতি। রাজর্ষিণা কুরুণা। পুণ্যং পুণ্যজনকতয়া স্বর্গজনকম্, অতএবেদং কুরুক্ষেত্রং কুরুপাণ্ডবৈর্যুদ্ধক্ষেত্রতয়া কল্পিতমিতি ভাবঃ ॥১৬॥

ব্রহ্মেতি। ভবিষ্যতি, ইত্যস্তমুক্তমিতি শেষঃ ॥১৭॥

ইহেতি। ক্ষয়ং ভবনম্, "নিলয়াপচয়ৌ ক্ষয়ৌ" ইত্যমরঃ ॥১৮॥

য ইতি। পুণ্যভাজঃ পুণ্যার্জনার্থিনঃ। অত্র কুরুক্ষেত্র ইতি শেষঃ ॥১৯॥

সকলেই স্বর্গলোকে গমন করিবে'। 'তাহাই হউক' এই কথা কুরু ইন্দ্রকে বলিলেন ॥১৩—১৪॥

তাহার পর ইন্দ্র কুরুর অনুমতি লইয়া, হৃষ্টচিত্তে পুনরায় সত্বর স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥১৫॥

যদুশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে রাজর্ষি কুরু এই জন্য এইস্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও এই স্থানটীকে মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের পক্ষে পুণ্যজনক বলিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন ॥১৬॥

আর ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতারা এবং পুণ্যবান্ রাজর্ষিরা বলিয়াছিলেন যে, 'সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এইস্থান অপেক্ষা অধিক পুণ্যজনক স্থান আর হইবে না' ॥১৭॥

যে কোন মানুষ এই কুরুক্ষেত্রে গুরুতর তপস্যা করিবে, তাহারা সকলেই দেহ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিবে ॥১৮॥

(১৬)…পুণ্যে প্রাণান্ মুমোচ হ—নি।

যে চেহ নিত্যং মনুজা নিবৎস্যন্তি শুভৈষিণঃ।
যমস্য বিষয়ং তে তু ন দ্রক্ষ্যন্তি কদাচন ॥২০॥
যক্ষ্যন্তি যে চ ক্রতুভির্মহদ্ভির্মনুজেশ্বরাঃ।
তেষাং ত্রিপিষ্টপে বাসো যাবদ্‌ভূমির্ধরিষ্যতি ॥২১॥
অপি চাত্র স্বয়ং শক্রো জগৌ গাথাং সুরাধিপঃ।
কুরুক্ষেত্রে নিবদ্ধাং বৈ তাং শৃণুষ্ব হলায়ুধ! ॥২২॥
পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রাদ্বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥২৩॥
সুরর্ষভা ব্রাহ্মণসত্তমাশ্চ তথা নৃগাদ্যা নরদেবমুখ্যাঃ।
ইষ্ট্বা মহার্হৈঃ ক্রতুভির্নৃসিংহাঃ সন্ত্যজ্য দেহান্ সুগতিং প্রপন্নাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। বিষয়ং দেশং লোকমিতি যাবৎ। ন দ্রক্ষ্যন্তি স্বর্গগমনাৎ ॥২০॥
যক্ষ্যন্তীতি। ক্রতুভির্যজ্ঞৈঃ। ত্রিপিষ্টপে স্বর্গে, ধরিষ্যতি স্থাস্যতি ॥২১॥
অপীতি। গাথাং গানরূপতয়া বদ্ধাং বাচম্। নিবদ্ধাং রচিতাম্ ॥২২॥
পাংশব ইতি। পাংশবো দুষ্কৃতকর্ম্মাণং স্পৃশন্তো ধূলয়ঃ, সমুদীরিতাঃ প্রেরিতাঃ ॥২৩॥
সুরেতি। সুরর্ষভা দেবশ্রেষ্ঠাঃ, নরদেবমুখ্যা রাজশ্রেষ্ঠাঃ। ইষ্ট্বা যাগং কৃত্বা, মহার্হৈরতিপ্রশস্তৈঃ। সুরর্ষভা ইত্যস্য ইষ্ট্বেতিমাত্রেণান্বয়ঃ, অমরাণাং তেষাং দেহত্যাগাসম্ভবাৎ ॥২৪॥

সে সকল মানুষ পুণ্য লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া, এইস্থানে দান করিবে, তাহাদের সেই দানফল অচিরকালমধ্যেই সহস্র গুণ হইবে ॥১৯॥

যে সকল মানুষ শুভার্থী হইয়া, সর্ব্বদা এইস্থানে বাস করিবে, তাহারা কখনও যমলোক দর্শন করিবে না ॥২০॥

যে সকল রাজা এইস্থানে মহাযজ্ঞ করিবেন, যত কাল পৃথিবী থাকিবে, তত কাল তাঁহাদের স্বর্গে বাস হইবে ॥২১॥

রাম! দেবরাজ ইন্দ্র এই কুরুক্ষেত্রে যে গাথাটী রচনা করিয়া, গান করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন—॥২২॥

'কুরুক্ষেত্র হইতে বায়ুকর্ত্তৃক উত্তোলিত ধূলিও পাপিলোককেও পরম গতি লাভ করাইয়া থাকে ॥২৩॥

দেবশ্রেষ্ঠগণ, প্রধান ব্রাহ্মণগণ এবং নরশ্রেষ্ঠ ও রাজশ্রেষ্ঠ নৃগপ্রভৃতি রাজগণ এইস্থানে অতিপ্রশস্ত যজ্ঞ করিয়া, দেহত্যাগপূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥২৪॥

তারন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে ॥২৫॥
শিবং মহৎ পুণ্যমিদং দিবৌকসাং সুসম্মতং সর্বগুণৈঃ সমন্বিতম্।
অতশ্চ সর্ব্বেঽত্র নৃপা হতা রণে যাস্যন্তি পুণ্যাং গতিমক্ষয়াং সদা ॥২৬॥
ইত্যুবাচ স্বয়ং শক্রঃ কুরুক্ষেত্রমহোদয়ম্।
তচ্চানুমোদিতং সর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে উনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

কুরুক্ষেত্রস্য সর্ব্বতঃ সীমামাহ তারন্তুকেতি। তারন্তুকারন্তুকাখ্যৌ স্থানবিশেষৌ তয়োর্যদন্তরং মধ্যম্, রামহ্রদানাং জামদগ্ন্যকৃতপিতৃতর্পণার্থকগর্ত্তানাম্, মচক্রুকস্য তদাখ্যস্য স্থানস্য চ যদন্তরম্, এতত্তৎ কুরুক্ষেত্রস্য সমন্তপঞ্চকং নাম স্থানম্; তদেব চ প্রজাপতেব্র্রহ্মণঃ, উত্তরবেদির্নামোচ্যতে মুনিভিঃ, অস্য প্রাগুক্তত্বেঽপি প্রসঙ্গভেদাদপুনরুক্তিঃ ॥২৫॥

শিবমিতি। শিবং জীবতাং মঙ্গলকরম্, পুণ্যং জনকম্, দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥২৬॥

ইতীতি। উবাচ গাথাত্বেন, কুরুক্ষেত্রস্য মহোদয়মত্যুৎকর্ষম্ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে উনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রজাপতেরিতি ॥১—১৭॥ ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ং নিবাসম্ ॥১৮—২৫॥ সারস্বতানাং তীর্থানাং বর্ণনং কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্যজ্ঞাপনার্থম্। তদপি তত্র মৃতানামন্যেষামপি স্বর্গতিপ্রদং কিমুত-ক্ষত্রধর্ম্মেণ মৃতানামিত্যেতদর্থম্। তদেবোপসংহরন্ দর্শয়তি—অতশ্চেতি ॥২৬—২৭॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯॥

তারন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুকের যাহা মধ্যস্থান, তাহাকেই কুরুক্ষেত্রের 'সমন্তপঞ্চক' বলে এবং মুনিরা ইহাকেই ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলিয়া থাকেন ॥২৫॥

এই স্থানটী—মঙ্গলময়, পুণ্যজনক, দেবগণের অত্যন্ত প্রিয় ও সর্ব্বগুণসমন্বিত; অতএব রাজারা এইস্থানে যুদ্ধে নিহত হইয়া, সর্ব্বদা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবেন ॥২৬॥

স্বয়ং দেবরাজ কুরুক্ষেত্রের এইরূপ বিশেষ উৎকর্ষের কথা বলিয়াছেন, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও তাহা অনুমোদন করিয়াছেন' ॥২৭॥

(২৫) তার্বর্ণকার্বর্ণকয়োঃ··· পি,···মচক্রকস্য···বঙ্গ বৰ্দ্ধ। * '···ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '···চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

——:*:——

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কুরুক্ষেত্রং ততো দৃষ্ট্বা দত্ত্বা দায়াংশ্চ সাত্ত্বতঃ।
আশ্রমং সুমহদ্দিব্যমগমজ্জনমেজয়! ॥১॥
মধূকাম্রবণোপেতং প্লক্ষন্যগ্রোধসঙ্কুলম্।
চিরবিল্বযুতং পুণ্যং পনসার্জ্জুনসঙ্কুলম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)
তং দৃষ্ট্বা যাদবশ্রেষ্ঠঃ প্রবরং পুণ্যলক্ষণম্।
পপ্রচ্ছ তানৃষীন্ সর্ব্বান্ কস্যাশ্রমবরস্ত্বয়ম্ ॥৩॥
তে তু সর্বে মহাত্মান উচু রাজন্! হলায়ুধম্।
শৃণু বিস্তরশো রাম! যস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ ॥৪॥
অত্র বিষ্ণুঃ পুরা দেবস্তপ্তবাংস্তপ উত্তমম্।
অত্রাস্য বিধিবদ্‌যজ্ঞঃ সর্বে বৃত্তাঃ সনাতনাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কুরুক্ষেত্রমিতি। দীয়ন্ত ইতি দায়া ধনানি তান্, সাত্ত্বতস্তদ্বংশীয়ো রামঃ। মধূকা মধুদ্রুমাঃ, প্লক্ষাঃ পর্কটীবৃক্ষাঃ ন্যগ্রোধা বটবৃক্ষাশ্চ তৈ সঙ্কুলং ব্যাপ্তম্ ॥১—২॥

তমিতি। প্রবরমুত্তমম্, পুণ্যলক্ষণং পবিত্রস্বরূপম্ ॥৩॥

ত ইতি। হলায়ুধং বলরামম্। আশ্রম আসীদিতি শেষঃ ॥৪॥

অত্রেতি। তপ্তবান্ কৃতবান্। বৃত্তাঃ নিষ্পন্নাঃ, সনাতনাশ্চিরস্থায়িফলাঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয়! তাহার পর বলরাম কুরুক্ষেত্র দেখিয়া এবং সেস্থানে দান করিয়া, অতিবিশাল ও মনোহর একটী আশ্রমে গমন করিলেন। সেই আশ্রমটীতে মহুয়া ও আম্রবন, বহুতর পর্কটী ও বটবৃক্ষ, বহু দিন হইতে বিল্ববৃক্ষ এবং পনস ও অর্জ্জুনবৃক্ষ সকল বিদ্যমান ছিল ॥১—২॥

যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই উত্তম ও পবিত্র আশ্রমটী দেখিয়া, ঋষিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই উত্তম আশ্রমটী কাঁহার' ॥৩॥

রাজা! তখন সেই মহাত্মারা সকলে বলরামকে বলিলেন—'রাম! পূর্ব্বে যাঁহার এই আশ্রমটী ছিল, তাঁহার বিষয় আপনি বিস্তরক্রমে শ্রবণ করুন—॥৪॥

(১) আশ্রমং সুমহৎ পুণ্যং…পি নি।

অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী ॥৬॥
বভূব শ্রীমতী রাম! শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
সুতা ধৃতব্রতা সাধ্বী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী ॥৭॥
সা তু তপ্ত্বা তপো ঘোরং দুশ্চরং স্ত্রীজনেন হ।
গতা স্বর্গং মহাভাগা দেবব্রাহ্মণপূজিতা।
শ্রুত্বা ঋষীণাং বচনমাশ্রমং তং জগাম হ ॥৮॥
ঋষীংস্তানভিবাদ্যাথ পার্শ্বে হিমবতোঽচ্যুতঃ।
সন্ধ্যাকার্য্যাণি সর্বাণি নির্বর্ত্ত্যারুরুহেঽচলম্ ॥৯॥
নাতিদূরং ততো গত্বা নগং তালধ্বজো বলী।
পুণ্যং তীর্থবরং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অত্রেতি। কৌমারাৎ শৈশবাদারভ্যৈব ব্রহ্মচারিণী জিতেন্দ্রিয়া ॥৬॥

বভূবেতি। শ্রীমতী সুন্দরী। নিয়তা সংযতচিত্তা, ব্রহ্মচারিণী যথাকালেঽপি মৈথুন-ত্যাগিনী ॥৭॥

সেতি। জগাম প্রকরণাদ্বলরাম ইতি শেষঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৮॥

ঋষীনিতি। অচ্যুতো ধর্ম্মকার্য্যাদভ্রষ্টো রামঃ। নির্বর্ত্ত্য সমাপ্য ॥৯॥

নেতি। নগং পর্ব্বতং হিমবন্তম্, তালধ্বজো রামঃ ॥১০॥

এই স্থানে পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ গুরুতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই চিরস্থায়ী ফলজনক তাঁহার নানাবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল ॥৫॥

এই স্থানেই বাল্যকালাবধি জিতেন্দ্রিয়া, তপস্বিনী ও যোগাভ্যাসকারিণী একটী ব্রাহ্মণকন্যা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥৬॥

রাম! তিনি মহাত্মা শাণ্ডিল্যের কন্যা, পরমসুন্দরী, সংযতচিত্তা, ব্রতাবলম্বিনী, সাধুস্বভাবা ও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন ॥৭॥

দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সম্মানিতা, মহাভাগা সেই শাণ্ডিল্যকন্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে দুষ্কর ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়া, যথাসময়ে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন।' বলরাম ঋষিগণের সেই সকল বাক্য শুনিয়া, সেই আশ্রমে গমন করিলেন ॥৮॥

তাহার পর ধার্ম্মিক বলরাম ঋষিগণকে অভিবাদন করিয়া, হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক হিমালয়ে আরোহণ করিলেন ॥৯॥

---

(৭)…বভূব শ্রীমতী রাজন্!—বঙ্গ বর্দ্ধ নি।

প্রভাবঞ্চ সরস্বত্যাঃ প্লক্ষপ্রস্রবণং বলঃ।
সংপ্রাপ্তঃ কারবপনং প্রবরং তীর্থমুত্তমম্ ॥১১॥
হলায়ুধস্তত্র চাপি দত্ত্বা দানং মহাবলঃ।
আপ্লুতঃ সলিলে পুণ্যে সুশীতে বিমলে শুচৌ।
সন্তর্পয়ামাস পিতৃন্ দেবাংশ্চ রণদুর্ম্মদঃ ॥১২॥
তত্রোষ্যৈকাস্তু রজনীং যতিভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুণ্যং জগামাশ্রমমচ্যুতঃ ॥১৩॥
ইন্দ্রোঽগ্নিরর্য্যমা চৈব যত্র প্রাক্ প্রীতিমাপ্নুবন্।
তং দেশং কারবপনাদ্‌যমুনায়াং জগাম হ ॥১৪॥
স্নাত্বা তত্রাপি ধর্ম্মাত্মা পরাং প্রীতিমবাপ্য চ।
ঋষিভিশ্চৈব সিদ্ধৈশ্চ সহিতো বৈ মহাবলঃ।
উপবিষ্টঃ কথাঃ শুভ্রাঃ শুশ্রাব যদুপুঙ্গবঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

প্রভাবমিতি। প্লক্ষাৎ পর্কটীবনাৎ প্রস্রবণং প্রবহণরূপম্। কারবপনং নাম ॥১১॥
হলেতি। আপ্লুতঃ কৃতস্নানঃ, শুচৌ পবিত্রে। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥
তত্রেতি। উষ্য উষিত্বা, যতিভির্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ। অচ্যুতো ধর্ম্মাদভ্রষ্টঃ ॥১৩॥
ইন্দ্র ইতি। অর্য্যমা সূর্য্যঃ, কারবপনাৎ তদাখ্যাদ্দেশাৎ ॥১৪॥
স্নাত্বেতি। সিদ্ধৈস্তপোযোগাদ্যনুষ্ঠানেন কৃতার্থৈঃ। শুভ্রা নির্ম্মলাঃ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

বলবান্ বলরাম সে স্থান হইতে পর্বতপথেই অনতিদূরে যাইয়া, উত্তম একটী পবিত্র তীর্থ দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥১০॥

ক্রমে বলরাম কারবপননামক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; সেই তীর্থে সরস্বতীনদী পর্কটীবন হইতে নির্গত হইতেছিল এবং তথায় তাহার খরস্রোত বহিতেছিল ॥১১॥

মহাবল ও যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ বলরাম সেই তীর্থেও পবিত্র, শীতল ও নির্ম্মল জলে স্নান এবং দান করিয়া, দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন ॥১২॥

ধার্ম্মিক বলরাম জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই তীর্থে একরাত্রি বাস করিয়া, মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥১৩॥

পরে ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্য্য যে স্থানে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, বলরাম কারবপন হইতে যমুনানদীর সেই স্থানে গমন করিলেন ॥১৪॥

(১৪)…যদুশ্রেষ্ঠো জগাম হ—পি,…স তস্মাদাজগাম হ—নি।

তথা তু তিষ্ঠতাং তেষাং নারদো ভগবানৃষিঃ।
আজগামাথ তং দেশং যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ ॥১৬॥
জটামণ্ডলসংবীতঃ স্বর্ণচীরো মহাতপাঃ।
হেমদণ্ডধরো রাজন্! কমণ্ডলুধরস্তথা ॥১৭॥
কচ্ছপীং সুখশব্দাং তাং গৃহ্য বীণাং মনোরমাম্।
নৃত্যে গীতে চ কুশলো দেবব্রাহ্মণপূজিতঃ ॥১৮॥
প্রকর্ত্তা কলহানাঞ্চ নিত্যঞ্চ কলহপ্রিয়ঃ।
তং দেশমগমদ্‌যত্র শ্রীমান্ রামো ব্যবস্থিতঃ ॥১৯॥ (বিশেষকম্)
প্রত্যুত্থায় তু তং সম্যক্ পূজয়িত্বা যতব্রতম্।
দেবর্ষিং পর্য্যপৃচ্ছৎ স যথাবৃত্তং কুরূন্ প্রতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। তথা নির্ম্মলকথালাপেন। তেষামৃষীণাং সমীপে ॥১৬॥

জটেতি। জটানাং মণ্ডলেন সমূহেন সংবীত আবৃতঃ, স্বর্ণচীরঃ সুবর্ণময়কৌপীনধারী। কচ্ছপীং নাম, সুখশব্দাং সুখজনকরবাম্, গৃহ্য গৃহীত্বা। প্রকর্ত্তা প্রকর্ষেণ ঘটয়িতা। শ্রীমান্ কান্তিমান্ ॥১৭—১৯॥

প্রতীতি। যতং সংযম এব ব্রতং নিয়মো যস্য তম্ ॥২০॥

ধর্ম্মাত্মা ও মহাবল যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই তীর্থেও স্নান ও বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া, ঋষিগণ ও সিদ্ধগণের সহিত উপবিষ্ট থাকিয়া, নির্ম্মল উপাখ্যান সকল শুনিতে লাগিলেন ॥১৫॥

ঋষিরা সেইভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে, বলরাম যে স্থানে বসিয়াছিলেন, ভগবান্ নারদ সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥১৬॥

রাজা! তৎকালে নারদ মনোহর ও মধুররবসম্পন্ন কচ্ছপীনাম্নী বীণা, স্বর্ণময় কৌপীন, স্বর্ণময় দণ্ড ও সুন্দর একটী কমণ্ডলু ধারণ করিতেছিলেন এবং জটামণ্ডলে তাঁহার সমস্ত দেহ আবৃত ছিল, এইভাবে মহাতপস্বী, নৃত্যগীতনিপুণ, দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণপূজিত, কলহপ্রিয় এবং লোকমধ্যে পরস্পর কলহঘটক দেবর্ষি নারদ শ্রীমান্ বলরাম যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৭—১৯॥

তখন বলরাম গাত্রোত্থান ও অভিবাদন করিয়া, চিরসংযমী নারদের নিকটে কুরুপাণ্ডবগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২০॥

(১৭)···কুশচীরী···নি। (২০)···যতব্রতী···পি।

ততোঽস্যাকথয়দ্রাজন্ ! নারদঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ।
সর্ব্বমেতদ্‌যথাবৃত্তমতীব কুরুসংক্ষয়ম্ ॥২১॥
ততোঽব্রবীদ্‌রৌহিণেয়ো নারদং দীনয়া গিরা ।
কিমবস্থন্তু তৎক্ষেত্রং যে চ তত্রাভবন্ নৃপাঃ ॥২২॥
শ্রুতমেতন্ময়া পূর্ব্বং সর্ব্বমেব তপোধন ! ।
বিস্তরশ্রবণে জাতং কৌতূহলমতীব মে ॥২৩॥

নারদ উবাচ ।

পূর্ব্বমেব হতো ভীষ্মো দ্রোণঃ সিন্ধুপতিস্তথা ।
হতো বৈকর্ত্তনঃ কর্ণঃ পুত্রাশ্চাস্য মহারথাঃ ॥২৪॥
ভূরিশ্রবা রৌহিণেয় ! মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র তত্র মহাবলাঃ ॥২৫॥
প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জয়ার্থং কৌরবস্য বৈ ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমরেষ্বনিবর্ত্তিনঃ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অতীবকুরুসংক্ষয়ঃ কুরুবংশধ্বংসো যস্মিন্ তত্তাদৃশমুপাখ্যানম্ ॥২১॥
তত ইতি । রৌহিণেয়ো রামঃ, দীনয়া উদ্বেগাৎ কাতরয়া । অভবন্ আসন্ ॥২২॥
নন্থ কিমিতঃ পূর্ব্বং ন শ্রুতমিদমিত্যাহ শ্রুতমিতি । শ্রুতং সংক্ষেপেণেতি ভাবঃ ॥২৩॥
পূর্ব্বমিতি । সিন্ধুপতির্জয়দ্রথঃ । বৈকর্ত্তন ইত্যস্য ব্যুৎপত্তিস্তু প্রাগ্ বহুশ উক্তাঃ ॥২৪॥
ভূরীতি । মদ্ররাজঃ শল্যঃ । হতা ইত্যনুবৃত্তিঃ ॥২৫—২৬॥

রাজা ! তাহার পর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ নারদ বলরামের নিকটে যুদ্ধে যে কুরুপাণ্ডবগণের ক্ষয় হইয়াছে, সেই বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিতে লাগিলেন ॥২১॥

তাহার পর বলরাম কাতর বাক্যে নারদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'বর্ত্তমান সময়ে কুরুক্ষেত্রের অবস্থা কি ? এবং সেখানে যে সকল রাজা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বা কি দশা হইয়াছে ? ॥২২॥

তপোধন ! আমি পূর্ব্বে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত সমস্তই শুনিয়াছি ; কিন্তু এক্ষণে বিস্তরক্রমে শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে' ॥২৩॥

নারদ বলিলেন—'পূর্ব্বেই ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, বৈকর্ত্তন কর্ণ এবং উহার মহারথ পুত্রেরা নিহত হইয়াছেন ॥২৪॥

রোহিণীনন্দন ! ভূরিশ্রবা ও বলবান্ শল্য ইহারা এবং অন্য বহুতর মহাবল

(২১)·· সর্ব্ববেদবিৎ···নি । (২৬)···প্রিয়ার্থং কৌরবস্য বৈ·· নি ।

অহতাংশ্চ মহাবাহো! শৃণু মে তত্র মাধব!।
ধার্ত্তরাষ্ট্রবলে শেষাস্ত্রয়ঃ সমিতিমর্দ্দনাঃ ॥২৭॥
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
তেঽপি বৈ বিদ্রুতা রাম! দিশো দশ ভয়াত্তদা ॥২৮॥
দুর্য্যোধনো হতে শল্যে প্রদ্রুতেষু কৃপাদিষু।
হ্রদং দ্বৈপায়নং নাম বিবেশ ভৃশদুঃখিতঃ ॥২৯॥
শয়ানং ধার্ত্তরাষ্ট্রন্তু স্তম্ভিতে সলিলে তদা।
পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণেন বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরার্দ্দয়ন্ ॥৩০॥
স তুদ্যমানো বলবান্ বাগ্‌ভী রাম! সমন্ততঃ।
উত্থিতঃ স হ্রদাদ্বীরঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

অহতানিতি। সমিতৌ যুদ্ধে। মর্দ্দয়ন্তি বিপক্ষান্ নিপীড়য়ন্তীতি তে তথোক্তাঃ ॥২৭॥
অথ কে ত ইত্যাহ কৃপ ইতি। বিদ্রুতাঃ পলায়িতাঃ ॥২৮॥
দুর্য্যোধন ইতি। প্রদ্রুতেষু পলায়িতেষু। আদিপদেন কৃতবর্ম্মাশ্বত্থাম্নোগ্রহণম্ ॥২৯॥
শয়ানমিতি। শয়ানমবতিষ্ঠমানম্, ধার্ত্তরাষ্ট্রং দুর্য্যোধনম্ ॥৩০॥
স ইতি। তুদ্যমানো ব্যথ্যমানঃ, সমন্ততো হ্রদস্য সর্ব্বাসু দিক্ষু ॥৩১॥

যোদ্ধা, আর যুদ্ধে অনিবর্ত্তী অনেক রাজা ও রাজপুত্র দুর্য্যোধনের জয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, লোকান্তরে গমন করিয়াছেন ॥২৫—২৬॥

মহাবাহু রাম! যাঁহারা সেস্থানে নিহত হন নাই, তাঁহাদের নামও শ্রবণ কর—দুর্য্যোধনের সমগ্র সৈন্যমধ্যে এখন মাত্র যুদ্ধবিজয়ী তিন জন অবশিষ্ট আছেন ॥২৭॥

রাম! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও বলবান্ অশ্বত্থামা এই তিন জন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছেন; তাঁহারাও তখন ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতেছিলেন ॥২৮॥

শল্য নিহত হইলে এবং কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা পলায়ন করিলে, দুর্য্যোধন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥২৯॥

তখন দুর্য্যোধন হ্রদের জল স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলে, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সহিত আসিয়া, ভীষণ বাক্যদ্বারা তাঁহাকে পীড়ন করিয়াছিলেন ॥৩০॥

রাম! পাণ্ডবেরা সকল দিক্ হইতে বাক্যদ্বারা ভর্ৎসনা করিলে লাগিলে, বীর দুর্য্যোধন গদা ধারণ করিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়াছেন ॥৩১॥

(২৭)···ত্রয়ঃ সমিতিশোভনাঃ···পি। (২৯)···হতে সৈন্যে প্রদ্রুতেষু কৃপাদিষু···পি,··· হতে সৈন্যে প্রদ্রুতেষু পদাতিষু···নি।

স চাপ্যুপগতে যোদ্ধুং ভীমেন সহ সাম্প্রতম্।
ভবিষ্যতি তয়োরদ্য যুদ্ধং রাম! সুদারুণম্ ॥৩২॥
যদি কৌতূহলং তেঽস্তি ব্রজ মাধব! মা চিরম্।
পশ্য যুদ্ধং মহাঘোরং শিষ্যয়োর্যদি মন্যসে ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা তানভ্যর্চ্চ্য দ্বিজর্ষভান্।
সর্ব্বান্ বিসর্জ্জয়ামাস যে তেনাভ্যাগতাঃ সহ ॥৩৪॥
গম্যতাং দ্বারকা চেতি সোঽন্বশাদনুযায়িনঃ।
সোঽবতীর্য্যাচলশ্রেষ্ঠাৎ প্লক্ষপ্রস্রবণাৎ শুভাৎ ॥৩৫॥
ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বা তীর্থফলং মহৎ।
বিপ্রাণাং সন্নিধৌ শ্লোকমগায়দিদমচ্যুতঃ ॥৩৬॥ (যুগ্মকম্)
সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ সরস্বতীবাসসমাঃ কুতো গুণাঃ।
সরস্বতীং প্রাপ্য দিবং গতা জনাঃ সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। স দুর্য্যোধনঃ। অদ্য ইদানীম্ ॥৩২॥

যদীতি। কৌতূহলং যুদ্ধদর্শনে, মা চিরং বিলম্বং কুরুষ্বেতি শেষঃ ॥৩৩॥

নারদস্যেতি। অভ্যর্চ্চ্য দানমানাভ্যাং সৎকৃত্য। অভ্যাগতাস্তীর্থযাত্রাকালে ॥৩৪॥

গম্যতামিতি। অন্বশাদাদিষ্টবান্। শ্লোকশব্দস্য পুংস্ত্বমপি, "শ্লোকান্যমূনি দশ পঞ্চ চ রাজপুত্রি!" ইতি কলাপচন্দ্রিকায়াং সুষেণধৃতবচনাচ্চ। অচ্যুতো ধর্ম্মাদভ্রষ্টঃ ॥৩৫—৩৬॥

রাম! এবং তিনি এখন ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব আজ তাঁহাদের অতিদারুণ যুদ্ধ হইবে ॥৩২॥

মধুবংশনন্দন! সেই যুদ্ধ দেখিতে তোমার যদি কৌতুক হয়, তবে সত্বর যাও, বিলম্ব করিও না। যদি ভাল মনে কর, তবে সেই শিষ্য দুই জনের অতিদারুণ যুদ্ধ দর্শন কর' ॥৩৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বলরাম নারদের কথা শুনিয়া—যাঁহারা তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই সম্মান দেখাইয়া বিদায় করিলেন ॥৩৪॥

'আপনারা দেশে যাইতে পারেন' এইভাবে বলরাম অনুচরগণকে আদেশ করিলেন। তাহার পর ধার্ম্মিক বলরাম মঙ্গলময় প্লক্ষপ্রস্রবণপর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, তীর্থের মহাফল শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া, ব্রাহ্মণগণের নিকটে এই শ্লোক বলিলেন—॥৩৫—৩৬॥

সরস্বতী সর্বনদীষু পুণ্যা সরস্বতী লোকসুখাবহা সদা।
সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ সুদুষ্কৃতং সদা ন শোচন্তি পরত্র চেহ চ ॥৩৮॥
ততো মুহুর্মুহুঃ প্রীত্যা প্রেক্ষমাণঃ সরস্বতীম্।
হয়ৈর্যুক্তং রথং শুভ্রমাতিষ্ঠত পরন্তপঃ ॥৩৯॥
স শীঘ্রগামিনা তেন রথেন যদুপুঙ্গবঃ।
দিদৃক্ষুরভিসংপ্রাপ্তঃ শিষ্যযুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সরস্বতীতি। সরস্বতীবাসসমা সরস্বতীতীরবাসানন্দতুল্যা। এবমন্যত্র। কুতঃ কুত্র, রতিরানন্দঃ। গুণাঃ স্বাস্থ্যলাভাদয়ো দৈহিকোৎকর্ষাঃ। দিবং স্বর্গম, গতাঃ স্নানাদিনা ॥৩৭॥

সরস্বতীতি। পুণ্যা অধিকপুণ্যজনিকা। সুখাবহা নির্ম্মলজলাদিনা। সুদুষ্কৃতং স্বকৃত-গুরুতরপাপম, পরত্র ইহ চ লোক ইতি শেষঃ ॥৩৮॥

তত ইতি। আতিষ্ঠত আরোহৎ, পরন্তপো বলরামঃ ॥৩৯॥

স ইতি। দিদৃক্ষুর্দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ, অভিসংপ্রাপ্তস্তদ্‌যুদ্ধদেশং গতঃ ॥৪০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

'সরস্বতীনদীর তীরে বাস করার আনন্দের তুল্য আনন্দ আর কোথায় পাওয়া যায়, সরস্বতীনদীর তীরে বাস করায় যেমন স্বাস্থ্যলাভ হয়, তেমন স্বাস্থ্য লাভ আর কোথায় হইয়া থাকে; মানুষ সরস্বতীনদীতে যাইয়া স্নান ও দান করার ফলে স্বর্গলোকে গমন করিয়াও সরস্বতীনদীকে স্মরণ করে ॥৩৭॥

সরস্বতীনদী অন্যান্য সমস্ত নদীর মধ্যেই অধিক পুণ্য উৎপাদন করে, সরস্বতী-নদী সর্বদাই লোকের সুখ সম্পাদন করিয়া থাকে এবং মানুষ সরস্বতীনদীর সংসর্গ লাভ করিয়া, ইহলোকে কিংবা পরলোকে নিজকৃত গুরুতর পাপের বিষয়েও শোক করে না' ॥৩৮॥

তাহার পর শত্রুসন্তাপকারী বলরাম প্রীতিসহকারে সরস্বতীনদীর দিকে মুহুর্মুহু দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া, অশ্বযুক্ত শুভ্রবর্ণ রথে আরোহণ করিলেন ॥৩৯॥

ক্রমে যদুবংশশ্রেষ্ঠ বলরাম উপস্থিত শিষ্য দুই জনের যুদ্ধ দর্শন করিবার ইচ্ছা করিয়া, শীঘ্রগামী সেই রথে যাইয়া যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥৪০॥

* '...চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '...পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং তদভবদ্‌যুদ্ধং তুমুলং জনমেজয়! ।
যত্র দুঃখান্বিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

রামং সন্নিহিতং দৃষ্ট্বা গদাযুদ্ধ উপস্থিতে।
মম পুত্রঃ কথং ভীমং প্রত্যযুধ্যত সঞ্জয়! ॥২॥

সঞ্জয় উবাচ।

রামসান্নিধ্যমাসাদ্য পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
যুদ্ধকামো মহাবাহুঃ সমহৃষ্যত বীর্য্যবান্ ॥৩॥
দৃষ্ট্বা লাঙ্গলিনং রাজা প্রত্যুত্থায় চ ভারত! ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তঃ সমভ্যর্চ্চ্য যথাবিধি।
আসনঞ্চ দদৌ তস্মৈ পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

প্রকৃতমুত্থাপয়তি এবমিতি। এবং রামতীর্থভ্রমণসমাপ্তৌ সত্যাম্। অব্রবীৎ সঞ্জয়ং প্রতি ॥১॥

রামমিতি। পুত্রো দুর্য্যোধনঃ, কথং কীদৃশম্ ॥২॥

রামমিতি। যুদ্ধং কাময়ত ইতি যুদ্ধকামঃ, সমহৃষ্যত রামসান্নিধ্যলাভেন ন্যায়যুদ্ধ সম্ভবাৎ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয়! এইভাবে বলরামের তীর্থপর্য্যটন সমাপ্ত হইলে, ভীম ও দুর্য্যোধনের সেই তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল; যে যুদ্ধবিষয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়া, সঞ্জয়ের নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! সেই গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন রামকে সন্নিহিত দেখিয়া, ভীমের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন?' ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! আপনার পুত্র বলবান্ ও যুদ্ধার্থী দুর্য্যোধন রামের সান্নিধ্য লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥৩॥

(২)…সন্নিহিতং শ্রুত্বা…বা নি। (৩)…যোদ্ধকামো মহাবাহুঃ—পি বা নি।

ততো যুধিষ্ঠিরং রামো বাক্যমেতদুবাচ হ।
মধুরং ধর্ম্মসংযুক্তং শূরাণাং হিতমেব চ ॥৫॥
ময়া শ্রুতং কথয়তামৃষীণাং রাজসত্তম!।
কুরুক্ষেত্রং পরং পুণ্যং পাবনং স্বর্গ্যমেব চ।
দৈবতৈর্ঋষিভির্জুষ্টং ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৬॥
তত্র বৈ যোৎস্যমানা যে দেহং ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ।
তেষাং স্বর্গে ধ্রুবো বাসঃ শক্রেণ সহ মারিষ! ॥৭॥
তস্মাৎ সমন্তপঞ্চকমিতো যাম দ্রুতং নৃপ!।
প্রথিতোত্তরবেদী সা দেবলোকে প্রজাপতেঃ ॥৮॥
তস্মিন্মহাপুণ্যতমে ত্রৈলোক্যস্য সনাতনে।
সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য ধ্রুবং স্বর্গো ভবিষ্যতি ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্ট্বেতি। লাঙ্গলিনং রামম্, রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। অভ্যর্চ্চ্য প্রণম্য। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥

তত ইতি। শূরাণাং হিতং হতত্বেঽপি স্বর্গলাভসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

ময়েতি। পুণ্যং পুণ্যজনকম্ অতএব স্বর্গ্যং স্বর্গজনকোপযোগি। জুষ্টং সেবিতম্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৬॥

তত্রেতি। হে মারিষ! আর্য্য, সজ্জন! ইতি যাবৎ, "আর্য্যস্তু মারিষঃ" ইত্যমরঃ ॥৭॥

তস্মাদিতি। উত্তরবেদী যজ্ঞস্য উত্তমা পরিষ্কৃতা ভূমিঃ, প্রজাপতের্ব্রহ্মণঃ ॥৮॥

ভরতনন্দন! রাজা যুধিষ্ঠির বলরামকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া যথাবিধানে প্রণামপূর্ব্বক রামকে বসিবার আসন দান করিলেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৪॥

তাহার পর রাম যুধিষ্ঠিরকে মধুর, ধর্ম্মসঙ্গত ও বীরগণের হিতজনক এই বাক্য বলিলেন—॥৫॥

'রাজশ্রেষ্ঠ! ঋষিরা বলিতেছিলেন, আমি তখন শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র— মহাপুণ্যজনক, পবিত্র ও স্বর্গজনকোপযোগী। সেই জন্যই দেবতারা, ঋষিরা ও মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা উহার সেবা করিয়া থাকেন ॥৬॥

সজ্জন! যে সকল মানুষ সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া নিহত হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইন্দ্রের সহিত স্বর্গলোকে বাস করেন ॥৭॥

অতএব রাজা! আমরা এ স্থান হইতে সত্বর সেই সমন্তপঞ্চকে যাই। কারণ সেই স্থানটী প্রজাপতির উত্তরবেদী বলিয়া দেবলোকে প্রসিদ্ধ ॥৮॥

(১) ধ্রুবং স্বর্গং গমিষ্যসি⋯নি।

তথেত্যুক্ত্বা মহারাজ! কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
সমন্তপঞ্চকং বীরঃ প্রায়াদভিমুখঃ প্রভুঃ ॥১০॥
ততো দুর্য্যোধনো রাজা প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
পদ্ভ্যামমর্ষী দ্যুতিমানগচ্ছৎ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১১॥
তথা যান্তং গদাহস্তং বর্ম্মণা চাপি দংশিতম্।
অন্তরীক্ষগতা দেবাঃ সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্।
বাতিকাশ্চারণা যে তু দৃষ্ট্বা তে হর্ষমাগতাঃ ॥১২॥
স পাণ্ডবৈঃ পরিবৃতঃ কুরুরাজস্তবাত্মজঃ।
মত্তস্যেব গজেন্দ্রস্য গতিমাস্থায় সোঽব্রজৎ ॥১৩॥
ততঃ শঙ্খনিনাদৈশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ।
সিংহনাদৈশ্চ শূরাণাং দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রপূরিতাঃ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি। সনাতনে চিরকালীনে। প্রাপ্য গচ্ছত ইতি শেষঃ ॥৯॥

তথেতি। অভিমুখঃ সমন্তপঞ্চকস্যৈব, প্রভুঃ প্রভাববান্ ॥১০॥

তত ইতি। পদ্ভ্যাং রথাদ্যভাবাৎ, অমর্ষী কোপনঃ, দ্যুতিমান্ তেজস্বী ॥১১॥

তথেতি। দংশিতম্ আবৃতদেহম্। বাতেন বায়ুভরেণ আকাশে গচ্ছন্তীতি বাতিকাঃ, চারণা দেবযোনিবিশেষাঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

ত্রিভুবনেরই পুণ্যজনক সনাতন সেই সমন্তপঞ্চকে যিনি যুদ্ধে নিহত হন, নিশ্চয়ই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়া থাকে ॥৯॥

মহারাজ! 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া প্রভাবশালী ও বীর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অভিমুখ হইয়া সমন্তপঞ্চকে গমন করিলেন ॥১০॥

তখন কোপনস্বভাব ও তেজস্বী রাজা দুর্য্যোধন বিশাল গদা ধারণ করিয়া পাদচারেই পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিলেন ॥১১॥

বর্ম্মাবৃতদেহ ও গদাধারী দুর্য্যোধন পাদচারে গমন করিতে লাগিলে, আকাশবর্ত্তী দেবতারা 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং যে সকল চারণ বায়ুভর করিয়া আকাশে বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহারাও তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ॥১২॥

মহারাজ! আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মত্তহস্তীর ন্যায় গতি অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

(১১)···পদ্ভ্যামমর্ষাৎ···বঙ্গ বর্দ্ধ সো। (১২)···বার্ত্তিকাশ্চারণা যে তু···বঙ্গ বর্দ্ধ সো। (১৪) ততঃ শঙ্খনিনাদেন—বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নি।

প্রতীচ্যভিমুখং দেশং যথোদ্দিষ্টং সুতেন তে।
গত্বা তু তৈঃ পরিক্ষিপ্তঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতো দিশঃ ॥১৫॥
দক্ষিণেন সরস্বত্যাশ্চাপরং তীর্থমুত্তমম্।
তস্মিন্ দেশে সুনির্ম্মুক্তে তে তু যুদ্ধমরোচয়ন্ ॥১৬॥
ততো ভীমো মহাকায়াং গদাং গৃহ্যাথ বর্ম্মভৃৎ।
বিভ্রদ্রূপং মহারাজ! সদৃশং হি গরুত্মতঃ ॥১৭॥
অববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ সংখ্যে কাঞ্চনবর্ম্মভৃৎ।
ররাজ রাজন্! পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাড়িব।
সৃক্কণী সংলিহন্ রাজন্! ক্রোধরক্তেক্ষণঃ শ্বসন্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। গতিমিব গতিং সগর্ব্বং গমনম্, আস্থায় অবলম্ব্য ॥১৩॥

তত ইতি। বাদ্যং নাম বীরাণামুৎসাহবর্দ্ধকমিতি ভাবঃ ॥১৪॥

প্রতীচীতি। সুতেন সহ। পরিক্ষিপ্তস্তব সুতঃ পরিবেষ্টিতঃ, সর্ব্বতঃ সর্ব্বা দিশঃ প্রাপ্য ॥১৫॥

দক্ষিণেনেতি। তীর্থমস্তীতি শেষঃ। সুনির্ম্মুক্তে অনাবৃতে ॥১৬॥

তত ইতি। মহাকায়াং বিশালাম্, গৃহ্য গৃহীত্বা। গরুত্মতো গরুড়স্য, বিভ্রৎ ধারয়ন্নাসীদিতি শেষঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১১॥ বাতিকা বাতেন সহ গচ্ছন্তি তে আকাশচারিণঃ, চারণাঃ সিদ্ধবিশেষাঃ ॥১২—১৪॥ প্রতীচ্যভিমুখমিত্যত্র প্রতীয়েতিপাঠে প্রতিগত্যান্যোন্যাভিমুখং প্রাতিভট্যেন প্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥১৫॥ স্বয়নং সুগতিদম্। অনিরিণে অমুষরে। অনিঘৃণে ইতি

তাহার পর শঙ্খধ্বনি, ভেরীর মহাশব্দ ও বীরগণের সিংহনাদে সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল ॥১৪॥

ক্রমে পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের সহিত পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া তাঁহাকে সকল দিকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন ॥১৫॥

সরস্বতীনদীর দক্ষিণ দিকে অন্য একটী উত্তম তীর্থ আছে; সেই অনাবৃতস্থানে তাঁহারা যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৬॥

মহারাজ! তাহার পর বর্ম্মধারী ভীমসেন বিশাল গদা ধারণ করিয়া, গরুড়ের ন্যায় আকৃতি ধারণ করিলেন ॥১৭॥

(১৬)…তস্মিন্ দেশে ঘনিরিণে…বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি। (১৭) ততো ভীমো মহাকোটিং· ·বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো নি।

তেতো দুর্য্যোধনো রাজা গদামাদায় বীর্য্যবান্।
ভীমসেনমভিপ্রেক্ষ্য গজো গজমিবাহ্বয়ৎ ॥১৯॥
অদ্রিসারময়ীং ভীমস্তথৈবাদায় বীর্য্যবান্।
আহ্বয়ামাস নৃপতিং সিংহঃ সিংহং যথা বনে ॥২০॥
তাবুদ্যতগদাপাণী দুর্য্যোধনবৃকোদরৌ।
সংযুগে প্রচকাশেতে গিরী সশিখরাবিব ॥২১॥
তাবুভৌ সমিতিক্রুদ্ধাবুভৌ ভীমপরাক্রমৌ।
উভৌ শিষ্যৌ গদাযুদ্ধে রৌহিণেয়স্য ধীমতঃ ॥২২॥
উভৌ সদৃশকর্ম্মাণৌ ময়বাসবয়োরিব।
তথা সদৃশকর্ম্মাণৌ বরুণস্য মহাবলৌ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি। কাঞ্চনঃ স্বর্ণময়ঃ, শৈলরাট্ সুমেরুঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৮॥

তত ইতি। আহ্বয়ৎ যুদ্ধায়েতি শেষঃ ॥১৯॥

অদ্রীতি। অদ্রিসারময়ীং লৌহময়ীং গদাম্। আহ্বয়ামাস আজুহাব, নৃপতিং দুর্য্যোধনম্ ॥২০॥

তাবিতি। উদ্যতে উত্তোলিতে গদে পাণ্যোর্যয়োস্তৌ। গিরী পর্ব্বতৌ, সশিখরৌ শৃঙ্গযুক্তৌ ॥২১॥

তাবিতি। সমিতি যুদ্ধে। রৌহিণেয়স্য বলরামস্য ॥২২॥

রাজা! এদিকে স্বর্ণময় বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণধারী দুর্য্যোধন সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করিতে থাকিলেন ॥১৮॥

তদনন্তর বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন গদাধারণপূর্ব্বক ভীমের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক হস্তী যেমন অপর হস্তীকে আহ্বান করে, সেইরূপ ভীমকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥১৯॥

সেইরূপই বলবান্ ভীমসেনও লৌহময়ী গদা ধারণ করিয়া, বনে এক সিংহ যেমন অপর সিংহকে আহ্বান করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥২০॥

তৎকালে ভীম ও দুর্য্যোধন উত্তোলিত গদা ধারণ করিয়া শৃঙ্গযুক্ত দুইটা পর্ব্বতের ন্যায় রণস্থলে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥২১॥

তাঁহারা দুই জনই যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী ও গদাযুদ্ধে বুদ্ধিমান্ বলরামের শিষ্য ছিলেন ॥২২॥

বাসুদেবস্য রামস্য তথা বৈশ্রবণস্য চ।
সদৃশৌ তৌ মহারাজ! মধুকৈটভয়োর্যুধি ॥২৪॥
উভৌ সদৃশকর্ম্মাণৌ তথা সুন্দোপসুন্দয়োঃ।
রামরাবণয়োশ্চৈব বালিসুগ্রীবয়োস্তথা ॥২৫॥
তথৈব কালস্য সমৌ মৃত্যোশ্চৈব পরন্তপৌ।
অন্যোন্যমভিধাবন্তৌ মত্তাবিব মহাদ্বিপৌ।
বাসিতাসঙ্গমে দৃপ্তৌ শরদীব মদোৎকটৌ ॥২৬॥
উভৌ ক্রোধবিষং দীপ্তং বমন্তাবুরগাবিব।
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ প্রেক্ষমাণাবরিন্দমৌ ॥২৭॥
উভৌ ভরতশার্দ্দূলৌ বিক্রমেণ সমন্বিতৌ।
সিংহাবিব দুরাধর্ষৌ গদাযুদ্ধে পরন্তপৌ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

উভাবিতি। ময়ো নাম দানবঃ, বাসবশ্চেন্দ্রস্তয়োঃ। সদৃশং কর্ম্ম যয়োস্তৌ ॥২৩॥
বাস্বিতি। বাসুদেবস্য কৃষ্ণস্য, রামস্য বলদেবস্য, বৈশ্রবণস্য কুবেরস্য ॥২৪॥
উভাবিতি। সুন্দোপসুন্দয়োর্দানবয়োঃ ॥২৫॥
তথেতি। কালস্য যমস্য রুদ্রস্য বা। বাসিতা ঋতুমতী হস্তিনী। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৬॥
উভাবিতি। অভিসংরব্ধৌ সর্বথা সোৎসাহৌ আস্তামিতি শেষঃ ॥২৭॥
উভাবিতি। ভরতশার্দ্দূলৌ ভরতবংশশ্রেষ্ঠৌ ॥২৮॥

দুই জনই ময়দানব ও ইন্দ্রের তুল্য কার্য্য করিতে পারিতেন এবং বরুণের তুল্য কার্য্যকারী ও মহাবল ছিলেন ॥২৩॥

মহারাজ! তাঁহারা যুদ্ধে কৃষ্ণ, বলরাম, কুবের, মধু ও কৈটভের সমান ছিলেন ॥২৪॥

দুই জনই সুন্দ ও উপসুন্দ, রাম ও রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের সদৃশ কার্য্য করিতে সমর্থ ছিলেন ॥২৫॥

তাঁহারা দুই জনই রুদ্রের তুল্য ও যমের সমান শত্রুসন্তাপকারী ছিলেন এবং দুইটা মত্ত মহাহস্তীর ন্যায় পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, আর শরৎকালে ঋতুমতী হস্তিনীর সঙ্গমার্থে দর্পশালী দুইটা হস্তীর ন্যায় মত্ত হইয়া গিয়াছিলেন ॥২৬॥

শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্য্যোধন—সর্প যেমন বিষ উদ্‌গার করে, সেইরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহী হইয়াছিলেন ॥২৭॥

মত্তাবিব জিগীষন্তৌ মাতঙ্গৌ ভরতর্ষভ।।
নখদংষ্ট্রায়ুধৌ বীরৌ ব্যাঘ্রাবিব দুরুৎসহৌ ॥২৯॥
প্রজাসংহরণে ক্ষুব্ধৌ সমুদ্রাবিব দুস্তরৌ।
লোহিতাঙ্গাবিব ক্রুদ্ধৌ প্রতপন্তৌ মহারথৌ ॥৩০॥
পূর্ব্বপশ্চিমজৌ মেঘৌ বায়ুনা ক্ষুভিতৌ যথা।
গর্জমানং সুবিষমং ক্ষরন্তৌ প্রাবৃষীব হি ॥৩১॥
রশ্মিযুক্তৌ মহাত্মানৌ দীপ্তিমন্তৌ মহাবলৌ।
দদৃশাতে কুরুশ্রেষ্ঠৌ কালসূর্য্যাবিবোদিতৌ ॥৩২॥
ব্যাঘ্রাবিব সুসংরব্ধৌ গর্জন্তাবিব তোয়দৌ।
জহৃষাতে মহাবাহূ সিংহৌ কেশরিণাবিব ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

মত্তাবিতি। জিগীষন্তৌ পরস্পরং জেতুমিচ্ছন্তৌ। দুরুৎসহৌ পরেষাং দুঃসহৌ ॥২৯॥

প্রজেতি। প্রজাসংহরণে লোকসংহারকালে। লোহিতাঙ্গাবিব দ্বৌ মঙ্গলগ্রহাবিব ॥৩০॥

পূর্ব্বেতি। ক্ষুভিতৌ সঞ্চালিতৌ। ক্ষরন্তৌ বর্ষন্তৌ, প্রাবৃষি বর্ষাকালে। যথাশব্দ-স্থিতেরিবশব্দঃ সম্ভাবনায়াম্ ॥৩১॥

রশ্মীতি। রশ্মিযুক্তৌ কিরণসমন্বিতৌ। কালসূর্য্যৌ প্রলয়কালীনসূর্য্যৌ ॥৩২॥

ব্যাঘ্রাবিতি। সুসংরব্ধৌ অতীবক্রুদ্ধৌ, তোয়দৌ মেঘৌ। জহৃষাতে যুদ্ধার্থং হৃষ্টৌ, কেশরিণৌ কেশরযুক্তৌ। এতেনোভয়োরুদ্গতং তেজঃ আক্ষিপ্যতে ॥৩৩॥

দুই জনই ভরতবংশশ্রেষ্ঠ, বিক্রমসমন্বিত এবং গদাযুদ্ধে সিংহের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ও শত্রুসন্তাপক ছিলেন ॥২৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা দুই জনই দুইটা মত্তহস্তীর ন্যায় পরস্পর জয় করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন এবং নখ ও দন্তশস্ত্রধারী দুইটা ব্যাঘ্রের ন্যায় অন্যের দুঃসহ ছিলেন ॥২৯॥

তাঁহারা দুই জনই মহারথ এবং প্রলয়কালে উদ্বেলিত দুইটা সমুদ্রের ন্যায় দুস্তর ছিলেন, আর ক্রুদ্ধ দুইটা মঙ্গলগ্রহের ন্যায় পরস্পর সন্তাপ জন্মাইতেছিলেন ॥৩০॥

বর্ষাকালে বায়ুসঞ্চালিত পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী ভীষণ গর্জ্জন ও বর্ষণকারী দুইটা মেঘের ন্যায় তাঁহারা দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥৩১॥

মহাত্মা, মহাবল ও কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন কিরণযুক্ত ও দীপ্তিশালী প্রলয়কালে উদিত দুইটা সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥৩২॥

(৩১)···মেঘৌ প্রেক্ষমাণামরিন্দমৌ—নি।

গজাবিব সুসংরব্ধৌ জ্বলিতাবিব পাবকৌ।
দদৃশাতে মহাত্মানৌ সশৃঙ্গাবিব পর্ব্বতৌ ॥৩৪॥
রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠৌ নিরীক্ষন্তৌ পরস্পরম্।
তৌ সমেতৌ মহাত্মানৌ গদাহস্তৌ নরোত্তমৌ ॥৩৫॥
উভৌ পরমসংহৃষ্টাবুভৌ পরমসম্মতৌ।
সদশ্বাবিব হেষন্তৌ বৃংহন্তাবিব কুঞ্জরৌ ॥৩৬॥
বৃষভাবিব গর্জ্জন্তৌ দুর্য্যোধনবৃকোদরৌ।
দৈত্যাবিব বলোন্মত্তৌ রেজতুস্তৌ নরোত্তমৌ ॥৩৭॥
ততো দুর্য্যোধনো রাজন্নিদমাহ যুধিষ্ঠিরম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঞ্চৈব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

গজাবিতি। পাবকৌ বহ্নিদ্বয়ম্। সশৃঙ্গাবিত্যনেন উন্নতগদয়োঃ সাদৃশ্যমাক্ষিপ্তম্ ॥৩৪॥
রোষাদিতি। প্রস্ফুরমাণোষ্ঠৌ মুহুস্পন্দমানাধরৌ। সমেতৌ উপগতৌ ॥৩৫॥
উভাবিতি। হেষন্তৌ হেষারবং কুর্ব্বন্তৌ. বৃংহন্তৌ বৃংহিতধ্বনিঞ্চ কুর্ব্বন্তাবাস্তাম্ ॥৩৬॥
বৃষভাবিতি। রেজতুর্বীরশোভয়া শুশুভাতে ॥৩৭॥
তত ইতি। আহ ব্রবীতি স্ম। সহিতং সম্মিলিতম্ ॥৩৮॥

মহাবাহু ভীম ও দুর্য্যোধন অত্যন্তক্রুদ্ধ দুইটা ব্যাঘ্রের ন্যায়, গর্জ্জনকারী দুইটা মেঘের তুল্য এবং কেশরযুক্ত দুইটা সিংহের সদৃশ, পরস্পর হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

মহাত্মা ভীম ও দুর্য্যোধন অতিশয় ক্রুদ্ধ দুইটা হস্তীর সমান, প্রজ্বলিত দুইটী অগ্নির সদৃশ এবং শৃঙ্গযুক্ত দুইটা পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥৩৪॥

ক্রোধকম্পিতোষ্ঠ, পরস্পরনিরীক্ষণকারী, মহাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ ভীম এবং দুর্য্যোধন ক্রমে গদাহস্তে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলেন ॥৩৫॥

তৎকালে হেষারবকারী উত্তম দুইটা অশ্বের ন্যায় এবং বৃংহিতধ্বনিকারী দুইটা হস্তীর তুল্য, বলবীর্য্যে লোকসম্মত, ভীম ও দুর্য্যোধন দুই জনই যুদ্ধার্থে হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥৩৬॥

ক্রমে নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন দুইটা বৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং দুইটা দৈত্যের ন্যায় বলে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন ॥৩৭॥

রাজা! তাহার পর দুর্য্যোধন—মহাত্মা কৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন—॥৩৮॥

রামেণামিতবীর্য্যেণ বাক্যং শৌটীর্য্যসম্মতম্ ।
কৈকেয়ৈঃ সৃঞ্জয়ৈর্গুপ্তং পাঞ্চালৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৩৯॥
ইদং ব্যবস্থিতং যুদ্ধং মম ভীমস্য চোভয়োঃ ।
উপোপবিষ্টাঃ পশ্যধ্বং সহৈভির্নৃপপুঙ্গবৈঃ ।
শ্রুত্বা দুর্য্যোধনবচঃ প্রত্যপদ্যন্ত তত্তথা ॥৪০॥
ততঃ সমুপবিষ্টং তৎ সুমহদ্রাজমণ্ডলম্ ।
বিরাজমানং দদৃশে দিবীবাদিত্যমণ্ডলম্ ॥৪১॥
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূর্ব্বজঃ ।
উপবিষ্টো মহারাজ ! পূজ্যমানঃ সমন্ততঃ ॥৪২॥
শুশুভে রাজমধ্যস্থো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ ।
নক্ষত্রৈরিব সম্পূর্ণো বৃতো নিশি নিশাকরঃ ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

রামেণেতি। শৌটীর্য্যসম্মতং ঔদার্য্যেণ প্রিয়ম্ উক্তমিতি শেষঃ। গুপ্তং রক্ষিতম্, যুধিষ্ঠিরং প্রতীতি শেষঃ ॥৩৯॥

তদ্বাক্যার্থমনুবদতি ইদমিতি। উপোপবিষ্টাঃ সন্নিধৌ সন্নিধৌ আসীনাঃ। প্রত্যপদ্যন্ত অন্বতিষ্ঠন্ সর্ব্ব এবেতি শেষঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪০॥

তত ইতি। রাজ্ঞাং মণ্ডলং সমূহঃ। দিবি গগনে ॥৪১॥

তেষামিতি। শ্রীমান্ কান্তিমান্। সিতপ্রভঃ শুভ্রকান্তিঃ ॥৪২—৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

পাঠে নিহীনয়া ঘৃণয়া কথমহং ভ্রাতরং বধিষ্যামীত্যেবংরূপয়া করুণয়া রহিতে, অতএব সমরে নিষ্ঠুরত্বং প্রশস্যতে স্বর্গহেতুত্বাৎ ॥১৬—২৬॥ বাসিতাসঙ্গমে এককরিণীসঙ্গমার্থে, দৃপ্তৌ মোহিতৌ ॥২৭—৩০॥ লোহিতাঙ্গৌ দ্বৌ কুজাবিবেত্যভূতোপমা ॥৩১—৩৩॥ জহৃষাতে হর্ষং প্রাপতুঃ ॥৩৪—৩৮॥ শৌটীর্য্যসম্মতং গর্ব্বযুক্তম্ ॥৩৯—৪৫॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫১॥

'অমিতশক্তিশালী রাম—মহাত্মা পাঞ্চালগণ, কেকয়গণ ও সৃঞ্জয়গণরক্ষিত যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঔদার্য্যসম্মত বাক্যই বলিয়াছেন ॥৩৯॥

সুতরাং আপনারা সকলে নিকটে নিকটে উপবেশন করিয়া, আমার ও ভীমের এই ব্যবস্থিত যুদ্ধ দর্শন করুন'। দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া, তখন সকলেই সেইরূপ করিলেন ॥৪০॥

তৎপরে দেখা গেল—উপবিষ্ট রাজসমূহ আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥৪১॥

তৌ তথা তু মহারাজ! গদাহস্তৌ সুদুঃসহৌ।
অন্যোন্যং বাগ্ভিরুগ্রাভিস্তক্ষমাণৌ ব্যবস্থিতৌ ॥৪৪॥
অপ্রিয়াণি ততোঽন্যোন্যমুক্ত্বা তৌ কুরুসত্তমৌ।
উদীক্ষন্তৌ স্থিতৌ বীরৌ বৃত্রশক্রৌ যথাহবে ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—— :*: ——

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

-:০*০:-

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বাগ্যুদ্ধমভবত্তুমুলং জনমেজয়!।
যত্র দুঃখান্বিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। সুদুঃসহাবন্যেষাম্। তক্ষমাণৌ খর্ব্বীকুর্ব্বন্তৌ ॥৪৪॥

অপ্রিয়াণীতি। বৃত্রো নামাসুরঃ শক্র ইন্দ্রশ্চ তৌ, আহবে যুদ্ধে ॥৪৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

তত ইতি। বাগ্যুদ্ধং ভীমদুর্য্যোধনয়োরিতি শেষঃ। যত্র বাগ্যুদ্ধবিষয়ে ॥১॥

মহারাজ! সুন্দরমূর্ত্তি, শুভ্রকান্তি ও নীলবস্ত্রধারী মহাবাহু বলরাম সেই বীরগণ ও রাজগণের মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া, রাত্রিকালে নক্ষত্রপরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; তখন সকল দিকে সকলেই তাঁহার সম্মান করিতে থাকিল ॥৪২—৪৩॥

মহারাজ! অন্যের পক্ষে অতিদুঃসহ ও গদাধারী ভীম এবং দুর্য্যোধন ভীষণ বাক্যদ্বারা পরস্পর ভর্ৎসনা করিতে থাকিয়া, যুদ্ধের নিয়মে দাঁড়াইলেন ॥৪৪॥

ক্রমে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন পরস্পর অপ্রিয় বাক্য সকল বলিয়া, রণস্থলে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেন' ॥৪৫॥

---

(৪৫)···উদীক্ষন্তৌ স্থিতৌ তত্র···নি। * '··পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '···ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

ধিগস্তু খলু মানুষ্যং যস্য নিষ্ঠেয়মীদৃশী।
একাদশচমূভর্ত্তা যত্র পুত্রো মমানঘ ! ॥২॥
আজ্ঞাপ্য সর্ব্বান্ নৃপতীন্ ভুক্ত্বা চেমাং বসুন্ধরাম্।
গদামাদায় চৈকাকী পদাতিঃ প্রস্থিতো রণে ॥৩॥ (যুগ্মকম্)
ভূত্বা হি জগতো নাথো হ্যনাথ ইব মে সুতঃ।
গদামুদ্যম্য যো যাতি কিমন্যদ্ভাগধেয়তঃ ॥৪॥
অহো দুঃখং মহৎ প্রাপ্তং পুত্রেণ মম সঞ্জয় ! ।
এবমুক্ত্বা সুদুঃখার্ত্তো বিররাম জনাধিপঃ ॥৫॥

সঞ্জয় উবাচ।

স মেঘনিনদো হর্ষান্নিনদন্নিব গোবৃষঃ।
আজুহাব তদা পার্থং যুদ্ধায় যুধি বীর্য্যবান্ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ধিগিতি। মানুষ্যং মনুষ্যত্বম্ ; নিষ্ঠা পরিণামঃ। একাদশচমূভর্ত্তা একাদশাক্ষৌহিণীপতিঃ। পদাতিঃ পাদচারী সন্ ॥২—৩॥

ভূত্বেতি। অনাথো নিঃসহায়ঃ। সর্ব্বমেতদ্দুর্ভাগ্যস্যৈব ফলমিতি ভাবঃ ॥৪॥

অহো ইতি। বিররাম নীরবো বভূব। জনাধিপো ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥৫॥

স ইতি। মেঘনিনদো মেঘ ইব গম্ভীরস্বরঃ। গোবৃষো মহাবৃষভঃ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজা জনমেজয় ! তাহার পর ভীম ও দুর্য্যোধনের তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ হইল ; যে বিষয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়া, সঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন—॥১॥

'নিষ্পাপ সঞ্জয় ! যাহার পরিণাম এইরূপ সেই মনুষ্যত্বকে ধিক্, যেহেতু আমার পুত্র দুর্য্যোধন একাদশাক্ষৌহিণীর পতি হইয়া, এ যাবৎ সমস্ত রাজাকে আদেশ দিয়া এবং এই পৃথিবী ভোগ করিয়া, পরে গদা লইয়া একাকী পাদচারে রণস্থলে গমন করিয়াছিলেন ॥২—৩॥

আমার যে পুত্র পৃথিবীর নাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় একাকী গদা লইয়া গমন করেন, তাহার এই বিষয়ে দুর্ভাগ্য ভিন্ন অন্য কোন্ কারণ বলা যাইতে পারে ॥৪॥

হায় সঞ্জয় ! আমার পুত্র গুরুতর দুঃখই পাইয়াছেন'। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন ॥৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'তখন মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বর ও বলবান্ দুর্য্যোধন আনন্দ-

(৩)···গদামাদায় বেগেন · পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।

ভীমমাহ্বয়মানে তু কুরুরাজে মহাত্মনি।
প্রাদুরাসন্ সুঘোরাণি রূপাণি বিবিধান্যুত ॥৭॥
ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ।
বভূবুশ্চ দিশঃ সর্ব্বাস্তিমিরেণ সমাবৃতাঃ ॥৮॥
মহাস্বনাঃ সনির্ঘাতাস্তুমুলা লোমহর্ষণাঃ।
পেতুস্তথোল্কাঃ শতশঃ স্ফোটয়ন্ত্যো নভস্তলাৎ ॥৯॥
রাহুশ্চাগ্রসদাদিত্যমপর্ব্বণি বিশাংপতে।।
চকম্পে চ মহাকম্পং পৃথিবী সবনদ্রুমা ॥১০॥
রূক্ষাশ্চ বাতাঃ প্রববুর্নীচৈঃ শর্করবর্ষিণঃ।
গিরীণাং শিখরাণ্যেব ন্যপতন্ত মহীতলে ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ভীমমিতি। রূপাণি দুর্লক্ষণানি। উতশব্দঃ পাদপূরণে ॥৭॥

ববুরিতি। নির্ঘাতেন বাতাহতবাতপাতেন সহেতি তে, পাংশুবর্ষং ধূলিবৃষ্টিঃ ॥৮॥

মহেতি। স্ফোটয়ন্ত্যো ভুবং বিদারয়ন্ত্য ইব ॥৯॥

রাহুরিতি। অপর্বণি অমাবস্তারূপপর্বণ এব অনির্দ্দিষ্টকালে। তত্তিথেরমাবস্তাত্বেন পর্বরূপত্বাৎ "অমাবস্তান্তু সায়াহ্নে রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ" ইতি ভারতসাবিত্র্যুক্তেঃ। অমাবস্তাপ্রতিপৎসন্ধিক্ষণো হি গ্রহণকালো জ্যোতিষশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্টো দ্রষ্টব্যঃ। মহান্ কম্পশ্চলনং যস্মিন্ কর্ম্মণি তত্তথা ॥১০॥

সহকারে মহাবৃষের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, যুদ্ধ করিবার জন্য ভীমসেনকে আহ্বান করিলেন ॥৬॥

মহাবল দুর্য্যোধন যুদ্ধে ভীমসেনকে আহ্বান করিলে, অতিভীষণ নানাবিধ দুর্লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইতে লাগিল ॥৭॥

(বায়ুকর্তৃক আহত বায়ুপতনের নাম—নির্ঘাত) নির্ঘাতের সহিত বায়ু বহিতে লাগিল, ধূলিবৃষ্টি হইতে থাকিল এবং সমস্ত দিক্‌ই অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল ॥৮॥

বিশালশব্দকারী, তুমুল ও লোমহর্ষণ শত শত উল্কা ভূতল যেন বিদীর্ণ করিতে থাকিয়া, আকাশ হইতে পড়িতে লাগিল ॥৯॥

নরনাথ! রাহু অমাবস্যার অনির্দ্দিষ্টকালে আসিয়া সূর্য্যকে গ্রাস করিল এবং বনবৃক্ষের সহিত ভূমি কাঁপিতে লাগিল; তাহাতে ভূমিস্থিত সকল পদার্থেরই মহাকম্পন হইতে থাকিল ॥১০॥

---

(৮)...সুনির্ঘাতাঃ...পি বঙ্গ বর্দ্ধ। (৯)...সুনির্ঘাতাঃ...নি। (১১) নীচাশ্চ বাতাঃ ...পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

মৃগা বহুবিধাকারাঃ সংপতন্তি দিশো দশ।
দীপ্তাঃ শিবাশ্চাপ্যনদন্ ঘোররূপাঃ সুদারুণাঃ ॥১২॥
নির্ঘাতাশ্চ মহাঘোরা বভূবুর্লোমহর্ষণাঃ।
দীপ্তায়াং দিশি রাজেন্দ্র! মৃগাশ্চাশুভবেদিনঃ ॥১৩॥
উদপানগতাশ্চাপো ব্যবর্দ্ধন্ত সমন্ততঃ।
অশরীরা মহানাদাঃ শ্রূয়ন্তে স্ম তদা নৃপ! ॥১৪॥
এবমাদীনি দৃষ্ট্বাথ নিমিত্তানি বৃকোদরঃ।
উবাচ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৫॥
নৈষ শক্তো রণে জেতুং মন্দাত্মা মাং সুযোধনঃ।
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিগূঢ়ং হৃদয়ে চিরম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

রূক্ষা ইতি। রূক্ষা অশীতলাঃ। শর্করবর্ষিণঃ অতিক্ষুদ্রপ্রস্তরখণ্ডবর্ষিণঃ ॥১১॥
মৃগা ইতি। সংপতন্তি বিচরন্তি স্ম। দীপ্তা জ্বলিতবদনাঃ, শিবাঃ শৃগালাঃ ॥১২॥
নির্ঘাতা ইতি। দীপ্তায়াং দাহেন রক্তবর্ণায়াম্। অশুভবেদিনঃ অমঙ্গলসূচকাঃ ॥১৩॥
উদেতি। উদপানগতা জলাশয়স্থিতাঃ, আপো জলম। অশরীরা অশরীরিপ্রযুক্তাঃ ॥১৪॥
এবমিতি। নিমিত্তানি দুর্লক্ষণানি। এতানি তু দুর্য্যোধনং প্রত্যেবেতি ভাবঃ ॥১৫॥

শর্করবর্ষী রূক্ষ বায়ু নীচ দিয়া বহিতে লাগিল এবং পর্ব্বতশৃঙ্গসকল ভূতলে পতিত হইতে থাকিল ॥১১॥

নানাবিধমূর্ত্তি হরিণ সকল দশ দিকে বিচরণ করিতে লাগিল এবং উজ্জ্বলমুখ ও ভীষণমূর্ত্তি শৃগালসমূহ ভয়ঙ্কর রব করিতে থাকিল ॥১২॥

রাজশ্রেষ্ঠ! অতিভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ নির্ঘাত হইতে লাগিল এবং অমঙ্গলসূচক পশুগণ রক্তবর্ণ দিকে বিচরণ করিতে থাকিল ॥১৩॥

রাজা! সকল দিকের জলাশয়ের জল স্ফীত হইয়া উঠিল এবং আকস্মিক বিশাল শব্দ সকল শুনা যাইতে লাগিল ॥১৪॥

তাহার পর এই সকল দুর্লক্ষণ দেখিয়া, ভীমসেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥১৫॥

'এই অল্পবুদ্ধি দুর্য্যোধন যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু চিরকাল আমি যে ক্রোধ হৃদয়ে লুকায়িত রাখিয়াছিলাম, আজ তাহা প্রকাশ করিব ॥১৬॥

(১৩)·· মৃগাশ্চাশুভবাদিনঃ—পি নি। (১৪) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে মহান্ পাঠভেদো বর্ত্ততে।

সুযোধনে কৌরবেন্দ্রে খাণ্ডবে পাবকো যথা।
শল্যমদ্যোদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব! হৃচ্ছয়ম্ ॥১৭॥
নিহত্য গদয়া পাপমিমং কুরুকুলাধমম্।
অস্য কীর্ত্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যাম্যহং ত্বয়ি ॥১৮॥
হত্বেমং পাপকর্ম্মাণং গদয়া রণমূর্দ্ধনি।
অস্যাস্য শতধা দেহং ভিনদ্মি গদয়ানয়া।
নায়ং প্রবেষ্টা নগরং পুনর্বারণসাহ্বয়ম্ ॥১৯॥
সর্পোৎসর্গস্য শয়নে বিষদানস্য ভোজনে।
প্রমাণকোট্যাং পাতস্য দাহস্য জতুবেশ্মনি ॥২০॥
সভায়ামবহাসস্য সর্বস্বহরণস্য চ।
বর্ষমজ্ঞাতবাসস্য বনবাসস্য চানঘ! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। মন্দাত্মা অল্পবুদ্ধিঃ, অসম্ভাব্যবিষয়ে লোভকবণাদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

সুযোধন ইতি। শল্যং কোপশেলম্। হৃদি শেতে বর্ত্তত ইতি হৃচ্ছয়ম্ ॥১৭॥

নিহত্যেতি। কীর্ত্তিময়ীং কীর্ত্তিরূপাম, প্রতিমোক্ষ্যামি পবিধাপয়িষ্যামি ॥১৮॥

হত্বেতি। প্রবেষ্টা প্রবেক্ষ্যতি, বাবণসাহ্বয়ং হস্তিনাখ্যম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৯॥

সর্পেতি। শয়নে মম শয্যায়াম্, সর্পোৎসর্গস্য মম দংশায় সপনিক্ষেপস্য, ভোজনে মম খাদ্যে, বিষদানস্য গরলমিশ্রণস্য। প্রমাণকোট্যাং তদাখ্যস্থানে পাতস্য নিদ্রিতস্য মে জলে

পাণ্ডুনন্দন! খাণ্ডববনে যেমন অগ্নি ছিল, সেইরূপ এযাবৎ কুরুবাজ দুর্য্যোধনের বিষয়ে আপনার হৃদয়ে যে ক্রোধশেল ছিল, তাহা আজ আমি উদ্ধার করিব ॥১৭॥

গদাদ্বারা আজ এই কুরুকুলাধম পাপাত্মাকে বধ করিয়া, আপনার কণ্ঠে কীর্ত্তিময়ী মালা পড়াইয়া দিব ॥১৮॥

আজ এই গদাদ্বারা পাপকর্ম্মা দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, উহাব দেহটাকে শত ভাগে বিচ্ছিন্ন করিব; এই দুরাত্মা আর হস্তিনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না ॥১৯॥

নিষ্পাপ ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! আমার শয্যায় সপনিক্ষেপ, আমার খাদ্যে বিষমিশ্রণ, প্রমাণকোটীগ্রামে আমাকে নিদ্রিত অবস্থায় জলে নিক্ষেপ, জতুগৃহে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার উপক্রম, দ্যূতসভায় আমাদিগকে উপহাস, আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ, দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস—এই সকল ব্যাপার দীর্ঘকালের

অদ্যাস্তমেষাং দুঃখানাং গন্তাহং ভরতর্ষভ ।।
একাহ্না বিনিহত্যেমং ভবিষ্যাম্যাত্মনোঽনৃণঃ ॥২২॥ (বিশেষকম্)
অদ্যায়ুর্ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ম্মতেরকৃতাত্মনঃ।
সমাপ্তং ভরতশ্রেষ্ঠ! মাতাপিত্রোশ্চ দর্শনম্ ॥২৩॥
অদ্য সৌখ্যস্তু রাজেন্দ্র! কুরুরাজস্য দুর্ম্মতেঃ।
সমাপ্তঞ্চ মহারাজ! নারীণাং দর্শনং পুনঃ ॥২৪॥
অদ্যায়ং কুরুরাজস্য শান্তনোঃ কুলদূষণঃ।
প্রাণান্ শ্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ ত্যক্ত্বা শেষ্যতি ভূতলে ॥২৫॥
রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽদ্য শ্রুত্বা পুত্রং নিপাতিতম্।
স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম্ম যত্তচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্ ॥২৬॥
ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দ্দূল! গদামাদায় বীর্য্যবান্।
অবাতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বৃত্রমিবাহ্বয়ন্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

নিক্ষেপস্য, দাহস্য দাহোপক্রমস্য। সভায়াং দ্যূতপরিষদি, অবহাসস্য উপহাসস্য, বর্ষমেক-বৎসরং যাবৎ; দ্বাদশবর্ষাণি যাবৎ বনবাসস্য। এতে বৃত্তান্তাঃ প্রাগ্ দ্রষ্টব্যাঃ। গন্তা গমিষ্যামি ॥২০—২২॥

অদ্যেতি। অকৃতাত্মনঃ অশিক্ষিতবুদ্ধেঃ ॥২৩॥

অদ্যেতি। সৌখ্যং রাজ্যসুখভোগঃ। সমাপ্তং মৃত্যুনা গ্রাসাৎ ॥২৪॥

অদ্যেতি। শ্রিয়ং সম্পদম, শেষ্যতি শেষ্যতে শয়নং করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥২৫॥

রাজেতি। অশুভং জগতামমঙ্গলকরম, কর্ম্ম অস্মন্নির্বাসনাদিকম্ ॥২৬॥

চেষ্টায় করিয়া, দুর্য্যোধন আমাদিগকে যে দুঃখ দিয়াছে ; আজ এই সেই দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, আমি এক দিনেই সেই সকল দুঃখের অবসান করিব এবং নিজের নিকট অনৃণী হইব ॥২০—২২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ দুর্ম্মতি ও অশিক্ষিতবুদ্ধি দুর্য্যোধনের আয়ু ও মাতাপিতার দর্শন সমাপ্ত হইবে ॥২৩॥

রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ! আজ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের রাজ্যসুখভোগ ও রমণীগণের দর্শন শেষ হইবে ॥২৪॥

আজ কুরুরাজ শান্তনুর বংশদূষক এই পাপাত্মা প্রাণ, সম্পদ ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, ভূতলে শয়ন করিবে ॥২৫॥

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া—শকুনির বুদ্ধিপ্রযুক্ত যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সকল অমঙ্গলজনক কার্য্য স্মরণ করিবেন' ॥২৬॥

(২৭)···অভ্যতিষ্ঠত যুদ্ধায়···নি।

তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।
ভীমসেনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধো দুর্য্যোধনমুবাচ হ ॥২৮॥
রাজ্ঞশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য তথা ত্বমপি চাত্মনঃ।
স্মর তদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম যদ্বৃত্তং বারণাবতে ॥২৯॥
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা।
দ্যূতেন বঞ্চিতো রাজা যত্ত্বয়া সৌবলেন চ ॥৩০॥
বনে দুঃখঞ্চ যৎপ্রাপ্তমস্মাভিস্ত্বৎকৃতং মহৎ।
বিরাটনগরে চৈব যোন্যন্তরগতৈরিব।
তৎ সর্ব্বং যাতয়াম্যদ্য দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি দুর্ম্মতে! ॥৩১॥
ত্বৎকৃতেঽসৌ হতঃ শেতে শরতল্পে প্রতাপবান্।
গাঙ্গেয়ো রথিনাং শ্রেষ্ঠো রথিনা যাজ্ঞসেনিনা ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। অবাতিষ্ঠত ভীমসেনঃ। আহ্বয়ন্ দুর্য্যোধনমিতি শেষঃ ॥২৭॥

তমিতি। উদ্যতা উত্তোলিতা গদা যেন তম্, অতএব শৃঙ্গিণং শৃঙ্গবন্তং কৈলাসমিব স্থিতম্ ॥২৮॥

রাজ্ঞ ইতি। বৃত্তং জাতম, অস্মাকং জতুগৃহে দাহচেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥২৯॥

দ্রৌপদীতি। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, সৌবলেন শকুনিনা, তদপি স্মরেতি ভাবঃ ॥৩০॥

বন ইতি। যাতয়ামি প্রতিশোধয়ামি, দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া, বলবান্ ভীমসেন গদা লইয়া—পূর্ব্বে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া, যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিলেন ॥২৭॥

দুর্য্যোধন গদা উত্তোলন করিয়া, শৃঙ্গযুক্ত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া, পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—॥২৮॥

'দুরাত্মা দুর্য্যোধন! বারণাবতনগরে যাহা ঘটিয়াছিল, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও তোমার সেই দুষ্কার্য্য এখন স্মরণ কর ॥২৯॥

তুমি ও শকুনি দ্যূতসভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীর যে কষ্ট দিয়াছিলে এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় যে প্রতারণা করিয়াছিলে, তাহা এখন স্মরণ কর ॥৩০॥

দুর্ম্মতি! আমরা তোমার প্রদত্ত যে বনবাসের মহাদুঃখ পাইয়াছি এবং জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াই যেন বিরাটনগরে যে অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ করিয়াছি; আজ সেই সমস্ত দুঃখ-কষ্টেরই প্রতিশোধ দিব। কেন না, ভাগ্যবশতই তুমি আজ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছ ॥৩১॥

(৩১)·· তৎ সর্ব্বং পাতয়াম্যদ্য ··নি। (৩২)···নিহতো যাজ্ঞসেনিনা—পি বঙ্গ বর্দ্ধ।

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ তথা শল্যঃ প্রতাপবান্।
বৈরাগ্নেরাদিকর্ত্তাসৌ শকুনিঃ সৌবলো হতঃ ॥৩৩॥
প্রাতিকামী তথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশকৃদ্ধতঃ।
ভ্রাতরস্তে হতাঃ সর্ব্বে শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥৩৪॥
এতে চান্যে চ বহবো নিহতাস্ত্বৎকৃতে নৃপাঃ।
ত্বামদ্য নিহনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৫॥
ইত্যেবমুচ্চৈ রাজেন্দ্র! ভাষমাণং বৃকোদরম্।
উবাচ বীতভী রাজন্! পুত্রস্তে সত্যবিক্রমঃ ॥৩৬॥
কিং কত্থিতেন বহুনা যুধ্যস্ব ত্বং বৃকোদর!।
অদ্য তেঽহং বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং কুলাধম! ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

ত্বদিতি। ত্বৎকৃতে ত্বন্নিমিত্তম্, শরতল্পে শরশয্যায়াম্। যাজ্ঞসেনিনা শিখণ্ডিনা ॥৩২॥
হত ইতি। আদিশ্চাসৌ কর্ত্তা চেতি সঃ, সৌবলঃ সুবলপুত্রঃ ॥৩৩॥
প্রাতীতি। প্রাতিকামী নাম দুর্য্যোধনস্য কশ্চিদনুচরঃ ॥৩৪॥
এত ইতি। অন্যে ভগদত্তাদয়ঃ, ত্বৎকৃতে ত্বন্নিমিত্তম্ ॥৩৫॥
ইতীতি। বীতভীস্ত্যক্তভয়ঃ, বীতভীত্বাৎ সত্যবিক্রমত্বাচ্চৈবং ব্যবহার ইতি ভাবঃ ॥৩৬॥

প্রতাপশালী ও রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তোমার জন্যই শিখণ্ডিকর্ত্তৃক আহত হইয়া ঐ শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৩২॥

দ্রোণ, কর্ণ, প্রতাপশালী শল্য এবং বৈরানলের প্রথম প্রবর্ত্তক সুবলপুত্র শকুনিও নিহত হইয়াছেন ॥৩৩॥

দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকামী নিহত হইয়াছে এবং বীর ও বিক্রম-সহকারে যুদ্ধকারী তোমার ভ্রাতারাও নিহত হইয়াছে ॥৩৪॥

দুর্য্যোধন! তোর জন্যই এই সকল রাজা এবং অন্যান্য বহুতর রাজাও যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন; আজ তোকেও বধ করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই' ॥৩৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ রাজা! ভীমসেন উচ্চস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিলে, নির্ভয়চিত্ত ও যথার্থবিক্রমশালী আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বলিলেন—॥৩৬॥

'কুরুকুলাধম বৃকোদর! বহু আত্মশ্লাঘা করিবার প্রয়োজন কি? তুই যুদ্ধ কর, আজ আমি তোর্ যুদ্ধের লালসা দূর করিব ॥৩৭॥

---

(৩৫)…নিহতাস্ত্বৎকৃতে রণে…পি। (৩৬) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে মহান্ পাঠভেদো বর্ত্ততে।

নৈব দুর্য্যোধনঃ ক্ষুদ্র! কেনচিত্ত্বদ্বিধেন বৈ।
শক্যস্ত্রাসয়িতুং বাচা যথান্যঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥৩৮॥
চিরকালেপ্সিতং দিষ্ট্যা হৃদয়স্থমিদং মম।
ত্বয়া সহ গদাযুদ্ধং ত্রিদশৈরুপপাদিতম্ ॥৩৯॥
কিং বাচা বহুনোক্তেন কত্থিতেন চ দুর্ম্মতে!।
বাণী সম্পাদ্যতামেষা কর্ম্মণা মা চিরং কৃথাঃ ॥৪০॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্ব এবাভ্যপূজয়ন্।
রাজানঃ সোমকাশ্চৈব যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥৪১॥
ততঃ সংপূজিতঃ সর্ব্বৈঃ সংপ্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
ভূয়ো ধীরাং মতিঞ্চক্রে যুদ্ধায় কুরুনন্দনঃ ॥৪২॥
তং মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দৈর্নরাধিপাঃ।
ভূয়ঃ সংহর্ষয়াঞ্চক্রুর্দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। কত্থিতেন আত্মশ্লাঘাকরণেন। বিনেষ্যামি বিনাশয়িষ্যামি ॥৩৭॥
নেতি। বাচা বাঙ্মাত্রেণ, প্রাকৃতঃ সাধারণঃ ॥৩৮॥
চিরেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন। ত্রিদশৈর্দেবৈঃ, উপপাদিতং সঙ্ঘটিতম্ ॥৩৯॥
কিমিতি। বাণী বচনার্থঃ, মা চিরং কৃথা বিলম্বং ন কুরুষ ॥৪০॥
তস্যেতি। অভ্যপূজয়ন্ প্রাশংসন্, একাকিত্বেঽপি মহাবীরতয়া নির্ভয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪১॥
তত ইতি। সংপ্রহৃষ্টানি হর্ষাবুদ্গতানি তনূরুহাণি লোমানি যস্য সঃ ॥৪২॥

অরে ক্ষুদ্র! তুই বা তোর মত অন্য কোন্ লোক যে ভাবে কেবল বাক্যদ্বারা সামান্য ব্যক্তির ভয় উৎপাদন করে, সে ভাবে দুর্য্যোধনের ভয় উৎপাদন করিতে পারিবি না ॥৩৮॥

আমি চিরকালই তোর সহিত গদাযুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া আসিতেছি; আজ ভাগ্যবশতঃ দেবতারা তাহা ঘটাইয়া দিয়াছেন ॥৩৯॥

দুর্ম্মতি ভীম! কেবল বাক্যদ্বারা বহুবিষয় বলিবার বা গর্ব্ব প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি? এখন কর্ম্মদ্বারা এই বাক্য সফল কর, বিলম্ব করিস্ না' ॥৪০॥

দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শুনিয়া, রাজারা, সোমকেরা এবং অন্যান্য যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৪১॥

তাহার পর সকলে প্রশংসা করিলে, দুর্য্যোধনের দেহে রোমাঞ্চ উৎপন্ন হইল, তখন তিনি পুনরায় যুদ্ধে বুদ্ধি স্থির করিলেন ॥৪২॥

(৪৩) উন্মত্তমিব মাতঙ্গং...পি।

তং মহাত্মা মহাত্মানং গদামুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন ধার্ত্তরাষ্ট্রং বৃকোদরঃ ॥৪৪॥
বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়া হেষন্তি চাসকৃৎ।
শস্ত্রাণি চাপ্যদীপ্যন্ত পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে গদাযুদ্ধারম্ভে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

———:০*০:———

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তথাগতম্।
প্রত্যুদ্যযাবদীনাত্মা বেগেন মহতা নদন্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। তলশব্দৈঃ করতলধ্বনিভিঃ। এতেনেদানীমিব তদানীমপি হর্ষে করতলধ্বনিকরণব্যবহার আসীদিতি প্রতীয়তে। অমর্ষণমসহিষ্ণুম্ ॥৪৩॥

তমিতি। উদ্যম্য উত্তোল্য। অভিদুদ্রাব অভিদধাব ॥৪৪॥

বৃংহন্তীতি। বৃংহন্তি বৃংহিতধ্বনিং কুর্ব্বন্তি স্ম, হেষন্তি হেষারবং কুর্ব্বতে স্ম ॥৪৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

———:০:———

তত ইতি। আগতমাগচ্ছন্তম্। অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ ॥১॥

পরে রাজারা করতলধ্বনিদ্বারা মত্তহস্তীর ন্যায় অসহিষ্ণু দুর্য্যোধনকে আরও আনন্দিত করিলেন ॥৪৩॥

তখন মহাবল পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন গদা উত্তোলন করিয়া, মহাবল দুর্য্যোধনের অভিমুখে বেগে ধাবিত হইলেন ॥৪৪॥

তৎকালে হস্তী সকল বৃংহিতধ্বনি ও অশ্বগণ হেষারব করিতে লাগিল এবং জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের উত্তোলিত অস্ত্রগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ॥৪৫॥

(৪৫)…শস্ত্রাণি চাভ্যদীপ্যন্ত…পি। * '…ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা লো, '…সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

সমাপেততুরন্যোন্যং শৃঙ্গিণৌ গোবৃষাবিব।
মহান্নির্ঘাতঘোষশ্চ প্রহারাণামজায়ত ॥২॥
অভবচ্চ তয়োর্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
জিগীষতোর্যুধান্যোন্যমিন্দ্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥৩॥
রুধিরোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গৌ গদাহস্তৌ মনস্বিনৌ।
দদৃশাতে মহাত্মানৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৪॥
তথা তস্মিন্মহাযুদ্ধে বর্ত্তমানে সুদারুণে।
খদ্যোতসংঘৈরিব খং দর্শনীয়ং ব্যরোচত ॥৫॥
তথা তস্মিন্ বর্ত্তমানে সঙ্কুলে তুমুলে ভৃশম্।
উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। গোবৃষৌ মহাবৃষভৌ। মহান্ যো নির্ঘাতো বাতাহতবাতপাতস্তস্যেব ঘোষঃ ॥২॥

অভবদিতি। জিগীষতোর্জেতুমিচ্ছতোঃ, যুধা যুদ্ধেন ॥৩॥

রুধিরেতি। রুধিরেণ উক্ষিতানি সিক্তানি সর্ব্বাণ্যঙ্গানি যয়োস্তৌ ॥৪॥

তথেতি। খদ্যোতসংঘৈর্জ্যোতিরিঙ্গণগণৈঃ, গদাভ্যামগ্নিকণনির্গমাৎ ॥৫॥

তথেতি। সঙ্কুলে ঘনপ্রহারব্যাপ্তে যুদ্ধে। পরিশ্রান্তাবভবতাম্ ॥৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—'তাহার পর ভীমসেন সেইভাবে আসিতেছেন দেখিয়া, দুর্য্যোধন অকাতরচিত্তে গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥১॥

ক্রমে তাঁহারা শৃঙ্গযুক্ত দুইটা মহাবৃষের ন্যায় পরস্পরের উপরে পতিত হইলেন এবং মহানির্ঘাতশব্দের ন্যায় তাঁহাদের গদাপ্রহারের শব্দ হইতে লাগিল ॥২॥

পূর্ব্বকালে পরস্পর জয়াভিলাষী ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ তখন পরস্পর জয়াভিলাষী ভীম ও দুর্য্যোধনের তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে থাকিল ॥৩॥

তখন রক্তাক্তগাত্র, মহাবল, গদাধারী এবং অকাতরচিত্ত ভীম ও দুর্য্যোধন পুষ্পসমন্বিত দুইটা কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥৪॥

অতিদারুণ সেই মহাযুদ্ধ সেইভাবে চলিতে লাগিলে, গগনমণ্ডল খদ্যোতসমূহের ন্যায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সুদৃশ্য হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকিল ॥৫॥

তুমুল ও সঙ্কুল সেই যুদ্ধ গুরুতরভাবে চলিতে লাগিলে, শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্য্যোধন দুই জনই ক্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥৬॥

(৩)···জিগীষতোর্যথান্যোন্যং···নি।

তৌ মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য পুনরেব পরন্তপৌ।
সংপ্রহারয়তাং চিত্রে সংপ্রগৃহ্য গদে শুভে ॥৭॥
তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাবীর্য্যৌ সমাশ্বস্তৌ নরর্ষভৌ।
বলিনৌ বারণৌ যদ্বদ্বাসিতার্থে মদোৎকটৌ ॥৮॥
সমানবীর্য্যৌ সংপ্রেক্ষ্য প্রগৃহীতগদাবুভৌ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেবগন্ধর্ব্বমানবাঃ ॥৯॥ (যুগ্মকম্)
প্রগৃহীতগদৌ দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনবৃকোদরৌ।
সংশয়ঃ সর্ব্বভূতানাং বিজয়ে সমপদ্যত ॥১০॥
সমাগম্য ততো ভূয়ো ভ্রাতরৌ বলিনাং বরৌ।
অন্যোন্যস্যান্তরং প্রেপ্সূ প্রচক্রাতেঽন্তরং প্রতি ॥১১॥
যমদণ্ডোপমাং গুর্ব্বীমিন্দ্রাশনিমিবোদ্যতাম্।
দদৃশুঃ প্রেক্ষকা রাজন্! রৌদ্রীং বিশসনীং গদাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। সংপ্রহারয়তাং সম্যক্প্রহারমকুরুতাম্, অড়াগমাভাব ইন্প্রত্যয়শ্চার্ষৌ ॥৭॥

তাবিতি। বারণৌ গজৌ, বাসিতার্থে ঋতুমত্যা হস্তিন্যাঃ সঙ্গমার্থে, মদোৎকটৌ কাম মদেন বলমদেন চ উন্মত্তৌ। প্রগৃহীতে গদে যাভ্যাং তৌ ॥৮—৯॥

প্রেতি। সর্ব্বভূতানাং তত্রত্যসর্ব্বজনানাম্। সমপদ্যত সমজায়ত ॥১০॥

সমিতি। অন্তরং প্রহারাবকাশম্, প্রচক্রাতে দৃষ্টিমিতি শেষঃ ॥১১॥

যমেতি। অশনিং বজ্রম্। বিশসতে হিংসতে অনয়েতি তাম্ ॥১২॥

পরে শত্রুসন্তাপকারী ভীম ও দুর্য্যোধন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, বিচিত্র ও সুন্দর দুইটী গদা ধারণ করিয়া, আবার প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৭॥

মহাবল, বিশ্রান্ত, নরশ্রেষ্ঠ ও ঋতুমতী হস্তিনীর সঙ্গমের জন্য মদমত্ত দুইটা বলবান্ হস্তীর ন্যায় সমান বলশালী ভীম ও দুর্য্যোধনকে দেখিয়া এবং তাঁহারা দুইটা গদা উত্তোলন করিয়াছেন দর্শন করিয়া, আকাশবর্ত্তী দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা এবং ভূতলস্থিত মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥৮—৯॥

গদাধারী ভীম ও দুর্য্যোধনকে দেখিয়া, তাঁহাদের জয়লাভের বিষয়ে তত্রত্য লোকদিগের সন্দেহ জন্মিল ॥১০॥

তদনন্তর বলিশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন, দুই ভ্রাতা পরস্পরের ছিদ্র লাভ করিবার ইচ্ছায় সেই ছিদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥১১॥

(৭)…সমভ্যধাবত…পি,…অভ্যাহারয়ত—বঙ্গ বর্দ্ধ। (৯)…দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ—নি।

আবিধ্যতো গদাং তস্য ভীমসেনস্য সংযুগে।
শব্দঃ সুতুমুলো ঘোরো মুহূর্ত্তং সমপদ্যত ॥১৩॥
আবিধ্যন্তমরিং প্রেক্ষ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽথ পাণ্ডবম্।
গদামতুলবেগাং তাং বিস্মিতঃ সংবভূব হ ॥১৪॥
চরংশ্চ বিবিধান্মার্গান্মণ্ডলানি চ ভারত!।
অশোভত তদা বীরো ভূয় এব বৃকোদরঃ ॥১৫॥
তৌ পরস্পরমাসাদ্য যত্তাবন্যোন্যরক্ষণে।
মার্জ্জারবিব ভক্ষার্থে ততক্ষাতে মুহুর্মুহুঃ ॥১৬॥
আচরদ্ভীমসেনস্তু মার্গান্ বহুবিধাংস্তথা।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি গতপ্রত্যাগতানি চ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

আবিধ্যত ইতি। আবিধ্যতো ঘূর্ণয়তঃ। সমপদ্যত সঞ্জাতঃ ॥১৩॥
আবিধ্যন্তমিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনঃ, পাণ্ডবং ভীমসেনম্ ॥১৪॥
চরন্নিতি। মার্গান্ গদাযুদ্ধনিয়মিতান্ পথঃ, মণ্ডলানি গোলাকারভ্রমণানি ॥১৫॥
তাবিতি। যত্তৌ যত্নবন্তৌ। ততক্ষাতে প্রহারৈঃ খর্ব্বীচক্রতুঃ ॥১৬॥
আচরদিতি। আচরৎ অকরোৎ। গতানি অগ্রগমনানি প্রত্যাগতানি পশ্চাদ্‌গমনানি ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৬॥ অভ্যহারয়তামন্যোন্যং পরস্পরমভ্যহারয়তাং গদে অভিগ্রহীষাতাম্। সন্ধিরার্ষঃ ॥৭—১০॥ অন্তরং গতিবিশেষম্ ॥১১—১৪॥ মণ্ডলানি শত্রোঃ পরিবেষ্টনানি পরিতো ভ্রমণানি ॥১৫—১৬॥ গতং শত্রোঃ সম্মুখগমনম্, প্রত্যাগতম্ আভিমুখ্যমত্যজত

রাজা! তৎকালে দর্শকেরা যমদণ্ড ও ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় বিশাল, ভীষণ ও হিংসোন্মুখ ভীমের গদা দর্শন করিতে থাকিল ॥১২॥

তৎপরে ভীমসেন যখন গদা ঘূর্ণন করিতে লাগিলেন, তখন কিছুকাল ভীষণ ও তুমুল শব্দ হইতে থাকিল ॥১৩॥

শত্রু ভীমসেন অতুলনীয়বেগসম্পন্ন সেই গদা ঘূর্ণন করিতেছেন দেখিয়া, দুর্য্যোধনের বিস্ময় জন্মিল ॥১৪॥

ভরতনন্দন! বীর ভীমসেন তখন নানাবিধ পথে বিচরণ এবং মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে থাকিয়া, অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৫॥

তাঁহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া এবং আত্মরক্ষায় যত্নবান্ থাকিয়া, খাদ্য-লাভের জন্য দুইটা বিড়ালের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ প্রহার করিতে থাকিলেন ॥১৬॥

(১৭) ইতঃপ্রভৃতি দাক্ষিণাত্যপুস্তকে মহান্ পাঠভেদো দ্রষ্টব্যঃ।

অস্ত্রযন্ত্রাণি চিত্রাণি স্থানানি বিবিধানি চ।
পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জ্জনং পরিবারণম্ ॥১৮॥
অভিদ্রবণমাক্ষেপমবস্থানং সবিগ্রহম্।
পরাবর্ত্তনসংবর্ত্তমবপ্লুতমুপপ্লুতম্ ॥১৯॥
উপন্যস্তমপন্যস্তং গদাযুদ্ধবিশারদৌ।
এবং তৌ বিচরন্তৌ তু ন্যঘ্নতাং বৈ পরস্পরম্ ॥২০॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

অস্ত্রেতি। অস্ত্রযন্ত্রাণি অস্ত্রনির্ম্মিতযন্ত্রাকারাণি গমনানি, স্থানানি অবস্থানানি। পরিমোক্ষমপসরণেন বিফলীকরণম্, বর্জনং পার্শ্বগমনেনাসংস্পর্শম্, পরিবারণং প্রতিপ্রহারৈঃ। অভিদ্রবণমাভিমুখ্যেন ধাবনম্, আক্ষেপং হস্তপদগ্রহণেনাকর্ষণম্, অবস্থানং তথাত্বেঽপি স্বস্থান এব স্থিতিম্, বিগ্রহেণ যুদ্ধেন সহেতি সবিগ্রহম্, পরাবর্ত্তনং কিঞ্চিদপসরণম্, তস্মিন্নেকতরেণ কৃতে সতীতরেণ, সংবর্ত্তমন্যতরস্য তদভিমুখগমনম্, অবপ্লুতমবনমনেন লম্ফনপূর্ব্বকং গমনম্, উপপ্লুতমুন্নম্যোল্লম্ফ্য গমনম্; উপন্যস্তমুল্লম্ফনম্, অপন্যস্তমপসৃত্যাপসৃত্য লম্ফনম্, বিচরন্তৌ কুর্ব্বন্তৌ ॥১৮—২০॥

ভারতভাবদীপঃ

এবাপসরণম্ ॥১৭॥ অস্ত্রযন্ত্রাণি কস্মিন্মর্ম্মদেশমাক্ষিপ্য যেন শত্রোরুৎক্ষেপণমপক্ষেপণঞ্চ ক্রিয়তে তদস্ত্রযন্ত্রম্, অস্যতে ক্ষিপ্যতেঽনেনেত্যস্ত্রং তচ্চ তদ্‌যন্ত্রং নিগ্রহণং চাস্ত্রযন্ত্রমিতি সমাসঃ। স্থানানি তেষামেবোপযোগীনি মর্ম্মদেশাদীনি। পরিধাবনং বেগেন সব্যাপসব্যকরণম্ ॥১৮॥ অভিদ্রবণং বেগেনাভ্যাগমনম্। আক্ষেপং পরযন্ত্রস্য তৎপাতনহেতুতাসম্পাদনম্। অবস্থানমচাঞ্চল্যং সবিগ্রহং শত্রাবুত্থিতে পুনস্তেন সহ যুদ্ধকরণম্। পরিবর্ত্তনং শত্রুং প্রহর্ত্তুং পরিতঃ প্রসরণম্। সংবর্ত্তং শত্রুপ্রসরণস্যাবরোধনম্। অবপ্লুতং প্রহারবঞ্চনার্থং নম্রীভূয় নিঃসরণম্। উপপ্লুতং তদেবার্ব্বাগ্‌গমনযুক্তম্ ॥১৯॥ উপন্যস্তম্ উপেত্যায়ুধ-

ভীমসেন নানাবিধ পথে গমন, মণ্ডলাকারে বিচিত্র ভ্রমণ, অগ্রগমন এবং পশ্চাৎ অপসরণ করিতে লাগিলেন ॥১৭॥

অস্ত্রনির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় বিচিত্র গমন নানাপ্রকারে অবস্থান, পিছনে সরিয়া প্রহার এড়ান, পাশে সরিয়া প্রহার এড়ান, প্রতিপ্রহার করিয়া প্রহার নিষ্ফল করা, অভিমুখে ধাবিত হওয়া, হস্ত বা চরণ ধারণ করিয়া আকর্ষণ করা, আকর্ষণ করিলেও যুদ্ধ করিতে থাকিয়া পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়া থাকা, একজন পিছনে সরিলে, অপর জনের সম্মুখে আগমন, অবনত হইয়া লাফাইতে লাফাইতে যাওয়া, উঁচু হইয়া লাফাইতে লাফাইতে যাওয়া, উল্লম্ফন ও প্রলম্ফন ইত্যাদি করিতে থাকিয়া, গদাযুদ্ধবিশারদ ভীম ও দুর্য্যোধন পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥১৮—২০॥

বঞ্চয়ানৌ পুনশ্চৈব চেরতুঃ কুরুসত্তমৌ।
বিক্রীড়ন্তৌ সুবলিনৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥২১॥
তৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধক্রীড়াং সমন্ততঃ।
গদাভ্যাং সহসান্যোন্যমাজঘ্নতুররিন্দমৌ ॥২২॥
তৌ পরস্পরমাসাদ্য দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা।
অশোভেতাং মহারাজ! শোণিতেন পরিপ্লুতৌ ॥২৩॥
এবং তদভবদ্‌যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্।
পরিবৃত্তেঽহনি ক্রূরং বৃত্রবাসবয়োরিব ॥২৪॥
গদাহস্তৌ ততস্তৌ তু মণ্ডলাবস্থিতৌ বলী।
দক্ষিণং মণ্ডলং রাজন্! ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽভ্যবর্ত্তত।
সব্যন্তু মণ্ডলং তত্র ভীমসেনোঽভ্যবর্ত্তত ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

বঞ্চয়ানাবিতি। বঞ্চয়ানৌ অপসরণেন প্রতারয়ন্তৌ। বিক্রীড়ন্তৌ খেলন্তাবিব ॥২১॥
তাবিতি। সমন্ততঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু। সহসা বেগেন ॥২২॥
তাবিতি। আসাদ্য আহত্য, দংষ্ট্রাভ্যাং দন্তাভ্যাম্, দ্বিরদৌ গজৌ ॥২৩॥
এবমিতি। অসংবৃতমবাধম্। পরিবৃত্তে অবসিতে, ক্রূরং নিষ্ঠুরম্ ॥২৪॥
গদেতি। বলী বলবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্র ইতি সম্বন্ধঃ। সব্যং বামম্। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৫॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন পরস্পরকে বঞ্চনা করিতে থাকিয়া এবং পরস্পর যেন খেলা করতঃ, পুনরায় বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥২১॥

শত্রুদমনকারী ভীম ও দুর্য্যোধন সকল দিকে রণস্থলে যুদ্ধক্রীড়া দেখাইতে থাকিয়া, গদাদ্বারা বেগে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২২॥

মহারাজ! দুইটা হাতী যেমন দন্তদ্বারা পরস্পর আঘাত করে, সেইরূপ তাঁহারা গদাদ্বারা পরস্পর আঘাত করিয়া, রক্তাক্তদেহ হইয়া, শোভা পাইতে থাকিলেন ॥২৩॥

দিবসাবসান সময়ে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ভীম ও দুর্য্যোধনের ভীষণ ও নিষ্ঠুর যুদ্ধ অবাধে চলিতে লাগিল ॥২৪॥

রাজা! তাহার পর তাঁহারা গদা ধারণ করিয়া, মণ্ডলীভূত রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বলবান্ দুর্য্যোধন মণ্ডলের দক্ষিণভাগে এবং ভীমসেন বামভাগে রহিলেন ॥২৫॥

(২৪)···ঘোররূপং পরন্তপ!··নি।

তথা তু চরতস্তস্য ভীমস্য রণমূর্দ্ধনি।
দুর্য্যোধনো মহারাজ! পার্শ্বদেশেঽভ্যতাড়য়ৎ ॥২৬॥
আহতস্তু তদা ভীমঃ পুত্রেণ তব মারিষ!।
আবিধ্যত গদাং গুর্ব্বীং প্রহারং তমচিন্তয়ন্ ॥২৭॥
ইন্দ্রাশনিসমাং ঘোরাং যমদণ্ডমিবোদ্যতাম্।
দদৃশুস্তে মহারাজ! ভীমসেনস্য তাং গদাম্ ॥২৮॥
আবিধ্যন্তং গদাং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তবাত্মজঃ।
সমুদ্যম্য গদাং ঘোরাং প্রত্যবিধ্যৎ পরন্তপঃ ॥২৯॥
গদামারুতবেগেন তব পুত্রস্য ভারত!।
শব্দ আসীৎ সুতুমুলস্তেজশ্চ সমজায়ত ॥৩০॥
স চরন্ বিবিধান্মার্গান্ মণ্ডলানি চ ভাগশঃ।
সমশোভত তেজস্বী ভূয়ো ভীমাৎ সুযোধনঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

তথেতি। তথা মণ্ডলাকারেণ। রণমূর্দ্ধনি রণস্থলে ॥২৬॥
আহত ইতি। হে মারিষ! আর্য্য!। আবিধ্যত অঘূর্ণয়ৎ ॥২৭॥
ইন্দ্রেতি। ইন্দ্রস্য অশনিসমাং বজ্রতুল্যাম্, উদ্যতামুত্তোলিতাম্ ॥২৮॥
আবিধ্যন্তমিতি। সমুদ্যম্য সমুত্তোল্য, প্রত্যবিধ্যৎ তদ্‌গদামেবাতাড়য়ৎ ॥২৯॥
গদেতি। গদায়া মারুতস্যেব বেগেন সবেগাঘাতাতেন। তেজোঽগ্নিকণঃ ॥৩০॥
স ইতি। ভাগশো ভাগে ভাগে। ভূয়ঃ অধিকম্ ॥৩১॥

মহারাজ! ভীমসেন সেইভাবে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলে, দুর্য্যোধন গদাদ্বারা তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন ॥২৬॥

মাননীয় রাজা! দুর্য্যোধন সেইভাবে আঘাত করিলে, ভীমসেন সে আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের বিশাল গদাটা ঘুরাইতে লাগিলেন ॥২৭॥

মহারাজ! তখন ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য এবং যমের দণ্ডের সদৃশ ভীষণ ভীমের সেই উত্তোলিত গদাটা সকলে দেখিতে থাকিল ॥২৮॥

মহারাজ! ভীম গদা ঘুড়াইতেছেন দেখিয়া, আপনার পুত্র শত্রুসন্তাপকারী দুর্য্যোধন ভীষণ গদা উত্তোলন করিয়া, ভীমের গদার উপরে আঘাত করিলেন ॥২৯॥

ভরতনন্দন! বায়ুর ন্যায় দুর্য্যোধনের গদার গুরুতর আঘাতে তুমুল শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হইল ॥৩০॥

(২৭)…তব ভারত!…নি।

আবিদ্ধা সর্ব্ববেগেন ভীমেন মহতী গদা।
সধূমং সার্চ্চিষং সাগ্নিং মুমোচাগ্র্যা মহাস্বনা ॥৩২॥
আধূতাং ভীমসেনেন গদাং দৃষ্ট্বা সুযোধনঃ।
অদ্রিসারময়ীং গুর্ব্বীমাবিধ্য বহ্বশোভত ॥৩৩॥
গদামারুতবেগং হি দৃষ্ট্বা তস্য মহাত্মনঃ।
ভয়ং বিবেশ পাণ্ডূংস্তু সর্ব্বানেব সসোমকান্ ॥৩৪॥
দৃষ্ট্বা ব্যবস্থিতং ভীমং তব পুত্রো মহাবলঃ।
চরংশ্চিত্রতরান্ মার্গান্ কৌন্তেয়মভিদুদ্রুবে ॥৩৫॥
তস্য ভীমো মহাবেগাং জাম্বূনদপরিষ্কৃতাম্।
অভিক্রুদ্ধস্য ক্রুদ্ধস্তু তাড়য়ামাস তাং গদাম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

আবিদ্ধেতি। আবিদ্ধা ঘূর্ণিতা। সধূমং সার্চ্চিষঞ্চাগ্নিম্, সা অগ্র্যা গদা মুমোচ ॥৩২॥
আধূতামিতি। আধূতাং ঘূর্ণিতাম্। অদ্রিসারময়ীং লৌহময়ীম্, আবিধ্য ঘূর্ণয়িত্বা ॥৩৩॥
গদেতি। ভয়ং কর্ত্তৃ, পাণ্ডূন্ পাণ্ডুপুত্রান্ ॥৩৪॥
দৃষ্ট্বেতি। চিত্রতরান্নানাপ্রকারান্, কৌন্তেয়ং ভীমম্, অভিদুদ্রুবে অভিদধাব ॥৩৫॥

তেজস্বী দুর্য্যোধন রণস্থলের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ পথে বিচরণ ও মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে থাকিয়া, ভীম হইতে অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩১॥

ভীমকর্তৃক মহাবেগে ঘূর্ণিত বিশাল, উত্তম ও মহাশব্দযুক্ত সেই গদাটা ধূম ও শিখার সহিত অগ্নি আবিষ্কার করিতে থাকিল ॥৩২॥

ভীমসেন গদা ঘুরাইতেছেন দেখিয়া, দুর্য্যোধন লৌহময়ী বিশাল গদা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া, অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৩৩॥

মহাবল দুর্য্যোধনের গদার বায়ুর বেগ দেখিয়া, সোমক ও পাণ্ডবগণের হৃদয়ে ভয় প্রবেশ করিল ॥৩৪॥

মহারাজ! আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন ভীমসেনকে অবস্থিত দেখিয়া, নানাপ্রকার ভঙ্গীতে গমন করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৩৫॥

---

(৩৪) ইতঃ পরং পূর্ব্বলিখিতা অপি ত্রয়ঃ শ্লোকাঃ অবিকলমেব পুনর্লিখিতাঃ—বঙ্গ বর্দ্ধ সো নি। তে চ যথা—
তৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধক্রীড়াং সমন্ততঃ। গদাভ্যাং সহসান্যোঽন্যমাজঘ্নতুররিন্দমৌ ॥১॥
তৌ পরস্পরমাসাদ্য দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা। অশোভেতাং মহারাজ! শোণিতেন পরিপ্লুতৌ ॥
এবং তদভবদ্যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্। পরিবৃত্তেঽহনি ক্রূরং বৃত্রবাসবয়োরিব ॥৩॥

সবিস্ফুলিঙ্গো নির্হ্রাদস্তয়োস্তত্রাভিঘাতজঃ।
প্রাদুরাসীন্মহারাজ! সৃষ্টয়োর্বজ্রয়োরিব ॥৩৭॥
বেগবত্যা তয়া তত্র ভীমসেনেন মুক্তয়া।
নিপতন্ত্যা মহারাজ! পৃথিবী সমকম্পত ॥৩৮॥
তাং নামৃষ্যত কৌরব্যো গদাং প্রতিহতাং রণে।
মত্তো দ্বিপ ইব ক্রুদ্ধঃ প্রতিকুঞ্জরদর্শনাৎ ॥৩৯॥
স সব্যং মণ্ডলং রাজন্! উদ্‌ভ্রাম্য কৃতনিশ্চয়ঃ।
আজঘ্নে মূর্দ্ধ্নি কৌন্তেয়ং গদয়া ভীমবেগয়া ॥৪০॥
তয়া ত্বভিহতো ভীমঃ পুত্রেণ তব পাণ্ডবঃ।
নাকম্পত মহারাজ! তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। জাম্বূনদপরিষ্কৃতাং স্বর্ণপট্টশোভিতাম্ ॥৩৬॥
সেতি। সবিস্ফুলিঙ্গঃ অগ্নিকণসহিতঃ, নির্হ্রাদঃ শব্দঃ। সৃষ্টয়োর্নিক্ষিপ্তয়োঃ ॥৩৭॥
বেগেতি। তয়া গদয়া, মুক্তয়া নিক্ষিপ্তয়া। নিপতন্ত্যা ভূমৌ ॥৩৮॥
তামিতি। নামৃষ্যত নাসহত, কৌরব্যো দুর্য্যোধনঃ। ক্রুদ্ধ আসীৎ ॥৩৯॥
স ইতি। সব্যং বামম্, উদ্‌ভ্রাম্য গদামেব ঘূর্ণয়িত্বা ॥৪০॥
তয়েতি। অদ্ভুতমিবাভবৎ বেগাতিশয়েন কম্পনাবশ্যম্ভাবাৎ ॥৪১॥

তখন ক্রুদ্ধ ভীমসেন গদাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধনের মহাবেগা ও স্বর্ণপট্টবেষ্টিতা সেই গদার উপরে আঘাত করিলেন ॥৩৬॥

মহারাজ! তৎকালে নিক্ষিপ্ত দুইটা বজ্রের পরস্পর আঘাতজনিত শব্দের ন্যায় সেই গদা দুইটার পরস্পর আঘাতজনিত শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হইল ॥৩৭॥

মহারাজ! ভীমসেননিক্ষিপ্ত বেগবতী সেই গদাটা ভূতলে পতিত হইলে, সেই ভূমি কাঁপিয়া উঠিল ॥৩৮॥

তখন দুর্য্যোধন নিজের গদা প্রতিহত হইল দেখিয়া, তাহা সহ্য করিলেন না; প্রত্যুত এক মত্তহস্তী যেমন অপর হস্তী দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হয়, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩৯॥

রাজা! পরে দুর্য্যোধন ভীমসেনের বধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, বাম দিকে মণ্ডলাকারে নিজের গদাটা ঘুরাইয়া, সেই ভীষণবেগযুক্ত গদাদ্বারা ভীমসেনের মস্তকে আঘাত করিলেন ॥৪০॥

(৩৭)…দন্তয়োর্গজয়োরিব—পি, সৃষ্টয়োর্বজ্রয়োরিব—নি।

আশ্চর্য্যঞ্চাপি তত্রাজন্! সর্ব্বসৈন্যান্যপূজয়ন্।
যদ্‌গদাভিহতো ভীমো নাকম্পত পদাৎ পদম্ ॥৪২॥
ততো গুরুতরাং দীপ্তাং গদাং হেমপরিষ্কৃতাম্।
দুর্য্যোধনায় ব্যসৃজৎ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥৪৩॥
তং প্রহারমসংভ্রান্তো লাঘবেন মহাবলঃ।
মোঘং দুর্য্যোধনশ্চক্রে তত্রাভূদ্বিস্ময়ো মহান্ ॥৪৪॥
সা তু মোঘা গদা রাজন্! পতন্তী ভীমচোদিতা।
চালয়ামাস পৃথিবীং মহানির্ঘাতনিস্বনা ॥৪৫॥
আস্থায় কৌশিকান্মার্গানুৎপতন্ স পুনঃ পুনঃ।
গদানিপাতং প্রজ্ঞায় ভীমসেনঞ্চ বঞ্চিতম্ ॥৪৬॥

ভারতকৌমুদী

আশ্চর্য্যমিতি। অপূজয়ন্ প্রাশংসন্। নাকম্পত নাচলৎ ॥৪২॥
তত ইতি। গুরুতরামতিবিশালাম্, হেমপরিষ্কৃতাং স্বর্ণপট্টশোভিতাম্ ॥৪৩॥
তমিতি। অসংভ্রান্তঃ অবিচলিতঃ, লাঘবেন দ্রুতমপসরণেন। মোঘং ব্যর্থম্ ॥৪৪॥
সেতি। ভীমেন চোদিতা ক্ষিপ্তা। পৃথিবীং রণভূমিম্ ॥৪৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রক্ষেপঃ। অপসৃত্তং পরাবৃত্য পৃষ্ঠতঃ কৃতেন হস্তেন শত্রোস্তাড়নম্ ॥২০—৪৫॥ আস্থায়েতি। কৌশিকান্ কুশ উন্মত্তস্তদাচরিতান্মার্গানাস্থায় পুনঃ পুনরুৎপতনেন বঞ্চনেন চ ভীমমুন্মত্তীকৃত্য

মহারাজ! আপনার পুত্র সেইভাবে আঘাত করিলেও ভীমসেন বিচলিত হইলেন না, তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল ॥৪১॥

রাজা! ভীমসেন সেইরূপ আহত হইয়াও এক পদ হইতে অপর পদে যে সরিলেন না, সমস্ত সৈন্যই সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারের প্রশংসা করিল ॥৪২॥

তাহার পর ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী ভীমসেন স্বর্ণপট্টবেষ্টিত ও উজ্জ্বল বিশাল গদাটাকে দুর্য্যোধনের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৩॥

তখন মহাবল দুর্য্যোধন অবিচলিত থাকিয়া, সত্বর অপসৃত হইয়া, ভীমের সেই প্রহারটাকে ব্যর্থ করিলেন; তাহাতে তত্রত্য লোকদিগের গুরুতর বিস্ময় জন্মিল ॥৪৪॥

রাজা! ভীমসেননিক্ষিপ্তা, মহানির্ঘাতের ন্যায় ভীষণশব্দকারিণী সেই গদাটা ব্যর্থ ও পতিত হইয়া রণস্থল কম্পিত করিল ॥৪৫॥

---

(৪৩) ততো গুরুতরীং...বজ বর্দ্ধ সো।

বঞ্চয়িত্বা তথা ভীমং গদয়া কুরুসত্তমঃ।
তাড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে মহাবলঃ ॥৪৭॥ (যুগ্মকম্)
গদয়া নিহতো ভীমো মুহ্যমানো মহারণে।
নাভ্যমন্যত কর্ত্তব্যং পুত্রেণাভ্যাহতস্তব ॥৪৮॥
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে রাজন্! সোমকপাণ্ডবাঃ।
ভৃশোপহতসঙ্কল্পা ন হৃষ্টমনসোঽভবন্ ॥৪৯॥
স তু তেন প্রহারেণ মাতঙ্গ ইব রোষিতঃ।
হস্তিবদ্ধস্তিসঙ্কাশমভিদুদ্রাব তে সুতম্ ॥৫০॥
ততস্তু তরসা ভীমো গদয়া তনয়ং তব।
অভিদুদ্রাব বেগেন সিংহো বনগজং যথা ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

আপ্লায়েতি। কৌশিকানাং পেচকানামিম ইতি কৌশিকান্তান্, পেচকোৎপতনমার্গ-তুল্যানিত্যর্থঃ। গদানিপাতং ভীমসেনেন করিষ্যমাণম্। তথা পুনঃ পুনরুৎপতনেন ॥৪৬—৪৭॥

গদয়েতি। নিহত আহতঃ, মুহ্যমান আসীৎ। নাভ্যমন্যত মনসা স্থিরীকর্তুং নাশক্নোৎ ॥৪৮॥

তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ ভীমসেনে, তথা বর্ত্তমানে মূঢ়ে সতি। ভৃশোপহতসঙ্কল্পা অতীব-নিরাশাঃ ॥৪৯॥

স ইতি। স ভীমঃ। অভিদুদ্রাব অভিদধাব ॥৫০॥

তত ইতি। তরসা বলেন, গদয়া সহ ॥৫১॥

ক্রমে মহাবল ও কৌরবশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীমকে বঞ্চিত জানিয়া, তিনি আবারও গদা প্রহার করিবেন বুঝিয়া, পেচকের গতিভঙ্গি অবলম্বন করিয়া, বার বার লাফাইয়া উঠিতে থাকিয়া, আপন গদাদ্বারা ভীমসেনের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন ॥৪৬—৪৭॥

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন আঘাত করিলে, ভীমসেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন এবং মহাযুদ্ধে নিজের কর্ত্তব্য স্থির কারতে পারিলেন না ॥৪৮॥

রাজা! ভীমসেন সেইরূপ হইয়া পড়িলে, পাণ্ডব ও সোমকেরা জয়ে নিরাশ ও বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন ॥৪৯॥

কিন্তু দুর্য্যোধনের সেই প্রহার হস্তীর ন্যায় ভীমসেনের ক্রোধ উৎপাদন করিল; তাহাতে ভীমসেন হস্তীর ন্যায় হস্তিতুল্য দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫০॥

তাহার পর, সিংহ যেমন বন্যহস্তীর দিকে ধাবিত হয়; সেইরূপ ভীমসেন গদা লইয়া বেগে দুর্য্যোধনের দিকে বলপূর্ব্বক ধাবিত হইলেন ॥৫১॥

---

(৪৯)···নহৃষ্টমনসোঽভবন্—বঙ্গ সো, নাহৃষ্টমনসোঽভবন্—নি।

উপসৃত্য তু রাজানং গদামোক্ষবিশারদঃ।
আবিধ্যত গদাং রাজন্! সমুদ্দিশ্য সুতং তব॥৫২॥
অতাড়য়দ্ভীমসেনঃ পার্শ্বে দুর্য্যোধনং তদা।
স বিহ্বলঃ প্রহারেণ জানুভ্যামগমন্মহীম্॥৫৩॥
তস্মিন্ কুরুকুলশ্রেষ্ঠে জানুভ্যামবনীং গতে।
উদতিষ্ঠত্ততো নাদঃ সৃঞ্জয়ানাং জগৎপতে!॥৫৪॥
তেষাস্তু নিনদং শ্রুত্বা সৃঞ্জয়ানাং নরর্ষভ!।
অমর্ষাদ্ভরতশ্রেষ্ঠ! পুত্রস্তে সমকুপ্যত॥৫৫॥
উত্থায় তু মহাবাহুর্মহানাগ ইব শ্বসন্।
দিধক্ষন্নিব নেত্রাভ্যাং ভীমসেনমবৈক্ষত॥৫৬॥
ততঃ স ভরতশ্রেষ্ঠো গদাপাণিরথাদ্রবৎ।
প্রমথিষ্যন্নিব শিরো ভীমসেনস্য সংযুগে॥৫৭॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। আবিধ্যত অঘূর্ণয়ৎ, সমুদ্দিশ্য লক্ষ্যীকৃত্য॥৫২॥
অতাড়য়দিতি। জানুভ্যাং জানুযুগলপাতেনেত্যর্থঃ, অগমৎ আশিশ্রিয়ৎ॥৫৩॥
তস্মিন্নিতি। নাদ আনন্দকোলাহলঃ, হে জগৎপতে! ভূমিপতে!॥৫৪॥
তেষামিতি। নিনদমানন্দকোলাহলম্। অমর্ষাৎ অসহিষ্ণুত্বাৎ॥৫৫॥
উত্থায়েতি। মহানাগ উত্তমসর্পঃ। দিধক্ষন্ দগ্ধুমিচ্ছন্॥৫৬॥
তত ইতি। অদ্রবৎ ভীমং প্রত্যধাবৎ। প্রমথিষ্যন্ চূর্ণয়িষ্যন্॥৫৭॥

রাজা! গদানিক্ষেপনিপুণ ভীমসেন নিকটবর্ত্তী হইয়া, আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া, গদাটা ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন॥৫২॥

পরে ভীমসেন যাইয়া, গদাদ্বারা দুর্য্যোধনের পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন; তখন দুর্য্যোধন জানুযুগল পাতিয়া ভূমি অবলম্বন করিলেন॥৫৩॥

রাজা! কুরুকুলশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন জানুযুগলদ্বারা ভূমি অবলম্বন করিলে, সৃঞ্জয়-গণের মধ্যে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল॥৫৪॥

নরশ্রেষ্ঠ! সেই সৃঞ্জয়গণের আনন্দকোলাহল শুনিয়া, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অসহিষ্ণুতাবশতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন॥৫৫॥

তখন মহাবাহু দুর্য্যোধন গাত্রোত্থান করিয়া, মহাসর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া, নয়নযুগলদ্বারা ভীমসেনকে যেন দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন॥৫৬॥

(৫৭)·· গদাপাণিরভিদ্রবৎ···পি নি।

স মহাত্মা মহাত্মানং ভীমং ভীমপরাক্রমঃ।
অতাড়য়চ্ছঙ্খদেশে ন চচালাচলোপমঃ ॥৫৮॥
স ভূয়ঃ শুশুভে পার্থস্তাড়িতো গদয়া রণে।
উদ্ভিন্নরুধিরো রাজন্! প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥৫৯॥
ততো গদাং বীরহণীময়োময়ীং প্রগৃহ্য বজ্রাশনিতুল্যনিস্বনাম্।
অতাড়য়চ্ছত্রুমমিত্রকর্ষণো বলেন বিক্রম্য ধনঞ্জয়াগ্রজঃ ॥৬০॥
স ভীমসেনাভিহতস্তবাত্মজঃ পপাত সঙ্কম্পিতদেহবন্ধনঃ।
সুপুষ্পিতো মারুতবেগতাড়িতো বনে মহাশাল ইবাবঘূর্ণিতঃ ॥৬১॥
ততঃ প্রণেদুর্জহৃষুশ্চ পাণ্ডবাঃ সমীক্ষ্য পুত্রং পতিতং ক্ষিতৌ তব।
ততঃ সুতস্তে প্রতিলভ্য চেতনাং সমুৎপপাত দ্বিরদো যথা হ্রদাৎ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। শঙ্খদেশে ললাটপ্রান্তভাগে, ন চচাল ভীম ইতি শেষঃ ॥৫৮॥
স ইতি। পার্থো ভীমঃ। উদ্ভিন্নরুধিরো নির্গতরক্তঃ, প্রভিন্নো মদস্রাবী ॥৫৯॥
তত ইতি। বীরং হন্তীতি বীরহণীম্, অয়োময়ীং লৌহময়ীম্, অশনির্বিদ্যুৎ ॥৬০॥
স ইতি। সঙ্কম্পিতং বর্ম্মণাবিহিতং দেহবন্ধনং শরীরাবরণং যেন সঃ ॥৬১॥
তত ইতি। সমুৎপপাত ভূতলাদুত্তস্থৌ, দ্বিরদো গজঃ ॥৬২॥

তাহার পর ভরতবংশশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন গদা ধারণ করিয়া, ভীমসেনের মস্তক চূর্ণ করিবেন বলিয়াই যেন তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥৫৭॥

ক্রমে মহাবল ও ভীষণপরাক্রমশালী দুর্য্যোধন যাইয়া গদাদ্বারা ভীমসেনের ললাটের উপরিভাগে আঘাত করিলেন; কিন্তু ভীমসেন তাহাতে পর্ব্বতের ন্যায় বিচলিত হইলেন না ॥৫৮॥

রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধে গদাদ্বারা তাড়ন করিলে, ভীমসেনের দেহ হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিল; তখন তিনি মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৫৯॥

তাহার পর শত্রুহন্তা ভীমসেন লৌহময়ী, বীরনাশিনী এবং বজ্র ও বিদ্যুতের ন্যায় শব্দকারিণী গদা ধারণ করিয়া, বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক সবলে দুর্য্যোধনের দেহে আঘাত করিলেন ॥৬০॥

মহারাজ! ভীমসেন সেইরূপ আঘাত করিলে, আপনার পুত্র বর্ম্মধারী দুর্য্যোধন বনমধ্যে বায়ুবেগে তাড়িত ও পুষ্পসমন্বিত বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন ॥৬১॥

(৬১)···সংকম্পিতদেহবন্ধনঃ···পি বঙ্গ নি।

স পার্থিবো নিত্যমমর্ষিতস্তদা মহারথঃ শিক্ষিতবৎ পরিভ্রমন্।
অতাড়য়ৎ পাণ্ডবমগ্রতঃ স্থিতং স বিহ্বলাঙ্গো জগতীমুপাস্পৃশৎ ॥৬৩॥
স সিংহনাদং বিননাদ কৌরবো নিপাত্য ভূমৌ যুধি ভীমমোজসা।
বিভেদ চৈবাশনিতুল্যতেজসা গদানিপাতেন শরীররক্ষণম্ ॥৬৪॥
ততোঽন্তরীক্ষে নিনদো মহানভূদ্দিবৌকসামপ্সরসাঞ্চ নেদুষাম্।
পপাত চোচ্চৈরমরপ্রবেরিতং বিচিত্রপুষ্পোৎকরবর্ষমুত্তমম্ ॥৬৫॥
ততঃ পরানাবিশদুত্তমং ভয়ং সমীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং নরোত্তমম্।
অহীয়মানঞ্চ বলেন কৌরবং নিশাম্য ভেদং সুদৃঢ়স্য বর্ম্মণঃ ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। জগতীং ভূমিম্, "জগতী ছন্দোবিশেষেঽপি ক্ষিতাবপি" ইত্যমরঃ ॥৬৩॥
স ইতি। বিভেদ বিদারয়ামাস, শরীররক্ষণং বর্ম্ম ॥৬৪॥
তত ইতি। নেদুষাং হর্ষনাদং কৃতবতাম্। অমরৈঃ প্রবেরিতং প্রেরিতম্ ॥৬৫॥
তত ইতি। পরান্ পাণ্ডবান্, নরোত্তমং ভীমম্। কৌরবং দুর্য্যোধনম্, ভেদং বিদারণম্ ॥৬৬॥

ভারতভাবদীপঃ

গদয়া তাড়য়ামাসেতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ ॥৪৬—৪৯॥ নষ্টহৃষ্টমনসঃ খিন্নচেতসঃ ॥৫০—৫৮॥ শঙ্খদেশে ললাটপ্রান্তে ॥৫৯—৬৪॥ নেদুষাং নাদং কৃতবতীনাম্ ॥৬৫—৬৯॥
ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩॥

রাজা! তদনন্তর আপনার পুত্রকে ভূতলে পতিত দেখিয়া, পাণ্ডবেরা আনন্দিত হইলেন এবং কোলাহল করিয়া উঠিলেন। তৎপরে তখনই দুর্য্যোধন চৈতন্য লাভ করিয়া, হস্তী যেমন হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান করে, সেইরূপ ভূতল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥৬২॥

তাহার পর সর্ব্বদা কোপান্বিত ও মহারথ রাজা দুর্য্যোধন শিক্ষিতের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকিয়া, সম্মুখবর্ত্তী ভীমসেনকে তাড়ন করিলেন; তখন ভীমসেন বিহ্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥৬৩॥

দুর্য্যোধন সেইভাবে বলপূর্ব্বক ভীমসেনকে ভূতলে নিপাতিত করিয়া, সিংহনাদ করিলেন এবং বজ্রতুল্য গদার আঘাতে ভীমের বর্ম্মটাকে বিদীর্ণ করিলেন ॥৬৪॥

তৎপরে আকাশে দেবগণ ও অপ্সরাগণ আনন্দধ্বনি করিতে থাকিলে, সেখানে মহাকোলাহল হইতে লাগিল এবং ঊর্দ্ধ হইতে দেবগণনিক্ষিপ্ত উত্তম পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল ॥৬৫॥

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন পতিত হইয়াছেন, দুর্য্যোধন সবলই আছেন এবং

তভো মুহূর্ত্তাদুপলভ্য চেতনাং প্রমৃজ্য বক্ত্রং রুধিরার্দ্রমাত্মনঃ।
ধৃতিং সমালম্ব্য বিবৃত্তলোচনো বলেন সংস্তভ্য বৃকোদরঃ স্থিতঃ ॥৬৭॥
ততো যমৌ যমসদৃশৌ পরাক্রমে সপার্ষতঃ শিনিতনয়শ্চ বীর্য্যবান্।
সমাহ্বয়ন্নহমহমিত্যভিত্বরংস্তবাত্মজং সমভিযযু র্বধৈষিণঃ ॥৬৮॥
নিবর্ত্ত্য তান্ পুনরপি পাণ্ডবো বলী তবাত্মজং স্বয়মভিগম্য কালবৎ।
চচার চাপ্যপগতখেদবেপথুঃ সুরেশ্বরো নমুচিমিবোত্তমং রণে ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ধৃতিং ধৈর্য্যম্, সংস্তভ্য আত্মানং স্থিরীকৃত্য ॥৬৭॥

তত ইতি। যমৌ নকুলসহদেবৌ, সপার্ষতো ধৃষ্টদ্যুম্নসহিতঃ, শিনিতনয়ঃ সাত্যকিঃ। অহমেব ত্বাং হন্মীতি শেষঃ, বধৈষিণস্তবাত্মজস্যৈব ॥৬৮॥

নিবর্ত্ত্যেতি। পাণ্ডবো ভীমসেনঃ, কালবদ্যম ইব। অপগতৌ তিরোহিতৌ খেদবেপথূ শ্রমকম্পৌ যস্য সঃ। সুরেশ্বরো দেবরাজঃ, নমুচিং নাম দানবম্ ॥৬৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

ভীমসেনের বর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়াছে, এই সকল দেখিয়া পাণ্ডবগণের গুরুতর ভয় জন্মিল ॥৬৬॥

ওদিকে ভীমসেন কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া, নিজের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল মুছিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া, চোখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন ॥৬৭॥

মহারাজ! তৎপরে পরাক্রমে যমের তুল্য নকুল ও সহদেব এবং বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি—দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া 'এই আমি তোমাকে বধ করিতেছি, এই আমি তোমাকে বধ করিতেছি' এই কথা বলিয়া, দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইবার উপক্রম করিলেন ॥৬৮॥

তখন বলবান্ ভীমসেন তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া, শ্রম ও কম্প তিরোহিত হইলে, যমের ন্যায় পুনরায় দুর্য্যোধনের দিকে যাইয়া, পূর্ব্বকালে ইন্দ্র যেমন নমুচি-দানবকে লক্ষ করিয়া, যুদ্ধে বিচরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৬৯॥

(৬৮—৬৯) ইদং শ্লোকদ্বয়ং পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো নাস্তি। * '... সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '...অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' নি।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

সমুদীর্ণং ততো দৃষ্ট্বা সংগ্রামং কুরুমুখ্যয়োঃ।
অথাব্রবীদর্জ্জুনস্তু বাসুদেবং যশস্বিনম্ ॥১॥
অনয়োর্বীরয়োর্যুদ্ধে কো জ্যায়ান্ ভবতো মতঃ।
কস্য বা কো গুণো ভূয়ানেতদ্বদ জনার্দ্দন! ॥২॥

বাসুদেব উবাচ।

উপদেশোঽনয়োস্তুল্যো ভীমস্তু বলবত্তরঃ।
কৃতী যত্নপরস্ত্বেষ ধার্ত্তরাষ্ট্রো বৃকোদরাৎ ॥৩॥
ভীমসেনস্তু ধর্ম্মেণ যুধ্যমানো ন জেষ্যতি।
অন্যায়েন তু যুধ্যন্ বৈ হন্যাদেব সুযোধনম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

সমিতি। সমুদীর্ণং ক্রমেণ প্রবৃদ্ধম্, কুরুমুখ্যয়োঃ কৌরবপ্রধানয়োর্ভীমদুর্য্যোধনয়োঃ ॥১॥

অনয়োরিতি। জ্যায়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। ভূয়ানধিকঃ ॥২॥

উপেতি। উপদেশো গুরোঃ শিক্ষাদানম্। কৃতী নিপুণঃ ॥৩॥

তৎফলমাহ ভীমেতি। ধর্ম্মেণ ন্যায়েন, ন জেষ্যতি বলাপেক্ষয়া নৈপুণ্যস্যাধিককার্য্যকারিত্বাৎ ॥৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! তাহার পর কৌরবপ্রধান ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, অর্জ্জুন যশস্বী কৃষ্ণকে বলিলেন—॥১॥

'জনার্দ্দন! এই যুধ্যমান বীর দুই জনের মধ্যে কে প্রধান? এবং ইঁহাদের মধ্যে কাঁহার কোন্ গুণই বা অধিক তাহা বল' ॥২॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'গুরুর উপদেশ ইঁহাদের দুই জনেরই সমান; কিন্তু ভীমসেন অধিক বলবান্, আর ভীমসেন অপেক্ষা দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অধিক যত্নবান্ এবং নিপুণ ॥৩॥

অতএব ভীমসেন ন্যায় অনুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া, দুর্য্যোধনকে জয় করিতে পারিবেন না; কিন্তু অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করিয়া অবশ্যই দুর্য্যোধনকে বধ করিতে পারিবেন ॥৪॥

(২)···কস্য কো হি বশো ভূয়াদেতদ্বদ···পি।

মায়য়া নির্জ্জিতা দেবৈরসুরা ইতি নঃ শ্রুতম্ ।
বিরোচনস্তু শক্রেণ মায়য়া নির্জ্জিতঃ স বৈ ॥৫॥
মায়য়া চাক্ষিপত্তেজো বৃত্রস্য বলসূদনঃ ।
তস্মান্মায়াময়ং ভীম আতিষ্ঠতু পরাক্রমম্ ॥৬॥
প্রতিজ্ঞাতস্তু ভীমেন দ্যূতকালে ধনঞ্জয় ! ।
ঊরূ ভেৎস্যামি তে সংখ্যে গদয়েতি সুযোধন ! ॥৭॥
সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাং তাঞ্চাপি পালয়ত্বরিকর্ষণঃ ।
মায়াবিনঞ্চ রাজানং মায়য়ৈব নিকৃন্ততু ॥৮॥
যদ্যেষ বলমাস্থায় ন্যায়েন প্রহরিষ্যতি ।
বিষমস্থস্ততো রাজা ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯॥
পুনরেব তু বক্ষ্যামি পাণ্ডবেয় ! নিবোধ মে ।
ধর্ম্মরাজাপরাধেন ভয়ং নঃ পুনরাগতম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অন্যায়যুদ্ধমপি সমর্থয়ন্ দৃষ্টান্তমাহ মায়য়েতি । মায়য়া কূটকৌশলেন ॥৫॥
মায়য়েতি । আক্ষিপৎ অপাসারয়ৎ, বলসূদন ইন্দ্রঃ । আতিষ্ঠতু আশ্রয়তু ॥৬॥
তাং মায়ামেব প্রকাশয়ন্নাহ প্রতীতি । ভেৎস্যামি ভঙ্ক্ষ্যামি, সংখ্যে যুদ্ধে ॥৭॥
ইদানীং ভীমস্য কর্ত্তব্যমাহ স ইতি । রাজানং দুর্য্যোধনম্, নিকৃন্ততু হন্তু ॥৮॥
পক্ষান্তরে দোষমাহ যদীতি । বিষমস্থো বিপদ্গতঃ, ভীমবধসম্ভবেন সর্ব্বনাশসম্ভবাৎ ॥৯॥

আমরা শুনিয়াছি—দেবতারা কূটকৌশলে (অন্যায় ভাবে) অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও কূটকৌশলেই বিরোচনকে পরাজয় করিয়াছিলেন ॥৫॥

ইন্দ্র কূটকৌশলেই বৃত্রাসুরেরও তেজ নষ্ট করিয়াছিলেন। অতএব ভীমসেন কূটকৌশলবহুল পরাক্রমই অবলম্বন করুন ॥৬॥

অর্জ্জুন ! ভীমসেন দ্যূতক্রীড়ার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'দুর্য্যোধন ! আমি যুদ্ধে গদাদ্বারা তোর ঊরুযুগল ভগ্ন করিব' ॥৭॥

শত্রুহন্তা এই সেই ভীমসেন সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন; কূটকৌশলী দুর্য্যোধনকে কূটকৌশলেই বধ করুন ॥৮॥

ভীমসেন যদি ন্যায় অনুসারে যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিষম বিপদে পড়িবেন ॥৯॥

পাণ্ডুনন্দন ! আমি আবারও বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর; ধর্ম্মরাজের অপরাধে পুনরায় আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥১০॥

(৬) তস্মান্মায়াময়ং বীর ! আতিষ্ঠতু বৃকোদরঃ···নি।

কৃত্বা হি সুমহৎ কর্ম্ম হত্বা ভীষ্মমুখান্ কুরূন্।
জয়ঃ প্রাপ্তো যশশ্চাগ্র্যং বৈরঞ্চ প্রতিযাতিতম্ ॥১১॥
তদেবং বিজয়ঃ প্রাপ্তঃ পুনঃ সংশয়িতঃ কৃতঃ।
অবুদ্ধিরেষা মহতী ধর্ম্মরাজস্য পাণ্ডব! ॥১২॥
যদেকবিজয়ে যুদ্ধং পণিতং ঘোরমীদৃশম্।
সুযোধনঃ কৃতী বীর একায়নগতস্তথা ॥১৩॥
অপি চোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ।
শ্লোকস্তত্ত্বার্থসহিতস্তম্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৪॥
পুনরাবর্ত্তমানানাং ভগ্নানাং জীবিতৈষিণাম্।
ভেতব্যমরিশেষাণামেকায়নগতা হি তে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

পুনরিতি। নিবোধ শৃণু। ধর্ম্মরাজস্য যুধিষ্ঠিরস্যাপরাধেন ॥১০॥

অথ কোঽসাবপরাধ ইত্যাহ শ্লোকজাতেন কৃত্বেতি। অগ্র্যমুত্তমম্, প্রতিযাতিতং প্রতিশোধিতম্ ॥১১॥

তদিতি। প্রাপ্তঃ প্রায়েণ লব্ধঃ। অবুদ্ধির্নির্বুদ্ধিতা ॥১২॥

নম্নু কাসাববুদ্ধিরিত্যাহ যদিতি। একায়নগতঃ কেবলমৃত্যুপথপ্রাপ্তঃ ॥১৩॥

মহাজনোক্তিমুদাহর্ত্তুমাহ অপীতি। উশনসা শুক্রেণ, গীতো গানবৎ প্রচারিতঃ ॥১৪॥

পুনরিতি। ভগ্নানাং পরাজিতানামপি, পুনরাবর্ত্তমানানাং পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত্য যোদ্ধুমাগচ্ছতাং জীবিতৈষিণাং পলায়নে জীবননাশাবশ্যম্ভাবসম্ভাবনাৎ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন এব জীবনরক্ষাসম্ভাবিনাম্, অরিশেষাণাং হতাবশিষ্টশত্রূণাং তেভ্য ইত্যর্থঃ, ভেতব্যম্। হি যস্মাৎ, তে অরিশেষা, একমেব অয়নং মরণপথং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥১৫॥

অতিগুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভীষ্মপ্রভৃতি কৌরবগণকে বধ করিয়াও উত্তম যশ লাভ করা হইয়াছিল এবং শত্রুতারও প্রতিশোধ দেওয়া হইয়াছিল ॥১১॥

অতএব পাণ্ডুনন্দন! জয় প্রায় হস্তগত হইয়াছিল, এমন অবস্থায় ধর্ম্মরাজ পুনরায় তাহাকে সংশয়াপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং এটা ধর্ম্মরাজের অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতাই হইয়াছে ॥১২॥

যেহেতু, 'দুর্য্যোধন! তুমি আমাদের মধ্যে এক জনকে জয় করিতে পারিলেই তোমার জয় হইবে' এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুদ্ধে ভয়ঙ্কর পণ করিয়াছেন। কারণ, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে নিপুণ, বীর এবং মরিয়া হইয়া লাগিয়াছেন ॥১৩॥

আরও শুনিতে পাই যে, স্বয়ং শুক্রাচার্য্য পূর্ব্বকালে তত্ত্বার্থসম্পন্ন এই শ্লোকটী প্রচার করিয়াছিলেন; তাহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর—॥১৪॥

(১১)· ·জয়ঃ প্রাপ্তো যশঃ প্রাগ্যং···নি।

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরতোর্নৃপভীময়োঃ।
গদাসম্পাতজাস্তত্র প্রজজ্ঞুঃ পাবকার্চ্চিষঃ ॥২৭॥
সমং প্রহরতোস্তত্র শূরয়োর্বলিনোর্ম্মৃধে।
ক্ষুব্ধয়োর্বায়ুনা রাজন্! দ্বয়োরিব সমুদ্রয়োঃ ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
তয়োঃ প্রহরতোস্তুল্যং মত্তকুঞ্জরয়োরিব।
গদানির্ঘাতসংহ্রাদঃ প্রহারাৎ সমজায়ত ॥২৯॥
তস্মিংস্তদা সম্প্রহারে দারুণে সঙ্কুলে ভৃশম্।
উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥৩০॥
তৌ মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য পুনরেব পরন্তপৌ।
অভ্যহারয়তাং ক্রুদ্ধৌ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

প্রেপ্সন্তৌ, পরস্পরজিঘাংসয়েতি ভাবঃ। অন্তকৌ যমৌ। গরুত্মন্তৌ পক্ষিণৌ, নাগস্ত বৃহৎসর্পস্ত, আমিষৈষিণৌ মাংসলুব্ধৌ ॥২৫—২৬॥

মণ্ডলানীতি। নৃপো রাজা দুর্য্যোধনশ্চ ভীমশ্চ তয়োঃ। পাবকার্চ্চিষো বহ্নিশিখাঃ, সমং সমানম্। ক্ষুব্ধয়োঃ সঞ্চালিতয়োঃ ॥২৭—২৮॥

তয়োরিতি। গদয়োর্নির্ঘাতানাং তীব্রাঘাতানাং সংহ্রাদঃ শব্দঃ ॥২৯॥

তস্মিন্নিতি। সঙ্কুলে তুমুলে সতি। পরিশ্রান্তাবভবতামিতি শেষঃ ॥৩০॥

করিয়া যুদ্ধ করে, সেইরূপ মহাবীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধন শত্রুতার সমাপ্তি করিবার অভিপ্রায়ে পরস্পর বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, চন্দন ও অগুরু-রঞ্জিত ভীষণ দুইটা গদা সঞ্চালন করিতে থাকিয়া, ক্রুদ্ধ দুই জন যমের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥২৫—২৬॥

রাজা! বীর ও বলবান্ ভীম ও দুর্য্যোধন বায়ুসঞ্চালিত দুইটা সমুদ্রের ন্যায় রণস্থলে বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে থাকিয়া, যখন পরস্পর সমান ভাবে গদা প্রহার করিতে থাকিলেন, তখন সেই গদা দুইটা হইতে অগ্নির শিখা নির্গত হইতে লাগিল ॥২৭—২৮॥

দুইটা মত্তহস্তীর ন্যায় ভীম ও দুর্য্যোধন সমান ভাবে পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলে, গদা দুইটার পরস্পর আঘাতের গুরুতর শব্দ হইতে লাগিল ॥২৯॥

তখন সেই ভীষণ ও তুমুল প্রহার চলিতে লাগিলে, শত্রুদমনকারী যুধ্যমান ভীম ও দুর্য্যোধন দুই জনই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥৩০॥

(৩১)···অভ্যহারেতামত্যোক্তং প্রগৃহ্য মহতী গদে—পি।

তয়োঃ সমভবদ্‌যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্।
গদানিপাতৈ রাজেন্দ্র! তক্ষতোর্বৈ পরস্পরম্ ॥৩২॥
সমরে প্রদ্রুতৌ তৌ তু বৃষভাক্ষৌ তরস্বিনৌ।
অন্যোন্যং জঘ্নতুর্বীরৌ পঙ্কস্থৌ মহিষাবিব ॥৩৩॥
জর্জ্জরীকৃতসর্ব্বাঙ্গৌ রুধিরেণাভিসংপ্লুতৌ।
দদৃশাতে হিমবতি পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩৪॥
দুর্য্যোধনস্তু পার্থেন বিবরে সম্প্রদর্শিতে।
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু সহসা প্রসসার হ ॥৩৫॥
তমভ্যাসগতং প্রাজ্ঞো রণে প্রেক্ষ্য বৃকোদরঃ।
অবাক্ষিপদ্‌গদাং তস্মৈ বেগেন মহতা বলী ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি। সমাশ্বস্য বিশ্রম্য। অভ্যাহারয়তাং যুদ্ধমারভেতাম্ ॥৩১॥
তয়োরিতি। অসংবৃতং নির্বাধম্। তক্ষতোস্তনূকুর্ব্বতোঃ প্রহরতোরিত্যর্থঃ ॥৩২॥
সমর ইতি। প্রদ্রুতৌ দ্রুতং বিচরন্তৌ। তরস্বিনৌ বলবন্তৌ ॥৩৩॥
জর্জ্জরীতি। দদৃশাতে তত্রত্যৈর্জনৈঃ, হিমবতি গিরৌ ॥৩৪॥
দুর্য্যোধন ইতি। পার্থেন ভীমেন, বিবরে প্রহারচ্ছিদ্রে। প্রসসার অগ্রেসরো বভূব ॥৩৫॥
তমিতি। অভ্যাসগতং সমীপমুপস্থিতম্। তস্মৈ দুর্য্যোধনায় ॥৩৬॥

তৎপরে শত্রুসন্তাপকারী ভীম ও দুর্য্যোধন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, বিশাল গদা ধারণপূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিলেন ॥৩১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা গদার আঘাতে পরস্পর তাড়ন করিতে লাগিলে, অবাধে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকিল ॥৩২॥

বৃষের তুল্য বিশাল নয়ন ও বলবান্ ভীম এবং দুর্য্যোধন বেগে বিচরণ করিতে থাকিয়া, কর্দ্দমস্থিত দুইটা মহিষের ন্যায় পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

প্রহারে প্রহারে তাঁহাদের শরীর জর্জ্জরীভূত ও রক্তাক্ত হইয়া পড়িল; তখন হিমালয়পর্ব্বতে পুষ্পসমন্বিত দুইটা কিংশুকবৃক্ষের ন্যায় তাঁহাদিগকে দেখা যাইতে লাগিল ॥৩৪॥

পরে ভীমসেন প্রহারের অবকাশ দেখাইলে, দুর্য্যোধন মৃদু হাস্য করিয়া ভীমের দিকে বেগে গমন করিলেন ॥৩৫॥

ওদিকে বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ ভীমসেন দুর্য্যোধনকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, তাঁহার দিকে মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৬॥

অবক্ষপস্তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রস্তব বিশাংপতে।
অবাসর্পত্ততঃ স্থানাৎ সা মোঘা ন্যপতদ্ভুবি ॥৩৭॥
মোক্ষয়িত্বা প্রহারং তং সুতস্তব সসম্ভ্রমাৎ।
ভীমসেনঞ্চ গদয়া প্রাহরৎ কুরুসত্তমঃ ॥৩৮॥
তস্য বিস্যন্দমানেন রুধিরেণামিতৌজসঃ।
প্রহারগুরুপাতাচ্চ মূর্চ্ছেব সমজায়ত ॥৩৯॥
দুর্য্যোধনো ন তং বেদ পীড়িতং পাণ্ডবং রণে।
ধারয়ামাস ভীমোঽপি শরীরমতিপীড়িতম্ ॥৪০॥
অমন্যত স্থিতং হ্যেনং প্রহরিষ্যন্তমাহবে।
ততো ন প্রাহরত্তস্মৈ পুনরেব তবাত্মজঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি। অবাসর্পৎ অপাসরৎ, সা গদা, মোঘা ব্যর্থা সতী ॥৩৭॥
মোক্ষয়িত্বেতি। মোক্ষয়িত্বা ব্যর্থীকৃত্য, সম্ভ্রমাল্লাঘবাৎ ॥৩৮॥
তস্যেতি। বিস্যন্দমানেন স্রবতা। প্রহারস্য গুরুপাতাদ্দৃঢ়সম্বন্ধাৎ ॥৩৯॥
দুর্য্যোধন ইতি। বেদ জানাতি স্ম যথাবদেবাবস্থানাদিতি ভাবঃ ॥৪০॥
অথ তদবসরে কুতো ন পুনঃ প্রাহরদিত্যাহ অমন্যতেতি। বিপক্ষস্য প্রতিপ্রহারাবসর-দানং হি বীরনিয়ম ইতি ভাবঃ ॥৪১॥

নরনাথ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই গদানিক্ষেপ দেখিয়া, সত্বর সেস্থান হইতে সরিয়া গেলেন; তখন সেই গদাটা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৩৭॥

মহারাজ! আপনার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন বেগে অপসৃত হইয়া ভীমসেনের সেই প্রহার ব্যর্থ করিয়া, আপন গদাদ্বারা ভীমসেনকে প্রহার করিলেন ॥৩৮॥

ভীমসেনের তেজ অসাধারণ হইলেও দুর্য্যোধনের সেই গুরুতর প্রহারে রক্ত নির্গত হইতে থাকায় তাঁহার যেন মূর্চ্ছা জন্মিল ॥৩৯॥

কিন্তু ভীমসেন যে পীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা দুর্য্যোধন বুঝিতে পারেন নাই; আবার ভীমসেনও অত্যন্ত পীড়িত নিজের শরীর যথাযথভাবেই ধারণ করিতে-ছিলেন ॥৪০॥

মহারাজ! ভীমসেন প্রহার করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ইহাই দুর্য্যোধন মনে করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি পুনরায় ভীমসেনকে প্রহার করেন নাই ॥৪১॥

(৩৭) অবাক্ষিপ্তাস্ত তাং দৃষ্ট্বা ···বঙ্গ বর্দ্ধ। (৪০) তন্নাবুধ্যত পুত্রস্তে ···নি।

ততো মুহূর্ত্তমাশ্বস্য দুর্য্যোধনমুপস্থিতম্।
বেগেনাভ্যপতদ্রাজন্! ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥৪২॥
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য সংরব্ধমমিতৌজসম্।
মোঘমস্য প্রহারং তং চিকীর্ষুর্ভরতর্ষভ! ॥৪৩॥
অবস্থানে মতিং কৃত্বা পুত্রস্তব মহামনাঃ।
ইয়েষোৎপতিতুং রাজন্! ছলয়িষ্যন্ বৃকোদরম্ ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্)
অবুধ্যদ্ভীমসেনস্তদ্রাজ্ঞস্তস্য চিকীর্ষিতম্।
অথাস্য সমভিদ্রুত্য সমুৎক্রুশ্য চ সিংহবৎ ॥৪৫॥
মৃত্যুং বঞ্চয়তো রাজন্! পুনরেবোৎপতিষ্যতঃ।
ঊরুভ্যাং প্রাহিণোদ্রাজন্! গদাং বেগেন পাণ্ডবঃ ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)
সা বজ্রনিষ্পেষসমা প্রহিতা ভীমকর্ম্মণা।
ঊরূ দুর্য্যোধনস্যাথ বভঞ্জ প্রিয়দর্শনৌ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। আশ্বস্য বিলম্বেন সুস্থীভূয়। অভ্যপতৎ আক্রমিতুমধাবৎ ॥৪২॥

তমিতি। সংরব্ধং ক্রুদ্ধম্। কৃত্বা প্রদর্শ্যৈব ॥৪৩—৪৪॥

অবুধ্যদিতি। চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টমুৎপতনম্। সমভিদ্রুত্য দ্রুতং সমভিগম্য, সমুৎক্রুশ্য নাদং কৃত্বা। বঞ্চয়ত উৎপতনেনৈব। ঊরুভ্যাম্ ঊরুযুগলোপরি ॥৪৫—৪৬॥

সেতি। সা গদা, বজ্রস্য নিষ্পেষে আঘাতে সমা তুল্যা, প্রহিতা নিক্ষিপ্তা ॥৪৭॥

রাজা! তাহার পর প্রতাপশালী ভীমসেন কিয়ৎকাল পরে সুস্থ হইয়া, নিকটবর্ত্তী দুর্য্যোধনের উপরে বেগে যাইয়া পতিত হইলেন ॥৪২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! আপনার পুত্র মহামনা দুর্য্যোধন অমিততেজা ও ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে আপতিত হইতে দেখিয়া এবং তাঁহার সেই প্রহার ব্যর্থ করিবার ইচ্ছা করিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিবার ইচ্ছাই যেন দেখাইয়া, ভীমসেনকে বঞ্চনা করিবেন বলিয়া, উপরের দিকে লাফাইয়া উঠিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৪৩—৪৪॥

রাজা! ওদিকে ভীমসেন দুর্য্যোধনের সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন; দুর্য্যোধনও মৃত্যুকে বঞ্চনা করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক উপরের দিকে উঠিলেন, ভীমসেনও বেগে যাইয়া, সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, মহাবেগে দুর্য্যোধনের ঊরুযুগলের উপরে গদাঘাত করিলেন ॥৪৫—৪৬॥

ভীমকর্ম্মা ভীমসেন আঘাত করিবামাত্র বজ্রাঘাতের ন্যায় আঘাতকারিণী সেই গদাটা দুর্য্যোধনের মনোহর ঊরুযুগল ভগ্ন করিল ॥৪৭॥

---

(৪৩) তমায়ান্তং স···পি। (৪৫)···সমুৎপত্য ··নি। (৪৬)···মৃত্যা বঞ্চয়তো···পি নি।

স পপাত নরব্যাঘ্রো বসুধামনুনাদয়ন্ ।
ভগ্নোরুর্ভীমসেনেন পুত্রস্তব মহীপতে ! ॥৪৮॥
ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ ।
চচাল পৃথিবী চাপি সবৃক্ষা চ সপর্ব্বতা ।
তস্মিন্নিপতিতে বীরে পত্যৌ সর্বমহীক্ষিতাম্ ॥৪৯॥
মহাস্বনা পুনর্দীপ্তা সনির্ঘাতা ভয়ঙ্করী ।
পপাত চোল্কা মহতী পতিতে পৃথিবীপতৌ ॥৫০॥
তথা শোণিতবর্ষঞ্চ পাংশুবর্ষঞ্চ ভারত ! ।
ববর্ষ মঘবাংস্তত্র তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫১॥
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পিশাচানাং তথৈব চ ।
অন্তরীক্ষে মহান্নাদঃ শ্রূয়তে ভরতর্ষভ ! ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। বসুধাং রণভূমিম্। ভগ্নৌ উরূ যস্য সঃ ॥৪৮॥

ববুরিতি। নির্ঘাতেন বাতাহতবাতপাতেন সহেতি তে, পাংশুবর্ষং ধূলিবৃষ্টিম্। পত্যাবধিরাজে, সর্বমহীক্ষিতাং সর্বেষাং রাজ্ঞাম্। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৪৯॥

মহেতি। দীপ্তা উজ্জ্বলা। পৃথিবীপতৌ সার্বভৌমে দুর্য্যোধনে ॥৫০॥

তথেতি। পাংশুবর্ষং ধূলিবৃষ্টিম্। ববর্ষ চকার, মঘবানিন্দ্রঃ ॥৫১॥

যক্ষাণামিতি। নাদঃ কোলাহলঃ, শ্রূয়তে স্ম ভূতলবর্ত্তিভির্লোকৈঃ ॥৫২॥

মহারাজ ! ভীমসেন উরুযুগল ভগ্ন করিলে, আপনার পুত্র নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন রণভূমি নিনাদিত করিতে থাকিয়া পতিত হইলেন ॥৪৮॥

রাজাধিরাজ বীর দুর্য্যোধন নিপতিত হইলে, নির্ঘাতের সহিত বায়ু বহিতে লাগিল, ধূলিবৃষ্টি হইতে থাকিল এবং বৃক্ষ ও পর্ব্বতের সহিত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল ॥৪৯॥

রাজা দুর্য্যোধন নিপতিত হইলে, উজ্জ্বল উল্কাসকল বিশাল শব্দ করিয়া, নির্ঘাতের সহিত পতিত হইতে থাকিল ॥৫০॥

ভরতনন্দন ! আপনার পুত্র নিপাতিত হইলে, ইন্দ্র রক্তধূলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৫১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আকাশে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের বিশাল কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল ॥৫২॥

(৪৯)···সবৃক্ষক্ষুপপর্ব্বতা—বঙ্গ বর্দ্ধ নি। (৫২)··তত্র ভারত ! শুশ্রুবে—নি।

তেন শব্দেন ঘোরেণ মৃগাণামথ পক্ষিণাম্।
জজ্ঞে ঘোরতরঃ শব্দো বহূনাং সর্বতো দিশম্ ॥৫৩॥
যে তত্র বাজিনঃ শেষা গজাশ্চ মনুজৈঃ সহ।
মুমুচুস্তে মহানাদং তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫৪॥
ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গানামভবচ্চ স্বনো মহান্।
অন্তর্ভূমিগতৈশ্চৈব তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫৫॥
বহুপাদৈর্বহুভুজৈঃ কবন্ধৈর্ঘোরদর্শনৈঃ।
নৃত্যদ্ভির্ভয়দৈর্ব্যাপ্তা দিশস্তত্রাভবন্নৃপ ! ॥৫৬॥ (যুগ্মকম্)
ধ্বজবন্তোঽস্ত্রবন্তশ্চ শস্ত্রবন্তস্তথৈব চ।
প্রাকম্পন্ত ততো রাজন্ ! তব পুত্রে নিপাতিতে ॥৫৭॥
হ্রদাঃ কূপাশ্চ রুধিরমুদ্বেমুর্নৃপসত্তম ! ।
নদ্যশ্চ সুমহাবেগাঃ প্রতিস্রোতোবহা ভবন্ ॥৫৮॥

ভারতকৌমুদী

তেনেতি। মৃগাণাং পশূনাম্। সর্ব্বতঃ সর্ব্বাং দিশং প্রাপ্য স্থিতানামিতি শেষঃ ॥৫৩॥

য ইতি। শেষা হতাবশিষ্টাঃ। মুমুচুশ্চক্রুঃ ॥৫৪॥

ভেরীতি। অন্তর্ভূমিগতৈর্ভূতলস্থিতৈঃ। কবন্ধৈঃ শিরঃশূন্যশরীরৈঃ ॥৫৫—৫৬॥

ধ্বজেতি। দূরে ক্ষেপণীয়ং হিংসাসাধনমস্ত্রং বাণাদি, সন্নিধৌ হিংসাসাধনঞ্চ শস্ত্রং শূলাদি, "অসু ক্ষেপণে" "শসু হিংসায়াম্" ইতি যথাক্রমং ধাত্বর্থানুসারাৎ ॥৫৭॥

হ্রদা ইতি। প্রতিস্রোতোবহা বিপরীতদিগ্‌গামিস্রোতোবাহিন্যঃ ॥৫৮॥

তৎপরে সেইরূপ ভীষণ শব্দ হইতে থাকায়, সকল দিকে বহুতর পশু ও পক্ষীর ঘোরতর শব্দ হইতে থাকিল ॥৫৩॥

মহারাজ! আপনার পুত্র নিপাতিত হইলে, যে সকল হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও বিশাল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ॥৫৪॥

রাজা! আপনার পুত্র নিপাতিত হইলে, ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের বিশাল শব্দ হইতে থাকিল এবং বহুচরণ ও বহুহস্ত, ভূতলবর্ত্তী ভীষণ কবন্ধসকল নৃত্য করিতে থাকিয়া, সকল দিক্ ব্যাপ্ত করিল ॥৫৫—৫৬॥

রাজা! ভীমসেন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিলে, ধ্বজধারী, অস্ত্রশালী ও শস্ত্রপাণি লোকেরা কাঁপিতে লাগিল ॥৫৭॥

রাজশ্রেষ্ঠ! হ্রদ ও কূপসকল রক্ত উদ্গার করিতে থাকিল এবং মহাবেগযুক্ত নদীগুলির স্রোত প্রতিকূলভাবে চলিতে লাগিল ॥৫৮॥

---

(৫৮)…রুধিরমুদ্বমন্… পি।

পুংলিঙ্গা ইব নার্য্যস্তু স্ত্রীলিঙ্গাঃ পুরুষাভবন্।
দুর্য্যোধনে তদা রাজন্! পতিতে তনয়ে তব ॥৫৯॥
দৃষ্ট্বা তানদ্ভুতোৎপাতান্ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
আবিগ্নমনসঃ সর্ব্বে বভূবুর্ভরতর্ষভ! ॥৬০॥
যযুর্দেবা যথাকামং গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা।
কথয়ন্তোঽদ্ভুতং যুদ্ধং সুতয়োস্তব ভারত! ॥৬১॥
তথৈব সিদ্ধা রাজেন্দ্র! তথা বাতিকচারণাঃ।
নরসিংহৌ প্রশংসন্তো বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্ ॥৬২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনোরুভঙ্গে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ভারতকৌমুদী

পুমিতি। পুংসাং লিঙ্গানি বস্ত্রপরিধানপ্রকারাদিচিহ্নানি যাসাং তাঃ, এবং স্ত্রীলিঙ্গা ইত্যত্রাপি। অথবা নার্য্যঃ পুংলিঙ্গা ইব ধৃষ্টাঃ পুরুষাশ্চ স্ত্রীলিঙ্গা ইব জাতা অভবন্ ॥৫৯॥

দৃষ্ট্বেতি। আবিগ্নমনসঃ অনর্থপাতশঙ্কয়া উদ্বিগ্নচিত্তাঃ ॥৬০॥

যযুরিতি। সুত আত্মজো দুর্য্যোধনঃ। সুতঃ সুতপর্য্যায়ো ভীমশ্চ তয়োঃ ॥৬১॥

তথেতি। বাতেন বায়ুভরেণ চরন্তীতি বাতিকাশ্চ তে চারণা দেবযোনিবিশেষা-শ্চেতি তে ॥৬২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

রাজা! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিপতিত হইলে, স্ত্রীলোকেরা যেন পুরুষের ন্যায় হইয়া উঠিল এবং পুরুষেরাও যেন স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া পড়িল ॥৫৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা এবং পাঞ্চালেরা সেই সমস্ত অদ্ভুত উৎপাত দেখিয়া, সকলেই উদ্বিগ্ন চিত্ত হইলেন ॥৬০॥

ভরতনন্দন! দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ আপনার পুত্রদ্বয়ের অদ্ভুত যুদ্ধের বিষয় পরস্পর আলোচনা করিতে থাকিয়া, অভীষ্টস্থানে গমন করিলেন ॥৬১॥

রাজশ্রেষ্ঠ! সিদ্ধগণ ও বায়ুভরগামী চারণগণ, নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও দুর্য্যোধনের প্রশংসা করিতে থাকিয়া, যথাস্থানে চলিয়া গেলেন' ॥৬২॥

——:*:——

* '.. অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '.. একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

———:০✻০:———

সঞ্জয় উবাচ।

তং পাতিতং ততো দৃষ্ট্বা মহাশালমিবোদ্গতম্।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে দদৃশুস্তত্র পাণ্ডবাঃ ॥১॥
তং মত্তমিব মাতঙ্গং সিংহেন বিনিপাতিতম্
দদৃশুর্হৃষ্টরোমাণঃ সর্ব্বে তে চাপি সোমকাঃ ॥২॥
ততো দুর্য্যোধনং হত্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
পতিতং কৌরবেন্দ্রং তমুপাগম্যেদমব্রবীৎ ॥৩॥
গৌর্গৌরিতি পুরা মন্দ! দ্রৌপদীমেকবাসসম্।
যৎ সভায়াং হসন্নস্মাংস্তদা বদসি দুর্ম্মতে!।
তস্যাবহাসস্য ফলমদ্য ত্বং সমবাপ্নুহি ॥৪॥
এবমুক্ত্বা স বামেন পদা মৌলিমুপাস্পৃশৎ।
শিরশ্চ রাজসিংহস্য পাদেন সমলোড়য়ৎ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি। মহাশালং বৃক্ষম্, উদ্গতমুন্নতম্ ॥১॥

তমিতি। হৃষ্টানি আনন্দাতিশয়েনোদ্গতানি রোমাণি যেষাং তে তাদৃশাঃ সন্তঃ ॥২॥

তত ইতি। হত্বা গদয়া আহত্য উরুযুগলং ভঙ্‌ক্ত্বেত্যর্থঃ ॥৩॥

গৌরিতি। হে মন্দ! মূঢ়!। একবাসসং রজস্বলারূপত্বাৎ। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥৪॥

সঞ্জয় বলিলেন—'তাহার পর পাণ্ডবেরা সকলে দুর্য্যোধনকে উন্নত ও বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় নিপাতিত দেখিয়া, হৃষ্টচিত্তে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১॥

এবং সোমকেরা সকলেও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া, সিংহনিপাতিত মত্তহস্তীর ন্যায় দুর্য্যোধনকে দর্শন করিতে থাকিল ॥২॥

তদনন্তর প্রতাপশালী ভীমসেন দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া, নিপতিত সেই কৌরবশ্রেষ্ঠের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন—॥৩॥

'মূর্খ! দুর্ম্মতি! তুই পূর্ব্বে দ্যূতসভায় একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে উপহাস করিতে থাকিয়া, আমাদিগকে যে 'গরু' 'গরু' বলিয়াছিলি; আজ সেই উপহাসের সমস্ত ফল ভোগ কর্' ॥৪॥

তত্রৈব ক্রোধসংরক্তো ভীমঃ পরবলার্দ্দনঃ।
পুনরেবাব্রবীদ্বাক্যং যত্তচ্ছৃণু নরাধিপ ! ॥৬॥
যেঽস্মান্ পুরা প্রনৃত্যন্তি মূঢ়া গৌরিতি গৌরিতি।
তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি ॥৭॥
নাস্মাকং নিকৃতির্বহ্নির্নাক্ষদ্যূতং ন বঞ্চনা।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য প্রবধামো বয়ং রিপূন্ ॥৮॥
সোঽবাপ্য বৈরস্য পরস্য পারং বৃকোদরঃ প্রাহ শনৈঃ প্রহস্য।
যুধিষ্ঠিরং কেশবসৃঞ্জয়াংশ্চ ধনঞ্জয়ং মাদ্রবতীসুতৌ চ ॥৯॥
রজস্বলাং দ্রৌপদীমানয়ন্ যে যে চাপ্যকুর্ব্বন্ত সদস্যবস্ত্রাম্।
তান্ পশ্যধ্বং পাণ্ডবৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ রণে হতাংস্তপসা যাজ্ঞসেন্যাঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি। মৌলিং ললাটোপরিদেশম্। সমলোড়য়ৎ অসকৃৎ সমচালয়ৎ ॥৫॥
তত্রেতি। ক্রোধেন সংরক্তঃ সংরক্তদেহঃ। পরবলার্দ্দনঃ শত্রুসৈন্যপীড়কঃ ॥৬॥
য ইতি। পুরাশব্দযোগাৎ "প্রয়োগতশ্চে"ত্যতীতকালেঽপি প্রনৃত্যন্তীতি বর্ত্তমানা ॥৭॥
নেতি। নিকৃতিঃ শঠতা, বহ্নির্জতুগৃহে বহ্নিদানম্, বঞ্চনা অক্ষদ্যূত এব ॥৮॥
স ইতি। পরস্য নিতান্তস্য, পারমবসানম্। প্রাহ ব্রবীতি স্ম ॥৯॥
রজ ইতি। সদসি দ্যূতসভায়াম্, অকুর্ব্বন্ত কর্ত্তুমচেষ্টন্ত ॥১০॥

এই কথা বলিয়া ভীমসেন বামচরণদ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের ললাটের উপরিভাগ স্পর্শ করিলেন এবং সেই চরণদ্বারাই তাঁহার মস্তকটীকে অনেকবার সঞ্চালিত করিলেন ॥৫॥

নরনাথ ! ক্রোধে সংরক্তমূর্ত্তি ও শত্রুসৈন্যপীড়নকারী ভীমসেন আবারও যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥৬॥

'যে মূর্খেরা পূর্ব্বে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, 'গরু' 'গরু' বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল, এখন আবার আমরা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া, 'গরু' 'গরু' বলিয়া প্রতিনৃত্য করিতেছি ॥৭॥

আমাদের শঠতা নাই, অগ্নিদান নাই, দ্যূতক্রীড়া নাই এবং বঞ্চনাও নাই ; কিন্তু আমরা আপন বাহুবল অবলম্বন করিয়াই শত্রুগণকে বধ করিয়া আসিতেছি' ॥৮॥

ভীমসেন ভীষণ শত্রুতার শেষ করিয়া, মৃদুহাস্য দেখাইয়া, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে বলিলেন—॥৯॥

(৭)···পুরোপানৃত্যন্ত···পি।

যে নঃ পুরা ষণ্ডতিলানবোচন্ ক্রূরা রাজ্ঞো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ।
তে নো হতাঃ সগণাঃ সানুবন্ধাঃ কামং স্বর্গং নরকং বা পতামঃ ॥১১॥
পুনশ্চ রাজ্ঞঃ পতিতস্য ভূমৌ স তাং গদাং স্কন্ধগতাং প্রগৃহ্য।
বামেন পাদেন শিরঃ প্রমৃদ্য দুর্য্যোধনং নৈকৃতিকেত্যবোচৎ ॥১২॥
হৃষ্টেন রাজন্! কুরুসত্তমস্য ক্ষুদ্রাত্মনা ভীমসেনেন পাদম্।
দৃষ্ট্বা কৃতং মূর্দ্ধনি নাভ্যনন্দন্ ধর্ম্মাত্মানঃ সোমকানাং প্রবর্হাঃ ॥১৩॥
তব পুত্রং তথা হত্বা কত্থমানং বৃকোদরম্।
নৃত্যমানঞ্চ বহুশো ধর্ম্মরাজোঽব্রবীদিদম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি। নঃ অস্মাভিঃ, সানুবন্ধা অনুচরসহিতাঃ, পতামো গচ্ছামঃ, কামং বিধাতা যথেষ্টমনয়োরন্যতরং করোত্বিত্যর্থঃ ॥১১॥

পুনরিতি। প্রগৃহ্য হস্তেন। প্রমৃদ্য নিষ্পিষ্য, হে নৈকৃতিক! শঠ! ॥১২॥

হৃষ্টেনেতি। ক্ষুদ্রাত্মনা নীচমনসা, সার্ব্বভৌমস্যৈব শিরসি পাদার্পণাদিতি ভাবঃ। নাভ্যনন্দন্ ন প্রাশংসন্ অপি ত্বনিন্দন্নেবেত্যর্থঃ। প্রবর্হাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ॥১৩॥

তবেতি। কত্থমানমাত্মশ্লাঘাং কুর্ব্বন্তম্ ॥১৪॥

'যাহারা সেই দ্যূতসভায় রজস্বলা দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়াছিল এবং যাহারা তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা দ্রৌপদীরই তপস্যার প্রভাবে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইয়াছে, আপনারা দর্শন করুন ॥১০॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে ক্রূর পুত্রেরা পূর্ব্বে আমাদিগকে 'ষণ্ডতিল' বলিয়াছিল, তাহারা সকলেই পরিজনগণ ও অনুচরগণের সহিত আমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে। এখন আমরা স্বর্গেই যাই, কিংবা নরকেই পড়ি, বিধাতার যাহা ইচ্ছা, আমাদের তাই হউক' ॥১১॥

পুনরায় ভীমসেন স্কন্ধস্থিত গদাটা হস্তে ধারণ করিয়া, বামচরণদ্বারা ভূপতিত দুর্য্যোধনের মস্তকটাকে মর্দ্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে 'শঠ' বলিয়া তিরস্কার করিলেন ॥১২॥

রাজা! ক্ষুদ্রহৃদয় ভীম আনন্দিত হইয়া, কৌরবশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন, ইহা দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা সোমকশ্রেষ্ঠেরা ভীমের সেই কার্য্যের প্রশংসা করিলেন না ॥১৩॥

মহারাজ! ভীমসেন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে আহত করিয়া, আত্মশ্লাঘা ও বহুবিধ নৃত্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন—॥১৪॥

---

(১২)…নৈকৃতিকং ত্ববোচৎ—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ। (১৩)…কুরুপার্থিবস্য…নি।

গতোঽসি বৈরস্যানৃণ্যং প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া।
শুভেনৈবাশুভেনাথ কর্ম্মণা বিরমাধুনা ॥১৫॥
মা শিরোঽস্য পদা মর্দ্দীর্মা ধর্ম্মস্তেঽতিগো ভবেৎ।
রাজা জ্ঞাতির্হতশ্চায়ং নৈতন্ন্যায্যং তবানঘ! ॥১৬॥
একাদশচমূনাথং কুরূণামধিপং তথা।
মা স্প্রাক্ষীর্ভীম! পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥১৭॥
হতবন্ধুর্হতামাত্যো ভ্রষ্টসৈন্যো হতো মৃধে।
সর্ব্বাকারেণ শোচ্যোঽয়ং নাবহাস্যোঽয়মীশ্বরঃ ॥১৮॥
বিধ্বস্তোঽয়ং হতামাত্যো হতভ্রাতা হতপ্রজঃ।
উৎসন্নপিণ্ডো ভ্রাতা চ নৈতন্ন্যায্যং কৃতং ত্বয়া ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

গত ইতি। শুভেন ন্যায্যেন, অশুভেনান্যায্যেন। বিরম দুর্য্যোধনং প্রত্যত্যাচারাৎ ॥১৫॥

মেতি। অস্য দুর্য্যোধনস্য, অতিগো ভবেৎ অতিক্রামেৎ। একস্মিন্নেব দিনে দ্বয়োর্জন্মত্বেঽপি ভীমস্য পূর্ব্বজতয়া জ্যেষ্ঠত্বমাদিপর্ব্বণি টীকায়ামস্মাভিঃ প্রদর্শিতম্। অতো ভীমস্য জ্যেষ্ঠাতিক্রমদোষো যুধিষ্ঠিরেণ নোক্ত ইতি বোধ্যম্ ॥১৬॥

একেতি। একাদশচমূনাথমেকাদশাক্ষৌহিণীসৈন্যস্বামিনম্ ॥১৭॥

হতেতি। নাবহাস্যো নৃশংসতাপাতাৎ, ঈশ্বরো মহারাজাধিরাজঃ ॥১৮॥

বিধ্বস্ত ইতি। হতপ্রজো হতসন্তানঃ। উৎসন্নপিণ্ডো লুপ্তপিণ্ডঃ ॥১৯॥

'ভীম! তুমি সঙ্গত বা অসঙ্গত কার্য্যদ্বারা শত্রুতার প্রতিশোধ দিয়াছ এবং প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করিয়াছ; এখন অত্যাচার হইতে বিরত হও ॥১৫॥

নিষ্পাপ ভীমসেন! তুমি চরণদ্বারা দুর্য্যোধনের মস্তকটাকে নিষ্পেষণ করিও না; ধর্ম্ম যেন তোমাকে অতিক্রম করে না। ইনি রাজা, তোমার জ্ঞাতি এবং প্রায় নিহত হইয়া রহিয়াছেন; অতএব ইঁহাকে তোমার এই পদাঘাত করা সঙ্গত হয় নাই ॥১৬॥

ভীম! ইনি একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি, কুরুবংশের নেতা, কুরুদেশের রাজা এবং তোমাদের জ্ঞাতি ছিলেন; অতএব তুমি চরণদ্বারা ইঁহাকে স্পর্শ করিও না ॥১৭॥

ইঁহার বন্ধুগণ ও অমাত্যগণ নিহত হইয়াছে এবং ইনি সৈন্যশূন্য হইয়া নিহত হইয়াছেন; অতএব সর্ব্বপ্রকারেই ইঁহার জন্য শোক করাই উচিত, কিন্তু কোন প্রকারেই এই মহারাজাধিরাজের উপহাস করা উচিত নহে ॥১৮॥

ইঁহার অমাত্যগণ, ভ্রাতৃগণ ও সন্তানগণ নিহত হইয়াছে; সুতরাং ইঁহার পিণ্ড

ধার্ম্মিকো ভীমসেনোঽসাবিত্যাহুস্ত্বাং পুরা জনাঃ।
স কস্মাদ্ভীমসেন! ত্বং রাজানমধিতিষ্ঠসি ॥২০॥
ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনন্তু সাশ্রুকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ।
উপসৃত্যাব্রবীদ্দীনো দুর্য্যোধনমরিন্দমম্ ॥২১॥
তাত! মন্যুর্ন তে কার্য্যো নাত্মা শোচ্যস্ত্বয়া তথা।
নূনং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সুঘোরমনুভূয়তে ॥২২॥
ধাত্রোপদিষ্টং বিষমং নূনং ফলমসংস্কৃতম্।
যদ্বয়ং ত্বাং জিঘাংসামস্ত্বঞ্চাস্মান্ কুরুসত্তম! ॥২৩॥
আত্মনো হ্যপরাধেন মহদ্ব্যসনমীদৃশম্।
প্রাপ্তবানসি যল্লোভান্মদাদ্বাল্যাচ্চ ভারত! ॥২৪॥
ঘাতয়িত্বা বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৄনথ পিতৄংস্তথা।
পুত্রান্ পৌত্রাংস্তথা চান্যাংস্ততোঽসি নিধনং গতঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ধার্ম্মিক ইতি। অধিতিষ্ঠসি পাদেনাক্রামসি ॥২০॥
ইতীতি। উপসৃত্য দুর্য্যোধনসমীপমুপেত্য, দীনঃ শোককাতরঃ ॥২১॥
তাতেতি। হে তাত! বৎস!, মন্যুর্দৈন্যম্। কর্ম্ম দুষ্কর্ম্মফলম্, অনুভূয়তে ত্বয়া ॥২২॥
ধাত্রেতি। অসংস্কৃতমপরিশোধিতম্। জিঘাংসামো হন্তুমিচ্ছামঃ ॥২৩॥
আত্মন ইতি। ব্যসনং বিপদম্। মদাদ্বলমত্তত্বাৎ, বাল্যাৎ মূর্খত্বাৎ ॥২৪॥

লোপ পাইয়াছে, নিজেও বিধ্বস্ত হইয়াছেন এবং ইনি তোমার ভ্রাতা। অতএব ইঁহার উপরে তোমার এই পদাঘাত করা উচিত হয় নাই ॥১৯॥

ভীমসেন! পূর্ব্বে লোকেরা বলিত—'ভীমসেন ধার্ম্মিক'; সুতরাং সেই তুমি কি করিয়া চরণদ্বারা রাজাকে আক্রমণ করিতেছ?' ॥২০॥

যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ ও শোককাতর হইয়া, নিকটে যাইয়া, শত্রুদমনকারী দুর্য্যোধনকে বলিলেন—॥২১॥

'বৎস! তুমি অনুতাপ করিও না এবং নিজের জন্য শোকও করিও না। কারণ, নিশ্চয়ই তুমি পূর্ব্বকৃত অতিদারুণ কর্ম্মের এই ফল অনুভব করিতেছ ॥২২॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ! তুমি যে আমাদিগকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া আসিতেছিলে এবং আমরাও যে তোমাকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা [illegible]ছিলাম, বিধাতার উপদিষ্ট, অশোভন, বিষম কর্ম্মের ফল ॥২৩॥

ভরতনন্দন! লোভ, মত্ততা ও মূঢ়তাবশতই তুমি যে [illegible] গুরুতর বিপদে পতিত হইয়াছ, তাহা নিজের অপরাধেই হইয়াছে ॥২৪॥

তবাপরাধাদস্মাভির্ভ্রাতরস্তে মহারথাঃ।
নিহতা জ্ঞাতয়শ্চান্যে দিষ্টং মন্যে দুরত্যয়ম্ ॥২৬॥
নাত্মানুশোচনীয়স্তে শ্লাঘ্যো মৃত্যুস্তবানঘ!।
বয়মেবাধুনা শোচ্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু কৌরব!।
কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যামস্তৈর্হীনা বন্ধুভিঃ প্রিয়ৈঃ ॥২৭॥
ভ্রাতৄণাঞ্চৈব পুত্রাণাং নপ্তৄণাং শোকবিহ্বলঃ।
কথং দ্রক্ষ্যামি বিধবা বধূঃ শোকপরিপ্লুতাঃ ॥২৮॥
ত্বমেকঃ প্রস্থিতো রাজন্! স্বর্গে তে নিলয়ো ধ্রুবঃ।
বয়ং নারকিসংজ্ঞা বৈ দুঃখং ভোক্ষ্যাম দারুণম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

ঘাতয়িত্বেতি। বয়স্যান্ সখীন্, সর্ব্বমেবেদং দৈবকৃতমিতি ভাবঃ ॥২৫॥
তবেতি। দিষ্টং দৈবম, দুরত্যয়ং দুরতিক্রমম্ ॥২৬॥
নেতি। কথং শোচ্যা ইত্যাহ কৃপণমিতি। কৃপণং দীনম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৭॥
ভ্রাতৄণামিতি। নপ্তৄণাং পৌত্রাণাম্, শোকবিহ্বলঃ অহম্ ॥২৮॥
ত্বমিতি। নিলয়ো বাসঃ। নারকিণ ইতি সংজ্ঞা নামানি যেষাং তে ॥২৯॥

বয়স্যগণ, ভ্রাতৃগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ ও পৌত্রগণকে বিনাশ করাইয়া, পরে তুমি নিজেও বিনষ্ট হইলে ॥২৫॥

আমরা তোমারই অপরাধে তোমার মহারথ ভ্রাতৃগণকে এবং অন্যান্য জ্ঞাতিদিগকে নিহত করিয়াছি; সুতরাং আমি মনে করি—দৈবকে অতিক্রম করা দুষ্কর ॥২৬॥

নিষ্পাপ কৌরবনন্দন! তুমি নিজের জন্য শোক করিও না। কারণ, তোমার শ্লাঘ্য মৃত্যুই হইল। আমরাই এখন শোচনীয় হইয়া পড়িলাম। কেন না, আমরা এখন সেই প্রিয় বন্ধুগণবিহীন হইয়া সমস্ত অবস্থাতেই দীনভাবে দিন অতিবাহিত করিতে থাকিব ॥২৭॥

ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ ও পৌত্রগণের বিধবা বধূরা শোকে আকুল হইয়া থাকিবেন, সে অবস্থায় আমিও শোকে বিহ্বল হইয়া, কি প্রকারে তাঁহাদিগকে দেখিব ॥২৮॥

তুমি একাকী প্রস্থান করিলে, নিশ্চয়ই তোমার স্বর্গে বাস হইবে। আমরা [illegible]' এই নাম ধারণ করিয়া, দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে [illegible] ॥২৯॥

(২৮)…নপ্তৄণাং শোকবিহ্বলাঃ…বঙ্গ বর্দ্ধ নি

স্নুষাশ্চ প্রস্নুষাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য বিহ্বলাঃ।
গর্হয়িষ্যন্তি নো নূনং বিধবাঃ শোককর্ষিতাঃ ॥৩০॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা সুদুঃখার্ত্তো নিশশ্বাস স পার্থিবঃ।
বিললাপ চিরঞ্চাপি ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরবিলাপে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অধর্ম্মেণ হতং দৃষ্ট্বা রাজানং মাধবোত্তমঃ।
কিমব্রবীত্তদা সূত! বলদেবো মহাবলঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স্নুষা ইতি। স্নুষাঃ পুত্রবধ্বঃ, প্রস্নুষাঃ পৌত্রাদিবধ্বশ্চ। নঃ অস্মান্ ॥৩০॥

এবমিতি। ধর্ম্মপুত্রত্বাদেবেদৃশী সমবস্থেতি ভাবঃ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

অধর্ম্মেণেতি। রাজানং দুর্য্যোধনম, মাধবোত্তমো মধুবংশশ্রেষ্ঠঃ। হে সূত! সঞ্জয়! ॥১॥

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূপ্রভৃতিরা শোকে আকুল হইয়া, নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিন্দা করিতে থাকিবেন' ॥৩০॥

সঞ্জয় বলিলেন—এইরূপ বলিয়া সেই ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, দীর্ঘকাল যাবৎ নিশ্বাস ত্যাগ ও বিলাপ করিলেন' ॥৩১॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! ভীম অন্যায়ভাবে দুর্য্যোধনকে আহত করিল দেখিয়া, মধুবংশশ্রেষ্ঠ ও মহাবল বলরাম তখন কি বলিলেন? ॥১॥

---

* '...একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা লো, '...ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

গদাযুদ্ধবিশেষজ্ঞো গদাযুদ্ধবিশারদঃ।
কৃতবান্ রৌহিণেয়ো যত্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়!॥২॥

সঞ্জয় উবাচ।

ঊর্ব্বোরভিহতং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন তে সুতম্।
রামঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠশ্চুক্রোধ বলবদ্বলী ॥৩॥
ততো মধ্যে নরেন্দ্রাণামূর্দ্ধবাহুর্হলায়ুধঃ।
কুর্ব্বন্নার্ত্তস্বরং ঘোরং ধিগ্ ধিগ্ ভীমেত্যুবাচ হ ॥৪॥
অহো ধিগ্ যদধো নাভেঃ প্রহৃতং ধর্ম্মবিগ্রহে।
নৈতদ্দৃষ্টং গদাযুদ্ধে কৃতবান্ যদ্বৃকোদরঃ ॥৫॥
অধো নাভ্যা ন হন্তব্যমিতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।
অয়ং ত্বশাস্ত্রবিন্মূঢ়ঃ স্বচ্ছন্দাৎ সংপ্রবর্ত্ততে ॥৬॥
তস্য তত্তদ্ব্রুবাণস্য রোষঃ সমভবন্মহান্।
ততো লাঙ্গলমুদ্যম্য ভীমমভ্যদ্রবদ্বলী ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

গদেতি। গদাযুদ্ধে বিশেষং ভীমদুর্য্যোধনয়োস্তারতম্যং জানাতীতি সঃ ॥২॥
ঊর্ব্বোরিতি। অভিহতমাহতম্। প্রহরতাং বীরাণাম্। বলবৎ সাতিশয়ম ॥৩॥
তত ইতি। আর্ত্তস্বরং স্বসমক্ষমেব স্বশিষ্যস্য ভীমস্যান্যায্যকার্য্যদর্শনাদিত্যাশয়ঃ ॥৪॥
অহো ইতি। ধর্ম্মবিগ্রহে ধর্ম্মযুদ্ধে। দৃষ্টং যুদ্ধশাস্ত্রে লোকে বেতি শেষঃ ॥৫॥
অধ ইতি। স্বচ্ছন্দাৎ নিজেচ্ছাত এব। "অভিপ্রায়শ্ছন্দ আশয়ঃ" ইত্যমরঃ ॥৬॥
তস্যেতি। উদ্যম্য উত্তোল্য, অভ্যদ্রবৎ অভ্যধাবৎ, বলী রামঃ ॥৭॥

সঞ্জয়! গদাযুদ্ধবিশারদ এবং গদাযুদ্ধে ভীম ও দুর্য্যোধনের তারতম্যাভিজ্ঞ বলরাম তখন যাহা করিলেন, তাহা আমার নিকট বল' ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! ভীম আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের উরুযুগলে আঘাত করিলেন দেখিয়া, বলবান্ ও বীরশ্রেষ্ঠ বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩॥

তাহার পর বলরাম ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, রাজাদের মধ্যে থাকিয়া, পীড়াব্যঞ্জক ভীষণ শব্দ করিয়া বলিলেন—'ভীম! ধিক্ ধিক্ ॥৪॥

ওরে ধিক্, যেহেতু ভীম ধর্ম্মযুদ্ধে গদাদ্বারা নাভির নীচে প্রহার করিয়াছে। ভীম গদাযুদ্ধে যাহা করিল, তাহা যুদ্ধশাস্ত্রে কিংবা লোকসমাজে দেখি নাই ॥৫॥

যুদ্ধশাস্ত্রে গদাযুদ্ধের নিয়ম লিখিত আছে যে, নাভির নীচে গদাঘাত করিবে না; কিন্তু অশাস্ত্রজ্ঞ ও মূর্খ এই ভীম নিজের ইচ্ছা অনুসারেই এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে' ॥৬॥

তস্যোর্দ্ধবাহোঃ সদৃশং রূপমাসীন্মহাত্মনঃ।
বহুধাতুবিচিত্রস্য শ্বেতস্যেব মহাগিরেঃ ॥৮॥
তমুৎপতন্তং জগ্রাহ কেশবো বিনয়ানতঃ।
বাহুভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যাং প্রযত্নাদ্বলবদ্বলী ॥৯॥
সিতাসিতৌ যদুবরৌ শুশুভাতেঽধিকং তদা।
নভোগতৌ যথা রাজন্! চন্দ্রসূর্য্যৌ দিনক্ষয়ে ॥১০॥
উবাচ চৈনং সংরব্ধং শময়ন্নিব কেশবঃ।
আত্মবৃদ্ধির্মিত্রবৃদ্ধির্মিত্রমিত্রোদয়স্তথা।
বিপরীতং দ্বিষৎস্বেতৎ ষড়্‌বিধা বৃদ্ধিরাত্মনঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি। শ্বেতস্য কৈলাসাখ্যস্য, নানালঙ্কারভূষিতাঙ্গত্বাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

তমিতি। উৎপতন্তং ভীমমাক্রমিতুমুত্তিষ্ঠন্তম্। পীনৌ স্থূলৌ চ তৌ বৃত্তৌ গোলৌ চেতি তাভ্যাম্ ॥৯॥

সিতেতি। সিতঃ শুভ্রশ্চ রামঃ, অসিতঃ কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণস্তৌ। দিনক্ষয়ে সন্ধ্যাকালে ॥১০॥

উবাচেতি। সংরব্ধং ক্রুদ্ধম্, শময়ন্ ক্রোধহীনীকুর্ব্বন্। আত্মনো বৃদ্ধিরুন্নতিঃ, মিত্রমিত্রস্য উদয়ো বৃদ্ধিঃ। দ্বিষৎসু শত্রুষু এতদ্বিপরীতম, অবৃদ্ধিঃ ক্ষয় ইত্যর্থঃ। তথা চ শত্রোঃ ক্ষয়ঃ, শত্রোর্মিত্রস্য ক্ষয়ঃ, শত্রোর্মিত্রমিত্রস্য ক্ষয়শ্চেতি এতত্ত্রয়মপি আত্মনো বৃদ্ধিপক্ষ এব। অতএবোক্তং ষড়্‌বিধেতি। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

অধর্ম্মেণেতি ॥১—১০॥ আত্মেতি। আত্মবৃদ্ধিঃ, শত্রুক্ষয়ঃ, স্বমিত্রস্য বৃদ্ধিঃ, শত্রুমিত্রস্য ক্ষয়ঃ, স্বমিত্রমিত্রস্য বৃদ্ধিঃ, শত্রুমিত্রমিত্রস্য ক্ষয়ঃ, এবং ষড়্‌বিধা আত্মনো বৃদ্ধিঃ।

সেইরূপ বলিতে বলিতেই বলরামের মহাক্রোধ জন্মিল; সুতরাং বলবান্ বলরাম লাঙ্গল উত্তোলন করিয়া, ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭॥

সেই মহাত্মা বলরাম ঊর্দ্ধবাহু হইলে, তাঁহার রূপটী—বহুধাতুবিচিত্র কৈলাস-পর্ব্বতের রূপের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥৮॥

বলরাম ভীমসেনকে আক্রমণ করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিতে লাগিলে, বলবান্ কৃষ্ণ বিনয়ে অবনত হইয়া স্থূল ও গোল বাহুযুগলদ্বারা তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিলেন ॥৯॥

রাজা! সন্ধ্যাকালে আকাশস্থিত চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন অত্যন্ত শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ যদুবংশশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১০॥

আত্মন্যপি চ মিত্রেষু বিপরীতং যদা ভবেৎ।
তদা বিদ্ধ্যাত্মনো গ্লানিমাশু শান্তিকরো ভবেৎ ॥১২॥
অস্মাকং সহজং মিত্রং পাণ্ডবাঃ শুদ্ধপৌরুষাঃ।
স্বকাঃ পিতৃস্বসুঃ পুত্রাস্তে পরৈর্নিকৃতা ভৃশম্ ॥১৩॥
প্রতিজ্ঞাপালনং ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যেতি বেত্থ তৎ।
সুযোধনস্য গদয়া ভঙ্‌ক্তাস্ম্যূরূ মহাহবে।
ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং ভীমেন হি সভাতলে ॥১৪॥
মৈত্রেয়েণাভিশপ্তশ্চ পূর্ব্বমেব মহর্ষিণা।
ঊরূ ভেৎস্যতি তে ভীমো গদয়েতি পরন্তপ! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

আত্মনীতি। বিপরীতং ক্ষয়ঃ। গ্লানিমবনতিম্, শান্তিকরস্তস্য ক্ষয়স্য ॥১২॥

অস্মাকমিতি। সহজং স্বাভাবিকম্। শুদ্ধপৌরুষাঃ প্রতারণাদিশূন্যতয়া নির্দ্দোষপুরুষকারাঃ। স্বকাঃ স্বকীয়াঃ, নিকৃতা অত্যাচারিতাঃ ॥১৩॥

প্রতিজ্ঞেতি। বেত্থ ত্বং জানাসি। সভাতলে দ্যূতসভায়াম্। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥১৪॥

মৈত্রেয়েণেতি। ভেৎস্যতি বিদারয়িষ্যতি ভঙ্ক্ষ্যতীত্যর্থঃ, তে তব দুর্য্যোধনস্য ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

বিপরীতম্ আত্মক্ষয়শত্রুবৃদ্ধ্যাদিকম্। ইদমেব ষট্‌কম্ ॥১১—১২॥ প্রকৃতিমিত্রবুদ্ধিরেবাস্ত্ববুদ্ধিরিত্যাহ, অস্মাকমিতি ॥১৩॥ ভঙ্‌ক্তা ভঙ্ক্ষ্যে ইতি প্রতিজ্ঞাপালনরূপত্বাদপ্যধোনাভিপ্রহারো

পরে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ বলরামকে শান্ত করিতে থাকিয়াই যেন বলিলেন—'নিজের উন্নতি, মিত্রের উন্নতি এবং মিত্রের মিত্রের উন্নতি; আর শত্রুর ক্ষয়, শত্রুর মিত্রের ক্ষয় এবং শত্রুর মিত্রের মিত্রের ক্ষয়, এই ছয় প্রকার নিজের উন্নতি ॥১১॥

নিজের ও মিত্রদের যখন ক্ষয় আরম্ভ হইবে, তখনই নিজের অবনতি উপস্থিত হইল ইহা জানিবে এবং তখনই সেই ক্ষয়ের নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিবে ॥১২॥

নির্দ্দোষপুরুষকারসম্পন্ন পাণ্ডবেরা আমাদের স্বাভাবিক মিত্র; কারণ, উঁহারা আমাদের পিতৃষ্বসার পুত্র, (পিস্তুত ভাই) সুতরাং আত্মীয়; অথ চ বিপক্ষেরা উঁহাদের উপরে গুরুতর অত্যাচার করিয়াছিল ॥১৩॥

আপনি জানেন যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ভীমসেন পূর্ব্বে দ্যূতসভায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আমি মহাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিব ॥১৪॥

(১৪)···ভেৎস্যাম্যূরূ মহাহবে···পি।

অতো দোষং ন পশ্যামি মা ক্রুধস্ত্বং প্রলম্বহন্ ।।
যৌনঃ স্বৈঃ সুখহার্দ্দৈশ্চ সম্বন্ধঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥১৬॥
তেষাং বৃদ্ধ্যা হি নো বৃদ্ধির্মা ক্রুধঃ পুরুষর্ষভ ।।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা সীরভৃৎ প্রাহ ধর্ম্মবিৎ ॥১৭॥
ধর্ম্মঃ সুচরিতঃ সদ্ভিঃ স চ দ্বাভ্যাং নিয়চ্ছতি ।
অর্থশ্চাত্যর্থলুব্ধস্য কামশ্চাতিপ্রসঙ্গিনঃ ॥১৮॥
ধর্ম্মার্থৌ ধর্ম্মকামৌ চ কামার্থৌ চাপ্যপীড়য়ন্ ।
ধর্ম্মার্থকামান্ যোঽভ্যেতি সোঽত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অত ইতি। দোষং নিষিদ্ধস্থানে গদাঘাতেঽপি, মা ক্রুধঃ ন ক্রোধং কুরু, প্রলম্বং নামাসুরং হন্তীতি তৎ সম্বোধনম্। সুখহার্দ্দৈঃ সুখজনকসৌহার্দ্দৈঃ ॥১৬॥

তেষামিতি। বৃদ্ধ্যা উন্নত্যা, নঃ অস্মাকম্। সীরভৃৎ লাঙ্গলী রামঃ ॥১৭॥

ধর্ম্ম ইতি। দ্বাভ্যাং দ্বৌ, নিয়চ্ছতি নিয়মেন দদাতি। কৌ তৌ দ্বাবিত্যাহ অর্থ ইতি ॥১৮॥

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মার্থৌ ধর্ম্ম এব অর্থঃ প্রয়োজনং যয়োস্তৌ, অপীড়য়ন্ কঞ্চিদপ্যবাধমানঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

নাধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥১৪—১৫॥ যৌনঃ যোনিনিমিত্তঃ সম্বন্ধঃ, অস্মাকং পিতামহঃ পাণ্ডবানাং মাতামহশ্চৈক ইতি যৌনসম্বন্ধঃ, এবমর্জ্জুনে জামাতৃত্বাদিরপি সুখহার্দ্দৈঃ অন্যোন্যসুখপ্রদৈঃ সৌহার্দ্দৈঃ স্নেহেন চেত্যর্থঃ ॥১৬॥ সীরভৃৎ রামঃ ॥১৭॥ ধর্ম্ম ইতি। নিয়চ্ছতি নিয়মমেতি অর্থকামাভ্যাং ধর্ম্মঃ সঙ্কোচমেতীত্যর্থঃ ॥১৮॥ ধর্ম্মার্থৌ কামেনাপীড়য়ন্ ধর্ম্মকামাবর্থে-

---

পরন্তপ আর্য্য! বিশেষতঃ মহর্ষি মৈত্রেয় দুর্য্যোধনকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, ভীমসেন তোমার উরু ভঙ্গ করিবেন ॥১৫॥

অতএব প্রলম্বনাশক আর্য্য! ভীমসেন দুর্য্যোধনের উরুদেশে গদাঘাত করিয়া থাকিলেও কোন দোষ দেখিতেছি না; তা'র পর পাণ্ডবগণের সহিত আমাদের যৌনসম্বন্ধ এবং সুখজনক সৌহার্দ্দ রহিয়াছে ॥১৬॥

অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি; সুতরাং আপনি ক্রোধ করিবেন না'। কৃষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়া, বলরাম বলিলেন—॥১৭॥

'সজ্জনেরা সমীচীনভাবে ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন; সেই ধর্ম্ম আবার নিয়মিতরূপে অর্থলোভীর অর্থ এবং কামার্থীর কাম দান করিয়া থাকে ॥১৮॥

(১৬) যৌনৈস্তৈঃ···পি বজ। (১৮) ধর্ম্মশ্চ ধারিতঃ···নি

তদিদং ব্যাকুলং সর্ব্বং কৃতং ধর্ম্মস্য পীড়নাৎ।
ভীমসেনেন গোবিন্দ! কামং ত্বন্তু যথাত্থ মাম্ ॥২০॥

কৃষ্ণ উবাচ।

অরোষণো হি ধর্ম্মাত্মা সততং ধর্ম্মবৎসলঃ।
ভবান্ প্রখ্যায়তে লোকে তস্মাৎ সংশাম্য মা ক্রুধঃ ॥২১॥
প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ।
আনৃণ্যং যাতু বৈরস্য প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পাণ্ডবঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তদিতি। ইদং বীরবৃন্দম্, ব্যাকুলং বিশেষেণাস্থিরম্, পীড়নাৎ বাধনাৎ ॥২০॥

অরোষণ ইতি। সংশাম্য সম্যক্ শান্তো ভব, মা ক্রুধঃ ক্রোধং ন কুরু ॥২১॥

অথ নিষিদ্ধাচরণদর্শনেঽপি কথং শাম্যামি কথং বা ন ক্রুদ্ধামীত্যাহ প্রাপ্তমিতি। প্রাপ্তং প্রায়েণাগতম্। তথা চ—"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্। প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে ॥……অমাবস্যান্তু সায়াহ্নে রাজা দুর্য্যোধনো হতঃ॥" ইতি ভারতসাবিত্রীবচনাৎ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধস্য চ বহুশ এবাষ্টাদশদিনব্যাপিত্বকথনাৎ শুক্লত্রয়োদশীতঃ পরামাবস্যায়াশ্চ অষ্টাদশদিনরূপত্বাৎ তদানীন্তনী তিথিরমাবস্যা মুখ্যচান্দ্রমানেন মার্গশীর্ষস্যৈবেতি সর্ব্বথা নির্ণেতব্যম্, এবঞ্চ তদবধি মুখ্যচান্দ্রমানেন সার্দ্ধৈকমাসাৎ পরং মাঘপূর্ণিমায়াং কলিযুগারম্ভঃ। এতচ্চাস্মাভির্যুধিষ্ঠিরসময়নিরূপণগ্রন্থে বহুধা বিমৃষ্টম্। ইত্থঞ্চ সূর্য্যোদয়প্রাক্কালে সূর্য্যালোকস্যেব কলিযুগারম্ভপ্রাক্কালে কলিযুগীয়নিষিদ্ধাচরণস্যাপি সর্ব্বথা সম্ভবপরত্বাৎ ভীমেন তাদৃশপ্রতিজ্ঞাকরণাচ্চ দুর্য্যোধনোরুদ্বয়ে গদাঘাতেঽপি ন দোষ ইতি ভাবঃ। পাণ্ডবো ভীমঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

নাপীড়য়ন্ কামার্থৌ ধর্ম্মেণ চাপীড়য়ন্নিত্যর্থঃ ॥১৯॥ কামং যথেষ্টং ত্বং মাং প্রতি উক্তবানসি ন তু ধর্ম্মাং যতোঽর্থলুব্ধেন ভীমেন ধর্ম্মস্য পীড়নাৎ পূর্ব্বোক্তো মার্গো ব্যাকুলীকৃত

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের এবং কামের জন্য ধর্ম্ম ও কামের সেবা করে এবং কোনটারই বাধা না করিয়া, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত সুখ লাভ করে ॥১৯॥

কিন্তু কৃষ্ণ! ভীমসেন সেই ধর্ম্মের বাধা করিয়া, এই বীরগণকে বিশেষ ভাবে আকুল করিয়াছেন। অথ চ তুমি আমাকে যেরূপ বলিয়াছ, তাহাতে উরুদেশে গদাঘাত করা যথেষ্ট বটে' ॥২০॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'আর্য্য! আপনি ক্রোধবিহীন, ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মবৎসল, ইহা লোকসমাজে বলিয়া থাকে; অতএব আপনি শান্ত হউন, ক্রোধ করিবেন না ॥২১॥

আপনি অবগত হউন যে, কলিযুগ আগতপ্রায় এবং ভীমসেনও এইরূপই

সঞ্জয় উবাচ।

ধর্ম্মচ্ছলমপি শ্রুত্বা কেশবাৎ স বিশাংপতে !।
নৈব প্রীতমনা রামো বচনং প্রাহ সংসদি ॥২৩॥
হত্বাঽধর্ম্মেণ রাজানং ধর্ম্মাত্মানং সুযোধনম্।
জিহ্মযোধীতি লোকেঽস্মিন্ খ্যাতিং যাস্যতি পাণ্ডবঃ ॥২৪॥
দুর্য্যোধনোঽপি ধর্ম্মাত্মা গতিং যাস্যতি শাশ্বতীম্।
ঋজুযোধী হতো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো নরাধিপঃ ॥২৫॥
যুদ্ধদীক্ষাং প্রবিশ্যাজৌ রণযজ্ঞং বিতত্য চ।
হুত্বাত্মানমমিত্রাগ্নৌ প্রাপ চাবভৃথং যশঃ ॥২৬॥
ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় রৌহিণেয়ঃ প্রতাপবান্।
শ্বেতাভ্রশিখরাকারঃ প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

ধর্ম্মেতি। ধর্ম্মবিষয়ে ছলং ধর্ম্মচ্ছলম্। নৈবাসীদিতি শেষঃ ॥২৩॥

হত্বেতি। ধর্ম্মাত্মানম্ এতদ্যুদ্ধে ধর্ম্মবুদ্ধিম্। জিহ্মং কুটিলং যোদ্ধুং শীলমস্যেতি সঃ। পাণ্ডবো ভীমসেনঃ ॥২৪॥

দুর্য্যোধন ইতি। গম্যত ইতি গতিঃ স্বর্গস্তাম্। শাশ্বতীং চিরন্তনীম্ ॥২৫॥

যুদ্ধেতি। যুদ্ধস্য দীক্ষামারম্ভম্, প্রবিশ্য কৃত্বা, আজৌ রণস্থলে, বিতত্য বিস্তারেণ সম্পাদ্য। অমিত্রাগ্নৌ শত্রুরূপে বহ্নৌ। আবভৃথং যজ্ঞসমাপ্তিকালীনস্নাননিবন্ধনম্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যর্থঃ ॥২০—২১॥ প্রাপ্তমিতি। কলিযুগারম্ভে এতাবৎ পাপং নাতীব খেদাবহমিতি ভাবঃ ॥২২—৪৬॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬॥

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; সুতরাং ভীমসেন শত্রুতার প্রতিশোধ করুন ও প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হউন' ॥২২॥

সঞ্জয় বলিলেন—নরনাথ! বলরাম তখন কৃষ্ণের মুখে ধর্ম্মবিষয়ে ছল করার কথা শুনিয়া, অসন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ বলিলেন—॥২৩॥

'ভীমসেন অন্যায়ভাবে ন্যায়যোধী রাজা দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, এই জগতে 'কূটযোধী' এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন ॥২৪॥

ন্যায়যোধী দুর্য্যোধনও চিরস্থায়ী স্বর্গ লাভ করিবেন। কারণ, রাজা দুর্য্যোধন সরলভাবে যুদ্ধ করিতে থাকিয়া নিহত হইয়াছেন ॥২৫॥

ইনি রণস্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, বিস্তৃতভাবে যুদ্ধযজ্ঞ করিয়া এবং শত্রুরূপ অগ্নিতে আপনাকে আহুতি দিয়া, মহাযজ্ঞসমাপ্তির যশ লাভ করিয়াছেন' ॥২৬॥

পাঞ্চালাস্তু সবার্ষ্ণেয়াঃ পাণ্ডবাশ্চ বিশাংপতে।।
রামে দ্বারবতীং যাতে নাতিপ্রমনসোঽভবন্ ॥২৮॥
ততো যুধিষ্ঠিরং দীনং চিন্তাপরমধোমুখম্।
শোকোপহতসঙ্কল্পং বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥২৯॥

বাসুদেব উবাচ।

ধর্ম্মরাজ! কিমর্থং ত্বমধর্ম্মমনুমন্যসে।
হতবন্ধোর্যদেতস্য পতিতস্য বিচেতসঃ ॥৩০॥
দুর্য্যোধনস্য ভীমেন মৃদ্যমানং শিরঃ পদা।
উপপ্রেক্ষসি কস্মাত্ত্বং ধর্ম্মজ্ঞঃ সন্নরাধিপ! ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

ন মমৈতৎ প্রিয়ং কৃষ্ণ! যদ্রাজানং বৃকোদরঃ।
পদা মূর্দ্ধ্ন্যস্পৃশৎ ক্রোধান্ন চ হৃষ্যে কুলক্ষয়ে ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। রৌহিণেয়ো রামঃ। শ্বেতাভ্রশিখরাকারঃ শ্বেতমেঘশৃঙ্গতুল্যমূর্ত্তিঃ ॥২৭॥

পাঞ্চালা ইতি। বার্ষ্ণেয়েন কৃষ্ণেন সহেতি তে। নাতিপ্রমনসঃ অনধিকপ্রসন্নচিত্তাঃ, কিঞ্চিৎ প্রসন্নচিত্তাস্ত অভবন্নেব ভীমসেনস্য অসন্তোষেণ রামস্য প্রস্থানাচ্চ প্রসাদাতিশয়ো নাভবদিতি ভাবঃ ॥২৮॥

তত ইতি। দীনং বিষণ্ণম্, দুর্য্যোধনশোকাৎ ভীমস্যান্যায্যব্যবহারাৎ রামস্যাসন্তোষেণ প্রস্থানাচ্চেত্যাশয়ঃ। শোকেন উপহতঃ সঙ্কল্পো যুদ্ধজয়োৎসবকরণাভিলাষো যস্য তম্ ॥২৯॥

ধর্ম্মেতি। বিচেতসশ্চৈতন্যহীনস্য। মৃদ্যমানং পিষ্যমাণম্। উপপ্রেক্ষসি অধর্ম্ম্যত্বে-নালোচয়সি ॥৩০—৩১॥

এই কথা বলিয়া শ্বেতমেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ প্রতাপশালী বলরাম রথে আরোহণ করিয়া, দ্বারকানগরের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥২৭॥

নরনাথ! বলরাম দ্বারকানগরীর দিকে প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালগণ বিশেষ প্রসন্নচিত্ত হইলেন না ॥২৮॥

তাহার পর যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ, চিন্তান্বিত, অধোবদন ও শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥২৯॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'রাজা ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া, এই ঘটনাটাকে কেন অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছেন? এবং ভীমসেন চরণদ্বারা যে, হতবন্ধু, ভূতলপতিত ও চৈতন্যবিহীন দুর্য্যোধনের মস্তক স্পর্শ করিয়াছেন, সে ব্যাপারটাকেই বা আপনি অন্যায় বলিয়া কেন আলোচনা করিতেছেন?' ॥৩০—৩১॥

নিকৃত্যা নিকৃতা নিত্যং ধৃতরাষ্ট্রসুতৈর্বয়ম্।
বহূনি পরুষাণ্যুক্ত্বা বনং প্রস্থাপিতা স্ম হ ॥৩৩॥
ভীমসেনস্য তদ্দুঃখমতীব হৃদি বর্ত্ততে।
ইতি সঞ্চিন্ত্য বার্ষ্ণেয়! ময়ৈতৎ সমুপেক্ষিতম্ ॥৩৪॥
তস্মাদ্ধত্বাঽকৃতপ্রজ্ঞং লুব্ধং কামবশানুগম্।
লভতাং পাণ্ডবঃ কামং ধর্ম্মেঽধর্ম্মেঽপি বা কৃতে ॥৩৫॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তবতি কৌন্তেয়ে ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
বাসুদেবো মহাবাহুর্যুধিষ্ঠিরমভাষত।
কামমস্ত্বেতদিতি বৈ কৃচ্ছ্রাদ্‌যদুকুলোদ্বহঃ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। পদা রাজ্ঞঃ শিরঃস্পর্শাৎ কুলক্ষয়াচ্চাতিমহান্ বিষাদ এব মে জাত ইত্যাশয়ঃ ॥৩২॥

নিকৃত্যেতি। নিকৃত্যা শাঠ্যেন, নিকৃতা অত্যাচারিতাঃ। পরুষাণি নিষ্ঠুরাণি ॥৩৩॥

ভীমেতি। এতৎ পদা দুর্য্যোধনস্য শিরঃস্পর্শনম্ ॥৩৪॥

তস্মাদিতি। অকৃতপ্রজ্ঞং শাস্ত্রাধ্যয়নেনাপ্যশিক্ষিতবুদ্ধিম্, কামবশানুগং রাজ্যসুখাভিলাষিণম্ ॥৩৫॥

ইতীতি। কামমিত্যঙ্গীকারে, এতৎপদেন শত্রোঃ শিরোমর্দ্দনাদিকম্। ষট্‌পাদঃ ॥৩৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'কৃষ্ণ! ভীমসেন চরণদ্বারা যে রাজার শিরঃস্পর্শ করিয়াছেন, এই ঘটনাটা আমার প্রীতিকর নহে এবং কুলক্ষয়েও আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই ॥৩২॥

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা শঠতা অনুসারে সর্ব্বদাই আমাদের উপরে অত্যাচার করিত এবং বহুতর নিষ্ঠুরবাক্য বলিয়া আমাদিগকে বনে প্রেরণ করিয়াছিল ॥৩৩॥

কৃষ্ণ! সেই গুরুতর দুঃখ ভীমসেনের মনে রহিয়াছে, ইহা ভাবিয়া আমি এই ঘটনা উপেক্ষা করিলাম ॥৩৪॥

অতএব ভীমসেন ধর্ম্মই করিয়া থাকুন, কিংবা অধর্ম্মই করিয়া থাকুন, অশিক্ষিতবুদ্ধি, লুব্ধস্বভাব ও রাজ্যসুখাভিলাষী দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, অভীষ্ট লাভ করুন' ॥৩৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—'কুন্তীনন্দন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, মহাবাহু ও যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ দুঃখের সহিত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—'ইহাই হউক' ॥৩৬॥

---

(৩৬) অত্র পুস্তকভেদ এব পাঠভেদঃ।

ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবোঽপি বায়ুপুত্রপ্রিয়েপ্সয়া।
অন্বমোদত তৎ সর্ব্বং যদ্ভীমেন কৃতং যুধি ॥৩৭॥
অর্জ্জুনোঽপি মহাবাহুরপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
নোবাচ কিঞ্চিদ্বচনং ভ্রাতরং সাধ্বসাধু বা ॥৩৮॥
ভীমসেনোঽপি হত্বাজৌ তব পুত্রমমর্ষণঃ।
অভিবাদ্যাগ্রতঃ স্থিত্বা সংহৃষ্টঃ স কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩৯॥
প্রোবাচ সুমহাতেজা ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
হর্ষাদুৎফুল্লনয়নো জিতকাশী বিশাংপতে ! ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)
তবাদ্য পৃথিবী রাজন্ ! ক্ষেমা নিহতকণ্টকা।
তাং প্রশাধি মহারাজ ! স্বধর্ম্মমনুপালয় ॥৪১॥
যস্ত কর্ত্তাস্য বৈরস্য নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রিয়ঃ।
সোঽয়ং বৈ নিহতঃ শেতে পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ! ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি। বায়ুপুত্রস্য ভীমসেনস্য প্রিয়েপ্সয়া প্রীতিবিধানেচ্ছয়া ॥৩৭॥

অর্জ্জুন ইতি। অপ্রীতেন ভীমস্যান্যায্যকার্য্যদর্শনাদসন্তুষ্টেন ॥৩৮॥

ভীমেতি। অমর্ষণঃ কোপনঃ। অভিবাদ্য যুধিষ্ঠিরমিতি শেষঃ। জিতমিতি ভাবে ক্তঃ। জিতেন জয়েন কাশতে শোভত ইতি জিতকাশী ॥৩৯—৪০॥

তবেতি। ক্ষেমা শত্রোরভাবাৎ নিরুপদ্রবা ॥৪১॥

য ইতি। নিকৃত্যা শাঠ্যেন, নিকৃতিঃ শাঠ্যাচরণমেব প্রিয়া যস্য সঃ ॥৪২॥

এই কথা বলিয়া কৃষ্ণও ভীমসেনের প্রীতিবিধান করিবার ইচ্ছায়—তিনি যুদ্ধে যাহা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিষয়ই অনুমোদন করিলেন ॥৩৭॥

মহাবাহু অর্জ্জুনও অসন্তুষ্টচিত্তে ভাল বা মন্দ কোন কথাই ভীমসেনকে বলিলেন না ॥৩৮॥

নরনাথ ! কোপনস্বভাব ও বিজয়শোভী ভীমসেনও যুদ্ধে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, সন্তুষ্টচিত্ত, উৎফুল্লনয়ন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অভিবাদন করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—॥৩৯—৪০॥

'রাজা ! আজ আপনার রাজ্য মঙ্গলময় ও নিষ্কণ্টক হইল ; অতএব ধর্ম্মরাজ ! আপনি তাহা শাসন করুন এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন ॥৪১॥

মহারাজ ! শঠতাপ্রিয় যে দুর্য্যোধন শঠতা করিয়া, এই শত্রুতা ঘটাইয়াছিল ; সেই দুর্য্যোধন নিহত হইয়া, এই ভূতলে শয়ন করিয়াছে ॥৪২॥

দুঃশাসনপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে তে চোগ্রবাদিনঃ।
রাধেয়ঃ শকুনিশ্চাপি নিহতাস্তব শত্রবঃ ॥৪৩॥
সেয়ং রত্নসমাকীর্ণা মহী সবনপর্ব্বতা।
উপাবৃত্তা মহারাজ! ত্বামদ্য নিহতদ্বিষম্ ॥৪৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

গতো বৈরস্য নিধনং হতো রাজা সুযোধনঃ।
কৃষ্ণস্য মতমাস্থায় বিজিতেয়ং বসুন্ধরা ॥৪৫॥
দিষ্ট্যা গতস্ত্বমানৃণ্যং মাতুঃ কোপস্য চোভয়োঃ।
দিষ্ট্যা জয়সি দুর্দ্ধর্ষ! দিষ্ট্যা শত্রুর্নিপাতিতঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে বলদেবসান্ত্বনায়াং ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

— — ঃ*ঃ— —

ভারতকৌমুদী

দুঃশাসনেতি। উগ্রবাদিনো দ্যূতসভাদৌ। রাধেয়ঃ কর্ণঃ ॥৪৩॥
সেতি। বনৈঃ পর্ব্বতৈশ্চ সহেতি সা। উপাবৃত্তা প্রত্যাগতা ॥৪৪॥
গত ইতি। নিধনমবসানম্, গতঃ প্রাপ্তবম্। আস্থায় আশ্রিত্য ॥৪৫॥
দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, মাতুঃ কুন্তীদেব্যাঃ, কোপস্য নিজস্য ॥৪৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

এবং নিষ্ঠুরভাষী দুঃশাসনপ্রভৃতি আপনার শত্রুগণ, কর্ণ ও শকুনি নিহত হইয়াছে ॥৪৩॥

মহারাজ! আপনি সমস্ত শত্রু নিহত করিয়াছেন; সুতরাং বন ও পর্ব্বতের সহিত এই সেই পৃথিবী আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে' ॥৪৪॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'বৎস! তুমি শত্রুতার অবসান ঘটাইয়াছ এবং রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন; অতএব আমরা কৃষ্ণের মত অবলম্বন করিয়াই এই পৃথিবী জয় করিয়াছি ॥৪৫॥

দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন! ভাগ্যবশতঃ তুমি মাতৃদেবী ও নিজের ক্রোধের নিকটে অনৃণী হইয়াছ, ভাগ্যবশতঃ জয় করিয়াছ এবং ভাগ্যবশতই শত্রু নিপাত করিতে পারিয়াছ' ॥৪৬॥

---

* '…ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '…একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

—————:০✱০:—————

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে।
পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়! ॥১॥

সঞ্জয় উবাচ।

হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে।
সিংহেনেব মহারাজ! মত্তং বনগজং যথা ॥২॥
প্রহৃষ্টমনসস্তত্র কৃষ্ণেন সহ পাণ্ডবাঃ।
পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব নিহতে কুরুনন্দনে ॥৩॥
আবিধ্যন্নুত্তরীয়াণি সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে।
নৈতান্ হর্ষসমাবিষ্টানিয়ং সেহে বসুন্ধরা ॥৪॥ (বিশেষকম্)
ধনূংষ্যন্যে ব্যাক্ষিপন্ত জ্যাশ্চাপ্যন্যে তথাক্ষিপন্।
দধ্মুরন্যে মহাশঙ্খানন্যে জঘ্নুশ্চ দুন্দুভীঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

হতমিতি। সংযুগে যুদ্ধে। বিলাপপ্রকরণং পূর্ব্বমেব জাতমিতি কেবলাবস্থাপ্রশ্নঃ ॥১॥

হতমিতি। বনপদং সম্ভবপরতাপ্রদর্শনার্থম্। কুরুনন্দনে দুর্য্যোধনে। আবিধ্যন্ অঘূর্ণয়ন্, নেদিরে চক্রুঃ। এতান্ পাণ্ডবাদীন্, ন সেহে ভারাতিরেকাৎ ॥২—৪॥

ধনূংষীতি। ব্যাক্ষিপন্ত আকর্ষন্, জ্যা গুণান্। জঘ্নুর্বাদয়ামাসুঃ ॥৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—'সঞ্জয়! ভীমসেন যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবগণ ও সঞ্জয়গণ কি করিল?' ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন—'মহারাজ! সিংহ যেমন বন্যহস্তীকে বধ করে, সেইরূপ ভীমসেন যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়াছেন দেখিয়া, কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণ, পাঞ্চালগণ ও সৃঞ্জয়গণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া, উত্তরীয় বস্ত্র আন্দোলন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন; তখন সমরভূমি আনন্দোন্মত্ত সেই বীরগণের পদভর যেন সহ্য করিতে পারিল না ॥২—৪॥

অনেক লোক ধনুষ্টঙ্কার, অনেকে গুণাকর্ষণ, বহু লোক বিশাল শঙ্খধ্বনি এবং অনেক ব্যক্তি দুন্দুভিবাদন করিতে লাগিল ॥৫॥

চিক্রীড়ুশ্চ তথৈবান্যে জহসুশ্চ তবাহিতাঃ।
অব্রুবংশ্চাসকৃদ্বীরা ভীমসেনমিদং বচঃ ॥৬॥
দুষ্করং ভবতা কর্ম্ম রণেঽদ্য সুমহৎ কৃতম্।
কৌরবেন্দ্রং রণে হত্বা গদয়াতিকৃতশ্রমম্ ॥৭॥
ইন্দ্রেণেব হি বৃত্রস্য বধং পরমসংযুগে।
ত্বয়া কৃতমমন্যন্ত শত্রোর্বধমিমং জনাঃ ॥৮॥
চরন্তং বিবিধান্মার্গান্ মণ্ডলানি চ সর্ব্বশঃ।
দুর্য্যোধনমিমং শূরং কোঽন্যো হন্যাদ্বৃকোদরাৎ ॥৯॥
বৈরস্য চ গতঃ পারং ত্বমিহান্যৈঃ সুদুর্গমম্।
অশক্যমেতদন্যেন সম্পাদয়িতুমীদৃশম্ ॥১০॥
কুঞ্জরেণেব মত্তেন বীর! সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
দুর্য্যোধনশিরো দিষ্ট্যা পাদেন মৃদিতং ত্বয়া ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

চিক্রীড়ুরিতি। চিক্রীড়ুর্নৃত্যক্রীড়াং চক্রুঃ। অহিতাঃ শত্রবঃ ॥৬॥
দুষ্করমিতি। অতিকৃতঃ অতিশয়েন বিহিতঃ শ্রমঃ শিক্ষায়াসো যেন তম্ ॥৭॥
ইন্দ্রেণেতি। পরমসংযুগে মহাযুদ্ধে ॥৮॥
চরন্তমিতি। সর্বশঃ সর্ব্বপ্রকারাণি ॥৯॥
বৈরস্যেতি। বৈরস্য সাগরসদৃশস্য শত্রুভাবস্য, পারমবসানং পরতীরঞ্চ ॥১০॥

রাজা! আপনার শত্রুদের মধ্যে বহু ব্যক্তি নৃত্য করিতে থাকিল, অনেকে হাসিতে লাগিল এবং অন্য বীরেরা ভীমসেনকে বার বার এই কথা বলিলেন—॥৬॥

'বীর! দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধশিক্ষায় অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন; তথাপি আপনি আজ যুদ্ধে গদাদ্বারা তাঁহাকে বধ করিয়া, অতিদুষ্কর কার্য্যই করিয়াছেন ॥৭॥

ইন্দ্র যেমন মহাযুদ্ধে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপই এই শত্রুকে বধ করিয়াছেন, ইহাই লোকে মনে করিতেছে ॥৮॥

মহাবীর এই দুর্য্যোধন নানাবিধ পথে ও সর্ব্বপ্রকার মণ্ডলভাবে বিচরণ করিতেছিলেন; সেই অবস্থায় এক ভীমসেনব্যতীত অন্য কোন্ লোক ইঁহাকে বধ করিতে পারে? ॥৯॥

ভীমসেন! আপনি অন্যের পক্ষে অতিদুর্গম বৈরসাগরের পরপারে গিয়াছেন; অন্য লোক এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না ॥১০॥

(৯)…দুর্য্যোধনমিমং ক্রূরং…পি।

সিংহেন মহিষস্যেব কৃত্বা সঙ্গরমদ্ভুতম্।
দুঃশাসনস্য রুধিরং দিষ্ট্যা পীতং ত্বয়ানঘ! ॥১২॥
যে বিপ্রচক্রু রাজানং ধর্ম্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।
মূর্দ্ধ্নি তেষাং কৃতং পাদো দিষ্ট্যা তে স্বেন কর্ম্মণা ॥১৩॥
অমিত্রাণামধিষ্ঠানাদ্বধাদ্দুর্য্যোধনস্য চ।
ভীম! দিষ্ট্যা পৃথিব্যাং তে প্রথিতং সুমদ্‌যশঃ ॥১৪॥
এবং নূনং হতে বৃত্রে শক্রং নন্দন্তি বন্দিনঃ।
যথা ত্বাং নিহতামিত্রং বয়ং নন্দাম ভারত! ॥১৫॥
দুর্য্যোধনবধে যানি রোমাণি হৃষিতানি নঃ।
অদ্যাপি ন বিহৃষ্যন্তি তানি তদ্বিদ্ধি ভারত!।
ইত্যব্রুবন্ ভীমসেনং বাতিকাস্তত্র সঙ্গতাঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

কুঞ্জরবেণেতি। সংগ্রামমূর্দ্ধনি রণস্থলোপরি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ॥১১॥
সিংহেনেতি। সঙ্গরং যুদ্ধম্। হে অনঘ! প্রতিজ্ঞাপালনান্নিষ্পাপ! ॥১২॥
য ইতি। বিপ্রচক্রুঃ শাঠ্যেন প্রতারয়ামাসুঃ। তে ত্বয়া ॥১৩॥
অমিত্রাণামিতি। অমিত্রাণাং শত্রূণাম, অধিষ্ঠানাদ্বাহুবলেনোপর্য্যবস্থানাৎ ॥১৪॥
এবমিতি। বৃত্রে তদাখ্যে অসুরে। নিহতঃ অমিত্রঃ শত্রুর্যেন তম্ ॥১৫॥

মহাবীর! আপনি ভাগ্যবশতঃ মত্তহস্তীর ন্যায় চরণদ্বারা রণস্থলে দুর্য্যোধনের মস্তকটী মর্দ্দন করিয়াছেন ॥১১॥

নিষ্পাপ ভীমসেন! সিংহ যেমন অদ্ভুত যুদ্ধ করিয়া মহিষের রক্ত পান করে, সেইরূপ আপনিও অদ্ভুত যুদ্ধ করিয়া, ভাগ্যবশতই দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছেন ॥১২॥

যাহারা ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রতারণা করিয়াছিল; আপনি নিজের কার্য্যের প্রভাবে ভাগ্যবশতই তাহাদের মস্তকে চরণ স্থাপন করিয়াছেন ॥১৩॥

ভীমসেন! আপনি শত্রুগণের উপরে অধিষ্ঠান এবং দুর্য্যোধনকে বধ করায়, ভাগ্যবশতই আপনার মহাযশ পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে ॥১৪॥

ভরতনন্দন! আপনি শত্রুকে নিহত করিলে, আমরা যেমন আপনার অভিনন্দন করিতেছি; বৃত্রাসুর নিহত হইলে, তদানীন্তন স্তুতিপাঠকেরা নিশ্চয়ই ইন্দ্রের এইরূপ অভিনন্দন করিয়াছিল ॥১৫॥

---

(১৩) যে বিপ্রকুর্ব্বন্...পি নি। (১৬)...ন বিহৃষ্যন্তে ..পি, ন বিকৃষ্যন্তে ..নি, ...বার্ত্তিকাস্তত্র সঙ্গতা—বর্দ্ধ।

তান্ হৃষ্টান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবৈঃ সহ।
ব্রুবতোঽসদৃশং তত্র প্রোবাচ মধুসূদনঃ ॥১৭॥
ন ন্যায্যং নিহতং শত্রুং ভূয়ো হন্তুং নরাধিপাঃ।।
অসকৃদ্বাগ্‌ভিরুগ্রাভিনিহতো হ্যেষ মন্দধীঃ ॥১৮॥
তদৈবৈষ হতঃ পাপো যদৈব নিরপত্রপঃ।
লুব্ধঃ পাপসহায়শ্চ সুহৃদাং শাসনাতিগঃ ॥১৯॥
বহুশো বিদুরদ্রোণকৃপগাঙ্গেয়সঞ্জয়ৈঃ।
পাণ্ডুভ্যঃ প্রার্থ্যমানোঽপি পিত্র্যমংশং ন দত্তবান্ ॥২০॥
নৈষ যোগ্যোঽস্য মিত্রং বা শত্রুর্বা পুরুষাধমঃ।
কিমনেনাতিতুন্নেন বাগ্‌ভিঃ কাষ্ঠসধর্ম্মণা ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

দুর্য্যোধনেতি। হৃষিতানি উদ্‌গতানি। বিহৃষ্যন্তি সমীভবন্তি। বাতেন স্তুতিপাঠ-বাতবেগেন চরন্তীতি বাতিকাশ্চারণভূতাঃ। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥১৬॥
তানিতি। অসদৃশমননুরূপম্ ॥১৭॥
নেতি। ভূয়ঃ পুনঃ, হন্তুমাহন্তুম্। এষ দুর্য্যোধনঃ ॥১৮॥
তদেতি। নিরপত্রপো নির্লজ্জঃ। শাসনাতিগ উপদেশাতিক্রমী ॥১৯॥
শাসনাতিগত্বং দর্শয়ন্নাহ বহুশ ইতি। গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ। পিত্র্যং পৈতৃকম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

হতমিতি ॥১—২০॥ অতিভুগ্নেন অত্যর্থং নামিতেন ॥২১—৭৬॥
ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৭॥

ভরতনন্দন! দুর্য্যোধন নিহত হইলে, আমাদের যে সকল রোম উদ্‌গত হইয়াছিল; এখন তাহা সমান হয় নাই, আপনি তাহা দেখুন'। সেইস্থানে সম্মিলিত প্রশংসাকারী বীরেরা এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥১৬॥

পাণ্ডবগণের সহিত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাঞ্চালেরা আনন্দিত হইয়া, এইরূপ অসদৃশ বাক্য বলিতে লাগিলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—॥১৭॥

'রাজগণ! এই মন্দবুদ্ধি যে নিহত হইয়াছে; সুতরাং ভীষণ বাক্যদ্বারা নিহত শত্রুকে পুনরায় আঘাত করা উচিত নহে ॥১৮॥

যখনই এই নির্লজ্জ, রাজ্যলুব্ধ ও পাপসহচর দুর্য্যোধন সুহৃদ্‌গণের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিল; তখনই এই পাপাত্মা নিহত হইয়াছিল ॥১৯॥

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও সঞ্জয় বহুবার প্রার্থনা করিলেও এই দুরাত্মা, পাণ্ডবগণকে পৈতৃক অংশ দান করে নাই ॥২০॥

(২১)···কিমনেনাতিভুগ্নেন—বঙ্গ সো। নৈব তেভ্যোঽস্ত ··বিতুন্নেন···নি।

রথেষ্বারোহত ক্ষিপ্রং গচ্ছামো বসুধাধিপাঃ ।।
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং পাপাত্মা সামাত্যজ্ঞাতিবান্ধবঃ ॥২২॥
ইতি শ্রুত্বা ত্বধিক্ষেপং কৃষ্ণাদ্দুর্য্যোধনো নৃপঃ ।
অমর্ষবশমাপন্ন উদতিষ্ঠদ্বিশাংপতে ! ॥২৩॥
স্ফিগ্‌দেশেনোপবিষ্টঃ স দোর্ভ্যাং বিষ্টভ্য মেদিনীম্ ।
দৃষ্টিং ভ্রূসঙ্কটাং কৃত্বা বাসুদেবে ন্যপাতয়ৎ ॥২৪॥
অর্দ্ধোন্নতশরীরস্য রূপমাসীন্নৃপস্য তু ।
ক্রুদ্ধস্যাশীবিষস্যেব চ্ছিন্নপুচ্ছস্য ভারত ! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। যোগ্যঃ প্রতিবিধানসমর্থঃ। অতিতুন্নেন বাগ্‌ভিরতিব্যথিতেন, কাষ্ঠস্য সমানো ধর্ম্ম উরুদ্বয়ভঙ্গাদচলত্বং যস্য তেন ॥২১॥

রথেষ্বিতি। অমাত্যৈর্জ্ঞাতিভির্বান্ধবৈশ্চ সহেতি সঃ ॥২২॥

ইত্যতি। অধিক্ষেপং নিন্দাম্। উদতিষ্ঠৎ পূর্ব্বকায়েন ॥২৩॥

স্ফিগিতি। স্ফিগ্‌দেশেন নিতম্বভাগেন, দোর্ভ্যাং হস্তাভ্যাম্, বিষ্টভ্য আশ্রিত্য। ভ্রূভ্যাং সঙ্কটাং বিষমাং ভ্রূকুটীভীষণামিত্যর্থঃ। অহো! বীরস্বভাবঃ, যন্মৃত্যুকবলিতোঽপি নিন্দাং ন সহতে ॥২৪॥

অর্দ্ধেতি। অর্দ্ধমুন্নতমুত্থিতং শরীরং যস্য তস্য। আশীবিষস্য তীক্ষ্ণবিষসর্পস্য ॥২৫॥

এই নরাধম শত্রুই হউক, বা মিত্রই হউক, এখন আর কোন প্রতিবিধান করিতেই সমর্থ নহে। কারণ, এটা এখন একখানা কাঠের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে; সুতরাং বাক্যদ্বারা ইহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করায় ফল কি? ॥২১॥

হে রাজগণ! অমাত্য, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের সহিত এই পাপাত্মা নিহত হইয়াছে; সুতরাং আপনারা সত্বর রথে আরোহণ করুন, চলুন, আমরা যাই' ॥২২॥

নরনাথ! রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণের মুখ হইতে এই সকল নিন্দাবাক্য শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, গাত্রোত্থান করিলেন ॥২৩॥

তিনি পশ্চাৎ ভাগদ্বারা ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া, হস্তযুগলদ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের উপরে ভ্রূকুটীভীষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ॥২৪॥

ভরতনন্দন! রাজা দুর্য্যোধন শরীরের অর্দ্ধভাগ উত্থিত করিলে, তাঁহার রূপটী—ছিন্ন পুচ্ছ ও ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণবিষ সর্পের রূপের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥২৫॥

(২৪)···দৃষ্টিং সভ্রূকুটীং কৃত্বা···পি.···ভ্রূসঙ্কটীং কৃত্বা···বঙ্গ বর্দ্ধ।

প্রাণান্তকরণীং ঘোরাং বেদনামপ্যচিন্তয়ন্।
দুর্য্যোধনো বাসুদেবং বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরার্দ্দয়ৎ ॥২৬॥
কংসদাসস্য দায়াদ! ন তে লজ্জাস্ত্যনেন বৈ।
অধর্ম্মেণ গদাযুদ্ধে যদহং বিনিপাতিতঃ ॥২৭॥
ঊরূ ভিন্ধীতি ভীমস্য স্মৃতিং মিথ্যা প্রযচ্ছসি।
কিন্ন বিজ্ঞাতমেতন্মে যদর্জ্জুনমবোচথাঃ ॥২৮॥
ঘাতয়িত্বা মহীপালানৃজুযোধান্ সহস্রশঃ।
জিহ্মৈরুপায়ৈর্ব্বহুভির্ন তে লজ্জা ন তে ঘৃণা ॥২৯॥
অহন্যহনি শূরাণাং কুর্ব্বাণঃ কদনং মহৎ।
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ঘাতিতস্তে পিতামহঃ ॥৩০॥
অশ্বত্থাম্নঃ সনামানং হত্বা নাগং সুদুর্ম্মতে!।
আচার্য্যো ন্যাসিতঃ শস্ত্রং তৎ কিং ন বিদিতং মম ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

প্রাণেতি। বেদনামূরুভঙ্গনিবন্ধনাম্। আর্দ্দয়ন্নপীড়য়ৎ ॥২৬॥

কংসেতি। কংসদাসস্য বসুদেবস্য, দায়ং ধনমাদত্তে ইতি দায়াদঃ পুত্রস্তৎসম্বোধনম্ ॥২৭॥

ঊরূ ইতি। প্রযচ্ছসি দদাসি জনয়সি স্মেত্যর্থঃ। কিং ন বিজ্ঞাতমপি তু বিজ্ঞাতমেব ॥২৮॥

ঘাতয়িত্বেতি। ঋজুযোধান্ সরলযোধিনঃ। জিহ্মৈঃ কুটিলৈঃ, ঘৃণা আত্মনি কুৎসা ॥২৯॥

পরে দুর্য্যোধন উরুভঙ্গনিবন্ধন প্রাণান্তকারী দারুণ বেদনাকেও অগ্রাহ্য করিয়া, ভীষণ বাক্যদ্বারা কৃষ্ণকে পীড়ন করিতে থাকিলেন—॥২৬॥

'কংসদাসের পুত্র! ভীম গদাযুদ্ধে অন্যায়ভাবে আমাকে যে নিপাতিত করিয়াছে, তাহাতে তোর লজ্জা হয় নাই? ॥২৭॥

দুরাত্মা! তু-ই—'উরুভঙ্গ কর' এইরূপ ভীমের মিথ্যাস্মৃতি জন্মাইয়াছিস্। কারণ, তুই অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছিলি, তাহা কি আমি জানি নাই? ॥২৮॥

পাপাত্মা! তুই বহুতর কূটনীতি প্রয়োগ করিয়া, সরলভাবে যুদ্ধকারী সহস্র সহস্র রাজাকে বধ করাইয়াছিস্; তথাপি তোর লজ্জা জন্মিল না, কিংবা নিজের উপরে ঘৃণা হইল না! ॥২৯॥

পিতামহ ভীষ্ম প্রত্যহ তোদের পক্ষের বীরগণের মহামারী ঘটাইতেছিলেন; সেই অবস্থায় তু-ই শিখণ্ডীকে অর্জ্জুনের সম্মুখে রাখিয়া, অর্জ্জুনদ্বারা তাঁহাকে বধ করাইয়াছিস্ ॥৩০॥

---

(২৮)···স্মৃতিং মিথ্যা প্রযচ্ছতা···বঙ্গ বৰ্দ্ধ নি।···যদর্জ্জুনমবোচিথাঃ—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ।
(৩১) অশ্বত্থামসনামানং···পি।

স চানেন নৃশংসেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন বীর্য্যবান্।
পাত্যমানস্ত্বয়া দৃষ্টো ন চৈনং ত্বমবারয়ঃ ॥৩২॥
বধার্থং পাণ্ডুপুত্রস্য যাচিতাং শক্তিমেব চ।
ঘটোৎকচে ব্যংসয়তঃ কস্ত্বত্তঃ পাপকৃত্তমঃ ॥৩৩॥
ছিন্নহস্তঃ প্রায়গতস্তথা ভূরিশ্রবা বলী।
ত্বয়া নিসৃষ্টেন হতঃ শৈনেয়েন মহাত্মনা ॥৩৪॥
কুর্ব্বাণশ্চোত্তমং কর্ম্ম কর্ণঃ পার্থজিগীষয়া।
ব্যংসনেনাশ্বসেনস্য পন্নগেন্দ্রসুতস্য বৈ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অহনীতি। কদনং মহামারীম্। তে ত্বয়া, পিতামহো ভীষ্মঃ ॥৩০॥

অশ্বেতি। সমানং নাম যস্য তম্, হত্বা ভীমেন ঘাতয়িত্বা, নাগং হস্তিনম্। ন্যাসিত-ত্যাজিতঃ ॥৩১॥

স ইতি। অনেন অঙ্গুল্যা নির্দ্দিষ্টেন। ন চাবারয়ঃ তবাপি নৃশংসত্বাদেব ॥৩২॥

বধেতি। পাণ্ডুপুত্রস্যার্জ্জুনস্য। ব্যংসয়তো ব্যয়াস্পদীকুর্ব্বাণাৎ ॥৩৩॥

ছিন্নেতি। ত্বয়া নিসৃষ্টেন প্রেরিতেনার্জ্জুনেন ছিন্নহস্ত ইতি সম্বন্ধঃ। প্রায়গতঃ প্রায়োপবিষ্টঃ। শৈনেয়েন শিনেঃ পৌত্রেণ সাত্যকিনা, মহাত্মনেতি সোল্লুণ্ঠনোক্তিঃ ॥৩৪॥

কুর্ব্বাণ ইতি। কুর্ব্বাণ আসীদিতি শেষঃ। উত্তমং কর্ম্ম ন্যায়যুদ্ধম্, পার্থজিগীষয়া অর্জ্জুন-

অতিদুর্ম্মতি! তু-ই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সমাননামযুক্ত একটা হস্তীকে ভীমদ্বারা বধ করাইয়া, (যুধিষ্ঠিরদ্বারা 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই কথা বলাইয়া) দ্রোণাচার্য্যকে অস্ত্র ত্যাগ করাইয়াছিলি; তাহা কি আমার জানা নাই? ॥৩১॥

তার পর, এই নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন বলবান্ সেই দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিতেছিল, তুই তাহা দেখিতেছিলি; কিন্তু তুই ইহাকে বারণ করিস্ নাই ॥৩২॥

দুরাত্মা! কর্ণ অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া, ইন্দ্রের নিকট হইতে একটা শক্তি লইয়াছিলেন। তুই কর্ণের সেই শক্তিটাকে ঘটোৎকচের উপরে ব্যয় করাইয়াছিস্; অতএব কোন্ ব্যক্তি তোর অপেক্ষা গুরুতর পাপকারী আছে? ॥৩৩॥

বলবান্ ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় তু-ই অর্জ্জুনদ্বারা ভূরিশ্রবার দক্ষিণবাহু ছেদ করাইয়াছিলি। তখন ভূরিশ্রবা প্রায়োপবেশন করিলে, মহাত্মা কি না, তাই সাত্যকি আসিয়া, তখনই তাঁহাকে বধ করিয়াছিল ॥৩৪॥

(৩৪)…ত্বয়াঽভিসৃষ্টেন নি।

পুনশ্চ পতিতে চক্রে ব্যসনার্ত্তঃ পরাজিতঃ।
পাতিতঃ সমরে কর্ণশ্চক্রব্যগ্রোঽগ্রণীর্নৃণাম্ ॥৩৬॥
যদি মাঞ্চাপি কর্ণঞ্চ ভীষ্মদ্রোণৌ চ সংযুগে।
ঋজুনা প্রতিযুধ্যেথা ন তে স্যাদ্বিজয়ো ধ্রুবম্ ॥৩৭॥
ত্বয়া পুনরনার্য্যেণ জিহ্মমার্গেণ পার্থিবাঃ।
স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো বয়ঞ্চান্যে চ ঘাতিতাঃ ॥৩৮॥

বাসুদেব উবাচ।

হতস্ত্বমসি গান্ধারে! সভ্রাতৃসুতবান্ধবঃ।
সগণঃ সসুহৃচ্চৈব পাপমার্গমনুষ্ঠিতঃ ॥৩৯॥
তবৈব দুষ্কৃতৈর্বীরৌ ভীষ্মদ্রোণৌ নিপাতিতৌ।
কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে তব শীলানুবর্ত্তকঃ ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

জয়েচ্ছয়া। ব্যংসনেন প্রত্যাখ্যানেন, অশ্বসেনস্য তদাখ্যস্য, পন্নগেন্দ্রসুতস্য তক্ষকনাগ-পুত্রস্য ॥৩৫॥

পুনরিতি। পতিতে ভূগর্ভপ্রবিষ্টে, চক্রে রথাঙ্গে, ব্যসনার্ত্তো বিপৎপীড়িতঃ, অতএব পরাজিত ইতি ভাবঃ। পাতিতঃ প্রেরয়তা ত্বয়ৈবার্জ্জুনেন ঘাতিতঃ, চক্রব্যগ্রশ্চক্রোত্তোলনে ব্যাসক্তঃ ॥৩৬॥

যদীতি। সংযুগে রণস্থলে। ঋজুনা সরলভাবেন, ন্যায্যরূপেণেত্যর্থঃ ॥৩৭॥

ত্বয়েতি। অনার্য্যেণ অসজ্জনেন, জিহ্মমার্গেণ কুটিলোপায়েন ॥৩৮॥

হত ইতি। গান্ধার্য্যা অপত্যমিতি গান্ধারিঃ, "বাহ্বাদেশ্চ বিধীয়ত" ইতীণি রূপম্ ॥৩৯॥

মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনকে জয় করিবার জন্য ন্যায়যুদ্ধই করিতেছিলেন এবং তক্ষকনাগের পুত্র অশ্বসেনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, ভাল কার্য্যই করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

তার পর, রথের চক্র ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে, কর্ণ বিপন্ন ও পরাজিতের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ সেই চক্র উত্তোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই অবসরে তু-ই অর্জ্জুনদ্বারা তাঁহাকে বধ করাইয়াছিস্ ॥৩৬॥

কৃষ্ণ! তোরা যদি রণস্থলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতিস্, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোদের জয় হইত না ॥৩৭॥

তুই দুর্জন; সুতরাং তুই স্বধর্ম্মানুসারী রাজগণকে এবং আমাদিগকে কূটনীতি-প্রয়োগে বিনাশ করাইয়াছিস্ ॥৩৮॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'গান্ধারীপুত্র! তুই পাপপথগামী কি না, তাই তুই ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, অমাত্যগণ ও বন্ধুগণের সহিত নিহত হইয়াছিস্ ॥৩৯॥

যাচ্যমানো ময়া মূঢ়! পিত্র্যমংশং ন দিৎসসি।
পাণ্ডবেভ্যঃ স্বরাজ্যঞ্চ লোভাচ্ছকুনিনিশ্চয়াৎ ॥৪১॥
বিষং তে ভীমসেনায় দত্তং সর্ব্বে চ পাণ্ডবাঃ।
প্রদীপিতা জতুগৃহে মাত্রা সহ সুদুর্ম্মতে! ॥৪২॥
সভায়াং যাজ্ঞসেনী চ ক্লিষ্টা দ্যূতে রজস্বলা।
তদৈব তাবদ্দুষ্টাত্মন্! বধ্যস্ত্বং নিরপত্রপঃ ॥৪৩॥
অনক্ষজ্ঞঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞং সৌবলেনাক্ষবেদিনা।
নিকৃত্যা যৎ পরাজৈষীস্তস্মাদসি হতো রণে ॥৪৪॥
জয়দ্রথেন পাপেন যৎ কৃষ্ণা ক্লেশিতা বনে।
যাতেষু মৃগয়াঞ্চৈব তৃণবিন্দোরথাশ্রমম্ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তবেতি। দুষ্কৃতৈঃ পূর্ব্বকৃতদুরাচারৈঃ। শীলানুবর্ত্তকঃ স্বভাবানুসারী ॥৪০॥
যাচ্যেতি। ন দিৎসসি ন দাতুমিচ্ছসি। শকুনিনা নিশ্চয়াৎ যুদ্ধে জয়নির্দ্ধারণাৎ ॥৪১॥
বিষমিতি। তে ত্বয়া। প্রদীপিতা অগ্নিং প্রজ্বাল্য দগ্ধুমিষ্টাঃ, মাত্রা কুন্তীদেব্যা ॥৪২॥
সভায়ামিতি। যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী। বধ্য আসীঃ, নিরপত্রপো নির্লজ্জঃ ॥৪৩॥
অনক্ষজ্ঞমিতি। অনক্ষজ্ঞং দ্যূতক্রীড়ায়ামনিপুণম্। নিকৃত্যা শাঠ্যেন ॥৪৪॥

তোরই পাপে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং তোর স্বভাবানুসারী কর্ণ যুদ্ধে নিপাতিত হইয়াছেন ॥৪০॥

মূঢ়! আমি প্রার্থনা করিলেও তুই লোভবশতঃ এবং শকুনির যুদ্ধজয়-নির্দ্ধারণনিবন্ধন পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক অংশ নিজ রাজ্য দান করিতে ইচ্ছা করিস্ নাই ॥৪১॥

অতিদুর্ম্মতি! তুই ভীমসেনকে বিষ দান করিয়াছিলি এবং মাতা কুন্তীদেবীর সহিত পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলি ॥৪২॥

দুর্ম্মতি! নির্লজ্জ তুই দ্যূতসভায় যখন রজস্বলা দ্রৌপদীকে কষ্ট দিতেছিলি, তখনই তুই বধ্য হইয়াছিলি ॥৪৩॥

দুরাত্মা! যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ নহেন, তথাপি তুই অক্ষক্রীড়ানিপুণ শকুনিদ্বারা শঠতাপূর্ব্বক তাঁহাকে যে পরাজয় করিয়াছিলি, সেই জন্যই তুই নিহত হইয়াছিস্ ॥৪৪॥

পাণ্ডবেরা মৃগয়া করিতে করিতে মহর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে চলিয়া গেলে, পাপাত্মা জয়দ্রথ বনমধ্যে হরণ করিবার ইচ্ছায় দ্রৌপদীকে যে কষ্ট দিয়াছিল, সেই কারণেই সে নিহত হইয়াছে ॥৪৫॥

অভিমন্যুশ্চ যদ্বাল একো বহুভিরাহবে।
ত্বদ্দোষৈর্নিহতঃ পাপ! তস্মাদসি হতো রণে ॥৪৬॥
কুর্ব্বাণং কর্ম্ম সমরে পাণ্ডবানর্থকাঙ্ক্ষিণম্।
যচ্ছিখণ্ড্যবধীদ্ভীষ্মং মিত্রার্থে ন ব্যতিক্রমঃ ॥৪৭॥
স্বধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা আচার্য্যস্ত্বৎপ্রিয়েপ্সয়া।
পার্ষতেন হতঃ সংখ্যে বর্ত্তমানোঽসতাং পথি ॥৪৮॥
প্রতিজ্ঞামাত্মনঃ সত্যাং চিকীর্ষন্ সমরে রিপুম্।
হতবান্ সাত্বতো বিদ্বান্ সৌমদত্তিং মহারথম্ ॥৪৯॥
অর্জ্জুনঃ সমরে রাজন্! যুধ্যমানঃ কদাচন।
নিন্দিতং পুরুষব্যাঘ্রঃ করোতি ন কথঞ্চন ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

জয়দ্রথেনেতি। কৃষ্ণা দ্রৌপদী, ক্লেশিতা হরণেন। যাতেষু পাণ্ডবেষিতি শেষঃ ॥৪৫॥

অভীতি। আহবে যুদ্ধে। ত্বদ্দোষৈর্নিবারণসামর্থ্যেঽপি ত্বয়া তদকরণাৎ ॥৪৬॥

কুর্ব্বাণমিতি। পাণ্ডবানর্থকাঙ্ক্ষিণং সম্বন্ধসাম্যেঽপীত্যাশয়ঃ। ব্যতিক্রমো ন্যায়-লঙ্ঘনম্ ॥৪৭॥

স্বেতি। স্বধর্ম্মং ব্রাহ্মণধর্ম্মম্, পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা অবজ্ঞয়াননুসৃত্য। পার্ষতেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন ॥৪৮॥

প্রতিজ্ঞামিতি। চিকীর্ষন্ কর্ত্তুমিচ্ছন্, সাত্বতস্তদ্বংশীয়ঃ সাত্যকিঃ, সৌমদত্তিং ভূরি-শ্রবসম্ ॥৪৯॥

অর্জ্জুন ইতি। নিন্দিতমন্যায্যং কর্ম্ম, ন করোতি পুরুষব্যাঘ্রত্বাদেব ॥৫০॥

পাপাত্মা! তোর দোষেই যুদ্ধে একাকী ও বালক অভিমন্যু যে বহুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, সেই জন্যই তুইও নিহত হইয়াছিস্ ॥৪৬॥

সম্পর্ক সমান হইলেও ভীষ্ম যে পাণ্ডবগণের অনর্থ কামনা করিয়া, যুদ্ধ করিতে-ছিলেন, সেই জন্যই শিখণ্ডী তাঁহাকে বধ করিয়াছেন। ইহাতে ধর্ম্ম লঙ্ঘন করা হয় নাই ॥৪৭॥

দ্রোণাচার্য্য তোরই সন্তোষ জন্মাইবার ইচ্ছায়, আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অসজ্জনের পথে চলিতেছিলেন; তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বধ করিয়াছেন ॥৪৮॥

বুদ্ধিমান্ সাত্যকি নিজের প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার ইচ্ছা করিয়াই, যুদ্ধে মহারথ শত্রু ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়াছেন ॥৪৯॥

রাজা! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, কোন সময়েই কোন প্রকারেই নিন্দিত কার্য্য করেন না ॥৫০॥

(৪৭) ইতঃ প্রভৃতি ষট্ শ্লোকাঃ পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো ন সন্তি।

লব্ধাপি বহুধা ছিদ্রং বীরবৃত্তমনুস্মরন্।
নিজঘান রণে কর্ণং মৈবং বোচঃ সুদুর্ম্মতে। ॥৫১॥
ত্বঞ্চ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণো দ্রৌণায়নিস্তথা।
বিরাটনগরে তস্য হ্যানৃশংস্যেন জীবিতাঃ ॥৫২॥
যান্যকার্য্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে।
বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্ব্বং হি তদনুষ্ঠিতম্ ॥৫৩॥
বৃহস্পতেরুশনসো নোপদেশঃ শ্রুতস্ত্বয়া।
বৃদ্ধা নোপাসিতাশ্চৈব হিতং বাক্যং ন তে শ্রুতম্ ॥৫৪॥
লোভেনাতিবলেন ত্বং তৃষ্ণয়া চ বশীকৃতঃ।
কৃতবানস্যকার্য্যাণি বিপাকস্তস্য ভুজ্যতাম্ ॥৫৫॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

অধীতং বিধিবদ্দত্তং ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা।
মূর্দ্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥৫৬॥

ভারতকৌমুদী

লব্ধেতি। ছিদ্রং প্রহারাবসরম্, বীরাণাং বৃত্তং ধর্ম্মম্। নিজঘান অর্জ্জুনঃ ॥৫১॥

ত্বমিতি। দ্রৌণায়নিরশ্বত্থামা। তস্য অর্জ্জুনস্য, আনৃশংস্যেন দয়য়া, অন্যথা সম্মোহনাস্ত্রক্ষেপেণ যুষ্মাকং সম্মোহনসময়ে সর্ব্বানেবাসৌ হন্যাদিতি ভাবঃ ॥৫২॥

যানীতি। অকার্য্যাণি এতদূরুভঙ্গাদীনি। বৈগুণ্যেন অপরাধেন ॥৫৩॥

বৃহস্পতেরিতি। উশনসঃ শুক্রস্য। উপাসিতা হিতশ্রবণায় সেবিতাঃ, তে ত্বয়া ॥৫৪॥

লোভেনেতি। অতিবলেন অধিকশক্ত্যা, তৃষ্ণয়া প্রভুত্বলিপ্সয়া। বিপাকঃ পরিণামঃ ॥৫৫॥

সেই জন্যই তিনি যুদ্ধের সময়ে বহুপ্রকার ছিদ্র পাইয়াও, তখন প্রহার না করিয়া, বীরের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়াই, কর্ণকে বধ করিয়াছেন। অতএব, অতিদুর্ম্মতি! তুই এরূপ কথা বলিস্ না ॥৫১॥

তুই, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা তোরা সকলেই বিরাটনগরে অর্জ্জুনের দয়াতেই জীবিত রহিয়াছিস্ ॥৫২॥

আমরা যে সকল অকার্য্য করিয়াছি বলিয়া তুই বলিয়াছিস্; সে সমস্তই তোর অপরাধেই আমরা করিয়াছি ॥৫৩॥

তুই বৃহস্পতি ও শুক্রের উপদেশ শুনিস্ নাই, বৃদ্ধজনের সেবা করিস্ নাই; কিংবা তাঁহাদের উপদেশও শুনিস্ নাই ॥৫৪॥

রাজ্যলোভ এবং অধিক শক্তি ও প্রভুত্বলাভের ইচ্ছার বশীভূত হইয়া, তুই বহুতর অকার্য্য করিয়াছিস্; এখন তাহার পরিণাম ফল ভোগ কর্ ॥৫৫॥

যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধূনাং স্বধর্ম্মমনুপশ্যতাম্ ।
তদিদং নিধনং প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥৫৭॥
দেবার্হা মানুষা ভোগাঃ প্রাপ্তা অসুলভা নৃপৈঃ ।
ঐশ্বর্য্যঞ্চোত্তমং প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া ॥৫৮॥
সসুহৃৎ সানুজশ্চৈব স্বর্গং গন্তাহমচ্যুত ! ।
যূয়ং বিহতসঙ্কল্পাঃ শোচন্তো বর্ত্তয়িষ্যথ ॥৫৯॥

সঞ্জয় উবাচ ।

অস্য বাক্যস্য নিধনে কুরুরাজস্য ধীমতঃ ।
অপতৎ সুমহদ্বর্ষং পুষ্পাণাং পুণ্যগন্ধিনাম্ ॥৬০॥

ভারতকৌমুদী

অধীতমিতি। স্বন্ততরঃ সম্যক্ স্বরূপতরঃ, "অন্তঃ স্বরূপে নাশে না" ইত্যমরঃ ॥৫৬॥
যদিতি। ক্ষত্রাণি চ বন্ধবশ্চ তেষাম্। বীরাণাং যুদ্ধমরণস্য শ্রেষ্ঠত্বমিতি ভাবঃ ॥৫৭॥
দেবার্হা ইতি। দেবার্হা দেবযোগ্যাঃ, মানুষা মনুষ্যলোকীয়াঃ ॥৫৮॥
সেতি। বিহতঃ প্রায়েণ বীরবিনাশান্নষ্টঃ সঙ্কল্প আনন্দেন রাজ্যশাসনাভিলাষো যেষাং তে, শোচন্তো বিধবানামার্ত্তনাদশ্রবণাদিতি ভাবঃ, বর্ত্তয়িষ্যথ জীবিকাং নির্বাহয়িষ্যথ ॥৫৯॥
অস্যেতি। নিধনে বিরামে সতি। পুণ্যগন্ধিনাং পবিত্রসৌরভশালিনাম্ ॥৬০॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—'আমি যথাবিধানে অধ্যয়ন, দান ও সসাগরা শাসন করিয়াছি এবং শত্রুগণের মস্তকের উপরে আরোহণ করিয়া রহিয়াছি। অতএব আমার তুল্য আর কে আছে ? ॥৫৬॥

স্বধর্ম্মদর্শী ক্ষত্রিয়গণ ও বন্ধুগণের যাহা অভীষ্ট, আমি সেইরূপ নিধনই প্রাপ্ত হইলাম ; সুতরাং আমার তুল্য আর কে আছে ? ॥৫৭॥

দেবগণের যোগ্য ও অন্যান্য রাজগণের দুর্লভ ভোগ আমি মনুষ্যলোকেই পাইয়াছি এবং অতুল ঐশ্বর্য্যেরও অধিকারী হইয়াছি। অতএব আমার সদৃশ আর কে আছে ? ॥৫৮॥

কৃষ্ণ ! আমি সুহৃদ্‌গণ ও অনুজগণের সহিত স্বর্গে যাইব ; আর তোমরা নষ্ট-সঙ্কল্প হইয়া, শোক করিতে থাকিয়া, জীবন ধারণ করিবে' ॥৫৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—'বুদ্ধিমান্ দুর্য্যোধনের এই বাক্য বিরত হইলে, তাঁ'র উপরে আকাশ হইতে পবিত্রসৌরভসম্পন্ন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥৬০॥

(৫৮)···কোঽস্বন্ততরো ময়া—বঙ্গ। (৫৯) সসুহৃৎ সানুবন্ধশ্চৈব···পি, সসুহৃৎ সানুবন্ধশ্চ ···নি। (৬০) অস্য বাক্যস্য বিরমে···পি।

অবাদয়ন্ত গন্ধর্ব্বা বাদিত্রং সুমনোহরম্ ।
জগুশ্চাপ্সরসো রাজ্ঞো যশঃ সম্বদ্ধমেব চ ॥৬১॥
সিদ্ধাশ্চ মুমুচুর্বাচঃ সাধু সাধ্বিতি পার্থিব ! ।
ববৌ চ সুরভির্বায়ুঃ পুণ্যগন্ধো মৃদুঃ সুখঃ ।
ব্যরাজংশ্চ দিশঃ সর্ব্বা নভো বৈদূর্য্যসন্নিভম্ ॥৬২॥
অত্যদ্ভুতানি তে দৃষ্ট্বা বাসুদেবপুরোগমাঃ ।
দুর্য্যোধনস্য পূজাস্তু দৃষ্ট্বা ব্রীড়ামুপাগমন্ ॥৬৩॥
হতাংশ্চাধর্ম্মতঃ শ্রুত্বা শোকার্ত্তাঃ শুশুচুর্হি তে ।
ভীষ্মং দ্রোণং তথা কর্ণং ভূরিশ্রবসমেব চ ॥৬৪॥
তাংস্তু চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ দীনচেতসঃ ।
প্রোবাচেদং বচঃ কৃষ্ণো মেঘদুন্দুভিনিস্বনঃ ॥৬৫॥
নৈষ শক্যোঽতিশীঘ্রাস্ত্রস্তে চ সর্ব্বে মহারথাঃ ।
ঋজুযুদ্ধেন বিক্রান্তা হন্তুং যুষ্মাভিরাহবে ॥৬৬॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি। জগুশ্চক্রুঃ, যশোভিঃ সম্বদ্ধং সমন্বিতং গানম্ ॥৬১॥
সিদ্ধা ইতি। সুরভির্ঘ্রাণতর্পণঃ। বৈদূর্য্যসন্নিভং বৈদূর্য্যমণিতুল্যং নির্ম্মলম্। ষট্পাদঃ ॥৬২॥
অতীতি। ব্রীড়াং লজ্জাম্, উপাগমন্ তদানীমেব নিন্দাকরণাদিত্যাশয়ঃ ॥৬৩॥
হতানিতি। শোকার্ত্তাঃ স্ববন্ধুবিনাশাৎ পূর্ব্বত এব, তে বাসুদেবপুরোগমাঃ ॥৬৪॥
তানিতি। দীনচেতসো বিষণ্ণচিত্তান্। মেঘদুন্দুভ্যোরিব নিস্বনো গম্ভীরশব্দো যস্য সঃ ॥৬৫॥

গন্ধর্ব্বেরা অতিমনোহর বাদ্য বাজাইতে থাকিল এবং অপ্সরারা দুর্য্যোধনের যশোযুক্ত গান গাহিতে লাগিল ॥৬১॥

রাজা! আকাশস্থিত সিদ্ধপুরুষেরা 'সাধু' 'সাধু' বলিতে থাকিলেন, পবিত্র গন্ধসম্পন্ন, ঘ্রাণের তৃপ্তিকারী, সুখজনক ও কোমল বায়ু বহিতে লাগিল, সমস্ত দিক্ শোভা পাইতে থাকিল এবং গগনমণ্ডল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নির্ম্মল হইল ॥৬২॥

কৃষ্ণপ্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরেরা পুষ্পবৃষ্টিপ্রভৃতি অত্যদ্ভুত ব্যাপার ও দুর্য্যোধনের সম্মান দেখিয়া, লজ্জিত হইলেন ॥৬৩॥

তাঁহারা নিজেদের বন্ধুবান্ধব বিনষ্ট হওয়ায় পূর্ব্ব হইতেই শোকার্ত্ত ছিলেন; আবার তৎকালে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অন্যায়যুদ্ধে নিহত করা হইয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের জন্যও শোক করিতে লাগিলেন ॥৬৪॥

পাণ্ডবেরা চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণচিত্ত হইয়াছেন দেখিয়া, কৃষ্ণ মেঘ ও দুন্দুভির শব্দের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—॥৬৫॥

নৈষ শক্যঃ কদাচিত্তু হন্তুং ধর্ম্মেণ পার্থিবঃ।
তে বা ভীষ্মমুখাঃ সর্ব্বে মহেষ্বাসা মহারথাঃ ॥৬৭॥
ময়ানেকৈরুপায়ৈস্তু মায়াযোগেন চাসকৃৎ।
হতাস্তে সর্ব্ব এবাজৌ ভবতাং হিতমিচ্ছতা ॥৬৮॥
যদি নৈবং বিধং জাতু কুর্য্যাং জিহ্মমহং রণে।
কুতো বা বিজয়ো ভূয়ঃ কুতো রাজ্যং কুতো ধনম্ ॥৬৯॥
তে হি সর্ব্বে মহাত্মানশ্চত্বারোঽতিরথা ভুবি।
ন শক্যা ধর্ম্মতো হন্তুং লোকপালৈরপি স্বয়ম্ ॥৭০॥
তথৈবায়ং গদাপাণির্ধার্ত্তরাষ্ট্রো গতক্লমঃ।
ন শক্যো ধর্ম্মতো হন্তুং কালেনাপীহ দণ্ডিনা ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি। এষ দুর্য্যোধনঃ, অতিশীঘ্রাস্ত্রঃ অতিদ্রুতাস্ত্রক্ষেপী, ঋজুযুদ্ধেন ন্যায়যুদ্ধেন ॥৬৬॥

উক্তপ্রায়মেবার্থং কিঞ্চিদ্বিশেষসূচনায় পুনরাহ নেতি। এষ দুর্য্যোধনঃ। মহেষ্বাসা মহাধনুর্দ্ধরাঃ ॥৬৭॥

ময়েতি। মায়াযোগেন কূটনীতিপ্রয়োগেণ। আজৌ যুদ্ধে ॥৬৮॥

যদীতি। জাতু কদাচিৎ, জিহ্মং কুটিলপথাবলম্বনম্ ॥৬৯॥

ত ইতি। চত্বারো ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-ভূরিশ্রবসঃ। ধর্ম্মতো যুদ্ধে ন্যায়তঃ ॥৭০॥

'অতিদ্রুতাস্ত্রক্ষেপী এই দুর্য্যোধনকে এবং মহারথ ও বিক্রমশালী সেই ভীষ্ম-প্রভৃতি বীরগণকে আপনারা কখনও ন্যায়যুদ্ধে বধ করিতে পারিতেন না ॥৬৬॥

এই রাজা দুর্য্যোধনকে, কিংবা মহাধনুর্দ্ধর ও মহারথ সেই ভীষ্মপ্রভৃতি বীরগণকে কখনও আপনারা ন্যায়যুদ্ধে বধ করিতে পারিতেন না ॥৬৭॥

আমি আপনাদের হিতকামনা করিয়া, বার বার কূটনীতি প্রয়োগ ও অনেক উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সেই বীরগণকে নিহত করাইয়াছি ॥৬৮॥

আমি যদি কখনও এইরূপ কূটনীতি প্রয়োগ না করিতাম; তবে কি করিয়া আপনাদের জয়, রাজ্য ও ধনসম্পদ হইত ॥৬৯॥

সেই চারিজন সকলেই মহাত্মা ও অতিরথ বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন; অতএব স্বয়ং দিক্পালেরাও ন্যায়যুদ্ধে তাঁহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইতেন না ॥৭০॥

সেইরূপই দণ্ডধারী স্বয়ং যমও গদাধারী ও শ্রমশূন্য এই দুর্য্যোধনকে ন্যায়যুদ্ধে বধ করিতে পারিতেন না ॥৭১॥

(৬৯)···জিহ্মং মহারণে···পি।

ন চ বো হৃদি কর্ত্তব্যং যদয়ং ঘাতিতো রিপুঃ।
মিথ্যা বধ্যাস্তথোপায়ৈর্ব্বহবঃ শত্রবোঽধিকাঃ ॥৭২॥
পূর্ব্বৈরনুগতো মার্গো দেবৈরসুরঘাতিভিঃ।
সদ্ভিশ্চানুগতঃ পন্থাঃ স সর্ব্বৈরনুগম্যতে ॥৭৩॥
কৃতকৃত্যাঃ স্ম সায়াহ্নে নিবাসং রোচয়ামহে।
সাশ্বনাগরথাঃ সর্ব্বে বিশ্রাম্যন্তু নরাধিপাঃ ॥৭৪॥
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা তদানীং পাণ্ডবৈঃ সহ।
পাঞ্চালা ভৃশসংহৃষ্টা বিনেদুঃ সিংহসঙ্ঘবৎ ॥৭৫॥
ততঃ প্রাধ্মাপয়ন্ শঙ্খান্ পাঞ্চজন্যঞ্চ মাধবঃ।
হৃষ্টা দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা নিহতং পুরুষর্ষভ। ॥৭৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে কৃষ্ণপাণ্ডবসংবাদে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তথেতি। গতক্লমঃ পরিশ্রমশূন্যঃ, কালেন যমেন, দণ্ডিনা দণ্ডপাণিনা ॥৭১॥
নেতি। মিথ্যা বধ্যা অন্যায়েন হন্তব্যাঃ, অধিকাঃ স্বাপেক্ষয়া প্রবলাঃ ॥৭২॥
নম্বত্র দৃষ্টান্তাভাব ইত্যাহ পূর্ব্বৈরিতি। মার্গঃ পন্থাশ্চ কূটনীতিঃ ॥৭৩॥
কৃতেতি। নিবাসমেকত্রাবস্থানেন বিশ্রামম্। নরাধিপা অস্মৎপক্ষীয়াঃ ॥৭৪॥
বাস্বিতি। ভৃশসংহৃষ্টাঃ সর্ব্বথা জয়লাভাৎ, সিংহানাং সঙ্ঘবৎ সমূহা ইব ॥৭৫॥

এই শত্রুকে যে কূটনীতি প্রয়োগে বধ করান হইয়াছে, ইহা আপনারা মনে করিবেন না। শত্রুপক্ষ বহুতর কিংবা প্রবল হইলে, তাহাদিগকে নানাবিধ উপায়ে ও কূটনীতি প্রয়োগেই বধ করিতে হয় ॥৭২॥

অসুরহন্তা দেবতারা এই পথের অনুসরণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সজ্জনেরাও এই পথ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছেন ; আর এখনও বহুলোকই এই পথ অবলম্বন করিয়া থাকে ॥৭৩॥

আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি ; সুতরাং এই সায়াহ্নকালে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করি এবং রাজারা সকলেও হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত বিশ্রাম করুন' ॥৭৪॥

কৃষ্ণের এই সকল কথা শুনিয়া, পাঞ্চালগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

---

(৭২) নৈতন্মনসি কর্ত্তব্যং···মিথ্যাচর্য্যাচ্ছলোপায়ৈঃ···নি। (৭৪)···বিশ্রমাম্যো নরাধিপাঃ।।—পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ। (৭৬) ইতঃ পরং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে পঞ্চ শ্লোকা অধিকা দ্রষ্টব্যাঃ। * '···একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বৰ্দ্ধ বা সো, '···দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে প্রযযুঃ সর্ব্বে নিবাসায় মহীক্ষিতঃ।
শঙ্খান্ প্রধ্মাপয়ন্তো বৈ হৃষ্টাঃ পরিঘবাহবঃ ॥১॥
পাণ্ডবান্ গচ্ছতশ্চাপি শিবিরাণি বিশাংপতে!।
মহেষ্বাসোঽন্বগাৎ পশ্চাৎ যুযুৎসুঃ সাত্যকিস্তথা ॥২॥
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
সর্ব্বে চান্যে মহেষ্বাসাঃ প্রযযুঃ শিবিরাণ্যুত ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। প্রাধ্মাপয়ন্ অবাদয়ন্, মাধবঃ কৃষ্ণঃ ॥৭৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

:০:-

তত ইতি। নিবাসায় শিবিরেষ্ববস্থানায়, মহীক্ষিতো রাজানঃ ॥১॥
পাণ্ডবানিতি। মহেষ্বাসো মহাধনুর্দ্ধরঃ, যুযুৎসুর্নাম বৈশ্যাগর্ভজাতো ধৃতরাষ্ট্রপুত্রঃ ॥২॥
ধৃষ্টেতি। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রাঃ, সর্ব্বশঃ সর্ব্বে ॥৩॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পাঞ্চালেরা দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিল এবং কৃষ্ণও পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন' ॥৭৬॥

——:❀:——

সঞ্জয় বলিলেন—'তাহার পর পরিঘ-অস্ত্রের ন্যায় দৃঢ়বাহু রাজারা সকলে আনন্দিত হইয়া, শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিয়া, বিশ্রাম করিবার জন্য সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥১॥

নরনাথ! পাণ্ডবেরা শিবিরের দিকে গমন করিতে লাগিলে, মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি ও যুযুৎসু তাঁহাদের পিছনে পিছনে যাইতে থাকিলেন ॥২॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রেরা সকলে এবং অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরেরা সকলেও শিবিরের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩॥

(২)···শিবিরং নো বিশাংপতে!·· বঙ্গ বর্দ্ধ মি। (৩)···যযুঃ স্বশিবিরাণ্যুত—মি।

ততস্তে প্রাবিশন্ পার্থা হতত্বিট্কং হতেশ্বরম্।
দুর্য্যোধনস্য শিবিরং রঙ্গবদ্বিসৃতে জনে ॥৪॥
গতোৎসবং পুরমিব হতনাগমিব হ্রদম্।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠং বৃদ্ধামাত্যৈরধিষ্ঠিতম্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
তত্রৈতান্ পর্য্যুপাতিষ্ঠন্ দুর্য্যোধনপুরঃসরাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটা রাজন্! কাষায়মলিনাম্বরাঃ ॥৬॥
শিবিরং সমনুপ্রাপ্য কুরুরাজস্য পাণ্ডবাঃ।
অবতেরুর্মহারাজ! রথেভ্যো রথসত্তমাঃ ॥৭॥
ততো গাণ্ডীবধন্বানমভ্যভাষত কেশবঃ।
স্থিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যমতীব ভরতর্ষভ! ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। ততস্তে পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, জনে দর্শকলোকে, বিসৃতে প্রস্থিতে সতি, রঙ্গবদ্রঙ্গালয়মিব, হতা ঈশ্বরাভাবাদেব নষ্টা ত্বিট্ প্রভা যস্য তৎ, হত ঈশ্বরঃ প্রভুর্যস্য তচ্চ, দুর্য্যোধনস্য শিবিরং প্রাবিশন্। হতনাগং হতসর্পম্। স্ত্রিয়ো বর্ষবরাঃ ক্লীবাশ্চ ভূয়িষ্ঠা বহুলা যত্র তৎ ॥৪—৫॥

তত্রেতি। পর্য্যুপাতিষ্ঠন্ প্রত্যুদ্গচ্ছন্, দুর্য্যোধনস্য পুরঃসরা সম্মুখে স্থিতপূর্ব্বাঃ ॥৬॥

শিবিরমিতি। কুরুরাজস্য দুর্য্যোধনস্য। রথসত্তমা রথিশ্রেষ্ঠাঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১—৪॥ বর্ষবরঃ ষণ্ডঃ ॥৫—৪১॥

ইতি শল্যপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৮॥

তাহার পর পাণ্ডবেরা যাইয়া দুর্য্যোধনের শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তখন সে শিবিরটীর শোভা ছিল না, প্রভু নিহত হইয়াছিলেন এবং বৃদ্ধ অমাত্যেরা তাহাতে অবস্থান করিতেছিলেন; সুতরাং সে শিবিরটী তৎকালে দর্শক লোকেরা চলিয়া গেলে রঙ্গালয়ের ন্যায় শূন্য, উৎসববিহীন নগরের তুল্য, আর সর্প রহিত হ্রদের ন্যায় রহিয়াছিল এবং তাহাতে স্ত্রীলোক ও নপুংসক ব্যক্তিরাই অধিক সংখ্যায় ৪—৫॥

রাজা! তখন মলিন কাষায়বস্ত্রধারী দুর্য্যোধনের সম্মুখবর্ত্তী লোকেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া আসিয়া, পাণ্ডবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥৬॥

মহারাজ! ক্রমে রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের শিবিরের নিকটে যাইয়া, রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥৭॥

(৪)…হতত্বিট্কং…পি।

অবরোপয় গাণ্ডীবমক্ষয্যৌ চ মহেষুধী।
অথাহমবরোক্ষ্যামি পশ্চাদ্ভরতসত্তম ! ॥৯॥
স্বয়ঞ্চৈবাবরোহ ত্বমেতৎ শ্রেয়স্তবানঘ !।
তচ্চাকরোত্তথা বীরঃ পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১০॥
অথ পশ্চাত্ততঃ কৃষ্ণো রশ্মীনুৎসৃজ্য বাজিনাম্।
অবারোহত মেধাবী রথাদ্গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥১১॥
তথাবতীর্ণে ভূতানামীশ্বরে সুমহাত্মনি।
কপিরন্তর্দ্দধে দিব্যো ধ্বজো গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥১২॥
স দগ্ধো দ্রোণকর্ণাভ্যাং দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহারথঃ।
অনাদীপ্তাগ্নিনা হ্যাশু প্রজজ্বাল মহীপতে ! ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। গাণ্ডীবধন্বানমর্জ্জুনম্। অতীবপ্রিয়হিত ইতি সম্বন্ধঃ ॥৮॥

অবেতি। অবরোপয় রথাদবতারয়, অক্ষয্যৌ ক্ষেতুমশক্যৌ। অবরোক্ষ্যামি অবতরিষ্যামি ॥৯॥

স্বয়মিতি। অবরোহ রথাদবতর, এতৎ সর্ব্বম্, শ্রেয়ো মঙ্গলকরম্ ॥১০॥

অথেতি। রশ্মীন্ মুখরজ্জুঃ। মেধাবী বুদ্ধিমান্। তত এবৈতৎ করণমিতি ভাবঃ ॥১১॥

তথেতি। ভূতানামীশ্বরে কৃষ্ণে। ধ্বজো ধ্বজচিহ্নভূতঃ ॥১২॥

স ইতি। দগ্ধো দাহোপযোগীকৃতঃ, ভীষ্মেণ স্নেহাৎ অন্যৈশ্চাশক্তত্বাৎ ন দগ্ধ ইত্যাশয়ঃ। মহাংশ্চাসৌ রথশ্চেতি মহারথঃ। অনাদীপ্তাগ্নিনা অপ্রজ্বলিতবহ্নিনা ॥১৩॥

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের হিত ও প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—॥৮॥

'ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি এই রথ হইতে তোমার গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণ দুইটা অবতরণ করাও ; তাহার পর আমি অবতরণ করিব ॥৯॥

নিষ্পাপ অর্জ্জুন ! তুমি নিজেও রথ হইতে অবতীর্ণ হও ; এই সকল ব্যাপার তোমার পক্ষে মঙ্গলকর হইবে'। তখন বীর অর্জ্জুন তাহাই করিলেন ॥১০॥

তাহার পর বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ অশ্বগুলির মুখরজ্জু পরিত্যাগ করিয়া, সেই রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥১১॥

জগদীশ্বর ও অতিমহাত্মা কৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ করিলে, অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত সেই অলৌকিক বানর অন্তর্হিত হইল ॥১২॥

---

(৯)…অক্ষয়ৌ চ মহেষুধী…নি। (১২)…কপিরপ্যাশ্বপাক্রামৎ সহদেবৈর্ধ্বজা-লয়ৈঃ…নি।

সোপাসঙ্গঃ সরশ্মিশ্চ সাশ্বঃ সযুগবন্ধুরঃ ।
ভস্মীভূতোহপতদ্ভূমৌ রথো গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥১৪॥
তং তথা ভস্মভূতন্তু দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতাঃ প্রভো ! ।
অভবন্ বিস্মিতা রাজন্ ! অর্জ্জুনশ্চেদমব্রবীৎ ॥১৫॥
কৃতাঞ্জলিঃ সপ্রণয়ং প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ।
গোবিন্দ ! কস্মাদ্ভগবন্ ! রথো দগ্ধোহয়মগ্নিনা ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
কিমেতন্মহদাশ্চর্য্যমভবদ্‌যদুনন্দন ! ।
তন্মে ব্রূহি মহাবাহো ! শ্রোতব্যং যদি মন্যসে ॥১৭॥
বাসুদেব উবাচ ।
অস্ত্রৈর্বহুবিধৈর্দ্দগ্ধঃ পূর্বমেবায়মর্জ্জুন ! ।
মদধিষ্ঠিতত্বাৎ সমরে ন বিশীর্ণঃ পরন্তপ ! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সেতি। উপাসঙ্গৈ রথগততূণৈঃ সহেতি সঃ। যুগৈর্বন্ধুরৈশ্চ সহেতি সঃ ॥১৪॥
তমিতি। তমর্জ্জুনরথম্। প্রণিপত্য অবনতপূর্ব্বকায়ীভূয় ॥১৫—১৬॥
কিমিতি। এতদ্রথস্য ভস্মীকরণম্। শ্রোতব্যং মমেতি শেষঃ ॥১৭॥

রাজা! দ্রোণ ও কর্ণ দিব্য অস্ত্রের অপ্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা সেই বিশাল রথখানাকে পূর্ব্বেই সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাহা জ্বলিয়া উঠিল ॥১৩॥

পরে অর্জ্জুনের সেই রথখানা তূণ, রজ্জু, অশ্ব, যুগকাষ্ঠ ও বন্ধুরকাষ্ঠের সহিত ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥১৪॥

প্রভু! রাজা! পাণ্ডবেরা সেই রথখানাকে ভস্মীভূত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অর্জ্জুন অবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, কৃষ্ণকে অভিবাদন করিয়া, বিনয়ের সহিত এই কথা বলিলেন—'ভগবন্! গোবিন্দ! এই রথখানা কেন অগ্নিতে দগ্ধ হইল? ॥১৫—১৬॥

মহাবাহু যদুনন্দন! এই গুরুতর আশ্চর্য্য ঘটনা হইল কেন? ইহা যদি আমার শ্রোতব্য হয় বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে আমার নিকট বল' ॥১৭॥

কৃষ্ণ বলিলেন—'শত্রুসন্তাপক অর্জ্জুন! পূর্ব্বেই এই রথখানা বহুবিধ অস্ত্রের তেজে দাহোপযোগী হইয়া রহিয়াছিল; কিন্তু আমি উহার উপরে ছিলাম বলিয়া, উহা ভস্ম হইয়া যায় নাই ॥১৮॥

---

(১৪)···সযুগবন্ধনঃ···নি। (১৮)···মদধিষ্ঠিতত্বাৎ সমরে· ·বঙ্গ বৰ্দ্ধ, দ্রোণকর্ণাস্ত্রনির্দ্দগ্ধঃ·· মদাস্থিতত্বাৎ···নি।

ইদানীন্তু বিশীর্ণোঽয়ং দগ্ধো ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা।
ময়া বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! ত্বয্যদ্য কৃতকর্ম্মণি ॥১৯॥

সঞ্জয় উবাচ।

ঈষদুৎস্ময়মানশ্চ ভগবান্ কেশবোঽরিহা।
পরিষ্বজ্য চ রাজানং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২০॥
দিষ্ট্যা জয়সি কৌন্তেয়! দিষ্ট্যা তে শত্রবো জিতাঃ।
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
ত্বঞ্চাপি কুশলী রাজন্! মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥২১॥
মুক্তা বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামান্নিহতদ্বিষঃ।
ক্ষিপ্রমুত্তরকালানি কুরু কার্য্যাণি ভারত! ॥২২॥
উপযাতমুপপ্লব্যং সহ গাণ্ডীবধন্বনা।
আনীয় মধুপর্কং মাং যৎ পুরা ত্বমবোচথাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

অস্ত্রৈরিতি। ন বিশীর্ণো ন ভস্মীভূতঃ, মদধিষ্ঠিতত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥১৮॥

ইদানীমিতি। বিমুক্তস্ত্যক্তঃ। ইয়ন্তং কালং যাবৎ সর্ব্বশক্তিমতা ময়ৈবায়ং রক্ষিত ইতি ভাবঃ ॥১৯॥

ঈষদিতি। উৎস্ময়মানো মৃদু হসন্, অরিহা শত্রুহন্তা। পরিধজ্য আলিঙ্গ্য ॥২০॥

দিষ্ট্যেতি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, তে ত্বয়া। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

মুক্তা ইতি। বীরাণাং ক্ষয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ, নিহতা দ্বিষঃ শত্রবো যস্মিন্ তস্মাচ্চ সংগ্রামাৎ মুক্তা যূয়ং কুশলেনৈব নির্গতাঃ। উত্তরকালানি পরকালকর্ত্তব্যানীত্যর্থঃ ॥২২॥

কুন্তীনন্দন! এখন তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ, আমিও পরিত্যাগ করিয়াছি সেই জন্যই ইহা এখন পূর্ব্বনিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে ভস্ম হইয়া গেল' ॥১৯॥

সঞ্জয় বলিলেন—'তৎপরে শত্রুহন্তা ভগবান্ কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যকরতঃ রাজা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—॥২০॥

'কুন্তীনন্দন! ভাগ্যবশতঃ আপনি বিজয়ী হইয়াছেন, ভাগ্যবশতঃ আপনি শত্রুগণকে জয় করিয়াছেন এবং ভাগ্যবশতই আপনি, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব কুশলে রহিয়াছেন ॥২১॥

ভরতনন্দন! বীরগণের ক্ষয় হইয়াছে এবং আপনার শত্রুরাও নিহত হইয়াছে; অথ চ আপনারা অক্ষত দেহে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অতএব এখন আপনি পর কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সত্বর করুন ॥২২॥

এষ ভ্রাতা সখা চৈব তব কৃষ্ণ ! ধনঞ্জয়ঃ ।
রক্ষিতব্যো মহাবাহো ! সর্ব্বাস্বাপৎস্বিতি প্রভো ! ॥২৪॥
তব চৈবং ব্রুবাণস্য তথেত্যেবাহমব্রুবম্ ।
স সব্যসাচী গুপ্তস্তে বিজয়ী চ জনেশ্বর ! ॥২৫॥ (বিশেষকম্)
ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজেন্দ্র ! শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
মুক্তো বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামাল্লোমহর্ষণাৎ ॥২৬॥
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
হৃষ্টরোমা মহারাজ ! প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনম্ ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

প্রমুক্তং দ্রোণকর্ণাভ্যাং ব্রহ্মাস্ত্রমরিমর্দ্দন ! ।
কস্ত্বদন্যঃ সহেৎ সাক্ষাদপি বজ্রী পুরন্দরঃ ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি। উপযাতমুপস্থিতম্, উপপ্লব্যং নাম বিরাটদেশীয়নগরবিশেষম্। ভ্রাতা পিতৃস্বসুঃ পুত্রত্বাৎ। সব্যসাচী অর্জ্জুনঃ, গুপ্তো রক্ষিতঃ ॥২৩—২৫॥

ভ্রাতৃভিরিতি। মুক্তঃ কুশলেন নির্গতঃ। বীরাণাং ক্ষয়ো যস্মিন্ তস্মাৎ ॥২৬॥

এবমিতি। হৃষ্টরোমা বিস্ময়ানন্দবশাদ্রোমাঞ্চিতদেহঃ ॥২৭॥

প্রেতি। প্রমুক্তং নিক্ষিপ্তম্। বজ্রী বজ্রধারী, পুরন্দর ইন্দ্রঃ ॥২৮॥

আমি অর্জ্জুনের সহিত উপপ্লব্যনগরে উপস্থিত হইলে, আপনি মধুপর্ক আনয়ন করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'কৃষ্ণ ! এই অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা ও সখা ; অতএব মহাবাহু ! প্রভু ! তুমি ইহাকে সমস্ত আপদে রক্ষা করিবে'। আপনি এইরূপ বলিতে লাগিলে, আমি বলিয়াছিলাম যে, 'তাহাই হইবে'। রাজা ! আপনার সেই অর্জ্জুনকে আমি রক্ষা করিয়াছি এবং ইনি বিজয়ীও হইয়াছেন ॥২৩—২৫॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! বীর ও যথার্থবিক্রমশালী অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণের সহিত অক্ষত দেহে বীরনাশক ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন' ॥২৬॥

মহারাজ ! কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমাঞ্চিত দেহ হইয়া, কৃষ্ণকে বলিলেন ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'হে শত্রুমর্দ্দন ! দ্রোণ ও কর্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র তুমি ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে, এমন কি বজ্রধারী ইন্দ্রও পারেন না ॥২৮॥

ভবতস্তু প্রসাদেন সংশপ্তকগণা জিতাঃ।
মহারণগতঃ পার্থো যচ্চ নাসীৎ পরাঙ্মুখঃ ॥২৯॥
তথৈব চ মহাবাহো! পর্য্যায়ৈর্বহুভির্ময়া।
কর্ম্মণামনুসন্তানং তেজসশ্চ গতিং শুভাম্ ॥৩০॥
উপপ্লব্যে মহর্ষির্মে কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥৩১॥
ইত্যেবমুক্তে তে বীরাঃ শিবিরং তব ভারত!।
প্রবিশ্য প্রত্যপদ্যন্ত কোষরত্নর্দ্ধিসঞ্চয়ান্ ॥৩২॥
রজতং জাতরূপঞ্চ মণীনথ চ মৌক্তিকান্।
ভূষণান্যথ মুখ্যানি কম্বলান্যজিনানি চ ॥৩৩॥
দাসীদাসমসংখ্যেয়ং রাজ্যোপকরণানি চ।
তে প্রাপ্য ধনমক্ষয্যং তদীয়ং ভরতর্ষভ!।
উদক্রোশন্ মহাভাগা নরেন্দ্র! বিজিতারয়ঃ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

ভবত ইতি। পার্থঃ অর্জ্জুনঃ ॥২৯॥

তথেতি। তথৈব ভবতঃ প্রসাদেনৈব; পর্য্যায়ৈঃ ক্রমৈঃ। কর্ম্মণাং বিজয়ব্যাপারাণাম্ অনুসন্তানং পরম্পরাম্, তেজসঃ শক্তেশ্চ, শুভাং গতিমস্মৎপক্ষপ্রাপ্তো দৃষ্ট ইতি শেষঃ ॥৩০॥

উপেতি। যতো যত্র পক্ষে, ধর্ম্মো বর্ত্তত ইতি শেষঃ, এবমন্যত্র। ততস্তত্র ॥৩১॥

ইতীতি। প্রত্যপদ্যন্ত আয়ত্তীকৃতবন্তঃ, কোষাণাং রত্নানামৃদ্ধীনাং বসনাদিসম্পদাঞ্চ সঞ্চয়ান্ ॥৩২॥

রজতমিতি। জাতরূপং স্বর্ণম্। রাজ্যোপকরণানি ছত্রচামরাদীনি। অক্ষয্যং ক্ষেতুমশক্যম্। উদক্রোশন্ আনন্দকোলাহলমকুর্ব্বন্। ষট্‌পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৩—৩৪॥

তোমারই অনুগ্রহে অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে জয় করিয়াছেন এবং উনি যে, মহাযুদ্ধে যাইয়াও পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহাও তোমারই অনুগ্রহ ॥২৯॥

মহাবাহু! আমি দেখিয়াছি যে, আমাদের পক্ষ তোমারই অনুগ্রহে ক্রমশঃ বিজয় লাভ করিয়াছে এবং উত্তমভাবে শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে ॥৩০॥

উপপ্লব্যনগরে মহর্ষি বেদব্যাস আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'যেখানে ধর্ম্ম থাকে, সেইখানে কৃষ্ণ থাকেন এবং যেখানে কৃষ্ণ থাকেন, সেইখানেই জয় থাকে' ॥৩১॥

ভরতনন্দন! যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে, তাঁহারা সকলেই আপনার শিবিরে প্রবেশ করিয়া, তত্রত্য ধন, রত্ন ও বস্ত্রপ্রভৃতি সম্পদ হস্তগত করিলেন ॥৩২॥

(২৯)…সংগ্রামে বহবো হতাঃ…নি। (৩০) তথা তব…কর্ম্মণামনুসন্ধানাত্তেজস্বী জগতি শ্রুতা—নি।

তে তু বীরাঃ সমাশ্বস্য বাহনান্যবমুচ্য চ।
অতিষ্ঠন্ত মুহুঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা ॥৩৫॥
অথাব্রবীন্মহারাজ! বাসুদেবো মহাযশাঃ।
অস্মাভির্মঙ্গলার্থায় বস্তব্যং শিবিরাদ্বহিঃ ॥৩৬॥
তথেত্যুক্ত্বা হি তে সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা।
বাসুদেবেন সহিতা মঙ্গলার্থং বহির্যযুঃ ॥৩৭॥
তে সমাসাদ্য সরিতং পুণ্যামোঘবতীং নৃপ!।
ন্যবসন্নথ তাং রাত্রিং পাণ্ডবা হতশত্রবঃ ॥৩৮॥
ততঃ সংপ্রেষয়ামাসুর্যাদবং নাগসাহ্বয়ম্।
স চ প্রায়াজ্জবেনাশু বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
দারুকং রথমারোপ্য যেন রাজাম্বিকাসুতঃ ॥৩৯॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি। সমাশ্বস্য বিশ্রম্য, বাহনানি গজাশ্বাদীনি ॥৩৫॥
অথেতি। বহির্ভিন্নদেশে ॥৩৬॥
তথেতি। পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ভ্রাতরঃ ॥৩৭॥
ত ইতি। ওঘবতীং নাম প্রাগুক্তাম্। ন্যবসন্ পটমণ্ডপে ॥৩৮॥

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা! শক্রবিজয়ী সেই মহাত্মা পাণ্ডবেরা আপনার সোণা, রূপা, মণি, মুক্তা, উত্তম অলঙ্কার, কম্বল, চর্ম্ম, অসংখ্য দাস ও দাসী, ছত্র ও চামরপ্রভৃতি রাজত্বের উপকরণ এবং অক্ষয় ধনসমূহ হস্তগত করিয়া, আনন্দকোলাহল করিতে লাগিলেন ॥৩৩—৩৪॥

সেই বীর পাণ্ডবেরা ও সাত্যকি হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি বাহনগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া, নিজেরাও কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া, সেই শিবিরেই কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন ॥৩৫॥

মহারাজ! তাহার পর মহাযশা কৃষ্ণ বলিলেন—'মঙ্গল লাভের জন্য এই শিবিরের বাহিরে কোথাও যাইয়া, আমাদের আজ বাস করিতে হইবে' ॥৩৬॥

'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই এবং সাত্যকি ও কৃষ্ণ মঙ্গল লাভের জন্য শিবিরের বাহিরে গমন করিলেন ॥৩৭॥

রাজা! তৎপরে শক্রবিজয়ী সেই পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রস্থিত পূর্ব্বোক্ত ওঘবতী-নদীর তীরে যাইয়া, সেই রাত্রি পটমণ্ডপের ভিতরে বাস করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

(৩৫)⋯পাণ্ডবা বিগতজ্বরাঃ—নি।

তমূচুঃ সংপ্রযাস্যন্তং শৈব্যসুগ্রীববাহনম্।
প্রত্যাশ্বাসয় গান্ধারীং হতপুত্রাং তপস্বিনীম্ ॥৪০॥
স প্রায়াৎ পাণ্ডবৈরুক্তস্তৎপুরং সাত্বতাং বরঃ।
আসসাদ ততঃ ক্ষিপ্রং গান্ধারীং নিহতাত্মজাম্ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে কৃষ্ণস্য হস্তিনাপুরগমনে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

——:*:——

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। যাদবং কৃষ্ণম্, নাগসাহ্বয়ং হস্তিনাম্। জবেন বেগেন। দারুকং তদাখ্যং সারথিম্, যেন যত্র স্থান ইত্যর্থঃ, অম্বিকাসুতো ধৃতরাষ্ট্রঃ। ষট্পাদোঽয়ং শ্লোকঃ ॥৩৯॥

তমিতি। ঊচুঃ পাণ্ডবাঃ, শৈব্যঃ সুগ্রীবশ্চ নাম বাহনে অশ্বৌ যস্য তম্। হতাঃ পুত্রা যস্যাস্তাম্। অতএব তপস্বিনীং শোচ্যাম্ ॥৪০॥

স ইতি। তৎপুরং হস্তিনানগরম্, সাত্বতাং সাত্বতবংশীয়ানাম্ ॥৪১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

——:০:——

তাহার পর পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে হস্তিনানগরে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপশালী কৃষ্ণও সারথি দারুককে রথে তুলিয়া লইয়া, যেস্থানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, সেইস্থানে বেগে সত্বর গমন করিবার উপক্রম করিলেন ॥৩৯॥

কৃষ্ণ শৈব্য ও সুগ্রীবনামক ঘোটকযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিবেন, এমন সময়ে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বলিলেন—'কৃষ্ণ! তুমি যাইয়া হতপুত্রা ও শোচনীয়া গান্ধারীদেবীকে আশ্বস্ত কর' ॥৪০॥

পাণ্ডবেরা এইরূপ বলিলে, সাত্বতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ হস্তিনানগরে যাইয়া, হতপুত্রা গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৪১॥

——:*:——

(৪০)···হতপুত্রাং যশস্বিনীম্···নি। *'··দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, ···ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

-:০*০:-

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং দ্বিজশার্দ্দূল! ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
গান্ধার্য্যাঃ প্রেষয়ামাস বাসুদেবং পরন্তপম্ ॥১॥
যদা পূর্ব্বং গতঃ কৃষ্ণঃ শমার্থং কৌরবান্ প্রতি।
ন চ তং লব্ধবান্ কামং ততো যুদ্ধমভূদিদম্ ॥২॥
নিহতেষু চ যোধেষু হতে দুর্য্যোধনে তদা।
পৃথিব্যাং পাণ্ডবেয়স্য নিঃসপত্নে কৃতে যুধি ॥৩॥
বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে প্রাপ্তে যশসি চোত্তমে।
কিন্নু তৎ কারণং ব্রহ্মন্! যেন কৃষ্ণো গতঃ পুনঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
ন চৈতৎ কারণং ব্রহ্মন্! অল্পং বৈ প্রতিভাতি মে।
যত্রাগমদমেয়াত্মা স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি। যুধিষ্ঠির ইতি সর্ব্বপাণ্ডবোপলক্ষণং পূর্ব্বং তথৈবোক্তত্বাৎ ॥১॥
যদেতি। শমার্থং সন্ধিনিবন্ধনশান্ত্যর্থম্। এতদ্গমনমপি তথৈব ভবেদিতি ভাবঃ ॥২॥
নিহতেম্বিতি। নিঃসপত্নে শত্রোরভাবে। বিদ্রুতে দ্রুতং প্রবিষ্টে ॥৩—৪॥
নেতি। প্রতিভাতি বুদ্ধিবিষয়ীভবতি। অমেয়াত্মা অজ্ঞেয়স্বভাবঃ ॥৫॥

জনমেজয় বলিলেন—'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গান্ধারীর নিকটে শত্রুসন্তাপক কৃষ্ণকে কি নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন? ॥১॥

কৃষ্ণ পূর্ব্বে যখন সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য কৌরবগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি সে অভীষ্ট লাভ করেন নাই; সেই জন্যই এই যুদ্ধ হইয়া গেল ॥২॥

ব্রাহ্মণ! কৌরবপক্ষের যোদ্ধারা নিহত, দুর্য্যোধন ভূপাতিত, পৃথিবীতে যুধিষ্ঠিরের শত্রুর অভাব, শূন্য শিবিরে প্রবেশ এবং উত্তম যশোলাভ হইয়া গেলে পরও যে, কৃষ্ণ হস্তিনায় গমন করিলেন, তাহার কারণ কি? ॥৩—৪॥

ব্রাহ্মণ! আমার মনে হয়—এটা ক্ষুদ্র কারণ হইবে না; যেহেতু অজ্ঞেয়স্বভাব স্বয়ং কৃষ্ণই গমন করিয়াছিলেন ॥৫॥

তত্ত্বতো বৈ সমাচক্ষ্ব সর্ব্বমধ্বর্য্যুসত্তম ! ।
যচ্চাত্র কারণং ব্রহ্মন্ ! কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ে ॥৬॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ত্বদ্যুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো যন্মাং পৃচ্ছসি পার্থিব ! ।
তত্তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাবদ্ভরতর্ষভ ! ॥৭॥
হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে।
ব্যুৎক্রম্য সময়ং রাজন্ ! ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্ ॥৮॥
অন্যায়েন হতং দৃষ্ট্বা গদাযুদ্ধেন ভারত ! ।
যুধিষ্ঠিরং মহারাজ ! মহদ্ভয়মথাবিশৎ ॥৯॥
চিন্তয়ানং মহাভাগাং গান্ধারীং তপসান্বিতাম্।
ঘোরেণ তপসা যুক্তাং ত্রৈলোক্যমপি সা দহেৎ ॥১০॥ (বিশেষকম্)
তস্য চিন্তয়মানস্য বুদ্ধিঃ সমভবত্তদা।
গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ পূর্ব্বং প্রশমনং ভবেৎ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

তত্ত্বত ইতি। হে অধ্বর্য্যুসত্তম ! যজুর্বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! । বিনিশ্চয়ে নিশ্চয়েন সম্পাদনে ॥৬॥
ত্বদিতি। তব যুক্তস্ত্বদ্যুক্তস্তবৈবোচিত ইত্যর্থঃ ॥৭॥
হতমিতি। ব্যুৎক্রম্য উল্লঙ্ঘ্য, সময়ং গদাযুদ্ধনিয়মম্, নাভেরধোদেশে গদাঘাত এব গদাযুদ্ধনিয়মবিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ। অন্যায়েন উক্তাদেব হেতোঃ। সা গান্ধারী ॥৮—১০॥

যজুর্বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ! নিশ্চিতভাবে অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদনবিষয়ে যাহা কারণ, তাহা আপনি আমার নিকট যথার্থরূপে বলুন' ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা ! এইরূপ প্রশ্ন করা আপনার পক্ষে সঙ্গত বটে; অতএব আমি আপনার নিকট যথাযথভাবে তাহার উত্তর বলিতেছি ॥৭॥

ভরতনন্দন মহারাজ ! ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করিয়া, অন্যায়ভাবে যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র মহাবল দুর্য্যোধনকে নিহত করিয়াছেন দেখিয়া এবং মহাভাগা গান্ধারীদেবী ভয়ঙ্কর তপস্যাসম্পন্না; সুতরাং তিনি শাপের প্রভাবে ত্রিভুবনও দগ্ধ করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া, যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥৮—১০॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই যুধিষ্ঠিরের এই বুদ্ধি জন্মিল যে, পূর্ব্বেই ক্রোধানলে প্রজ্বলিতা গান্ধারীর ক্রোধের শান্তি করা উচিত ॥১১॥

(১০) সোঽচিন্তয়ন্মহাভাগাং…নি।

সা হি পুত্রবধং শ্রুত্বা কৃতমস্মাভিরীদৃশম্ ।
মানসেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধা ভস্মসাৎ্নঃ করিষ্যতি ॥১২॥
কথং দুঃখমিদং তীব্রং গান্ধারী সংপ্রশক্ষ্যতি ।
শ্রুত্বা বিনিহতং পুত্রং ছলেনাজিহ্মযোধিনম্ ॥১৩॥
এবং বিচিন্ত্য বহুধা ভয়শোকসমন্বিতঃ ।
বাসুদেবমিদং বাক্যং ধর্ম্মরাজোঽভ্যভাষত ॥১৪॥
তব প্রসাদাদ্‌গোবিন্দ ! রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
অপ্রাপ্যং মনসাপীদং প্রাপ্তমস্মাভিরচ্যুত ! ॥১৫॥
প্রত্যক্ষং মে মহাবাহো ! সংগ্রামে লোমহর্ষণে ।
বিমর্দ্দঃ সুমহান্ প্রাপ্তস্ত্বয়া যাদবনন্দন ! ॥১৬॥
ত্বয়া দেবাসুরে যুদ্ধে বধার্থমমরদ্বিষাম্ ।
যথা সাহ্যং পুরা দত্তং হতাশ্চ বিবুধদ্বিষঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তস্যেতি । ক্রোধেন দীপ্তায়াঃ প্রজ্বলিতায়াঃ, প্রশমনং ক্রোধনিবৃত্তিকরণম্ ॥১১॥
সেতি । ঈদৃশমন্যায্যম্ । মানসেন মনোবর্ত্তিনা, অগ্নিনা ক্রোধানলেন ॥১২॥
কথমিতি । সংপ্রশক্ষ্যতি সোঢ়ুমিতি শেষঃ । অজিহ্মযোধিনং ন্যায়েন যুদ্ধকারিণম্ ॥১৩॥
এবমিতি । ভয়ং গান্ধার্য্যাঃ শাপভীতিঃ, শোকশ্চ তদ্দুরবস্থাস্মরণাৎ ॥১৪॥
তবেতি । অপ্রাপ্যং প্রবলশত্রুকরায়ত্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৫॥
প্রত্যক্ষমিতি । বিমর্দ্দ আক্রমণসংঘর্ষঃ ॥১৬॥

আমরা এইরূপ অন্যায়ভাবে পুত্রকে নিহত করিয়াছি ইহা শুনিয়া, গান্ধারী-দেবী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, আমাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥১২॥

পুত্র দুর্য্যোধন ন্যায়ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন ; কিন্তু আমরা তাঁহাকে ছলপূর্ব্বক বধ করিয়াছি ইহা শুনিয়া, গান্ধারী কি প্রকারে তীব্র দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া ভয়ে ও শোকে আকুল হইয়া, কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—॥১৪॥

'গোবিন্দ ! অচ্যুত ! মনেরও অগোচর এই নিষ্কণ্টক রাজ্য, তোমারই অনুগ্রহে আমরা পাইয়াছি ॥১৫॥

মহাবাহু যাদবনন্দন ! তুমি আমাদের সমক্ষেই লোমহর্ষণ যুদ্ধে গুরুতর সজ্ঘর্ষ ভোগ করিয়াছ ॥১৬॥

সাহ্যং তথা মহাবাহো! দত্তমস্মাকমচ্যুত।।
সারথ্যেন চ বার্ষ্ণেয়! ভবতা হি বৃতা বয়ম্ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)
যদি ন ত্বং ভবেন্নাথঃ ফাল্গুনস্য মহারণে।
কথং শক্যো রণে জেতুং ভবেদেষ বলার্ণবঃ ॥১৯॥
গদা প্রহারা বিপুলাঃ পরিঘৈশ্চাপি তাড়নম্।
শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ সপরশ্বধৈঃ ॥২০॥
অস্মৎকৃতে ত্বয়া কৃষ্ণ! বাচঃ সুপরুষাঃ শ্রুতাঃ।
শস্ত্রাণাঞ্চ নিপাতা বৈ বজ্রস্পর্শোপমা রণে ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
তে চ তে সফলা যাতা হতে দুর্য্যোধনেঽচ্যুত।।
তৎ সর্ব্বং ন যথা নশ্যেৎ পুনঃ কৃষ্ণ! তথা কুরু ॥২২॥
সন্দেহদোলাং প্রাপ্তং নশ্চেতঃ কৃষ্ণ! জয়ে সতি।
গান্ধার্য্যা হি মহাবাহো! ক্রোধং বুধ্যস্ব মাধব! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ত্বয়েতি। সাহ্যং সাহায্যম্, সাহায্যার্থে সাহ্যশব্দো মুনিষু রূঢ় ইতি প্রাগপি বহুশ উক্তম্, বৃতা আবৃতা ইব, তথা ভবতৈব বিপক্ষাঘাতনিবারণাদিত্যাশয়ঃ ॥১৭—১৮॥

যদীতি। নাথো রক্ষকঃ, ফাল্গুনস্য অর্জ্জুনস্য ॥১৯॥

গদেতি। সোঢ়া ইত্যাদিকং যথাসম্ভবমূহ্যম্। সুপরুষা অতিনিষ্ঠুরাঃ ॥২০—২১॥

ত ইতি। তৎ সর্ব্বং রাজ্যলাভাদিকম্। নশ্যেৎ গান্ধারীকোপেনেতি ভাবঃ ॥২২॥

মহাবাহু বৃষ্ণিনন্দন! তুমি পূর্ব্বকালে অসুরগণের বধের জন্য দেবাসুরযুদ্ধে যেমন দেবগণের সাহায্য ও অসুরগণকে বধ করিয়াছিলে, সেইরূপই এই যুদ্ধে আমাদেরও সাহায্য করিয়াছ এবং তুমি অর্জ্জুনের সারথ্য অবলম্বন করিয়া, যুদ্ধের সময় আমাদিগকে যেন আবৃত রাখিয়াছ ॥১৭—১৮॥

কৃষ্ণ! তুমি যদি মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনের রক্ষক না হইতে; তাহা হইলে, অর্জ্জুন কি করিয়া এই সৈন্যসাগর জয় করিতে সমর্থ হইতেন ॥১৯॥

কৃষ্ণ! তুমি আমাদের জন্যই অনেক গদাঘাত এবং পরিঘ, শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর, পরশু ও বজ্রস্পর্শতুল্য অন্যান্য অস্ত্রপ্রহার সহ্য করিয়াছ এবং অনেক নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়াছ ॥২০—২১॥

কৃষ্ণ অচ্যুত! আজ দুর্য্যোধন নিহত হওয়ায় তোমার সে সমস্ত সহ্য করাই সফল হইয়াছে। আবার গান্ধারীর কোপে যাহাতে সে সকল নষ্ট না হয়, তাহা কর ॥২২॥

---

(২৩) সন্দেহদোলাং প্রাপ্তাঃ স্ম প্রাপ্তে কৃষ্ণ! জয়ে সতি…পি,…ক্রোধস্ত শময়…নি।

সা হি নিত্যং মহাভাগা তপসোগ্রেণ কর্ষিতা।
পুত্রপৌত্রবধং শ্রুত্বা ধ্রুবং নঃ সংপ্রধক্ষ্যতি।
তস্যাঃ প্রসাদনং বীর! প্রাপ্তকালং মতং মম ॥২৪॥
কশ্চ তাং ক্রোধতাম্রাক্ষীং পুত্রব্যসনকর্ষিতাম্।
বীক্ষিতুং পুরুষঃ শক্তস্ত্বামৃতে পুরুষোত্তম! ॥২৫॥
তত্র মে গমনং প্রাপ্তং রোচতে তব মাধব!।
গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম! ॥২৬॥
ত্বং হি কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ।
হেতুকারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈঃ কালসমীরিতৈঃ ॥২৭॥
ক্ষিপ্রমেব মহাপ্রাজ্ঞ! গান্ধারীং শময়িষ্যসি।
পিতামহশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র ভবিষ্যতি ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

সন্দেহেতি। গান্ধার্য্যাঃ কোপেন হি পুনঃ সর্ব্বনাশসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥২৩॥

সেতি। কর্ষিতা কৃশীকৃতশরীরা। প্রাপ্তকালমেতৎকালোচিতম্। ষট্‌পাদঃ শ্লোকঃ ॥২৪॥

অথ যুষ্মাকমেকতমস্তত্র গচ্ছত্বিত্যাহ ক ইতি। পুত্রাণাং ব্যসনেন ধ্বংসেন কর্ষিতাং দুঃখিতাম্ ॥২৫॥

তত্রেতি। প্রাপ্তমুচিতম্। ক্রোধেন দীপ্তায়াঃ প্রজ্বলিতায়াঃ ॥২৬॥

ত্বমিতি। কর্ত্তা প্রকৃতাবস্থাকারী, বিকর্ত্তা বিকৃতিকারী, প্রভবত্যস্মাদিতি প্রভব উৎপত্তিকারণম্, অপ্যেত্যস্মাদিত্যপ্যয়ঃ সংহারকারণঞ্চ। হেতুর্যুক্তিঃ কারণঞ্চ তাভ্যাং সংযুক্তৈঃ, কালসমীরিতৈঃ অবসরক্রমেণোক্তৈঃ। পিতামহঃ অস্মাকম্, পাণ্ডোঃ পিতৃত্বা-

মহাবাহু কৃষ্ণ মাধব! জয় হইয়া গেলেও আমাদের মন সন্দেহদোলায় দুলিতেছে। কারণ, গান্ধারীর কোপের বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখ ॥২৩॥

মহাভাগা গান্ধারীদেবী ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে থাকিয়া, শরীরটাকে কৃশ করিয়াছেন; তিনি পুত্র ও পৌত্রপ্রভৃতির বধবৃত্তান্ত শুনিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে শাপানলে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অতএব বীর! বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাকে প্রসন্ন করা উচিত ইহাই আমার মত ॥২৪॥

পুরুষোত্তম! তুমি ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি পুত্রমৃত্যুশ্রবণদুঃখিতা ও ক্রোধে আরক্তনয়না সেই গান্ধারীদেবীকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে? ॥২৫॥

শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ! ক্রোধে প্রজ্বলিত সেই গান্ধারীদেবীর ক্রোধ নিবৃত্তি করার জন্য তোমারই সেইখানে যাওয়া উচিত; ইহাই আমার অভিমত ॥২৬॥

মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি লোকের প্রকৃত অবস্থা ও বিকৃত অবস্থা দুইই করিতে

সর্ব্বথা তে মহাবাহো! গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধনাশনম্।
কর্ত্তব্যং সাত্বতাং শ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবানাং হিতার্থিনা ॥২৯॥
ধর্ম্মরাজস্য বচনং শ্রুত্বা যদুকুলোদ্বহঃ।
আমন্ত্র্য দারুকং প্রাহ রথঃ সজ্জো বিধীয়তাম্ ॥৩০॥
কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণোঽথ দারুকঃ।
ন্যবেদয়দ্রথং সজ্জং কেশবায় মহাত্মনে ॥৩১॥
তং রথং যাদবশ্রেষ্ঠঃ সমারুহ্য পরন্তপঃ।
জগাম হাস্তিনপুরং ত্বরিতঃ কেশবো বিভুঃ ॥৩২॥
ততঃ প্রায়ান্মহারাজ! মাধবো ভগবান্ রথী।
নাগসাহ্বয়মাসাদ্য প্রবিবেশ চ বীর্য্যবান্ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

দিত্যাশয়ঃ, কৃষ্ণঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ, তত্র গান্ধারীসমীপে, ভবিষ্যতি স্থাস্যতি। স চ গান্ধার্য্যাঃ প্রসাদনে তব সাহায্যং করিষ্যতীতি ভাবঃ ॥২৭—২৮॥

সর্বথেতি। তে ত্বয়া। সাত্বতাং তদ্বংশীয়ানাম্ ॥২৯॥

ধর্ম্মেতি। যদুকুলোদ্বহো যদুবংশধুরন্ধরঃ কৃষ্ণঃ ॥৩০॥

কেশবস্যেতি। সজ্জং ধ্বজপতাকাশ্বাদিভির্যুক্তম্ ॥৩১॥

তমিতি। বিভুঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥৩২॥

পার এবং তুমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা; সুতরাং তুমি যুক্তিযুক্ত ও তৎকালোচিত বাক্যদ্বারা গান্ধারীদেবীকে প্রসন্ন করিতে পারিবে। বিশেষতঃ তখন সেস্থানে সম্ভবতঃ আমাদের পিতামহ ভগবান্ বেদব্যাস উপস্থিত থাকিবেন ॥২৭—২৮॥

মহাবাহু সাত্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি পাণ্ডবগণের হিতৈষী বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে গান্ধারীদেবীর ক্রোধ নিবৃত্তি তোমারই করা উচিত' ॥২৯॥

যদুকুলধুরন্ধর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া, নিজ সারথি দারুককে ডাকিয়া বলিলেন—'আমার রথ সজ্জিত কর' ॥৩০॥

দারুক কৃষ্ণের আদেশ শুনিয়া, ত্বরান্বিত হইয়া যাইয়া, পুনরায় আসিয়া কৃষ্ণকে জানাইল যে, রথ সজ্জিত হইয়াছে ॥৩১॥

পরে সর্ব্বশক্তিমান্, যদুবংশশ্রেষ্ঠ ও শত্রুসন্তাপকারী কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ করিয়া, সত্বর হস্তিনানগরের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৩২॥

(৩০)...রথসজ্জা বিধীয়তাম্—পি।

প্রবিশ্য নগরীং বীরো রথঘোষেণ নাদয়ন্।
বিদিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য সোঽবতীর্য্য রথোত্তমাৎ ॥৩৪॥
অভ্যগচ্ছদদীনাত্মা ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনম্।
পূর্ব্বঞ্চাভিগতং তত্র সোঽপশ্যদৃষিসত্তমম্ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্)
পাদৌ প্রপীড্য কৃষ্ণস্য রাজ্ঞশ্চাপি জনার্দ্দনঃ।
অভ্যবাদয়দব্যগ্রো গান্ধারীঞ্চাপি কেশবঃ ॥৩৬॥
ততস্তু যাদবশ্রেষ্ঠো ধৃতরাষ্ট্রমধোক্ষজঃ।
পাণিমালম্ব্য রাজেন্দ্র! সুস্বরং প্ররুরোদ হ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি। নাগসাহ্বয়ং হস্তিনানগরম্ ॥৩৩॥
প্রবিশ্যেতি। বিদিতো রথঘোষেণৈব। অদীনাত্মা অকাতরচিত্তঃ ॥৩৪—৩৫॥
পাদাবিতি। কৃষ্ণস্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য, রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥৩৬॥
তত ইতি। ধৃতরাষ্ট্রং তদীয়ম্, অধোক্ষজঃ কৃষ্ণঃ। সুস্বরং মুক্তকণ্ঠম্ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কিমর্থমিতি ॥১—২৬॥ হেতুকারণসংযুক্তৈঃ হেতবো দৃষ্টা অপরাধাঃ, কারণানি অদৃষ্টা-ন্যবশ্যম্ভাবীনি, তৈর্যুক্তানি তৈঃ ॥২৭—৩২॥ প্রায়াদগচ্ছৎ ॥৩৩—৩৫॥ কৃষ্ণস্য ব্যাসস্য ॥৩৬—৭৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণ মর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্ধুরীণবংশাবতংসশ্রীগোবিন্দসূরিসূনুশ্রীনীলকণ্ঠবিরচিতে ভারতভাবদীপে শল্যপর্ব্বার্থপ্রকাশে ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯॥

মহারাজ! রথারোহী ভগবান্ কৃষ্ণ যাইতে যাইতে নিকটবর্ত্তী হইয়া, হস্তিনা-নগরে প্রবেশ করিলেন ॥৩৩॥

বীর কৃষ্ণ রথের শব্দে সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিতে থাকিয়া, হস্তিনানগরে প্রবেশ করিয়া, উত্তম রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অকাতরচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেস্থানে পূর্ব্বেই সমাগত বেদব্যাসকে দেখিতে পাইলেন; ওদিকে ধৃতরাষ্ট্রও রথের শব্দে কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥৩৪—৩৫॥

ক্রমে কৃষ্ণ অনাকুলভাবে বেদব্যাস, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর চরণ স্পর্শ করিয়া, তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন ॥৩৬॥

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর যদুবংশপ্রধান কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধারণ করিয়া, মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

স মুহূর্ত্তাদিবোৎসৃজ্য বাষ্পং শোকসমুদ্ভবম্।
প্রক্ষাল্য বারিণা নেত্রে হ্যাচম্য চ যথাবিধি।
উবাচ প্রসৃতং বাক্যং ধৃতরাষ্ট্রমরিন্দমঃ ॥৩৮॥
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ভূতভব্যস্য ভারত !।
কালস্য চ যথাবৃত্তং তত্তে সুবিদিতং প্রভো ! ॥৩৯॥
যতিতং পাণ্ডবৈঃ সর্বৈস্তব চিত্তানুরোধিভিঃ।
কথং কুলক্ষয়ো ন স্যাত্তথা ক্ষত্রস্য ভারত ! ॥৪০॥
ভ্রাতৃভিঃ সময়ং কৃত্বা ক্ষান্তবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ।
দ্যূতচ্ছলজিতৈঃ শুদ্ধৈর্বনবাসোঽভ্যুপাগতঃ ॥৪১॥
অজ্ঞাতবাসচর্য্যা চ নানাবেশসমাবৃতৈঃ।
অন্যে চ বহবঃ ক্লেশাস্ত্বশক্তৈরিব নিত্যদা ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি। আচম্য বাষ্পত্যাগনিবন্ধনাপবিত্রত্বব্যপোহনার্থম্। ষট্পাদঃ শ্লোকঃ ॥৩৮॥
নেতি। ভূতভব্যস্য অতীতবর্ত্তমানস্য। বৃত্তং বৃত্তান্তঃ ॥৩৯॥
যতিতমিতি। যতিতং যত্নঃ কৃতঃ। ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়গণস্য তথা ক্ষয়ঃ ॥৪০॥
ভ্রাতৃভিরিতি। ক্ষান্তবান্ ত্বৎপুত্রাণামত্যাচারং সোঢ়বান্। অভ্যুপাগতঃ অঙ্গীকৃতঃ ॥৪১॥
অজ্ঞাতেতি। নানাবেশসমাবৃতৈঃ কঙ্কাদিরূপধারিভিঃ। ক্লেশাঃ সোঢা ইতি শেষঃ ॥৪২॥

তৎপরে শত্রুদমনকারী কৃষ্ণ শোকসঞ্জাত অশ্রুজল সংবরণপূর্ব্বক, জলদ্বারা নয়নযুগল প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া, বিস্তৃতভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন—॥৩৮॥

'ভরতনন্দন মহারাজ! অতীত ও বর্ত্তমান কালের কোন ঘটনাই আপনার অবিদিত নাই এবং যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সে সমস্তই আপনার বিশেষভাবে জানা আছে ॥৩৯॥

ভরতনন্দন! যাহাতে বংশের ও ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয় না হয়, তাহার জন্য আপনার চিত্তানুবর্ত্তী পাণ্ডবেরা সকলেই যত্ন করিয়াছিলেন ॥৪০॥

ধর্ম্মবৎসল যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া, সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া, সমস্ত কষ্টই সহ্য করিয়াছেন এবং নির্দ্দোষ পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির শঠতায় পরাজিত হইয়া, বনবাস স্বীকার করিয়াছেন ॥৪১॥

তাঁহারা নানাবিধ বেশ ধারণ করিয়া, বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা অসমর্থের ন্যায় থাকিয়া, অন্য বহুবিধ ক্লেশও সহ্য করিয়াছেন ॥৪২॥

(৩৮)·· উবাচ প্রস্তুতং বাক্যং—বঙ্গ।···উবাচপ্রশ্রিতং বাক্যং···নি।

ময়া চ স্বয়মাগম্য যুদ্ধকাল উপস্থিতে।
সর্ব্বলোকস্য সান্নিধ্যে গ্রামাংস্ত্বং পঞ্চ যাচিতঃ ॥৪৩॥
ত্বয়া কালোপসৃষ্টেন লোভতো নাপবর্জ্জিতাঃ।
তবাপরাধান্নৃপতে! সর্ব্বং ক্ষত্রং ক্ষয়ং গতম্ ॥৪৪॥
ভীষ্মেণ সোমদত্তেন বাহ্লীকেন কৃপেণ চ।
দ্রোণেন চ সপুত্রেণ বিদুরেণ চ ধীমতা।
যাচিতস্ত্বং শমং নিত্যং ন চ তৎ কৃতবানসি ॥৪৫॥
কালোপহতচিত্তো হি সর্ব্বো মুহ্যতি ভারত!।
যথা মূঢ়ো ভবান্ পূর্ব্বমস্মিন্নর্থে সমুত্থিতে ॥৪৬॥
কিমন্যৎ কালযোগাদ্ধি দিষ্টমেব পরায়ণম্।
মা চ দোষান্মহাপ্রাজ্ঞ! পাণ্ডবেষু নিবেশয় ॥৪৭॥
অল্পোঽপ্যতিক্রমো নাস্তি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
ধর্ম্মতো ন্যায়তশ্চৈব স্নেহতশ্চ পরন্তপ! ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

ময়েতি। যাচিতঃ পরিশেষে পাণ্ডবার্থ ইতি ভাবঃ ॥৪৩॥
ত্বয়েতি। কালোপসৃষ্টেন কালপ্রেরিতেন, নাপবর্জ্জিতাস্তে পঞ্চ গ্রামা অপি ন দত্তাঃ ॥৪৪॥
ভীষ্মেণেতি। সপুত্রেণ অশ্বত্থামসহিতেন। শমং সন্ধিনিবন্ধনাং শান্তিম্। ষট্পাদঃ ॥৪৫॥
কালেতি। কালেন উপহতং সদর্থনির্ণয়াক্ষমীকৃতং চিত্তং যস্য সঃ। সমুত্থিতে উপস্থিতে ॥৪৬॥
কিমিতি। দিষ্টং দৈবম্, পরায়ণম্ অস্মিন্ ক্ষয়ে পরমো হেতুঃ ॥৪৭॥

তা'র পর যুদ্ধের কাল উপস্থিত হইলে, আমি নিজে আসিয়া, সমস্ত লোকের সমক্ষে পাণ্ডবগণের জন্য আপনার নিকটে পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়াছিলাম ॥৪৩॥

কিন্তু আপনি কালপ্রেরিত ও লোভাকৃষ্ট হইয়া, তখন তাহা দেন নাই; অতএব রাজা! আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয় ক্ষয় পাইয়াছে ॥৪৪॥

বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সোমদত্ত ও বাহ্লীক সর্ব্বদাই আপনার নিকট সন্ধি-শান্তির প্রার্থনা করিতেন; কিন্তু আপনি তাহা করেন নাই ॥৪৫॥

ভরতনন্দন! সমস্ত মানুষই কালের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া থাকে; যেমন আপনি এই বিষয় উপস্থিত হইলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন ॥৪৬॥

কাল ব্যতীত এই ক্ষয়ের প্রতি অন্য কি কারণ হইতে পারে; অতএব এই ক্ষয়ের প্রতি সেই কাল ও দৈবই প্রধান কারণ; সুতরাং মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি পাণ্ডবগণের উপরে দোষারোপ করিবেন না ॥৪৭॥

এতৎ সর্ব্বমস্তু বিজ্ঞায় হ্যাত্মদোষকৃতং ফলম্।
অসূয়াং পাণ্ডুপুত্রেষু ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥৪৯॥
কুলং বংশশ্চ পিণ্ডশ্চ যচ্চ পুত্রকৃতং ফলম্।
গান্ধার্য্যাস্তব চৈবাথ পাণ্ডবেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫০॥
ত্বঞ্চৈব কুরুশার্দ্দূল! গান্ধারী চ যশস্বিনী।
মা শুচো নরশার্দ্দূল! পাণ্ডবান্ প্রতি কিল্বিষম্ ॥৫১॥
এতৎ সর্ব্বমনুধ্যাত্বা আত্মনশ্চ ব্যতিক্রমম্।
শিবেন পাণ্ডবান্ ধ্যাহি নমস্তে ভরতর্ষভ! ॥৫২॥
জানাসি চ মহাবাহো! ধর্ম্মরাজস্য যা ত্বয়ি।
ভক্তির্ভরতশার্দ্দূল! স্নেহশ্চাপি স্বভাবতঃ ॥৫৩॥

ভারতকৌমুদী

অল্প ইতি। অতিক্রমো লঙ্ঘনম্। ধর্ম্মত ইত্যাদৌ সর্বত্র ষষ্ঠ্যান্তস্ ॥৪৮॥

এতদিতি। অসূয়াং দোষারোপম্ ॥৪৯॥

কুলমিতি। কুলং কুলগৌরবম্, ফলং ভরণপোষণাদিকম্ ॥৫০॥

ত্বমিতি। কিল্বিষং জ্ঞাতিবধপাপং লক্ষ্যীকৃত্য ॥৫১॥

এতদিতি। অনুধ্যাত্বা বিচিন্ত্য, ব্যতিক্রমং ন্যায়লঙ্ঘনম্। শিবেন মঙ্গলময়েন চেতসা ॥৫২॥

জানাসীতি। অতএব তং প্রতি রোষো ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥৫৩॥

শত্রুসন্তাপক রাজা! এই বিষয়ে মহাত্মা পাণ্ডবগণ ধর্ম্ম, ন্যায় ও স্নেহের অল্পমাত্র অতিক্রমও করেন নাই ॥৪৮॥

মহারাজ! এই সমস্তই আপনার আত্মকৃত দোষের ফল; ইহা বুঝিয়া আপনি পাণ্ডবগণের উপরে দোষারোপ করিতে পারেন না ॥৪৯॥

আপনার ও গান্ধারীদেবীর বংশগৌরব, বংশরক্ষা, পিণ্ড প্রত্যাশা এবং পুত্রের যে সকল প্রয়োজন আছে; সে সমস্তই এখন পাণ্ডবগণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল ॥৫০॥

কৌরবশ্রেষ্ঠ নরনাথ! আপনি এবং যশস্বিনী গান্ধারীদেবী পাণ্ডবগণের এই অপরাধ বিষয়ে শোক করিবেন না ॥৫১॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সমস্ত বিষয় ও নিজের দোষ স্মরণ করিয়া, মঙ্গলময় চিত্তে পাণ্ডবগণের বিষয় চিন্তা করিতে থাকুন। আপনাকে নমস্কার করি ॥৫২॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার উপরে স্বভাবতই যুধিষ্ঠিরের যে ভক্তি ও স্নেহ আছে, তাহা আপনি জানেন ॥৫৩॥

(৪৯)…তস্মাদ্যুং পাণ্ডুপুত্রেষু…নি।

এতচ্চ কদনং কৃত্বা শত্রূণামপকারিণাম্ ।
দহ্যতে চ দিবারাত্রৌ ন চ শর্ম্মাধিগচ্ছতি ॥৫৪॥
ত্বাঞ্চৈব নরশার্দ্দূল ! গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
স শোচন্ নরশার্দ্দূলো ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৫৫॥
হ্রিয়া পরময়াবিষ্টো ভবন্তং নাধিগচ্ছতি ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং বুদ্ধিব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৫৬॥
এবমুক্ত্বা মহারাজ ! ধৃতরাষ্ট্রং যদূত্তমঃ ।
উবাচ পরমং বাক্যং গান্ধারীং শোককর্ষিতাম্ ॥৫৭॥
সৌবলেয়ি ! নিবোধ ত্বং যত্ত্বাং বক্ষ্যামি সুব্রতে ! ।
ত্বৎসমা নাস্তি লোকেঽস্মিন্নদ্য সীমন্তিনী শুভে ! ॥৫৮॥
জানাসি চ যথা রাজ্ঞি ! সভায়াং মম সন্নিধৌ ।
ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যমুভয়োঃ পক্ষয়োর্হিতম্ ॥৫৯॥
উক্তবত্যসি কল্যাণি ! ন চ তে তনয়ৈঃ কৃতম্ ।
দুর্য্যোধনস্ত্বয়া চোক্তো জয়ার্থী পরুষং বচঃ ॥৬০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এতদিতি । কদনং মহামারীম্ । দহ্যতে অনুতাপানলেন । শর্ম্ম সুখম্ ॥৫৪॥
ত্বামিতি । শোচন্ পুত্রপৌত্রাদিক্ষয়াৎ রাজ্যনাশাচ্চেতি ভাবঃ ॥৫৫॥
হ্রিয়েতি । হ্রিয়া লজ্জয়া । বুদ্ধ্যা সহ ব্যাকুলিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য তম্ ॥৫৬॥
এবমিতি । যদূত্তমঃ কৃষ্ণঃ । শোকেন কর্ষিতাং দুঃখসাগরে আকৃষ্টাম্ ॥৫৭॥
সৌবেতি । সুবলস্যাপত্যং স্ত্রীতি সৌবলেয়ী, তৎসম্বোধনম্ । নিবোধ শৃণু ॥৫৮॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপকারী শত্রুগণের এইরূপ মহামারী ঘটাইয়া দিবারাত্রই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন ; কখনই শান্তি পাইতেছেন না ॥৫৪॥

নরশ্রেষ্ঠ ! রাজা যুধিষ্ঠির আপনার ও গান্ধারীদেবীর বিষয়ে শোক করিতে থাকিয়া, কোন সময়েই শান্তি পাইতেছেন না ॥৫৫॥

রাজা ! আপনি পুত্রশোকে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি শোকে বিশেষ আকুল হইয়া গিয়াছে ; তথাপি রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত লজ্জিত হওয়ায় আপনার নিকট আসিতেছেন না' ॥৫৬॥

মহারাজ ! যদুবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া, শোকাকুল গান্ধারীদেবীকে উত্তম বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন—॥৫৭॥

'সুবলনন্দিনি সুব্রতে ! আমি আপনাকে যাহা বলিব, তাহা আপনি শ্রবণ করুন । কল্যাণি ! বর্ত্তমান সময়ে এই জগতে আপনার তুল্য নারী নাই ॥৫৮॥

শৃণু মূঢ়! বচো মহ্যং যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং তব বাক্যং নৃপাত্মজে! ॥৬১॥
এবং বিদিত্বা কল্যাণি! মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ।
পাণ্ডবানাং বিনাশায় মা তে বুদ্ধিঃ কদাচন ॥৬২॥
শক্তা চাসি মহাভাগে! পৃথিবীং সচরাচরাম্।
চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন নির্দগ্ধুং তপসো বলাৎ ॥৬৩॥
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা গান্ধারী বাক্যমব্রবীৎ।
এবমেতন্মহাবাহো! যথা বদসি কেশব! ॥৬৪॥
আধিভির্দহ্যমানায়া মতিঃ সঞ্চালিতা মম।
সা মে ব্যবস্থিতা শ্রুত্বা তব বাক্যং জনার্দ্দন! ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

জানাসীতি। ধর্ম্মো ন্যায়ঃ অর্থো যুক্তিশ্চ তাভ্যাং সহিতম্। পরুষং নিষ্ঠুরম্ ॥৫৯—৬০॥
শৃণ্বিতি। মহ্যং মম, যতো যত্র, ততস্তত্র। সমনুপ্রাপ্তমুপস্থিতম্ ॥৬১॥
এবমিতি। মা ভূঃ ন ভবত্বিত্যর্থঃ, তেষামপরাধাভাবাৎ ॥৬২॥
শক্তেতি। চরৈর্জ্জঙ্গমৈঃ অচরৈঃ স্থাবরৈশ্চ সহেতি তাম্। ক্রোধেন দীপ্তং জলিতং তেন ॥৬৩॥
বাস্বিতি। এবমেতৎ নির্দগ্ধুং শক্তাস্যেবেত্যর্থঃ ॥৬৪॥

রাজ্ঞি! আপনি জানেন যে, তৎকালে আপনি সভায় আমার সমক্ষে উভয় পক্ষের হিতজনক ও ধর্ম্মার্থযুক্ত অনেক কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার পুত্রেরা আপনার সে বাক্য রক্ষা করেন নাই। কল্যাণি! তাহার পর আপনি দুর্য্যোধনকে অনেক নিষ্ঠুর কথা বলিয়াছিলেন—॥৫৯—৬০॥

'মূঢ় দুর্য্যোধন! তুই আমার কথা শোন—যেখানে ধর্ম্ম থাকে, সেইখানেই জয়ও থাকে'। রাজপুত্রি! এখন আপনার সেই বাক্য এই উপস্থিত হইয়াছে ॥৬১॥

কল্যাণি! এইরূপ বুঝিয়া আপনি আর শোকের দিকে মন দিবেন না এবং কখনও পাণ্ডবগণের বিনাশের দিকে বুদ্ধি করিবেন না ॥৬২॥

মহাভাগে! আপনি তপস্যার প্রভাবে ক্রোধজ্বলিত নয়নদ্বারা স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত সমগ্র পৃথিবীই দগ্ধ করিতে পারেন' ॥৬৩॥

তখন গান্ধারী কৃষ্ণের কথা শুনিয়া, এই বাক্য বলিলেন—'মহাবাহু কৃষ্ণ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে ॥৬৪॥

জনার্দ্দন! মনের বেদনায় আমার বুদ্ধি বিচলিত হইয়াছিল; কিন্তু তোমার বাক্য শুনিয়া, আমার সে বুদ্ধি এখন স্থির হইয়াছে ॥৬৫॥

রাজ্ঞস্ত্বন্ধস্য বৃদ্ধস্য হতপুত্রস্য কেশব ! ।
ত্বং গতিঃ সহিতৈর্বীরৈঃ পাণ্ডবৈর্দ্বিপদাংবর ! ॥৬৬॥
এতাবদুক্ত্বা বচনং মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী প্ররুরোদ হ ॥৬৭॥
তত এনাং মহাবাহুঃ কেশবঃ শোককর্ষিতাম্ ।
হেতুকারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈরাশ্বাসয়ৎ প্রভুঃ ॥৬৮॥
সমাশ্বাস্য চ গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ মাধবঃ ।
দ্রৌণিসঙ্কল্পিতং ভাবমন্ববুধ্যত কেশবঃ ॥৬৯॥
ততস্ত্বরিত উত্থায় পাদৌ মূর্দ্ধ্না প্রণম্য চ ।
দ্বৈপায়নস্য রাজেন্দ্র ! ততঃ কৌরবমব্রবীৎ ॥৭০॥
আপৃচ্ছে ত্বাং কুরুশ্রেষ্ঠ ! মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ।
দ্রৌণেঃ পাপোঽস্ত্যভিপ্রায়স্তেনাস্মি সহসোত্থিতঃ ॥৭১॥

ভারতকৌমুদী

আধিভিরিতি। আধিভির্মনোব্যথাভিঃ। ব্যবস্থিতা স্থিরীভূতা ॥৬৫॥

রাজ্ঞ ইতি। সহিতৈঃ সম্মিলিতৈঃ, পাণ্ডবৈঃ সহ, দ্বিপদাং মনুষ্যাণাম্ ॥৬৬॥

এতাবদিতি। মুখাচ্ছাদনং পরদর্শনলজ্জানিবারণার্থম্ ॥৬৭॥

তত ইতি। হেতুর্যুক্তিঃ কারণঞ্চ তাভ্যাং সংযুক্তৈঃ, প্রভুঃ সর্বশক্তিমান্ ॥৬৮॥

সমিতি। দ্রৌণিনা অশ্বত্থাম্না সঙ্কল্পিতং মনসা নিরূপিতম্, ভাবং রাত্রৌ পাণ্ডবানাং গুপ্তহত্যাম্। অন্ববুধ্যত সর্ব্বান্তর্যামিত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৬৯॥

তত ইতি। মূর্দ্ধ্না, দ্বৈপায়নস্য পাদৌ প্রণম্যেতি সম্বন্ধঃ ॥৭০॥

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ কেশব ! সম্মিলিত পাণ্ডবগণের সহিত তুমিই এখন অন্ধ, বৃদ্ধ ও হতপুত্র রাজার একমাত্র অবলম্বন' ॥৬৬॥

পুত্রশোকসন্তপ্তা গান্ধারী এই পর্য্যন্ত বলিয়া, বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন ॥৬৭॥

তাহার পর সর্ব্বশক্তিমান্ ও মহাবাহু কৃষ্ণ যুক্তি ও কারণযুক্ত বহুবিধ বাক্যদ্বারা শোকাকুলা গান্ধারীকে আশ্বস্ত করিলেন ॥৬৮॥

কৃষ্ণ সেইভাবে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বস্ত করিয়া, অশ্বত্থামার সঙ্কল্পিত বিষয় বুঝিতে পারিলেন ॥৬৯॥

রাজশ্রেষ্ঠ ! 'তদনন্তর কৃষ্ণ সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, মস্তকদ্বারা বেদব্যাসের চরণযুগলে নমস্কার করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—॥৭০॥

'কৌরবশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার নিকট আমার প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা

পাণ্ডবানাং বধে রাত্রৌ বুদ্ধিস্তেন প্রবর্ত্তিতা।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং গান্ধার্য্যা সহিতোঽব্রবীৎ ॥৭২॥
ধৃতরাষ্ট্রো মহাবাহুঃ কেশবং কেশিসূদনম্।
শীঘ্রং গচ্ছ মহাবাহো! পাণ্ডবান্ পরিপালয় ॥৭৩॥ (যুগ্মকম্)
ভূয়স্ত্বয়া সমেষ্যামি ক্ষিপ্রমেব জনার্দ্দন।।
প্রায়াত্ততস্তু ত্বরিতো দারুকেণ সহাচ্যুতঃ ॥৭৪॥
বাসুদেবে গতে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্।
আশ্বাসয়দমেয়াত্মা ব্যাসো লোকনমস্কৃতঃ ॥৭৫॥
বাসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা কৃতকৃত্যো জগাম হ।
শিবিরং হাস্তিনপুরাদ্দিদৃক্ষুঃ পাণ্ডবান্ নৃপ! ॥৭৬॥

ভারতকৌমুদী

আপৃচ্ছ ইতি। আপৃচ্ছে প্রস্থানানুমতিং প্রার্থয়ামীত্যর্থঃ। অথ প্রস্থানে কথমিয়ং ত্বরেত্যাহ দ্রৌণেরিতি। পাপঃ পাণ্ডবানাং গুপ্তহত্যাবিষয়ত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৭১॥

পাণ্ডবানামিতি। বধে গুপ্তহত্যায়াম্, তেন দ্রৌণিনা, প্রবর্ত্তিতা কৃতা। কেশিসূদনং কেশিনামকদানবহন্তারম্। এতেন ভাবিসৌপ্তিকপর্ব্ব সূচিতম্ ॥৭২—৭৩॥

ভূয় ইতি। ভূয়ঃ পুনঃ, ত্বয়া সহ, সমেষ্যামি সম্মিলিতো ভবিষ্যামি ॥৭৪॥

বাস্বিতি। অমেয়াত্মা প্রাকৃতলোকৈরজ্ঞেয়স্বভাবঃ, লোকনমস্কৃতস্তপোমাহাত্ম্যাৎ ॥৭৫॥

বাস্বিতি। কৃতং কৃত্যং করণীয়ং গান্ধারীকোপশমনং যেন সঃ। শিবিরং প্রাগুক্তং নদীতীরস্থম্, তদানীং তত্রৈব পাণ্ডবানামবস্থানস্য পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। দিদৃক্ষুর্দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ ॥৭৬॥

করিতেছি। আপনি আর শোকের দিকে মন দিবেন না। 'অশ্বত্থামার পাপ অভিপ্রায় জন্মিয়াছে; আমি সেই জন্যই হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়াছি ॥৭১॥

অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডবগণের গুপ্তহত্যা বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়াছেন'। এই কথা শুনিয়া, মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মিলিত হইয়া কেশিহন্তা কৃষ্ণকে বলিলেন—'মহাবাহু! তুমি সত্বর যাও, পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর ॥৭২—৭৩॥

জনার্দ্দন! আমি আবার তোমার সহিত সম্মিলিত হইব'। তাহার পর কৃষ্ণ ত্বরান্বিত হইয়া দারুকের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥৭৪॥

রাজা! কৃষ্ণ চলিয়া গেলে, অজ্ঞেয়স্বভাব ও সর্ব্বলোকনমস্কৃত বেদব্যাস রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥৭৫॥

নরনাথ! ওদিকে ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণও কৃতকার্য্য হইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিয়া, হস্তিনানগর হইতে সেই নদীতীরস্থ শিবিরে গমন করিলেন ॥৭৬॥

আগম্য শিবিরং রাত্রৌ সোঽভ্যগচ্ছত পাণ্ডবান্ ।
তচ্চ তেভ্যঃ সমাখ্যায় সহিতস্তৈঃ সমাহিতঃ ॥৭৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি
গদাযুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রগান্ধারীপ্রবোধনে ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সমাপ্তঞ্চেদং শল্যপর্ব্ব ॥০॥ ‡

ভারতকৌমুদী

আগম্যেতি। তদ্‌গান্ধারীকোপশমনবৃত্তম্। সমাহিতঃ পবকর্ত্তব্যবিষয়ে একাগ্রচিত্তঃ অভবদিতি শেষঃ ॥৭৭॥

ব্রহ্মর্ত্তু বহ্নিন্দুমিতে শকাব্দে সৌরে তপস্যেঽহনি পঞ্চমে চ ।
শল্যাশ্রিতা ভারতকৌমুদীয়ং বঙ্গানুবাদাদিযুতা সমাপ্তা ॥১॥
কোটালিপাড়ে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহানূনশিয়াভিধানঃ ।
তত্রত্য-গঙ্গাধরশর্ম্মসূনুর্যঃ কাশ্যপঃ শ্রীহরিদাসশর্ম্মা ॥২॥
চিরমূনশিয়ানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা ।
নম্নু তেন শিবপ্রসাদতো রচিতা শ্রীহরিদাসশর্ম্মণা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াং শল্যপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

সমাপ্তঞ্চেদং শল্যপর্ব্ব ॥০॥

কৃষ্ণ সেই রাত্রিকালে নদীতীরস্থ পাণ্ডবশিবিরে আগমন করিয়াই পাণ্ডবগণের নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে গান্ধারীর কোপ নিবৃত্তির বিষয় বলিয়া, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া, পরকর্ত্তব্য বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত থাকিয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭৭॥

শল্যপর্ব্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

* '· ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' পি বঙ্গ বর্দ্ধ বা সো, '···চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ' নি।

‡ ইতঃ পরমপি বহুষ্বেব পুস্তকেষু দুর্য্যোধনবিলাপ-তদন্তিককৃতবর্ম্মাদ্যাগমনসূচকমধ্যায়-দ্বয়ং শল্যপর্ব্বণ এবান্তিমাধ্যায়তয়া সন্নিবেশিতং দৃশ্যতে। তচ্চাতীবাসঙ্গতম্, পর্ব্বসংগ্রহা-ধ্যায়োক্তিবিরোধাৎ। তথা চ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে—(আদিপর্ব্বণি দ্বিতীয়াধ্যায়ে) "·· ঊরূ ভগ্নৌ প্রসহ্যাজৌ গদয়া ভীমবেগয়া। নবমং পর্ব্ব নির্দ্দিষ্টমেতদদ্ভুতমর্থবৎ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সৌপ্তিকং পর্ব্ব দারুণম্। ভগ্নোরুং যত্র রাজানং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥ অপযাতেষু পার্থেষু ত্রয়স্তেঽভ্যাযযু রথাঃ। কৃতবর্ম্মা কৃপো দ্রৌণিঃ সায়াহ্নে রুধিরোক্ষিতম্ ॥" এতেন তদধ্যায়দ্বয়স্য শল্যপর্ব্বণঃ অ-শেষাংশতয়া সৌপ্তিকপর্ব্বণ এব চ প্রাথমিকতয়া স্বয়ং মুনি-নৈবাভিহিতত্বমিত্যকামেনাপি মন্তব্যম্। কিঞ্চ ষড়শীতিশ্লোকাত্মকতদধ্যায়দ্বয়স্য শল্যপর্ব্ব-স্থিতৌ শল্যপর্ব্বণি তাবৎসংখ্যকশ্লোকাধিক্যম্, সৌপ্তিকপর্ব্বণি চ তাবৎসংখ্যকশ্লোকন্যূনত্বঞ্চ প্রসজ্যেত। বস্তুতস্তু নাটকাদৌ দৃশ্যকাব্যে অঙ্কাংশাবতার ইব সৌপ্তিকপর্ব্ব শল্যপর্ব্বণ এব অংশবিশেষ ইতি লেখকপ্রমাদঃ সর্বথৈব সম্ভবতীতি সুধীভির্বিভাবনীয়ম্।